ওঁ হংসঃ সট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

শক্তিবাদ-ভাষ্য-গীতা

লেখক—স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রথম সংস্করণ
বঙ্গাব্দ ১৩৬৫ সন
কলের্গতাব্দা ৫০৫৯

প্রকাশক :—

গ্রন্থকার

প্রিণ্টার হরিচরণ চক্রবর্ত্তী। শক্তিবাদ প্রেস, ১১৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই গ্রন্থের শেষ অর্দ্ধাংশ এবং ভূমিকা প্রভৃতি অংশ 'নিউ প্রিণ্টস্' ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে ছাপা হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—শক্তিবাদ মঠ, গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

ওঁ হং সঃ ষট্ শ্রীমদ্‌গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুপূজা

বাবা!

দুর্ব্বলবাদ পীড়িত অর্জ্জুনকে শক্তিবাদী গুরু বাসুদেব শক্তিবাদী করিয়াছিলেন। শক্তি উপাসনা যে জাতির জাতীয় ধর্ম্ম; গায়ত্রী সন্ধ্যা, চণ্ডীপাঠ, কালীপূজা ও দুর্গোৎসব যে জাতির নিত্য ধর্ম্ম, সেই জাতিকেও শক্তিবাদ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশে ভূমিতে অবতরণ করিয়া দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে, তিনি দুর্ব্বলতায় ও মোহে আচ্ছন্ন হইলেন। কাজেই দেখা যায়, শক্তি উপাসনাই শক্তিবাদ ধর্ম্মের জন্য যথেষ্ট নহে, শক্তিবাদী গুরুরও প্রয়োজন আছে। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের শরীর ত্যাগের পর মহাবীর অর্জ্জুন আর গাণ্ডীব উঠাইতে পারেন নাই।

আপনি প্রায়ই বলিতেন, "ছাঁচে ঢালাই করা লৌহদ্রব্য ও পিটাইয়া প্রস্তুত লৌহদ্রব্য এক জাতীয় হয় না। পিটাই করা লৌহদ্রব্য অনেক চোটেও ভাঙ্গে না। তোমাকে পিটাইয়া গড়াই আমার নীতি।"

শক্তি সাধনায় প্রবেশ করিবার পর মহাশক্তির অবির্ভাব ও প্রেরণা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। আমি সেই শক্তিকে কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। শেষ পর্য্যন্ত, আপনি মসিসিক্ত লেখনী আমার হাতে ধরাইয়া, ঘাড়ে ধরিয়া, লিখাইয়াছিলেন। শক্তিবাদ ঐ সব ঘটনারই পরিণতি।

এক সময় আমি দর্শনশাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছিলাম। আপনি বলিলেন, "মহামায়ার পাঠশালায় পড়িতে আসিয়াছ, সেই পড়াই পড়, অর্থাৎ তপস্যায় ও সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। তাঁহার কৃপায় কত দর্শন ও জ্ঞান তুমি প্রকাশ করিতে পারিবে"। আপনার সব

কথাই জীবনে ফলিয়াছে। ভয়ঙ্কর বাধার সম্মুখীন হইয়া কখনও বিচলিত হইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কর্ত্তব্যের প্রয়োজনে বাঘের মুখের খাদ্য কাড়িয়া আনিতেও আমার অন্তর কম্পিত হয় নাই। ভয়ঙ্কর শঙ্খচূড় সর্প ফণা বিস্তার করিয়া মস্তকে দংশন করিতে উদ্যত দেখিয়াও ভয়ের রেখা হৃদয়ে দেখা দেয় নাই। জীবনে কয়েকবার দুর্লঙ্ঘনীয় বাধার সম্মুখীন হইয়াছি; দেখিতে পাইয়া, আপনি নিজে নিজের শক্তি প্রয়োগ দ্বারা উহা নিবারণ করিয়াছেন। সে সব ঘটনাও আমার মনে আছে। আনন্দ মঠ, শক্তি সাধনা ও যোগবিদ্যার প্রথম গুরু মহাদেব শিব হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত শক্তিবাদী গুরুগণের আশীর্ব্বাদ আপনার স্নেহের মধ্য দিয়া আমার মস্তকে সদাই বর্ষিত হইতেছে, সুতরাং দৃঢ়তার সহিতই আমি বিশ্বাস করি, শক্তিবাদ ভারতের বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইতি—

প্রণতঃ—

সত্যানন্দ

শক্তিবাদ ভাষ্য সূচীপত্র

অকারাদিক্রমে শ্লোক সূচী



শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দজী সরস্বতী।
১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ। (চুনার)

শক্তিবাদ ভাষ্যের কথা।

গ্রন্থকার লিখিত।

শক্তিবাদ ভারতের প্রাচীনতম মতবাদ। এই মতবাদ অতীব মহান। কঠোর তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং সকল প্রকার ভয় ও মোহ হইতে মুক্ত থাকিয়া অসুরবাদকে ধ্বংশ করিয়া সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্টিত রাখিতে হইবে; শক্তিবাদের ইহাই মূল কথা। বেদ, চণ্ডী ও প্রসিদ্ধ গীতাশাস্ত্র এই মূল নীতির উপর প্রতিষ্টিত। দুর্গা, কালী এবং অন্যান্য বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পূজাবিধিতে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত আছে। শক্তিবাদকে বাদ দিয়া দুর্ব্বল ও অসুরবাদ গ্রহণ করিলে মানুষের নিত্য সাধারণ জীবনও চলে না। কাজেই মানব মাত্রই দুর্ব্বল ও অসুরবাদ মূলক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আত্মার একমাত্র আশ্রয় শক্তিবাদীয় ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবে। গীতা শাস্ত্রের ইহাই মূল কথা। শক্তিবাদ ভাষ্যে সর্ব্বধর্ম্মবাদ স্বীকার করা হয় নাই। গীতার মতে দেবতা পিতৃ, ভূত পিশাচ ও আত্মার উপাসনার ফল এক নহে (দ্রঃ অ৯, শ্লোঃ ২৫)। গীতার মতে উপাসনার ফলে মানুষ দেবত্ব লাভ করেন এবং পিশাচের মত হীন স্বভাবও প্রাপ্ত হয়। আত্মাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, দেবতা, পিতৃ, বা পিশাচরূপে উপাসনা করিলে আত্মা তত্তৎরূপ প্রকাশিত হন, এ কথা গীতা স্বীকার করিয়াছেন (দ্রঃ অঃ ৪, শ্লোঃ ১১)। আত্মাকে নানারূপে উপাসনা করিয়াও মানুষ আত্মার পথে আসিতে পারেন, কিন্তু মানুষ যতকাল অসুরবুদ্ধি ত্যাগ না করে ততকাল সে আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না (দ্রঃ অঃ ১৬, শ্লোঃ ২০)। দেবজগতে দেবভাবাপন্ন সূক্ষ্মআত্মা এবং অসুরভাবাপন্ন সূক্ষ্ম আত্মারা অবস্থান করেন। দৈবভাবাপন্ন আত্মাগণ শক্তিবাদের সহায়ক হন এবং অসুরভাবাপন্ন আত্মারা অসুরবাদের সহায়ক হন। এই স্তরে দুর্ব্বলবাদীয় সূক্ষ্ম আত্মারাও আছেন। সূক্ষ্ম আত্মারা সকলেই ভক্তিমান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নানা রূপে অর্থাৎ দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পৈরী, জীন, করিস্তে ইত্যাদি নানারূপে দর্শন দেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন

In India they are termed Ashuras, Rakshasas and Pishachas (being respectively of mentalised vital, middle vital planes) who are opposing to the gods, the powers of Light. These too are powers for they too have thier Asurik field in which they exercise their function and anthority and some of them once were devine power. (Letters of Sree Arobindo, 2nd Series page 179)" এ জন্যই ধর্ম্মমত তিন প্রকারের দৈবীভাবাপন্ন অসুর ভাবাপন্ন ও দুর্ব্বল ভাবাপন্ন মানবের মনে সঙ্গের তিন প্রকারের সূক্ষ্ম আত্মারা ক্রিয়াশীল হন। আমরা দেখিয়াছি, আদি বাইবেলের ও কুরাণের চিন্তাধারা প্রায় এক রকমের; কিন্তু নবীন বাইবেলের চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকারের এবং উহাতে দুর্ব্বলবাদের প্রভাব বেশী। বেদ, চণ্ডী ও গীতার ভাবধারা দুর্ব্বল ও অসুরবাদ বিরোধী এবং সম্পূর্ণরূপে শক্তিবাদ মূলক। যে কোন মতবাদের চিন্তাধারা বিচার করিলে দেখা যাইবে দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ বা শক্তিবাদের কোন একটিকে উহা আশ্রয় করিয়াছে। পিশাচকে ঈশ্বর বলিয়া মানিবার দরুণই পিশাচ উপাসকগণ পিশাচের মত হীন ও বর্ব্বরের মত দুষ্কার্য্য ধর্ম্মের নামে করিবার প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে।

গীতার অদ্বৈত, দ্বৈত বিশিষ্ঠাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বাদের চক্করে মধ্য যুগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ অত্যন্ত মাথা ঘামাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গীতায় দুর্ব্বল, অসুর বা শক্তিবাদীয় নীতির দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নাই। ফলে, ভারতের ধার্ম্মিকগণ ইহাকালের জন্য স্বার্থবাদী এবং পরকালের নামে জড়তায় জড়াইয়া গিয়াছিলেন। গীতার কর্ম্মবাদ, উপাসনা ও জ্ঞানবাদের ভিত্তি শক্তিবাদীয় নীতিতে পরিপূর্ণ। গীতা, সমাজজীবনে, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতিকারী অসুরবাদের নাশ চান। গীতা শক্তিবাদের মতই

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে দেবতা, পিতৃ, পিশাচ উপাসনাও স্বীকার করিয়া করিয়াছেন। হীন স্তরের উপাসনার ফলে মানুষ হীন, জঘন্যগুণ ও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজের ক্ষতি কারক হয় এবং তাহার আত্মার অধোগতি হয়, একথাও বলিয়াছেন। গীতায় অঃ ৯, শ্লোঃ ১২তে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে "মূর্খগণই রাক্ষস, আসুরিক ও মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, ফলে তাহারা ব্যর্থ আশা, নিষ্ফল কর্ম্ম এবং যুক্তিহীন মতবাদে জড়াইয়া যায়"। গীতার লক্ষ্য শক্তিবাদের মতই নির্গুন এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ। ভক্তিবাদী, কর্ম্মবাদী এবং যোগানুশীলনকারীগণ সকলেই শক্তিবাদ ভাষ্যে গীতার তত্ত্ব জানিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রথ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিতে বলেন। দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিবার পরও অর্জ্জুনের চরিত্রে দুর্ব্বলবাদীয় ভ্রান্তি দেখা দিয়াছিল। তিনি সংশয়ে অভিভূত হন এবং কৃষ্ণকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে বুঝা যায়, সবসময় শুধু উপাসনা দ্বারাই মানব শক্তিবাদী হইতে পারেন না, মানবের জন্য শক্তিবাদী গুরুরও প্রয়োজন আছে। যাহাতে ভারতে শক্তিবাদী কর্ম্মী, শক্তিবাদী উপাসক ও শক্তিবাদী গুরু গঠিত হইতে পারেন এ বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল যদি সচেষ্ট হন তবে ভারতের ও বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ হইবে এবং যে লক্ষ্যে গীতারূপ মহান ধর্ম্মের প্রকাশ হইয়াছে উহাও সার্থক হইবে।

শক্তিউপাসনা শক্তিবাদ মূলক ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবাদের মূল ভিত্তি। বৈদিক যুগের ইন্দ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি, এবং রুদ্র, বসু, চন্দ্র, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ রাম, বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণ এবং প্রাচীন আধুনিক ভারতীয় রাজবংশীয়গণ সকলেই শক্তিউপাসক ছিলেন। 'চণ্ডী' শক্তিউপাসনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। চণ্ডী বলেন, প্রত্যেকটী বস্তু যাহা জড়রূপে বা আত্মারূপে অবস্থিত সবই

শক্তিদ্বারা পরিপূর্ণ। "যচ্চ কিঞ্চিদ্ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে', (দ্রষ্টব্য ২য় মাহাত্ম্য। মং ৭৮)। জড় বস্তু যে শক্তিতে পরিপূর্ণ ইহা আজকাল বিজ্ঞান ভালভাবে প্রমাণ করিয়াছে এবং এটমিক এনার্জি রূপে উহার প্রয়োগও দেখাইয়া দিয়াছে। প্রাচীন ভারতে ইহাকে দিব্যাস্ত্র বলা হইত। চণ্ডীর যুদ্ধে এবং রামায়ণ মহাভারতে দিব্যাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মা যে শক্তিতে পরিপূর্ণ ইহা যে কোন শক্তিমান পুরুষের সংস্পর্শে থাকিলে বুঝা যায়। তাঁহাদের মন, বুদ্ধি ও কর্মশক্তি যে সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আত্মশক্তিকে বৃদ্ধি করিবার জন্যই যোগ, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যামূলক সাধনার নিয়ম প্রচলিত আছে। আত্মশক্তিকেই আমরা দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদের ভাগে ভাগ করিয়াছি। দেখা গিয়াছে, দুর্ব্বলবাদীয় আত্মশক্তি হইতে অসুরবাদীয় আত্মশক্তি বলবান এবং শক্তিবাদীয় আত্মশক্তি অসুরবাদীয় আত্মশক্তি হইতেও শক্তিসালী। জড়শক্তির পূর্ণ অনুশীলন ও আয়ত্ব করিতে হইবে এবং আত্মশক্তির ও পূর্ণ উদ্বোধন করিয়া দুর্ব্বল ও অসুরবাদীয় চিন্তা জগৎকে অতিক্রম করিতে হইবে এবং শক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্বের ও সমাজের এবং নিজের লৌকিক ও অলৌকিক কল্যাণের, পথ করিতে হইবে ইহাই শক্তিবাদ। শক্তিবাদীয় উপাসনার আরম্ভ হয় গায়ত্রী শক্তিউপাসনায় এবং ইহার শেষ পরিণতি তুরীয় শক্তির মধ্যদিয়া ব্রহ্মোপাসনায় পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে (মহাশক্তি কালীউপাসনাই তুরীয় শক্তির শ্রেষ্ঠ উপাসনা)। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপাসনা ও যোগবিদ্যার একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায়ে আমরা তাঁহার শক্তিবাদীয় প্রতিভা দেখিতে পাই।

গীতাপাঠের ক্রম

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রথ হইতে মাটীতে অবতরণ করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গা স্তোত্র পাঠ করিতে বলেন। গীতা পাঠের আরম্ভে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ স্তোত্রটী পাঠ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রী দুর্গা স্তোত্রম

ওঁ নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে মন্দরবাসিনি।
কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে ॥ ১
ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তুতে।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি ॥ ২
কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে।
শিখিপিচ্ছধ্বজধরে নানাভরণভূষিতে ॥ ৩
অট্টশূলপ্রহরণে খড়্গখেটকধারিণি।
গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে ॥ ৪
মহিষাসৃক্‌প্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনি।
অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে ॥ ৫
উমে শাকম্ভরি শ্বেতে কৃষ্ণে কৈটভনাশিনি।
হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি সুধূম্রাক্ষি নমস্তুতে ॥ ৬
বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি।
জম্বুকটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে। ৭
ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা চ বিদ্যানাং মোহনিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনী ॥ ৮
স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যতে ॥ ৯
স্তুতাঽসি ত্বং মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্রণাজিরে ॥ ১০

কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানাং চালয়েষু চ ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়োসি দানবান ॥ ১১
ত্বং জৃম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রী স্তথৈবচ ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥ ১২
তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্যবিবর্দ্ধিনী ।
ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষসে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ১৩

দুর্গাস্তোত্রের শক্তিবাদ ভাষ্য।

(১) হে সিদ্ধ সেনানি, আর্য্যে, মন্দর বাসিনি, কুমারি, কালি, কাপালি, কপিলে ও কৃষ্ণপিঙ্গলে আপনাকে প্রণাম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মহাশক্তি দুর্গার উপাসনাই "ব্রহ্মোপাসনা"। এ সম্বন্ধ বেদের প্রমাণ আছে। পাঠক কেনোপনিষদ পাঠ করুন; অসুরগণকে পরাজয় করিবার পর দেবতাদের অহংকার হইল যে এই বিজয় তাঁহাদের। সেই সময় এক জ্যোতি তাঁহাদের নিকট দর্শন দিলেন। বেদ ইঁহাকে "ব্রহ্মের আবির্ভাব" নামে বর্ণনা করিয়াছেন; দেবতাগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারিলেন না। সেই সময় সেইস্থানে এক "শক্তিমূর্ত্তি" অবির্ভূতা হইলেন এবং দেবতাদের সঙ্গে সেই শক্তির কথা হইল। বেদ তাঁহাকে "হৈমাবতী" নাম দিয়াছেন। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সুষুম্নার মধ্যে সুশীতল হিমপ্রদেশ বিদ্যমান। ব্রহ্মনাড়ী এই প্রদেশে অবস্থান করেন। এই হিমপ্রদেশস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর সগুণ অবস্থাই "হৈমাবতী"। ব্রহ্ম নির্গুণ, তাই দেবতাগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই। "হৈমাবতী" সগুণ। তাই তাঁহাকে জানা যায়। ষট্‌চক্র, কুণ্ডলিনী জাগরণ, সুষুম্না, বজ্রা, চিত্রিনী, ২৪তত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাঠক ক্রমবিকাশের ৪র্থ খণ্ডে দেখুন। এসব অন্তরযোগপথে সাধক মাত্রকেই সাধনা করিতে হয়। সব মর্ম্ম

ও গ্রন্থি ভেদ করিবার পর ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয় পাওয়া যায়। ইহাই যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ সাধনা। "হৈমাবতী" দেবতাগণকে বুঝাইয়া ছিলেন যে তোমরা এ বিজয়ে অহংকার করিও না; অসুরবাদের বিরুদ্ধে বিজয় ব্রহ্মেরই সনাতন নিয়ম। তোমরা সেই নিয়ম বুঝিয়া বিশ্বের কল্যাণ কর। এই নিয়মের অনুকূল হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। কর্ম্ম সকলকেই করিতে হয়। দুর্ব্বলবাদীরা এবং অসুরবাদীরাও কর্ম্ম করেন। কিন্তু সেটাকে কর্ম্মযোগ বলা যায় না। সেই সব কার্য দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান। শুধু চক্র ও মর্ম্মভেদ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই যোগ নহে, অসুরবাদকে ও দুর্ব্বলবাদকে ভাঙ্গিয়া দেওয়াও যোগ। এইরূপ যোগই গীতায় কর্ম্মযোগ নামে স্থান পাইয়াছে।

সিদ্ধসেনা মানে সুকৌশলী যোদ্ধা। বিকাশের পথে স্তরে স্তরে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হয়। দুর্ব্বল স্তরের মোহ, অসুরবাদীর বর্ব্বরতার মোহ না থাকিলে এই বিকাশের পথ বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জড়ায়ুজ; পরে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব স্তর ভেদ করিয়া শক্তিস্তর চির প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য তিনি সিদ্ধসেনা। দুর্ব্বল ও অসুরবাদিগণের ষড়যন্ত্র যখন ভারত ভাগের দুষ্কার্য্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন সমস্ত ভারতে শত শত দৃঢ় পুরুষ দেখিয়াছি যাঁহারা এ সব দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কার্য্যে হাত না মিলাইয়া শক্তিবাদের পথে কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। শক্তিবাদীতাই সিদ্ধ সেনানী।

আর্য্য শব্দটী ভারতের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ শব্দ। যাহারা ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা যোগ ও জ্ঞানানুশীলনময় ধর্ম্ম মানেন এবং অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রাণপাত যুদ্ধ করেন তাঁহারাই আর্য্য। যাহারা ব্রহ্মচর্য্যকে ধর্ম্মানুশীলনের অঙ্গ মনে করেন না এবং ঈশ্বরের নামে লুট, বর্ব্বরতা, গুণ্ডামী, এবং নারীর অমর্য্যাদা সূচক কর্ম্ম করেন, এবং যুক্তিবাদীতা ও দার্শনিকতাকে উপেক্ষা করিয়া ঈশ্বরের নামে পিশাচবাদের উপাসনা ও বিশ্বাস করেন তাঁহারা অনার্য্য।

মন্দর বাসিনী। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম মন্দর পর্ব্বত। মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক মধ্যবর্ত্তী শ্বেত ও শীতল প্রদেশই হিমালয়। ব্রহ্মনাড়ীর এক অংশ মস্তিষ্কস্থিত শিব পিণ্ড হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। অন্য অংশকে আমরা শক্তি নাড়ী নাম দিয়াছি। এই নাড়ী উভয় বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরী ভাগে অবস্থিত; এই জন্যই মহাশক্তি বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরী ভাগে, অবস্থিত (পৃঃ,১৯২ মস্তিষ্ক চিত্র III১০নং দ্রঃ)। মন্দর পর্ব্বত এত শক্তিশালী উপাদানে প্রস্তুত যে দেবাসুরের টানাটানিতে এই পর্ব্বত ভাঙ্গে নাই। ব্রহ্মনাড়ীই সমুদ্র মন্থনের রজ্জু অনন্ত নাগ। উর্দ্ধ মস্তিষ্কস্থিত শক্তি নাড়ীই মন্দর পর্ব্বত। সাধক মস্তিষ্কস্থিত শক্তিনাড়ীর সন্ধান পাইলে, তাঁহার জীবনে শক্তিবাদ নীতি জাগ্রত ভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তাঁহার জীবনে অসুরবাদের স্থান থাকে না।

ব্রহ্মচর্য্যই কৌমার্য্য। ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যা। ব্রহ্মচর্য্যহীন তপস্যাকে, তপস্যাই বলা চলে না। দিনের বেলায় উপবাস করিলাম এবং রাত্রিবেলায় বার বার করিয়া অন্ন ও যৌনরসে মাজিলাম, ইহা কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে। ব্রহ্মচর্য্যই বীর্য্য ও বীরত্ব দান করে এবং ব্রহ্মচর্য্যময় তপস্যাই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে অক্ষম। এজন্য কৌমার্য্যই শক্তি।

মহাকালই কালী। এই কাল অনন্ত ও অখণ্ড। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও তুরীয় রূপে কালচক্র সদাক্রিয়াশীল। নির্গুণ ব্রহ্মের বুকে উপর এই কালচক্রই কালী। মূর্ত্তি দেখিলে বুঝিতে পারিবে। কালীমূর্ত্তির নিম্ন হইতে কোমর পর্য্যন্ত সৃষ্টিলীলা দেখানো হইয়াছে! কোমর হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পালন লীলা। সন্তানের জন্য মায়ের স্তন্য। অসুর নাশের জন্য খড়্গ ও ছিন্নমুণ্ড। জ্ঞানের প্রচারের জন্য বর ও অভয়। কণ্ঠের উপর সবই প্রলয়ের কার্য্য রহিয়াছে। করাল বদন, ঘোরদংষ্ট্র ত্রিকালের দ্রষ্টার চিহ্ন ত্রিনয়ন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিপুল কারী কৃষ্ণদাম কেশ ইত্যাদি। ইঁহাই বাঙ্গালীর উপাস্যা মহাকালী। ইঁহাই প্রাচীন ভারতের দেবগণের উপাস্যা মহাশক্তি।

কপালী। মস্তিষ্কের মধ্যে কপালই বুদ্ধি বা বিবেক স্থান। মানুষ বিচার ও বিবেকহীন হইলেই যে মূর্খ বা বর্বর হয়। সর্ব্বদা বিচারযোগ্য ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিবে। বিচারহীন মূর্খের ধর্ম্ম বা বর্বরের ধর্ম্ম অনুসরণ করিবে না। তবেই মহাশক্তির উপাসনা সফল হইবে।

"কপিল" মানে পিঙ্গল বর্ণ শক্তি। ইহা প্রাণশক্তি। কৃষ্ণবর্ণ শক্তি অব্যক্তশক্তি। মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর ইহা শেষ প্রান্ত। পিঙ্গলবর্ণশক্তি প্রাণশক্তি মস্তিষ্কস্থিত প্রাণশক্তির কেন্দ্রে অবস্থিত। ক্রমবিকাশ গ্রন্থে সমস্ত শক্তির রূপ ও কেন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। বৈদিক সন্ধ্যোপাসনায় "কৃষ্ণপিঙ্গল" পুরুষের উপাসনার কথা আছে। মস্তিস্ক স্থিত ব্রহ্ম নাড়ীর এক প্রান্তে প্রাণকেন্দ্র এবং শেষ প্রান্তে কৃষ্ণবর্ণ অব্যক্ত শক্তির কেন্দ্র বিদ্যমান। কৃষ্ণপিঙ্গল শক্তি বলিতে সর্ব্বশক্তির সমষ্টি জানিতে হইবে।

(১) হে ভদ্রকালি, আপনাকে প্রণাম। হে মহাকালী, আপনাকে প্রণাম করি। হে চণ্ডি, হে চণ্ডে, হে তারিনি, হে বরবর্ণিনি, আপনাকে প্রণাম।

শক্তিবাদভাষ্য। যে সময় অসুরবাদীদের রাজ্য থাকে এবং যে সময় অসুর বাদীদের দাস দুর্ব্বলবাদীরা রাজ্য করেন, সেই সময় সভ্য সমাজের জন্য অত্যন্ত দুঃসময় জানিতে হইবে। শক্তিউপাসনা ও শক্তিবাদ দ্বারা সেই সময় অতিক্রম করা যায়, এ জন্য মহাশক্তির নাম ভদ্রকালী। সৃষ্টি কাল, স্থিতিকাল, প্রলয় কাল, এবং তুরীয় কালের সমষ্টিই মহাকাল,এবং মহাকালী। অসুরনাশ কার্য্যে প্রচণ্ড তেজস্বীতাই চণ্ডী ও চণ্ডা নামে খ্যাত। তেজের উপসনাই শক্তিউপাসনা। তেজহীন মানুষ ত্যাগী, সত্যবাদী, যোগী, বা বা তপস্বী হইতে পারেন না। তিনি মানবকে দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ হইতে মুক্ত করেন, এ জন্য তিনি তারিণী। বরবর্ণিনী মানে শ্রেষ্ঠ বর্ণ বা সৌন্দর্য্য যুক্ত। জ্ঞানই মানবের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। বরবর্ণিনী মানে পূর্ণ জ্ঞান রূপা।

(৩) (৪) (৫) হে কাত্যায়নি, মহাভাগে, করালি, বিজয়ে জয়ে শিখিপিচ্ছ ধ্বজ ধরে, নানা আভরণ ভূষিতে, অট্টশূল প্রহরণে, খড়্গখেটকধারিণি, গোপেন্দ্র কন্যে, জ্যেষ্ঠে, নন্দগোপকুলোদ্ভবে, মহিষাসুর রক্তপ্রিয়ে, নিত্যে, কৌশিক্যে পীতবস্ত্র ধারিণে, অট্টহাসে, পদ্মমুখে ও রণপ্রিয়ে মহাশক্তি! আপনাকে প্রণাম।

কত্যায়ন ঋষির কন্যা কাত্যায়নী। ইনি শক্তিবাদিনী ব্রহ্মবিদুষী ছিলেন। সৃষ্টির একভাগে সৃষ্টি এবং তিনভাগ নিশ্চল বা নির্গুণ ব্রহ্ম। এই তিনভাগ ব্রহ্মকে মহাভাগ বলা হয়। অর্থাৎ তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। সমস্ত সৃষ্টিই প্রাকৃতিক নিয়মে অব্যক্তশক্তিতে বিলীন হয়। এই জন্য তিনি করালী। অসুরবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ই বিজয় এবং দুর্ব্বলবাদের বিরুদ্ধে জয়ই জয় নামে খ্যাত। দুর্ব্বলবাদকে যতশীঘ্র জয় করা যায় অসুরবাদকে তত শীঘ্র জয় করা যায় না। কোন রাষ্ট্র দুর্ব্বলবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সেই রাষ্ট্র অসুরবাদকে প্রশ্রয় দেয় এবং দুর্ব্বলবাদীয় ধর্ম্মকে প্রচার করিয়া নিজেদের সমর্থক সৃষ্টি করে। কার্ত্তিকের ধ্বজা শিখিপিচ্ছ চিহ্নিত। কার্ত্তিক বীরবাদী যুবক দেবতা। মহাশক্তি কার্ত্তিককে কোলে ধারণ করিয়া আছেন। অর্থাৎ শক্তিবাদ বীরবাদী যুবক সৃষ্টির কারণ হয়। শক্তিবাদ প্রচুর ধনসম্পদ দাতা মতবাদ। এজন্য তিনি নানা আভরণ সংযুক্তা। অট্টশূল অর্থাৎ অদ্ভুত শূল দ্বারা তিনি প্রহার করিতে সক্ষম। ভোগবাদ, মোহবাদ ও অহংবাদকে প্রহার করিয়া মানুষকে শক্তিবাদী করিবার কার্য্যে মহাশক্তি বা শক্তিবাদ অদ্ভুত ক্ষমতা রাখেন। মহাশক্তি বা শক্তিবাদ অসুরবাদকে নানা যুক্তিবলে ও শক্তিবলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন এবং দুর্ব্বলবাদকে মুগুর মারিয়া মাথা বা চিন্তাশক্তি ভাঙ্গিয়া দেন। ইহাই মহাশক্তির খড়্গ ও খেটক ধারণ।

কথিত আছে, মহামায়া গোপশ্রেষ্ঠ নন্দগোপ গৃহে কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং অসুরবাদীয় কংস, সেই নির্দ্দোষ সদ্যোজাত কন্যার হত্যা রূপ দুষ্কার্য্য করিলে কংসের পুণ্যবল কমিয়া যাইবে এবং এইভাবে মহামায়া কংশবধের কারণ হইবেন। অনেক পুণ্য ফলে মানুষ ধন, জন ও রাষ্ট্রের

কর্তৃত্ব লাভ করেন। সেই সব কর্তৃত্বের পদ হইতে নামাইতে হইলে তাঁহাদের পুণ্যবল কম করাইতে হয়। শক্তিসম্পন্না কন্যা, বালক ও যোগীর উপর অত্যাচার করিলেই পুণ্যবল কম হইতে সহজ হয়। অসুরমাত্রই পশুর মত বিচার বুদ্ধিহীন হয় এবং শক্তিবাদের স্বভাবই এইরূপ যে তাহাদের বধে আনন্দ পায়। অসুরবাদ বিরোধী দেবতাগণ সংঘবদ্ধ হইয়া মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘশক্তিই দুর্গা নামে পূজিতা। ঈশ্বর বা ব্রহ্মতত্ত্ব নিত্য এই নিত্যতত্ত্বই শক্তিতত্ত্ব। কৌশিকী মানে ইন্দ্রাণী অর্থাৎ সর্ব্বকর্তৃত্ব সম্পন্না মহাশক্তি। পীতবস্ত্রধারিণী বলিতে শত্রুনাশিনী বগলামুখী শক্তিকে বুঝায়। অট্টহাসা মানে অদ্ভুত হাস্যময়ী মহামায়া। যাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়ম উহাকে হাসা ভিন্ন কি বলা যায়? পদ্মমুখ মানে সৌন্দর্য্যময়ী বাহ্য এবং অন্তর প্রকৃতি। প্রকৃতি চিরকালই সুন্দরী ও মাধুর্য্যময়ী। রণভিন্ন কোন বস্তুই অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেনা। প্রতিটি বস্তু, নীতি প্রতিটি তত্ত্ব, প্রতিটী মতবাদ, রণদ্বারা আত্মরক্ষা করেন। রণহীনের অস্তিত্বই থাকে না। শক্তিবাদ সদা নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় বীর্য্যবান, ইহাই মহাশক্তির রণপ্রিয়তা।

(৬) হে উগ্রে, শ্বেতে, কৃষ্ণে, কৈটভ নাশিনি, হিরণ্যাক্ষি, বিরূপাক্ষি ও সুধূম্রাক্ষি মহাশক্তি, আপনাকে প্রণাম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তিনি সৃষ্টিরূপ সগুণব্রহ্ম এবং তিনিই নিষ্ক্রীয় পরমব্রহ্ম, এ জন্য তিনি "উগ্র"। বৃক্ষ তলাদি রূপে তিনি পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া জীবের খাদ্যরূপে জীবের ভরণ পোষণ করেন, এজন্য তিনি শাকম্ভরী। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ অনুভূতির কথা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দেখুন। শ্বেত মহৎ তত্ত্ব, কৃষ্ণ-অব্যক্ত। মধু কৈটভ নামক অসুরের কথা পুরাণে আছে। বিষ্ণুর কর্ণ মল হইতে এই দৈত্যদুইটী উৎপন্ন হইয়া ছিল। সমাজই বিষ্ণু। সমাজের কর্ণে দুর্ব্বল ও অসুরবাদের মহিমা এবং শক্তিবাদের নিন্দাসূচক প্রচারের ফলে সমাজে এই দুইটী দানব উৎপন্ন হয় এবং সমাজধ্বংসের কারণ হয়। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বলবাদী ও অসুরতোষক মহাপুরুষগণের উপাসনার

বারাবারি বৌদ্ধযুগে প্রবল হয়। এখন আবার সেই মুর্খতা সমাজে দেখা দিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মোপাসনার সামনে বুদ্ধউপাসনা আত্মরক্ষা করিতে পারেনাই। মক্কাবাদীয় বর্ব্বরতার সামনে দুর্ব্বলবাদীয় বৌদ্ধ সমাজ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হিরণ্ময় অনুভূতিই হিরণ্যগর্ভ। রূপহীন ব্রহ্মই বিরূপাক্ষী। ধূম্রবর্ণ অনুভূতি আরও ঘন আকার ধারণ করিলে অব্যক্তস্তরের অনুভূতি হয়। শ্বেত+কৃষ্ণ—ধূম্রবর্ণ। শ্বেত অনুভূতি কম হইয়া অব্যক্তা-নুভূতি বৃদ্ধি হইতে থাকাই ধুম্রাক্ষী মহাশক্তি। অক্ষি মানে দার্শনিকতা, জ্ঞান বা অনুভূতি। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দ্রঃ।

(৭) আপনি বেদশ্রবন জানিত মহাপূণ্যা। আপনি ব্রহ্ম ও যজ্ঞের অগ্নি। জম্বুদ্বিপের রাজধানীগুলিতে এবং দেবালয় গুলিতে আপনি সদা অবস্থান করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বেদশ্রবন মহাপূণ্য কেন? বেদ আত্মজ্ঞান ও অনুভূতির ভাণ্ডার। বেদের জ্ঞান অংশ উপনিষদ নামে খ্যাত। বেদ আরও অনন্ত প্রকার কলা, কৌশল, শিল্প, বিদ্যা, নীতি ও সভ্যতার ভাণ্ডার। বেদের উচ্চারণ অনেক প্রকার ছন্দ, তাল স্বরের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ। বেদ মানবের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদের মধ্যে অসুরবাদের বিরুদ্ধে শক্তিবাদীর যুদ্ধ বীরত্ব ও কর্ম্মনীতি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে বিদ্যমান। একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান অন্যদিকে অসুরনাশ এবং সমাজ রক্ষা ও পালনের সমস্ত প্রকার সভ্যতায় বেদ সম্পদময়, এইরূপ অনেক কারণেই বেদশ্রবন মহাপূণ্য। ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মজ্ঞান ও আত্ম অনুভূতির শেষ স্তর ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। যজ্ঞের অগ্নি অসুরবাদের বিরুদ্ধে উদ্দীপক তেজের উপাসনা। এই উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তি। একযুগে জম্বুদ্বিপের সমস্ত রাজধানীতে শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম ও দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমস্ত জম্বুদ্বীপে সাতটী প্রধান রাষ্ট্র ছিল। বাইবেলে অগ্নি উপাসনার কথা আছে আবার সেখানে প্রাচীন দেবালয় গুলি ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশও রহিয়াছে। দুর্ব্বলবাদীতার জন্য বৌদ্ধবাদ অনেক স্থান হইতে অগ্নি উপাসনা বহিষ্কার করিয়াছেন। যে ধর্ম্মে অসুরবাদ প্রশ্রয় পায় উহাকে দেবালয় বলা যায় না। উহা ব্রহ্মদৈত্য উপাসনার স্থান মাত্র।

(৮) হে দুর্গে! আপনি সমস্ত বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা। জীবে আপনি মোহনিদ্রারূপে অবস্থিত। আপনি গনেশজননী ও কান্তর বাসিনী।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে। জড় বস্তুর সূক্ষ্মতম পরিণতিকে "সৎ" বলে। এবং আত্মতত্ত্বের সূক্ষ্মতম অবস্থাই চেতনা নামে খ্যাত। এই জড় ও চেতনা তত্ত্বতঃ এক। ব্রহ্মতত্ত্বেরই ইহাই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা। ব্রহ্মমন্ত্রেও সেই কথাই বলা হইয়াছে—ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম "অর্থাৎ সৎ (শক্তি) ও চেতনা একই ব্রহ্ম"। ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে জড় শক্তি ও আত্মশক্তির পূর্ণ অনুশীলন। আমরা ভারতের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্রহ্ম বিদ্যার অনুশীলনের কেন্দ্র করিতে বলি। জীবে যদি মোহ না থাকিত তবে জীবকে দিয়া সন্তান পালন করানো যাইত না। দুর্বল ও অসুরবাদীয় মোহে মানুষ কত ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, উহার সীমা নাই। বিশ্ববিপ্লব ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ গুলির মূলে দলগত মোহ এক বিচিত্র সমস্যা। শক্তিবাদিতা গনেশের মত জ্ঞানী ও যোদ্ধার মাতৃ স্থান। নিরালা স্থানকে কান্তার বলে ব্রহ্ম নাড়ী সব হইতে নিরালা আছেন। মহাশক্তি সেই স্থানে আছেন। এ জন্য তিনি কান্তার বাসিনী।

(৯) আপনি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা এবং বেদান্ত নামে খ্যাতা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। স্বাহা অগ্নি মন্ত্র, এই মন্ত্রে সমস্ত দেবতা আহুতি গ্রহণ করেন। স্বধা অমৃত মন্ত্র, এই মন্ত্রে পিতৃগণ তৃপ্ত হন। মহতত্ত্বকে বা পূর্ণ জ্ঞানকে মোটামুটি ১৬ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই ভাগ গুলির নাম কলা। (ক্রম বিকাশ ২য় দ্রঃ)। বিকাশের স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠ হওয়াই "কাষ্ঠা" নামে খ্যাত। সরস্বতী জ্ঞান শক্তি। এই শক্তি মানবে জাগ্রত হইলে তিনি জ্ঞানের পথে বিকশিত হইতে থাকেন। সাবিত্রী গায়ত্রীশক্তিরই নাম। আত্মাই মহাশক্তি, এই শক্তি হইতে বেদবিকাশ হয়, এজন্য আত্মাই বেদমাতা। ব্রহ্ম জ্ঞানের ধারা গুলির নাম বেদান্ত ইহা আত্মোপলব্ধির ধারা।

(১০) হে মহাদেবি! আপনাকে আমি অত্যন্ত বিশুদ্ধ অন্তরে স্তুতি করিলাম, আপনার অনুগ্রহে আমার সদা জয় হইতে থাকুক।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন দৈবীসম্পৎসম্পন্ন মহান ব্যক্তি। তাঁহার অন্তর খানা অসুরিক বর্ব্বরতা বা দুর্ব্বল বাদীয় ভণ্ডামীতে কলুষিত নহে. সুতরাং তিনি বিশুদ্ধ অন্তরে স্তুতি করিলেন, ইহা বলিতেই পারেন। অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিশ্বকল্যাণ-লক্ষ্য-সম্পন্ন যুদ্ধ। এইরূপ যুদ্ধে জয় অকাঙ্খা ও পুণ্যকার্য্য।

(১১) দুর্গম পথ ও ভয়যুক্ত দুর্গমস্থানাদিতে আপনি ভক্তগণকে পরিচালিত করেন। আপনি পাতালের দানবগণকে বধ করিবার জন্যই পাতালে নিবাস করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুনের বিশ্বাসের দৃঢ়তা শক্তিবাদীদের মত নিটোল অসুরবাদী ও দুর্ব্বলবাদীদের ধ্বংস নিশ্চয়ই আসিবে। শক্তিবাদ ধীরে ধীরে তাহার লৌকিক ও অলৌকিক উভয়ই বাধাই অতিক্রম করিবে। গীতা পাঠের পূর্ব্বে দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিয়া শক্তিবাদী সাধক অপূর্ব্ব অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তি লাভ করিবেন। পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে অর্জ্জুন বিষদ ভাবেই সেইসব কথা বলিতেছেন।

(১২) (১৩) আপনি তন্দ্রা, নিদ্রা, হ্রীঃ, শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী, জননী, তুষ্টি, ধৃতি, দীপ্তি, চন্দ্র সূর্য্যকে বিবর্দ্ধন কারিণী। আপনি ভূতি ও সংখ্যা রূপে সিদ্ধিতে বিচরণশীল মহাপুরুষগণ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তন্দ্রা এবং নিদ্রাতে জীবমাত্রই অভিভূত হয়। উচ্চ স্তরের যোগীরা তন্দ্রাসুখ ও নিদ্রাসুখকে অনুভব করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হন। ব্রহ্মই সৃষ্টির মূল উপাদান, কিন্তু জীব সৃষ্টিতে ব্রহ্মদর্শন করে না। এই রূপ ভ্রান্তিই মায়া। প্রলয়ের সন্ধিকালই সন্ধ্যা। "ভূতি" ঐশ্বর্য্য বানের ঐশ্বর্য্য। "সংখ্যা" যোগ ও সমাধি লব্ধ বিবেক। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য এবং সমাধিলব্ধ বিবেক মহাশক্তিরই পবিত্র রূপ। যাঁহারা যোগসিদ্ধ তাঁহারাতো মহাশক্তিকে প্রত্যেকটী প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেই দর্শন করেন।

শ্রীগীতার করাদিন্যাসঃ

দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিবার পর "করাদি ন্যাস", হৃদয়াদি ন্যাস ও ধ্যান করিবেন। যাঁহারা বৈদিক বা তান্ত্রিক সন্ধ্যা করেন তাঁহাদের নিকট ন্যাস বিধি জানিয়া লইবেন। মূর্ত্তিধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান, বিন্দু ধ্যান ও ব্রহ্মধ্যান ধ্যানের এইরূপ চার প্রকার ভেদ আছে। এসব ধ্যানের মূল হইতেছে "ব্রহ্মনাড়ী" ধ্যান। কাজেই ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিলে সব ধ্যানেরই ফল পাওয়া যায়। এই ধ্যান মন্ত্রগুলির মধ্যে ৮৮, ৮৯ মন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ রূপে গীত রাজযোগ ও ব্রহ্মধ্যান মূলক। গীতার কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও সাধনা সবেরই লক্ষ্য রাজযোগসিদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান।

অথ করাদিন্যাসঃ।—ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজে"তি শক্তিঃ। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ" ইতি কীলকম্। 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ। 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি করন্যাসঃ।

অথ হৃদয়াদিন্যাসঃ। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুঁ। 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি অস্ত্রায় ফট্।

অথ ধ্যানম্।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্‌

ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ-মুনিনা মধ্যে মহাভারতম্‌।

অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্‌

অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্‌॥ ১ ॥

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে

ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।

যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ

প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥ ২ ॥

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।

জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥ ৩ ॥

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।

পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৪ ॥

বসুদেবসুতং দেবং কংস চানূরমর্দ্দনম্‌।

দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্‌॥ ৫ ॥

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা

শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।

অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্ত্তিনী

সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ॥ ৬ ॥

পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটম্‌

নানাখ্যানককেসরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্‌।

লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা

ভূয়াদ্‌ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে॥ ৭ ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌।

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌॥ ৮ ॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ

সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো

যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ৯ ॥

ধ্যান পাঠ করিবার পর ভক্তির সহিত তিনবার "ওঁ তৎ সৎ ওঁ" এবং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" তিনবার বলিবে। পরে "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোঃ" বলিয়া প্রণাম করিবে এবং ধীরে ধীরে শুদ্ধ উচ্চারণের সহিত পাঠ করিবে।

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

(গীতার প্রথম অধ্যায়টী রাজনীতিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন তাঁহারা প্রথম অধ্যায়টীতে অনেক দূরদর্শিতার আভাষ পাইবেন। তাহাতে পৃথিবীর রাজনীতির সহিত ভারতের নিজস্ব রাজনীতির তুলনা করিতে সুবিধা পাইবেন।)

১। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—হে সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছুক আমার সন্তানগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল?

শক্তিবাদ ভাষ্য—এখানে "ধর্ম্মক্ষেত্র" ও "কুরুক্ষেত্র" দুইটী উদ্দেশ্যপূর্ণ কথা। এই দুইটী উদ্দেশ্যপূর্ণ শব্দ এই প্রশ্নটীর সঙ্গে থাকিবার কারণ আছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনে একটা বড় আশা ছিল যে পাণ্ডুপুত্রগণ হয়তো "ধর্ম্মক্ষেত্রে (তীর্থস্থানে) যাইয়া 'শক্তিবাদ' গ্রহণ না করিয়া 'যুধিষ্ঠিরবাদ' গ্রহণ করিবে এবং যুদ্ধ হইবে না।"। চিরজীবন দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মের নামে ভাববাদিতার সুযোগ লইয়া শক্তিশালী হইতে সময় পাইয়াছিলেন এবং পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের দুর্ব্বলতার

জন্য অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। এ সব কথা ধৃতরাষ্ট্র জানিতেন। এখানে, কুরুক্ষেত্রে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের 'ধর্ম্মমোহ' এবং 'স্বজাতিস্নেহ' দুইই আশা করিয়া বিনাযুদ্ধে পুত্রগণের বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন। মহারাজ কুরুর বংশধরগণ আজ রণক্ষেত্রে সর্ব্বনাশের পথে নামিয়াছেন। এ কথা দুর্য্যোধন না বুঝিলেও হয় তো পাণ্ডবগণ বুঝিবে, এ আশা ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে করিয়াছিলেন। সঞ্জয়ও ধৃতরাষ্ট্রের মনের কথা ও প্রশ্নের লক্ষ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সুচতুর রাজনৈতিক, তিনি মনের গহ্বর কন্দরে নিবাস করেন। সঞ্জয় তাঁহার মনের কথা কিরূপ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, তাহা আমরা গ্রন্থের শেষে সঞ্জয়বাক্যে স্পষ্ট দেখাইয়া দিব।

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের দুর্ব্বলবাদীতার নিকট মাথা নত করেন নাই। যদি তিনি দুর্ব্বলবাদীতার নিকট মাথা নত করিতেন তবে তিনি যুধিষ্ঠির হইতেও ভারতীয় সভ্যতার অধিক সর্ব্বনাশ করিতেন। দয়া, স্নেহ ও ভালবাসা মানবের অত্যন্ত প্রিয় হৃদয়-ধর্ম্ম। সমাজজীবনে ইহাদের প্রয়োজন খুবই গভীর। কিন্তু এই সব হৃদয় ধর্ম্মদ্বারা সমাজের মনকে নরম করিয়া দিলে অসুরবাদ প্রশ্রয় পায়। এই সব নরম হৃদয়ধর্ম্মের পেছনে অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্ণ শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম থাকা চাই; নয় তো, অসুরবাদ মানব সভ্যতার মূল নষ্ট করিবে।

বিগত মহাযুদ্ধে যখন হিটলার ইংলণ্ডকে আক্রমণ না করিয়া রুষের দিকে ধাবিত হইলেন, তখনই আমরা বুঝিয়াছিলাম, হিটলার অসুরবাদও বুঝেন নাই শক্তিবাদও জানেন না। ইংলণ্ড চাহিয়াছিল, হিটলার তাহাকে না ভাঙ্গিয়া রুষকে ভাঙ্গুক; হিটলার তাহাই করিলেন। দুর্যোধন যখন যাহা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, দেখা যাইত, যুধিষ্ঠির উহাই করিতেছেন। পাশা খেলা, স্ত্রীর অপমান, রাজ্যনাশ, বিরাট রাজার বাড়ীতে যাইয়া মিথ্যা পরিচয়ে আশ্রয় গ্রহণ

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২

এবং শেষকালে ভারতব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, সবই যুধিষ্ঠিরের দুর্ব্বলতার প্রতিফল। যুধিষ্ঠিরকে আমরা কোন উচ্চস্তরের ধার্ম্মিক বলি না। যাঁহার এত সত্যনিষ্ঠা, তিনি বিরাট রাজার কাছে যাইয়া মিথ্যা কথা বলিলেন কেন? যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম ও আত্মনিষ্ঠা হইতেও উচ্ছৃঙ্খল দুর্যোধনের উপর ভ্রাতৃমোহ অধিক ছিল। যুধিষ্ঠিরের এই পাপের প্রশ্রয়ের প্রতিফল তিনি ভালভাবেই ভোগ করিয়াছেন। আজ ধৃতরাষ্ট্রও সঞ্জয়কে "ধর্ম্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র" কেন্দ্র করিয়া যে আশা করিয়াছেন, সেই আশা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে কোন অসম্ভব নহে। অর্জ্জুন যেন ধৃতরাষ্ট্রের মনের পাখীটারই মত বলিতেছেন, "আমি যুদ্ধ করিব না"। প্রত্যেক যুদ্ধের আরম্ভেই কিছুদিন মানস যুদ্ধ চলে। মানস যুদ্ধে হিটলারের মন যেমন ইংলণ্ডের মনের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল, ঠিক সেই মত, অর্জ্জুনের মনও ধৃতরাষ্ট্রের মনের নিকট হারিয়া গিয়াছিল। এইরূপ মানস যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই ভারতভাগ। অসুরবাদ হইতে দুর্ব্বলবাদ অধিক পাপের ভিত্তির সূচনা করে।

২। সঞ্জয় বলিলেন—সে সময় রাজা দুর্য্যোধন, পাণ্ডবদিগকে ব্যূহ রচনা করিতে দেখিয়া, গুরু দ্রোণের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—কোন একটা বিশেষ কার্য্যারম্ভে গুরুর নিকট প্রথম যাওয়া কেবল শিষ্টাচার সম্মত ঘটনাই নহে, ইহা স্বাভাবিক; কারণ মনের সব রকম কথাই গুরুর নিকট বলা চলে। শিষ্টাচার ও প্রকৃতিক নিয়ম, দুই প্রকার বিচারেই দুর্য্যোধনের এই কার্য্য অনুকরণীয়। দুর্য্যোধন যদি শক্তিবাদীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশী রাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬

হইয়া যুধিষ্ঠিরের দুর্ব্বলবাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া ভারতে শক্তিবাদীয় রাষ্ট্র স্থাপন করিতেন, তবে আমরা তাঁহার সমর্থন করিতাম।

৩।—হে গুরুদেব! আপনার ধীমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) পাণ্ডুপুত্র পক্ষীয় সেনাগণের ব্যূহ রচনা করিয়াছেন; আপনি সেই সব সেনাগণকে দেখুন।

৪।৫।৬—এই সেনদলে মহাধনুর্দ্ধর বীর, ভীম ও অর্জ্জুন সম যোদ্ধা আছেন। সাত্যকি, বিরাট আর মহারথী দ্রুপদ, বলবান ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ এবং শৈব্য, যুধামন্যু, পরাক্রমী বলবান উত্তমৌজ, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রহিয়াছেন—এঁরা সকলেই মহারথী।

শক্তিবাদ ভাষ্য—এখানে দেখা যাইতেছে মহাবীর দুর্য্যোধন, শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণের শক্তিকে একটুও কম করিয়া দেখেন নাই। এখানে দুর্য্যোধনের উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের কথাটি নাই; যিনি পাণ্ডবপক্ষের সমস্ত শক্তির মূল। ইহাতেই বুঝা যায় তিনি নিজের জয় বিষয়ক সংশয়কে ঢাকা দিয়া কথা বলিতেছেন। যুদ্ধ দুর্য্যোধনকে করিতেই হইবে। কারণ তিনি সমস্ত জীবন নীতিহীন ও ধর্ম্মহীন কার্য্য

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭

করিয়াছেন। যুদ্ধ না করিলে বা কোনও প্রকার সন্ধি পাণ্ডবদের সঙ্গে করিলে, উহার ফলে তিনি বাস্তবজীবনে দিনের পর দিন হীনবল হইয়া যাইবেন। রাজা প্রজা কেহই তাঁহাকে অনুসরণ করিবে না। যাঁহারা নীতিহীন ও ধর্ম্মহীন, শাসক তাঁহাদের জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন কমিয়া যায়। এবং তাঁহাদের সামনে উচ্চ নীতিজ্ঞান সম্পন্ন কোন বিরুদ্ধপক্ষ থাকিলে জনসাধারণ তাঁহাদেরই অনুসরণ করে। ইহা দুর্য্যোধন নিজের জীবনে অনেকবার পরীক্ষাও করিয়া দেখিয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষের লোকপ্রিয়তাকে তিনি কিছুতেই হজম করিতে পারিবেন না, ইহা তিনি জানিতেন। যদি যুদ্ধ না করেন, তবে তিনি তিলে তিলে হারিয়া যাইবেন। এবং যদি যুদ্ধ করেন তবে, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি হারিবেন, অথবা জিতিবেন। ইতিমধ্যে যদি ধর্ম্মমোহ জাতি-ধ্বংশমোহ পাণ্ডবগণের জাগ্রত হইয়া যায়, তবে তো আর যুদ্ধই নাই।

পাণ্ডবগণ ইতিমধ্যে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করিয়া ফিরিয়াছেন। ইহা হইতে দুর্দ্দশা মানবজীবনে সম্ভব নহে। এ সময় ৫ খানা গ্রাম দিয়াও যদি দুর্য্যোধন সন্ধি করেন তবে দুর্যোধন জানিবেন যে পাণ্ডবগণকে পুনঃ শক্তিলাভ করিতে তিনি ভিত্তি দান করিতেছেন। পাণ্ডবগণ আত্মীয়, রাজা ও অন্যান্য ধাম্মিক ও মিত্র রাজাগণকে সংবদ্ধ করিয়া এতবড় একটা শক্তিশালী যুদ্ধের আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছেন ; ইহা আজ দুর্য্যোধন স্বচক্ষে দেখিতেছেন এবং নিশ্চয়ই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথাটী উল্লেখ করিলেন না।

৭। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের পক্ষে যাঁহারা প্রধান এবং সেনা নায়ক আছেন তাঁহাদিগকে জানিয়া রাখুন, আপনার জ্ঞাতার্থ বলা যাইতেছে।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

৮। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, এবং রণবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র (ভূরিশ্রবা)।

শক্তিবাদ ভাষ্য—এখানে দুর্য্যোধন যে কয়জনের নাম করিলেন ইঁহাদের অধিকাংশই তাঁহার ষ্টেটের বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারী বা তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত। ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথীগণ ইচ্ছা করিলে পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ করিতে পারিতেন। এঁরা সকলেই জানিতেন, এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণ বিজয়ী হইবেন এবং এঁরা সকলেই পাণ্ডবগণের শুভ চিন্তক ছিলেন। কিন্তু চিরদিন দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত থাকিয়া অসময়ে বিপক্ষ লইবেন ইহা অশোভন হইবে ভাবিয়া এবং অন্যান্য সামান্য ব্যক্তিগত কারণে দুর্য্যোধনের পক্ষেই রহিয়া গেলেন। ইঁহারা সকলেই দৈবী সম্পদ-সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। সব জানিয়া শুনিয়া এবং বুঝিয়া ইঁহারা অন্যায় পক্ষ লইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ২, ১ জনও যদি কোন পক্ষ না লইতেন তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইত না। অমাদের মনে হয়, শক্তিবাদীয় কর্ম্মনীতির অনেক অংশই সেই সময়কার অনেকের নিকট খুব স্পষ্ট ছিল না। এই জন্যই যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মমোহ, অর্জ্জুনের স্বজন বধমোহ, এবং ভীষ্ম দ্রোণাদির অন্ন গ্রহণ-মোহ, দেখা দিয়া মহাভারতের যুগকে জটীল করিয়াছিল। ঠিক ঠিক শক্তিবাদ বা পুরুষোত্তমবাদটী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানিতেন।

৯। ইহা ভিন্নও অন্যান্য অনেক শূরবীর আছেন যাঁহারা আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাঁহারা অনেক প্রকার অস্ত্রধারী এবং সকলেই যুদ্ধ বিদ্যায়-নিপুণ।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্‌।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌॥ ১০
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১

শক্তিবাদ ভাষ্য—এখানে দুর্য্যোধন নিজেই 'শুর' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার যুদ্ধের কারণ সমাজ সমর্থন করে না। এক কথায় তিনি আসুরিক নীতির ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এইরূপ অন্যায় ভাবে যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেও তাঁহার পক্ষে সকলে অসুর প্রকৃতির লোক দাঁড়ান নাই। শুর প্রকৃতির মহাপুরুষও অনেক আছেন। দুর্য্যোধন জানিতেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিগণ দৈবী সম্পদসম্পন্ন মহাপুরুষ। দুর্য্যোধন গুরুকে যথেষ্ট ভরসা দিলেন যে তাঁহার পক্ষ অন্যায় পক্ষ নহে।

১০। ভীষ্মদেব রচিত আমাদের সেনাদল সবরকমে অজেয়। এবং ভীমরক্ষিত পাণ্ডবসেনা সহজেই জয় করা সম্ভব।

শক্তিবাদ ভাষ্য—নীতিগত ভিত্তিতে তাঁহার পক্ষ যে "সমাজের বিশিষ্ট লোক সমর্থিত" একথা, বলিয়া তিনি এখানে ইহাও বলিলেন যে যুদ্ধ জয় কঠিন হইবে না। যুদ্ধ জয় করিতে হইলে যুদ্ধ যে ন্যায়ের ভিত্তিতে হইতেছে, ইহা যোদ্ধাগণকে দেখাইতে হয়; সে সঙ্গে ইহাও দেখাইতে হয় যে যুদ্ধ জয় সহজ। ইহা ভিন্ন যোদ্ধাগণের উৎসাহ থাকে না।

১১। অতএব, আপনারা নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ ভাগে অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে থাকিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—দক্ষিণ ভাগ, বাম ভাগ, মধ্যভাগ এবং ইহাদের শাখাভাগ, ইত্যাদি ভাবে রণক্ষেত্রের ভাগ করা হয়। ইহার যে কোন

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

একটা ভাগকে দুর্ব্বল করিয়া দিতে পারিলে সমস্ত সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। দুর্য্যোধন সেই রণনীতির কথা এখানে গুরুকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

১২। ইহার পর কুরুবংশের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে আনন্দিত করিয়া উচ্চ সিংহনাদ সমান প্রতাপবান শঙ্খের ধ্বনি করিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—যে যাহা চায় তাহাকে সেরূপ উৎসাহ দিলে সে খুসী হয়। ইহা মানুষের মনোবিজ্ঞানের নীতি। যাঁহারা লোক-কল্যাণ চাহেন তাঁহারা কাহারও মনের দিকে চান না। যাঁহারা লোকের শ্রদ্ধা পাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে তোষণ নীতি অবলম্বন করিতে হয়। ভীষ্ম জানিতেন, দুর্য্যোধনের পাপ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে ; এখন আর অসন্তুষ্ট করিয়া লাভ কি? তিনি ভালভাবেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন।

১৩। পুনঃ এক সাথই শঙ্খ, নাগারা, ঢোল, মৃদঙ্গ আর রণসিংগা আদি বাজিয়া উঠিল (পণব=মৃদঙ্গ। আনখ=ঢাক। গোমুখ=রণশঙ্খ বিশেষ)। সে শব্দ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছিল।

১৪। ইহার পর শ্বেত ঘোটকযুক্ত বৃহৎ রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনও নিজেদের দিব্যশঙ্খ বাজাইলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯

১৫। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ এবং অর্জ্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজাইলেন। ভয়ানক কর্ম্মকারী বৃকোদর ভীম পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ বাজাইলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—এখানে দেখা যাইতেছে, পাণ্ডব পক্ষে শ্রীকৃষ্ণই প্রথম শঙ্খ বাজাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ পক্ষের প্রধান পুরুষ এবং তিনি পাণ্ডবগণের বন্ধু এবং গুরু। তিনি প্রধান তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সব কাজ করা মঙ্গলকর হয়।

১৬। কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ এবং নকুল এবং সহদেব সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন।

১৮। হে পৃথিবীনাথ! মহাধনুর্ধারী কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাট, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, মহাবাহু সুভদ্রা পুত্র অভিমন্যু, ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শঙ্খ বাজাইলেন।

১৯। যে ভয়ঙ্কর শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩

পুত্রদের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

শক্তিবাদ ভাষ্য—এই পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে সমর ঘোষণা হইল। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ বুঝিলেন, বিপক্ষের রথী ও মহারথীদের শক্তি অনেক বেশী। কিন্তু যুদ্ধ তো করিতেই হইবে। কাজেই তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

২০। হে পৃথিবীনাথ! যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী ধৃতরাষ্ট্র সন্তানগণকে দেখিয়া অর্জ্জুন নিজের ধনু উত্তোলন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।

২১।২২। অর্জ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত! আমি যুদ্ধ ইচ্ছুকগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিব। আপনি সে সময় পর্য্যন্ত আমার রথখানা উভয় পক্ষের সেনাগণের মধ্যে স্থাপনা করুন। আমি দেখিব, আমাকে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

২৩। এই যুদ্ধে দুর্যোধনের মঙ্গল ইচ্ছাকারী যে সব রাজাগণ এখানে আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি ভালভাবে দেখিব।

শক্তিবাদ ভাষ্য—দুর্য্যোধনের ও তাঁহার ভ্রাতাগণের, যুদ্ধ ঘোষণার

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫

দ্বারা হৃদয় কম্পিত হইলেও অর্জ্জুন বা অর্জ্জুন পক্ষে এ দুর্ব্বলতা এখনও দেখা দেয় নাই। কিন্তু অর্জ্জুনের অন্য প্রকার দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছিল, পরে সে কথা বলা যাইতেছে।

২৪।২৫। সঞ্জয় বলিলেন—হে ভারত! নিদ্রাজিত অর্জ্জুনের কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণ উত্তম রথখানাকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অন্যান্য রাজাদের সম্মুখে রক্ষা করিলেন এবং বলিলেন—হে পার্থ! একত্রিভূত কৌরবপক্ষীয়গণকে দেখ।

শক্তিবাদ ভাষ্য—এখানে অর্জ্জুনকে নিদ্রাজিত বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ অনলস এবং জড়তাহীন। যাঁহারা স্বভাবতঃ বীর্য্যবান তাঁহারা অত্যন্ত অনলস প্রকৃতির মানব হন। যাহারা এই পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন তাঁহাদের চরিত্রে এই গুণ থাকা স্বাভাবিক। খুব উচ্চস্তরের মহাপুরুষদের প্রিয়পাত্র হইবার ইহা একটী আশ্চর্য্য গুণ। যাঁহাদের মন ও শরীর যত বেশী তামসহীন, তাঁহাদের চরিত্র তত বেশী জড়তাহীন হয়। চেষ্টা করিয়া শরীর ও মনকে তামসহীন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রাতঃ নিদ্রার অভ্যাস অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। ইহা কেবল তামসিকতা ও জড়তারই লক্ষণ নহে; ইহা একটি ভয়ঙ্কর আত্মা নাশক ও শরীরনাশক ব্যাধি। গুড়াকেশ ও সূর্য্যোদয়ে নিদ্রাবেশ, দুইটী নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ স্বভাবেরই লক্ষণ।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যাম্মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

২৬।২৭। তখন অর্জ্জুন উভয় সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থিত পিতৃস্থানীয়গণকে, পিতামহগণকে, পৌত্রগণকে. মিত্রগণকে শ্বশুরগণকে ও মিত্রগণকে দেখিতে লাগিলেন। সেখানে সমস্ত কুটুম্বগণকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত করুণাবিষ্ট হইলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—অর্জ্জুন এই সব কথায় যেরূপ মহান হৃদয়তার পরিচয় দিলেন, উহা সত্যই উপাদেয় এবং অতীব সত্য কথা। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে পাপকার্যে প্রশ্রয় দিয়া আজ এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলের জানা প্রয়োজন রাজদণ্ড, সমাজ এবং ধর্ম্ম শক্তিবাদীয় নীতিতে পরিচালিত না হইলে এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি আসা ভিন্ন পথ নাই। একজন দুর্ম্মতি অসুর এবং একজন দুর্ব্বলবাদী রাজা এই ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন।

২৮।২৯। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ। যুদ্ধেচ্ছু এই সকল স্বজনদিগকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

মুখও শুষ্ক হইতেছে। আমার শরীর রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব পড়িয়া যাইতেছে এবং চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য—যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির চিত্র অর্জ্জুনের মনে জাগিয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, এবং রাষ্ট্রকে লোকসমাজে এই জন্যই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে যে অসুরবাদকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মকে যদি কেহ দুর্ব্বল করিয়া দেন, তুমি তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিতে পার কি? ধর্ম্মকে যিনি অসুরবাদের ভিত্তিতে স্থাপনা করেন; তাঁহাকে তুমি গুণ্ডার সর্দ্দার বলিবে, না কি মহাপুরুষ বলিবে? রাষ্ট্রকে যিনি অসুরবাদে স্থাপনা করিয়া চোর, বদমাইস ও গুণ্ডা পোষণ করেন, তাঁহাকে তুমি রামরাজ্য বলিবে? রাষ্ট্রকে যিনি দুর্ব্বলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া অসুরকে প্রশ্রয় দেন, তাঁহাকে রাজা বলিবে, নাকি গুণ্ডার সমর্থক বলিবে?

আজ অর্জ্জুন যুদ্ধের যে ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখিতেছেন, উহাকে তুমি উপেক্ষা করিতে পার কি? এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ দায়ী নয় কি? শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র ভিন্ন ইহার প্রতিকার আছে কি?

৩০। হে কেশব! আমি স্থৈর্য্য হারাইতেছি। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমি সব বিপরীত লক্ষণ সকল দেখিতে পাইতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য—যুদ্ধের ফল সব সময়ই ভয়াবহ, কিন্তু তা বলিয়া কি অসুরবাদকে প্রশ্রয় দিতে হইবে? ইউরোপের বুকের উপর পর পর দুইটী বিশ্বযুদ্ধ হইল, ইহার কারণ কি জান? উহার কারণ খৃষ্টবাদের দুর্ব্বলতা এবং ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজিমের আসুরিক ভিত্তি। ভারত ভাগ হইয়া ভারতের সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার কারণ তুমি বিশ্লেষণ করিয়াছ কি? বৌদ্ধবাদী পারস্য, আফগানিস্থান

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪

প্রভৃতি একটী দেশও ইসলামীয় আক্রমণে নিজের ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র রক্ষা করিতে পারে নাই। এই সবের কারণ তুমি পর্য্যালোচনা করিয়াছ কি?

৩১। যুদ্ধে স্বজন হত্যায় আমি কোনই শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না; আমার বিজয়ের আকাঙ্খা নাই। হে কৃষ্ণ! আমি রাজ্য বা সুখ ভোগ চাহি না।

৩২।৩৩।৩৪। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্য, ভোগ ও জীবনের প্রয়োজন কি? যাঁহাদের জন্য রাজ্য, সুখ ও ভোগ আমি ইচ্ছা করি, সেই সব আত্মীয়গণ এখানে প্রাণ ও ধন ত্যাগ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আচার্য্যগণ, পিতৃস্থানীয়গণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ, এবং আত্মীয়গণ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হে মধুসূদন! ইঁহারা যদি আমাকে মারিয়াও ফেলেন, আমি ইঁহাদিগকে মারিতে চাই না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—অর্জ্জুন ঠিকই বুঝিয়াছেন যে সুখ একা একা হয় না। সকলকে মিলাইয়া সুখই ঠিক ঠিক সুখ। "এই কালে যুদ্ধ কর, পরকালে স্বর্গে থাকিবে" এইরূপ কথায় প্রকৃত পরিস্থিতির মীমাংসা হয় না। আমরা বাস্তবের মীমাংসা প্রথম চাই। দুর্ব্বলবাদ আসিলেই

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন॥ ৩৫
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৬

অসুরবাদ আসিবে এবং অসুরবাদ আসিলেই যুদ্ধ অনিবার্য্য। আমাদের মতে ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, ও শিক্ষাকে শক্তিবাদীয় নীতিতে পরিচালিত করিবার জন্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলন করা প্রয়োজন। দুর্ব্বলবাদী, অসুরবাদী ও শক্তিবাদিগণকে একত্র মিলাইয়া কোন মীমাংসার পথ হইবে না। কোন প্রকারেই অসুরবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। অসুরবাদকে ধর্ম্মের আড়ালে বা একতার মিঠা কথায়ও বাঁচাইয়া রাখা যায় না। অসুরবাদকে বাঁচিতে দিলে অসুর ও বাঁচিয়া থাকিবে। ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র মানবের ভাগ্যে দেখা দিবে। প্রচার, শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্মের ভিত্তিকে শক্তিবাদীয় নীতিতে দৃঢ় কর; ইহা ভিন্ন পথ নাই। যাঁহারা দেশের সত্যই মঙ্গল চাও, যাঁহারা বিশ্বের কল্যাণ চাও, তাঁহারা শক্তিবাদ ধর।

৩৫।৩৬। এই মর্ত্তরাজ্য তো ছোট কথা যদি তিনলোকের রাজ্যও আমাকে দেওয়া হয় তাহাতেও আমি ইহাদিগকে হত্যা করিতে চাই না। হে জনার্দ্দন! এই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে মারিয়া আমার কি আনন্দ হইবে? বরং এই সব আততায়িদিগকে হত্যা করিলে আমার পাপই লাগিবে। হে মাধব! আমাদের বান্ধব ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে হত্যা করা উচিৎ হইবে না। কারণ নিজের কুটুম্বগণকে নষ্ট করিয়া আমরা কি ভাবে সুখী হইতে পারি?

শক্তিবাদ ভাষ্য—অর্জ্জুন অত্যন্ত ছোট দৃষ্টিকোণ দ্বারা পরিস্থিতিটী

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৮

দেখিতেছেন। অর্জ্জুন নিজের আত্মীয় ও নিজের সুখদুঃখের মধ্যে ব্যাপারটা জড়িত করিতেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ইহা দেখিতেছেন, মানব সভ্যতার মানদণ্ডে—মানব সভ্যতার মানদণ্ড দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদের চাপে নিষ্পেষিত হইতে চলিয়াছে। অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রসহ আক্রমণকারী, ধনলুণ্ঠক এবং ভূমি ও নারীকে যাহারা কাড়িয়া লয়, শাস্ত্রে উহাদিগকে আততায়ী বলা হইয়াছে। উহাদিগকে নির্ব্বিচারে হত্যার আদেশ শাস্ত্রে আছে (মনুঃ)। অর্জ্জুন এখানে শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন। দুর্য্যোধন এই সব রকমের কুকার্য্য পাণ্ডবদের উপর চালাইয়া দেন। যুধিষ্ঠির সবই সহ্য করিবার আদেশ দিয়া মহাভারতের যুদ্ধকে আজ ভয়ঙ্কর করিয়া দিয়াছেন। অর্জ্জুন সেই সাংঘাতিক পরিস্থিতিকে আরও পরিপক্ক করিবার কথা ভাবিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই অসুরবাদকে আর প্রশ্রয় দিলে পৃথিবীতে সভ্যতা বলিয়া কোন পদার্থ থাকিবে কি? অর্জ্জুন যে সুখের পরিকল্পনা করিয়াছেন, উহা তাঁহার অদূরদর্শী ভ্রান্তি মাত্র। পৃথ্বিরাজ ১৭ বার মহম্মদ ঘোড়িকে পরাস্ত ও বন্দি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। উহার ফলে ভারতের বুকে বহুশত বৎসর আততায়ীদের গুণ্ডামী চলিয়াছিল। অহিংসাবাদীদের দ্বারা আততায়িবাদীদিগকে ৩০ বৎসরের তোষণের ফলে ভারত খণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতের কোটী কোটী নরনারী আততায়িবাদীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে।

৩৭।৩৮। যদিও লোভের কারণে হতবুদ্ধি (বিপক্ষীয়গণ) কুলক্ষয়

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০

জনিত পাপ ও মিত্রদ্রোহ জনিত পাপকে দেখিতেছেন না; কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কেন কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে বাঁচিতে চেষ্টা করিব না?

৩৯। কুলের নাশ হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় এবং ধর্ম্ম নষ্ট হইলে সমস্ত কুলকে চারিদিক হইতে পাপ ঘেরিয়া লয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য—কুল রক্ষা যে খুবই প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আসুরিক শক্তিকে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে শক্তিহীন করা যায় না। আমরা দেখিতেছি, অর্জ্জুন বার বার একই উক্তি করিতেছেন; কারণ শ্রীকৃষ্ণের মনে অর্জ্জুনের কোন যুক্তিই রেখাপাত করিতেছে না। রেখাপাত করিতেও পারে না, শ্রীকৃষ্ণ নিজে পুরুষোত্তমবাদী বা শক্তিবাদী। মহাভারতের যুদ্ধের কাল পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির কখনও শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ চাহেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ কি পরামর্শ দিবেন তাহা তিনি জানিতেন। শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে এই যুদ্ধ পর্য্যন্ত কোনই পরামর্শ দেন নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন, যুধিষ্ঠির না ঠকিয়া শুনিবেন না। যুধিষ্ঠির যদি কোন সময় শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ চাহিতেন, তবে এমন সাংঘাতিক যুদ্ধ হইত না এবং বহুদিন পূর্ব্বে ইহার মূলোচ্ছেদ হইয়া যাইত।

৪০। হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে কুলের নারীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বার্ষ্ণেয়! কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসংকর জন্মে।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

৪১। যাহারা কুলকে নষ্ট করে তাহারা কুলকে বর্ণসংকরকারী হয় এবং তাহাদের নরকে যাইতে হয়, কারণ বর্ণসংকরকারীদের পিতৃ-পুরুষের পিণ্ডদান ক্রিয়া ও তর্পন ক্রিয়া লুপ্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন কুলধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সে সবের কোনই প্রতিবাদ করেন নাই। নারীর কুলধর্ম্ম যাহাতে রক্ষিত হয়, কুলের সকলেরই সেই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এখানে পরিস্থিতিই এমন হইয়াছে যে দুর্য্যোধন এ সব কুলধর্ম্মের কথা ভাবিতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই কৃষ্ণকে অধ্যাত্মবাদের প্রধান কেন্দ্র আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সব উপদেশ দিতে হইয়াছিল। তাই তিনি গ্রন্থের শেষে এ সব "সর্ব্বধর্ম্ম" ত্যাগ করিয়া আত্মার শরণাগত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। পর যদি অসুর হয়, তাহার প্রতিকার সহজ, কিন্তু আত্মীয় যদি অসুর হয়, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সঙ্গত কি না সেটা স্থির করিতে হইলে, অনেক দূর পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৪২। যাহারা বর্ণসংকরতা উৎপাদন করে তাহাদের দোষে সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়।

৪৩। হে জনার্দ্দন! যাহাদের কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন ব্যক্তিদের সর্ব্বদা নরক বাস হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫

আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

৪৪। অত্যন্ত দুঃখের কথা। কি আমরা রাজ্য ও সুখের লোভে স্বজনদিগকে হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য—রাজ্য ও সুখের লোভে এই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয় নাই। অর্জ্জুনের ভ্রান্তি বশতঃ, দৃষ্টি বদলাইয়া গিয়াছে। দুর্য্যোধনের পাশব ও আসুরিক প্রকৃতি সীমাহীন হইয়া গিয়াছে। উহা আর সহ্য করা যায় না। ইহা আর সহ্য করা হইলে ভারতের বিশেষ অকল্যাণ হইবে। সমাজে যদি ন্যায়বিচার না থাকে তবে সমাজ টিকিতে পারে না। এই যুদ্ধ হইবার লক্ষ্য দুর্য্যোধনের আসুরিক শাসন ভাঙ্গিয়া দিয়া ধর্ম্মশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজকে সুখী করা। মহাভারতের এই যুদ্ধ দেবাসুর সংগ্রাম বা বিপ্লব। ইহা কোন স্বার্থের যুদ্ধ নহে।

৪৫। আমি অস্ত্র হীন (হইলাম), আমাকে যদি অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়গণ এই রণভূমিতে হত্যা করে, তাহা হইলে আমার জন্য মঙ্গলতর হইবে।

শক্তিবাদী ভাষ্য—অর্জ্জুন এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ না করিলে সমাজে আর ন্যায় শাসনের ভিত্তিও থাকিতে পারে না। কারণ আসুরিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা শক্তিশালী রাজাদের মজ্জাগত দোষ হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণও এই একই আসুরিক প্রকৃতির কারণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা প্রকৃতিরই চরিত্র। প্রকৃতি দানবীয় নীতি সহ্য করেন না। যখন যখন

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

দানবপ্রকৃতি প্রবল হয়, তখন তখন প্রকৃতি উহাকে শান্ত করিবার জন্য আবির্ভূতা হন। ধ্বংস বা সৃষ্টি দেখিয়া ভীত হওয়া শক্তিবাদীয় নীতি নহে। অর্জ্জুন সেই নীতি ভুলিয়া গিয়া ভ্রান্ত কথা বলিতেছেন। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম বা চরিত্র। এ সম্বন্ধে চণ্ডী কি বলিতেছেন, দেখুন। "এই ভাবে যখন যখন দানবকৃত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করিব"।

৪৬। সঞ্জয় বলিলেন—রণভূমিতে অর্জ্জুন ঐরূপ বলিলেন এবং শোকার্ত্ত চিত্তে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন (অর্জ্জুন কিন্তু দাঁড়াইয়া সৈন্য দেখিতেছিলেন)।

শক্তিবাদ ভাষ্য—শোক করা শক্তিবাদীয় নীতি নহে। শোকে মানুষ দুর্ব্বল হয়। তাই অর্জ্জুন আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। মানব সভ্যতার সব রকমের উচ্চ নীতিকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য যাহারা শক্তিশালী হইতে চায় এবং রাজ্য স্থাপন করিতে চায়, অর্জ্জুন তাহাদেরই হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দিতে কৃতসংকল্প। যথেষ্ট শক্তি থাকিতে এইরূপ ভীরুজনোচিৎ কার্য্য করা যায় না।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "শক্তিবাদ ভাষ্য"।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগঃ

—ঃ*ঃ—

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২

১। সঞ্জয় বলিলেন—তখন কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণলোচন এবং বিষন্নচিত্ত অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য বলিয়াছিলেন।

২। শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জ্জুন! এই বিষমে তোমার এই শোক কোথা হইতে আসিল? ইহা অনার্য্যগণেরই শোভা পায়। ইহা পরলোকের অহিতকর এবং ইহলোকের অকীর্ত্তিকর।

শক্তিবাদ ভাষ্য—এই মোহটুকু যে আসিবে, ইহা ধৃতরাষ্ট্র জানিতেন। তাই তিনি "ধর্ম্ম ক্ষেত্রে ও কুরুক্ষেত্রের" প্রভাবটা কি ভাবে যুধিষ্ঠির পক্ষ অতিক্রম করিলেন, ইহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল ইচ্ছা যে ঐরূপ ভ্রান্তি দেখা দেয়। অর্জ্জুনের মন, আজ এই মানস যুদ্ধে পরাজিত।

অনার্য্য জুষ্টম্। যাঁহাদের কর্ম্মনীতি বহুদূরদর্শী, যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত ও বেদ-নির্দ্দিষ্ট তাঁহাদিগকে আর্য্য বলে। যাঁহাদের কর্ম্মনীতির সঠিক বিজ্ঞান নাই তাঁহারাই অনার্য্য। অনেকের ধারণা আর্য্যরা একটা বিশেষ জাত। ইঁহারা মধ্য এসিয়া হইতে কোন প্রাচীন যুগে ভারতে আসিয়াছেন এবং অনার্য্যরা এ দেশের উহারও পূর্ব্বেকার অধিবাসী, এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। ভারতকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের চারিদিকে নানা প্রকারের আকার বিশিষ্ট লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সাত জন আদি ঋষির সন্তানগণই এই সব বিভিন্ন প্রকারের আকার বিশিষ্ট মানব। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান ও বিকাশবিজ্ঞান সম্বন্ধে আর্য্যদের সুনির্দ্দিষ্ট ও যুক্তিবাদমূলক বিচারধারা আছে। উহাই আর্য্য ও সভ্য নীতি। এবং উহার বিপরিত নীতির নাম অসভ্য নীতি। এ সম্বন্ধে গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী নীতি ও অসুর নীতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অসুর নীতি অসভ্য নীতি এবং অসুর নীতিকে কোন প্রকার মোহে প্রশ্রয় দেওয়াও অসুরনীতি। যুধিষ্ঠির সমস্ত জীবন অসুরনীতিরই প্রশ্রয় দিয়াছিলেন।

অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরম্। জন্মান্তরে বা পরকালের অশুভকারী নীতির নাম অস্বর্গ্যম্। অসুর নীতি, দুর্ব্বল নীতি ও শক্তিশালী নীতি ; সমাজ পরিচালনায় এই তিন প্রকার বিজ্ঞান আছে। অসুর নীতি সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা ষোড়শ অধ্যায়ে করিব। যাহা করিলে পৃথিবীতে নিন্দা হয় উহার নাম "অকীর্ত্তিকরম্"।

রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার তিন প্রকার নীতি আছে। (১) দুর্ব্বল নীতি—উহা এইরূপ এক নীতি যাহার প্রভাবে অসুর, গুণ্ডা চোর ও বর্ব্বর বাদীদের সুবিধা হয় এবং নারী হরণকারী, গুণ্ডা, চোর, চোরা ব্যবসায়ী ও ঘুষখোরের রাজত্ব হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির অন্যের

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

জন্য এই নীতি চাহিতেন না। নিজেদের জন্যও এই নীতি চাহেন নাই, কিন্তু যেহেতু দুর্য্যোধন তাঁহার বংশধর এই কারণে দুর্য্যোধনের আততায়ী প্রকৃতির প্রশ্রয় দেওয়ারূপ দুর্ব্বল নীতি গ্রহণ করেন। আজ অর্জ্জুনকেও এই দুর্ব্বল নীতি পাইয়া বসিয়াছে। মোহবাদকে কেন্দ্র করিয়া দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিয়া লাভ নাই। ইহা দ্বারা পৃথিবীতে অসুরবাদের রাজত্ব হয় এবং মানুষের দুর্দ্দশার চরম হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ইহা দ্বারা পরকালেও দুঃখ হয়।

৩। হে অর্জ্জুন! ক্লীবতা ত্যাগ কর, ইহা তোমাতে শোভা পায় না। নিম্নস্তরের লোকেদের মত এই হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।

শক্তিবাদ ভাষ্য—আমাদের আত্মা মহান ও ব্যাপক। আমাদের হৃদয় ও কর্ত্তব্যের ব্যাপক নীতি আছে। মোহগ্রস্থ হৃদয় নিজের ও পরিজনের সুখ সুবিধার কথা বড় করিয়া দেখে এবং বৃহৎ রাষ্ট্র ও সমাজনীতিকে অস্বীকার করে। এই ভাবে বিচার করা যে "ক্ষুদ্রতার" লক্ষণ, ইহাতে সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন এখানে সেই নীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। একজন সেসন্ জজ যদি নিজের আত্মীয় জানিয়া কোন নরহত্যার অপরাধীকে মুক্তি দেন, তবে সেই কার্য্য সমাজের অনুকূল হয় না।

৪। অর্জ্জুন বলিলেন। হে মধুসূদন! আমি রণ মধ্যে কিরূপে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত শর সমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিব?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫

শক্তিবাদ ভাষ্য—পিতামহ ও গুরু যদি অসুর পক্ষ গ্রহণ করেন তবে ব্যক্তিগত ধর্ম্মকে বড় দেখিবে, না কি রাষ্ট্রধর্ম্মকে বড় দেখিবে? পিতামহ ও গুরু অসুর পক্ষ গ্রহণ করিলেন কেন? গো হত্যা পাপ; কিন্তু অসুরপক্ষ যদি গো সমূহকে সামনে রাখিয়া অগ্রসর হয়, তখন কি আমি রাষ্ট্রকে অসুরের হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য অস্ত্র ত্যাগ করিব? একটা মহান দায়িত্ব পালনের জন্য যদি আমাকে গো, ব্রাহ্মণ, নর, গুরু, পূজনীয় আত্মীয়গণকে হত্যাই করিতে হয় তবে তাহাই করিতে হইবে। ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়; কিন্তু রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থায় ও সমাজের বুকে অসুরবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। অনশনকারী অসুর তোষক গুরুর জীবন রক্ষার অজুহাতে আক্রমণকারী অসুর রাষ্ট্রকে কোটী কোটি টাকা দিয়া শক্তিশালী করা কি শক্তিবাদী নীতি?

৫। মহানুভব গুরুগণকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমি গুরুগণকে হত্যা করিয়া ইহ লোকেই রুধিরে প্রলিপ্ত ভোগ্য বস্তুর ভোগ করিব।

শক্তিবাদ ভাষ্য—অর্জ্জুন এখানে আত্ম বিস্মৃত হইয়াছেন, তিনি বেদবাদ নীতি ভুলিয়া অন্য কথা বলিতেছেন। তাঁহার জানা কর্ত্তব্য ছিল, এ যুদ্ধ গুরুহত্যার জন্য নহে। ইহা আসুরিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আমরা জিজ্ঞাসা করি, গুরুরা অসুরের দিকে গেলেন কেন? তোমার গুরুর যদি এতই অসুর প্রীতি, যে তিনি অসুরের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইতেছেন বা মৃত্যু

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

পণ করিয়া আহার ত্যাগ করিতেছেন, তাহার ফলে কি তুমিও কি তোমার রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া অসুর তোষণে রাষ্ট্রের ধন, অস্ত্র ও প্রজাকে অসুরের হাতে সপিয়া ঐরূপ অসুর তোষক গুরুর প্রীতি অর্জ্জন করিবে?

অনেক টীকাকার বলিতে চান "ভীক্ষান্ন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি নহে"। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভীক্ষান্ন কোন্ জাতীর বৃত্তি? ভীক্ষান্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কাহারও বৃত্তি নহে। বিদ্যাভ্যাস কালে এবং তপস্যা কালে ভীক্ষান্ন ভোজনের ব্যবস্থা আছে। ইহা ভিন্ন ভীক্ষান্ন ভোজনের আদেশ নাই। অর্জ্জুন যদি ভীক্ষান্ন ভোজনের কথা ভাবিয়া থাকেন তবে আমাদের মনে হয়, তিনি তপস্যাময় জীবন গ্রহণের কথা বলিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের সন্তানগণ যখন উপনয়ন গ্রহণ করেন তখন কি তাঁহারা "ভবতি ভীক্ষাং দেহি" বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভীক্ষা করেন না?

৬। আমরা জয়লাভ করি অথবা আমরা পরাজিত হই; এই উভয় পরিস্থিতিতে কোনটা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত।

শক্তিবাদ ভাষ্য—আমরা অর্জ্জনকে বলিতে পারি, তিনি যদি যুদ্ধ নাও করেন তবুও তাঁহারা এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ কেহই চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন না। যুদ্ধ করিলে, ইহাই ফল যে অন্যায় ও অসুর পক্ষকে প্রতিরোধ দ্বারা অর্জ্জুন যে পূণ্য অর্জ্জন করিবেন, ইহার ফলে

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭

ইনি এ জন্মে বা জন্মান্তরে রাজা হইবেন। অসুর বা বর্ব্বরবাদকে যদি তিনি প্রশ্রয় দেন তবে তিনি যে পাপ অর্জ্জন করিবেন উহার ফলে তিনি এ জন্মে বা পরজন্মে বা উভয় জন্মে অসুরের দাস হইয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। জীবন বা মরণ অধ্যাত্মবাদের নীতি নহে। আত্মা তো স্বয়ংই অমর। প্রত্যেকটী মানুষ বিকশিত হইবার সুযোগ পাইবে। অন্ন, বস্ত্র, কার্য্য, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মসুখের সুবিধা সকলে প্রাপ্ত হইবে; এই বিজ্ঞানে সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিৎ। আসুরিক নীতি দ্বারা সমাজ পরিচালিত হইতে দিলে কাহারও বিকাশ পথ খোলা থাকেনা। অসুররা তো আত্মবিকাশই চায় না। কাজেই আমরা যদি সমাজকে আসুরিক নীতিতে পরিচালিত করিতে দিই তবে আমরা সমাজের লক্ষ লক্ষ লোকের বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিব। কেহ অন্ন পাইবে না, কেহ বস্ত্র পাইবে না, কেহ শিক্ষার সুবিধা পাইবে না; ইহার ফলে ভোগ ও কামপরায়ণদের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে। অর্জ্জুন ভ্রান্তি বশতঃ দুর্ব্বল নীতি অবলম্বন করিতে যাইতেছেন। এই পৃথিবীতে দুর্ব্বল নীতি চলিতে দিলে অসুরবাদ প্রবল হয়, ফলে মানব সভ্যতার উচ্চতম আদর্শ বেদবাদ, গীতাবাদ বা শক্তিবাদ ভাঙ্গিয়া যায়। ভারতের বুকে রাজর্ষী ও মহর্ষিগণ বহু চেষ্টা দ্বারা এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই আদর্শের কথা জানেন। কুরুক্ষেত্রে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই বেদবাদীয় কর্ম্মবিজ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছেন।

৭। কার্পণ্য দোষে (স্বার্থ বশে) আমার স্বভাব মূর্চ্ছীত হইয়াছে,

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে। আমি তোমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত হইলাম। আমাকে উপদেশ প্রদান কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য—অর্জ্জুন একই কথা বার বার বলিতেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দিক হইতে কোন ভাল সাড়া পাইতেছেন না। মনস্তত্ত্বের ইহাই নিয়ম যে মানুষ যখন দুর্ব্বল নীতি গ্রহণ করে তখন সে অনেক বেশী বলে। কিন্তু শক্তিশালী নীতিবিদ্‌গণ ও আসুরিক নীতিবিদ্‌গণ কম কথা বলিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মনে অর্জ্জুনের কোন কথাই কোন প্রভাব দিতেছে না, ইহা অর্জ্জুন ভালভাবেই লক্ষ্য করিতেছেন। কাজেই অর্জ্জুন এবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছেন। এবং এ সম্বন্ধে ধর্ম্মের নির্দ্দেশ কি, উহা জানিতে চাহিতেছেন। অর্জ্জুনের মন ইহা ভালভাবেই লক্ষ্য করিয়াছে যে তাঁহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বর্ত্তমান নীতি লইয়া মতভেদ আসিয়া গিয়াছে। অর্জ্জুনও যদি নিজের নীতি সম্বন্ধে সন্দেহহীন হইতেন তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে পারিতেন।

৮। যুদ্ধে আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিলে অথবা (এই ভাবে) দেবগণের উপর আধিপত্য লাভকরিলেও আমার এই ইন্দ্রিয়গণের বিশুষ্ককর শোক নিবারণ করিতে পারিবে, এমন উপায় আমি দেখিতে পাইতেছি না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—অর্জ্জুনের শোকের জ্বালা এত প্রবল হইয়াছে

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

যে তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। তাঁহার মতে তাঁহার এই জ্বালা যাহা আরম্ভ হইয়াছে উহা আর নিবারণ হইবে না। আমরা জানি অর্জ্জুনের ভাবান্তর আসিবা মাত্র তাঁহার এই শোক ও ইন্দ্রিয়গণের শুষ্কতা থাকিবে না। যে কোন ভাবের উচ্ছ্বাসই মানুষকে এইরূপ অসহায় করিয়া দেয়। কিন্তু ভাবের লহর সাম্য হইলে উহা আর াকে না। ভাবের লহর মানুষে সব সময় এক ভাবে থাকে না। ইহা আপনিই সাম্য হয়। নয় তো মানুষ বাঁচিতে পারিত না। স্নেহ ভালবাসাময় ভাবের উদ্বেলন মানুষকে যত পীড়ন দেয় এমন পীড়ন পৃথিবীতে আর নাই। নর নারীর ভালবাসাময় ব্যবহারের মধ্যে কোনও প্রকার বৈষম্য থাকিলে উভয়ের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়। সমবেদনা দুইজনের থাকে বলিয়া, ভালবাসার উদ্বেলন সাম্য করা অত্যন্ত কঠিন হয়। অর্জ্জুনের শোক কোন সমবেদনা ঘটিত উচ্ছ্বাস নহে। কাজেই ইহা বেশীক্ষণ থাকিবে না। এইরূপ সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করা চলে না। যাঁহারা উন্নতস্তরের বিকশিত মানুষ তাঁহাদেরও এইরূপ উচ্ছ্বাস অসম্ভব নহে। কিন্তু এ সব উচ্ছ্বাস দ্বারা কর্ত্তব্যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে দেওয়া যায় না।

১০। এই কথা বলিবার পর পরন্তপ অর্জ্জুন "আমি যুদ্ধ করিব না" এই কথা হৃষীকেশ গোবিন্দকে বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। হে ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র)! উভয় সৈন্যমধ্যস্থলে হাস্য করিয়া হৃষিকেশ বিষণ্ন অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

শক্তিবাদ ভাষ্য—শোক দ্বারা অর্জ্জুন এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে তাহার ইন্দ্রিয় গুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে গ্রাহ্যই করিলেন না। তিনি হাসিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন এই উচ্ছ্বাস সাময়িক। অর্জ্জুনের বৈরাগ্য যদি সত্যই বৈরাগ্য হইত তবে উচ্ছ্বাস হইত না এবং ইহা যদি কোন শক্তিশালী ভিত্তি লইত তবে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই তপস্যার্থে চলিয়া যাইতেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ হাসিবেন, ইহা স্বাভাবিক। স্বামী স্ত্রীতে কোন্দল করিয়া অনেকের অনেক সময় বৈরাগ্য উচ্ছ্বাস হয় এবং উভয়েই প্রতিজ্ঞা করে আর সংসার করিবে না। কিন্তু দেখা যায়, উচ্ছ্বাস মিটিবার পর সেই বৈরাগ্য আর দেখা যায় না। যে কোন ভাবের উচ্ছ্বাসের পরিণতি যে কি ইহা শ্রীকৃষ্ণ জানেন; কাজেই তিনি হাসলেন। চিন্তাশীল মাত্রেই জানেন যে কোন ভাবোচ্ছ্বাসই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

১১। শ্রীভগবান বলিলেন—(হে অর্জ্জুন!) অনুশোচনার অযোগ্য (ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি) দের জন্য শোক করিতেছ এবং জ্ঞানের কথা বলিতেছ। পণ্ডিতগণ গতপ্রাণ বা জীবিতগণের জন্য শোক করেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—পিতৃপুরুষের 'পিণ্ড ক্রিয়া' লুপ্ত হইবে, এইরূপ উক্তি দ্বারা তিনি ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে আত্মা যে অমর ইহা তিনি জানেন অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী। ইহা জানা সত্ত্বেও তিনি শোক করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ দুইটী বিরুদ্ধ মনোবৃত্তিকে বিপরীত আচরণ সাব্যস্ত করিতেছেন। অর্জ্জুন একাধারে পাণ্ডিত্য ও মূঢ়তা প্রকাশ করিতেছেন।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

১২। আমার, তোমার ও এই সকল নরপতিগণের অভাব কোন দিনই হয় নাই। বর্ত্তমান সময় দেহ নাশের পরও আমাদের বিনাশ হইবে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—অধ্যাত্মজীবনের চরম সত্যের কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিতেছেন। "আমি এই সমাজে আসুরিক নীতি স্থাপনা করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করি নাই। এবং সমাজকে যাহারা সর্ব্বনাশ করে সেই অসুরদিগকে কোন প্রকারে সহ্য করি নাই।" শক্তিবাদীতার ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। ইহাই বেদবাদ, ইহাই গীতাবাদ এবং ইহাই পুরুষোত্তমবাদ। এই নীতিতে জীবনযাপন করিতে হইবে। এই নীতির ভিত্তিতে চলিতে যাইয়া কে বাঁচিল বা কে মরিল ইহা দেখা বড় কথা নহে।

১৩। দেহধারী জীবের দেহে যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য হয় সেই রূপ দেহান্তর প্রাপ্তিও হইয়া থাকে। ইহাতে ধীর ব্যক্তি মুহ্যমান হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ অবস্থাকে শ্রীকৃষ্ণ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের মত একটা স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। বাল্য হইতে যৌবনের পরিবর্ত্তনটাকে মানুষ অসহনীয় মনে করে না; কিন্তু বার্দ্ধক্য ও শরীর ত্যাগ রূপ পরিবর্ত্তনটাকে মানুষ যেন কিছুতেই মানিতে চায় না। পাকা চুলকে কাঁচা করিতে এবং বৃদ্ধ বয়সের ভাঙ্গা শরীরকে জোড়া দিতে মানুষ ব্যস্ত হইয়া উঠে। আমরা বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মনাড়ীতে মন একাগ্র করিয়া আত্মধ্যান করিতে সকলকেই অনুরোধ

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪

করি। ইহার ফলে বার্দ্ধক্যের ভগ্নরূপ শীঘ্র আসিবে না। এবং দেহান্তরকেও একটা সাংঘাতিক কিছু মনে হইবে না। আত্মধ্যান মানুষকে ধীর করে এবং ইহার ফলে মানুষকে শরীরের পরিবর্ত্তন গুলিকে দেখিয়া মুহ্যমান করে না।

১৪। হে কৌন্তেয়, মাত্রার স্পর্শ ই শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ দান করে। ইহা উৎপন্ন হয় এবং বিলয় প্রাপ্ত, হয় কাজেই ইহা অনিত্য; অতএব তুমি ঐ সকলকে সহ্য কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মাত্রা ঃ—ভোগ্য বিষয় গুলি পাঁচ প্রকারের; (১) গন্ধ, (২) রস, (৩) রূপ, (৪) স্পর্ষ ও (৫) শব্দ। গন্ধাদির সূক্ষ্মতম কণাকে মাত্রা বলে। পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাত্রাগুলিকেই ভোগ করিয়া থাকি। নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস, চক্ষু দ্বারা রূপ, ত্বক দ্বারা স্পর্ষ, কর্ণ দ্বারা শব্দ-কণা সকল আমাদের বিজ্ঞান শরীরে প্রবেশ করে এবং পরে মনোময় কোষে যায়। ইহাই বিষয়ের ভোগ। আমরা মাত্রা গুলিকেই ভোগ করিয়া থাকি। এই মাত্রা গুলিই আমাদের স্নায়ু তন্তুতে সুখ বা দুঃখ দান করিয়া থাকে।

মাত্রার স্পর্ষ গুলি প্রথম বিজ্ঞানময় কোষে যায়, পরে মনোময় কোষে আসে। মনোময় কোষে মাত্রার আগমণই মাত্রাস্পর্ষ। সুষুপ্তিকালে মনোময় কোষ স্তব্ধ থাকে বলিয়া মাত্রা স্পর্ষগুলি সে সময় আমাদের উপর কোন প্রভাব করিতে পারে না। জাগ্রত কালে ইহারা বেশী প্রভাব দান করে। যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তাঁহারা 'ক্রম বিকাশ' গ্রন্থের ৫ম ও ৭ম অধ্যায় দেখুন।

'মাত্রা স্পর্শে দৈব অসুর প্রকৃতির মানুষ ও পশু পক্ষী বৃক্ষ সকলেই সুখী ও দুঃখী করিয়া থাকে। জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের উপরই ইহাদের

অল্পাধীক প্রভাব আছে। ইহাকে কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না।

গাভী বৎস্যকে লেহন দ্বারা, ঘ্রান দ্বারা এবং স্তন্য দ্বারা সন্তানের শরীরস্থিত স্পর্শগুলি আহরণ করে এবং সুখী হয়। স্বামী স্ত্রী, মা সন্তান গুরু শিষ্য, পিতা, ভ্রাতা, পিতামহ ইত্যাদি সব স্থানেই মাত্রাগুলির আদান প্রদানের সূত্র বিদ্যমান। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের মধ্য দিয়া এই মাত্রার প্রভাব বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করে এবং পরে উহা মনোময় কোষকে স্পর্ষ করে। মাত্রা স্পর্ষের সুখস্মৃতি এই ভাবে চিত্তে জমা হইতে থাকে। যখন মা সন্তানকে অনেকক্ষণ পায় না, তখন সেই জমা সুখস্মৃতিগুলিকে স্মরণ করিয়া কতকটা তৃপ্তি লইতে পারে। কিন্তু সব সময় ঐ জমা সুখে আর তৃপ্তি থাকে না। তখন মা স্থূলে সন্তানকে পাইবার জন্য অধীর হয়।

মাত্রা স্পর্ষে দুঃখেরও স্মৃতি থাকে। প্রিয়তম স্বামী বা স্ত্রী প্রিয়তম পিতা মাতা বা সন্তান অনেক সময় অন্যায় উক্তিতে বা ব্যবহার দ্বারা এক অন্যকে পীড়ন দেয়। সে গুলির স্মৃতি চিত্তে জমা থাকে এবং প্রয়োজন মত জাগ্রত হইয়া আমাদিগকে পীড়ন দেয়। কিন্তু এই পীড়ন বা সুখ কোনটাই সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে না। একবার জাগে এবং একবার বিলয় হয়।

অর্জ্জুন গুরু, মাতুল, পিতামহের কথা সব সময় মনে রাখিতে পারিবেন না। দুর্য্যোধনের দুর্ব্ব্যবহার এবং উহাতে এই সব আত্মীয়দের উদাসীন্য বা পক্ষপাতিত্বের কথা ও অর্জ্জুনের মনে জাগিবে, তখন যুদ্ধ না করা যে অন্যায় ইহাও অর্জ্জুনের মনে উঠিবে, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানেন। এখন অর্জ্জুনের স্নেহস্মৃতি জাগিয়াছে, কাজেই অর্জ্জুনের মন নরম হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্থায়ী হইবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখনকার মতন ইহাকে সহ্য করিতে বলিতেছেন। স্বামী স্ত্রীকে এক সময় সুখময় মাত্রার প্রভাবে ভালবাসে, আবার অন্যসময় দুঃখময় ব্যবহার গুলির প্রভাবে

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫

প্রভাবিত হইয়া এক অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হয়।

সবগুলি মাত্রা ও উহাদের স্পর্শ এবং উহার প্রভাবে সুখ দুঃখ কি ভাবে বিভিন্ন স্তরের জীবকে অভিভূত করে ইহা বুঝাইতে হইলে একখানা গ্রন্থ লিখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গভীর মনস্তত্ত্বের শিক্ষা দিতেছেন।

বিজ্ঞানময় কোষে যতক্ষণ শব্দাদির কণাগুলি অবস্থান করে ততক্ষণ উহা বিশুদ্ধ তন্মাত্রা। এই তন্মাত্রা মনোময় কোষে আসিলে উহাদের বিশুদ্ধতা থাকে না। মনোময় কোষে তন্মাত্রার প্রবাহ আসিয়া মিশ্রিত মাত্রাতে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ তন্মাত্রা উন্নতস্তরের সমাধি ও ত্যাগনিষ্ঠ যোগী ভিন্ন অন্যে অনুভব করিতে পারেন না। মনোময় কোষের চিত্ত-কেন্দ্রে মিশ্রিত মাত্রার স্পর্শ জনিত সুখ ও দুঃখগুলি জমা থাকে। অনুকূল ঘটনার সংস্পর্শে আসিলে উহারা জাগ্রত হয়। যেমন "চম্পকেরি পুষ্প দেখি রাধারে পড়িল মনে।"

১৫। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! যিনি ধীর পুরুষ এবং সুখ দুঃখ সমান ভাবে দেখেন, তাঁহাকে এই সব (মাত্রা স্পর্শ) ব্যথিত করিতে পারে না। তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া কল্পিত হন। (অর্থাৎ আত্মাস্বরূপ হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হন)।

শক্তিবাদ ভাষ্য—আমরা প্রত্যেক গীতা পাঠককেই ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া আত্মধ্যান করিতে অনুরোধ করি। সুখে দুঃখে, মানে অপমানে, শীতে উষ্ণে, রোগে শোকে এবং যে কোন অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই বিচলিত না হইয়া সেই অবস্থাকে একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে বলি। ইহার ফলে পরিস্থিতিটা আমাদের হৃদয়কে দুর্ব্বল না করিয়া শক্ত করিবে এবং বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিবে। কাহারও চির-

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

জীবন এক ভাবে সুখে বা এক ভাবে দুঃখে কাটে না। নিজের শরীর, মন, ইন্দ্রিয় এবং দেশ সমাজ আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে কেন্দ্র করিয়া বহু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাদিগকে হইতেই হইবে। আত্মধ্যান এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সব দেখিতে চেষ্টা করিলে আমাদের জীবন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতে থাকিবে।

শোক দুঃখ এবং সুখ ও আনন্দের কারণ থাকিলে, হৃদয়ে বিষাদ-বৃত্তি ও সন্তোষবৃত্তি জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। উহা দ্বারা বিচলিত হইয়া কর্ত্তব্যকে হীন করা যায় না। প্রশংসার আনন্দে রাষ্ট্র নীতিকে দুর্ব্বল হইতে দেওয়া এবং নিন্দার ভয়ে দেশের সর্ব্বনাশ হইতে দেওয়া রূপ পাপ তো আমাদের এই হিন্দু সমাজের রক্ত ও মজ্জাগত দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসুর বাদীরা এই দোষে হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছে। গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য না থাকায় দেশের এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

১৬। যাহা অসৎ (অর্থাৎ অনিত্য) উহার ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই। যাহা সৎ (নিত্য) উহার অভাব কখনও সম্ভব নহে। তত্ত্বদর্শী (সত্যদ্রষ্টা) গণ উভয়ের শেষ, এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—শরীরকে অসৎ বা অনিত্য বলিয়াছেন এবং আত্মাকে সৎ বা নিত্য বলিতেছেন। শরীর নিশ্চয়ই থাকিবে না এবং আত্মাও নিশ্চয়ই মরিবে না। অসুরবাদকে সমাজে চলিতে দিলে মানবসমাজ পশুসমাজে পরিণত হইয়া যাইবে। বর্ব্বররা কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলে উন্নত জ্ঞানবানগণকে ইহারা নিশ্চয়ই ধ্বংস করিবে। নীতিবতী সতীগণের সম্মান নষ্ট করিবে। মানবসমাজ কাম ও ভোগপরায়ণ পশুসমাজে পরিণত হইবে। উন্নত সমাজ ও উন্নত রাষ্ট্র বিজ্ঞানই

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

মানবের কাম্য হওয়া কর্ত্তব্য।

আজকাল অনেক দেশে কম্যুনিজম ও ন্যাশনেলিজম এর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি মতবাদের কোনটাই বিশুদ্ধ নহে এবং দুইটাই আসুরিক। আত্মার ভিত্তিহীন এসব মতবাদ অস্থায়ী।

১৭। আত্মাকে অবিনাশী জানিবে, আত্মাদ্বারা এই বিশ্বের সমস্তই ব্যাপ্ত। যিনি অবিনাশী, তাঁহার বিনাশ কেহ করিতে পারে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—হিন্দু ধর্ম্মে (বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও প্রাকৃত ধর্ম্মবাদীরাও হিন্দু) আত্মা, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম একার্থ বাচক এবং ব্যাপক। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মমতে ঈশ্বর (আল্লাহ্ বা গড) ও আত্মা (রুহ্) ব্যক্তি বিশেষ মাত্র। আল্লাহ্ (বা গড) এবং রুহ্ ব্যাপক তত্ত্ব নহেন। রুহকে অমর মানিলেও ব্যাপক মানা যায় না। কাজেই আল্লাহ্ বা গড কোন মতেই ব্যাপক হইতে পারেন না। "মৃতের বিচার" না মানিলে ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম্ম থাকে না। এ সব অনেক কারণে আজকাল শিক্ষিত মুসলমানগণ ও খৃষ্টানগণ নিজেদের ঈশ্বরকে ব্যক্তিগত ঈশ্বর বলিতে লজ্জা পান এবং আজকাল অনেক কথাই ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নকলে বলিতে বাধ্য হন; তবুও তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা, গীতার মতই ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম্মও হয়তো যুক্তিবাদমূলক ধর্ম্ম।

১৮। হে ভারত! শরীরধারী আত্মা অবিনাশী ও অপ্রমেয় (কিন্তু) সব দেহই বিনাশশীল, এইরূপ উক্ত আছে। কাজেই তুমি যুদ্ধ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য—'সকলে মারা যাইবেন' এই আশঙ্কায় অর্জ্জুন যুদ্ধ

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

করিবেন না, স্থির করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, শরীরটী নাশ প্রাপ্ত হইবেই। তুমি যুদ্ধ কর বা না কর শরীর থাকিবে না। যদি যুদ্ধ না কর তবে সমাজে অসুরবাদীদের প্রশ্রয় দিয়া তুমি অন্যায় করিবে। যদি যুদ্ধ না কর তবে তুমি সমাজ সেবায় তোমার যে কর্ত্তব্য উহা ত্যাগ করিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

১৯। যে জানে যে আত্মা হন্তা এবং যে মনে করে আত্মাকে নাশ করা যায়; দুইজনেই জানে না। আত্মা হনন করেন না এবং আত্মা হত হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—শ্রীকৃষ্ণ এখানে আর নিজের কথা বলিলেন না বেদ হইতে উদ্ধৃত মন্ত্রে অর্জ্জুনের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। এখন আর অর্জ্জুনের সন্দেহ থাকিবার কারণ থাকিবে না।

"আত্মা মরেন না এবং আত্মা মারেন না", ইহা বেদের আদেশ। এখন প্রশ্ন এই, তাহা হইলে রাস্তা ঘাটে যাহারা ছোরা মারিয়া মানুষকে বিকল করিয়া ধন লুণ্ঠন করে, তাহাদেরই বা দোষ কি? তাহারা নিশ্চয়ই দোষী নহে, কারণ আত্মা মারেন না এবং যাহাকে মারা হইয়াছে সেও মরে না। তবে কি গুণ্ডামীরও সমর্থন করিবেন? উত্তরে আমরা ইহাই বলিব যে গুণ্ডামীর সমর্থন করা চলিবে না বলিয়াই যুদ্ধকে ধর্ম্ম বলা হইতেছে। অসুর নির্দ্দোষকে মারিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। কাজেই অসুরদলনও ধর্ম্ম। কেবল যোগ, ধ্যান, তপস্যাই ধর্ম্ম নহে, সমাজের সৎ লোককে পালন ও রক্ষা করা এবং অসুরকে দলন করাও ধর্ম্ম।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

২০। আত্মা কোন সময়ই জন্ম গ্রহণ করেন না, এবং কখনও মৃত হন না। আত্মা একবার জন্ম লাভ করিয়া পুনর্ব্বার বিনাশপ্রাপ্ত হন না। জন্মহীন, বিনাশরহিত, অবিক্রিয়, নিত্য ও সর্ব্বগত ও অনাদি, আত্মা শরীর বিনষ্ট হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—এই মন্ত্রটিও বেদ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আত্মা যে এইরূপ শাশ্বত ইহা বুঝিবার উপায় কি? মন স্থির হইলে ইহা বুঝা যায়। যোগাভ্যাস করিয়া মন স্থির করিতে হয়। ব্রহ্মনাড়ীকে অবলম্বন করিয়া যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তর্ক করিয়া আত্মার শাশ্বতত্ব প্রমাণ করিবার প্রয়োজন দেখি না।

২১। হে পার্থ! যে পুরুষ এই আত্মাকে অজ, অব্যয়, নিত্য ও অবিনাশী বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি কাহাকেও বিনাশ করিতে বা করাইতে পারেন কি?

২২। জীর্ণ বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যে প্রকার অন্য

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

নূতন বস্ত্র সকল গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহসকল পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার নূতন দেহ ধারণ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য—ইতি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ আত্মার ব্যাপকত্বের কথা বলিয়াছেন। এখন তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে দেখা যায়, আত্মা দেহ ত্যাগের পরও শরীরধারী আত্মার মতনই সসীম থাকেন। আত্মা স্বরূপতঃ ব্যাপক। কিন্তু মনস্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা কিছুতেই ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। মন যতই স্থির হইতে থাকিবে আত্মারও ব্যাপকত্ব ততই বুঝা যাইতে থাকিবে। স্থূল শরীর ত্যাগ হইবার পূর্ব্বেই এক সূক্ষ্ম প্রাণশরীরকে আশ্রয় করিয়া, এই দেহত্যাগের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। হঠাৎ মৃত্যুতেও এইরূপ নূতন প্রাণশরীর ধারণ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীকৃষ্ণ এই শরীর ধারণ করিবার কথাই বলিতেছেন। এই সূক্ষ্ম দেহধারী আত্মাই নিজের সুকৃতির প্রভাবে নানা প্রকার দিব্য শরীর ধারণ করিয়া নানা লোকে অবস্থান করেন এবং পুণ্যক্ষয়ে আবার জন্মগ্রহণ করেন। স্থূল শরীরে অহং গ্রন্থিযুক্ত আত্মা অমর হইলেও ব্যাপক নহেন। অহং গ্রন্থিহীন আত্মা কেবল ব্যাপকই নহেন; তিনি অমর ও অজ। এসব কথার মীমাংসা গীতার অন্যান্য স্থানে করা হইবে।

২৩। আত্মাকে শস্ত্র ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু শোষণ করিতে পারে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—অগ্নি, বায়ু ও অস্ত্র আত্মার অমরত্ব কোন প্রকারেই বিকৃত করিতে পারে না। স্থূল শরীরকে অগ্নি, জল, বায়ু ও শস্ত্র বিকৃত করিতে পারে। স্থূল শরীর ত্যাগ করিবার পর আত্মা যে সময় প্রাণশরীর ধারণ করেন তখনও অগ্নি, জল, বায়ু ও শস্ত্র তাঁহার

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ ২৪
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫

কিছুই বিকার আনিতে সক্ষম হয় না। প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের কোন কোষকেই অগ্নি, জল, বায়ু ও শস্ত্র বিকৃত করিবার শক্তি রাখে না। অন্নময় ও প্রাণময় শরীরের আবরণের মধ্যে থাকিয়াও অহংগ্রন্থি ভেদকারী যে কোন সাধক বুঝিতে পারেন যে আত্মা ব্যাপক।

কোরানে ও বাইবেলে মৃত্যুর পর কাফেরগণকে আগুনে ফেলিবার কথা আছে। সর্ব্বধর্ম্মবাদীরা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি—শরীরহীন আত্মাকে কি করিয়া পোড়ান যায়? শরীরহীন জীবাত্মার মন, প্রাণ, বুদ্ধি, জ্ঞান, সবই থাকে। তাঁহাকে মানসিক পীড়ণ দেওয়া যায়; কিন্তু তাহাকে "আগুনে দিবার কথার" কোনই মানেই হয় না। সর্ব্বধর্ম্মবাদের ভ্রান্তিতে যাঁহারা আছন্ন তাঁহারা কেবল সমাজকেই ভ্রান্ত শিক্ষা দিতেছেন না, তাঁহারা অসুরধর্ম্ম ও যবনবাদের প্রশ্রয় দান করিয়া মানবসভ্যতাকে হীনবল করিতেছেন।

২৪। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। এই আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—আমরা খৃষ্টান, মুসলমান সর্ব্বধর্ম্মবাদীগণকে বলিয়া রাখি, দোজখের আগুন কাফেরদিগকে পোড়াইতে পারিবে না।

২৫। এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য। অতএব ইহাকে জানিয়া তুমি শোক করিতে পার না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—গীতাবাদে আসুরিকতার প্রশ্রয় নাই। কর্ম্মহীনতারও প্রশ্রয় নাই। যে আসুরিক নীতি গ্রহণ করিবে তাহাকে দণ্ড ভোগ

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

করিতেই হইবে। দৈবমানব বা অসুরমানব, কাহারও আত্মা মরিবে না। কিন্তু অসুরকে প্রশ্রয় দিলে সমাজ, সভ্যতা এবং বিকাশ, সব মরিয়া যাইবে।

২৬। যদি তুমি মনে কর যে আত্মা নিত্য জন্ম গ্রহণ করে এবং নিত্য মরিয়া যায়, তাহা হইলেও হে বীর! তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

শক্তিবাদ ভাষ্য—শরীর জন্মায় এবং শরীর মরে, ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। অর্জ্জুন যদি কম্যুনিষ্টদের মত আত্মাকে নাও মানেন এবং শরীরকেই আত্মা মনে করেন, তাহা হইলেও যে অর্জ্জুনের শোক করা চলে না, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বুঝাইতেছেন।

যদি শরীরকেই সত্য মানা যায় তবে তো কাম এবং ভোগই শ্রেষ্ঠ। কাজেই অসুরবাদই ভাল বলিতে হইবে। পৃথিবী অসুরবাদে ছাইয়া গেলে ক্ষতি কি? অসুরবাদে ছাইয়া গেলে পৃথিবীর কি ক্ষতি বা লাভ সে কথার উত্তর এখানে দিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু ইহা সত্য কথা যে মানুষের মন শুধু বর্ব্বরতায় তৃপ্ত থাকে না। দৈবী ভাব মানুষের মজ্জাগত ধর্ম্ম। কাজেই অসুরবাদ আসিলে উহার বরুদ্ধে বিপ্লব আসিবেই আসিবে। অসুরবাদীয় নীতির সব চেয়ে বড় অসুবিধার কথা এই যে ইহারা অন্যের জন্য যে নীতিটী চায়, নিজের জন্য সেইটী চায় না। পূজারীবাদী ব্রাহ্মণ চাহেন, তিনি ও তাঁহার

ের শ্রদ্ধা পূজা যুগ যুগান্তর লাভ করুন; কিন্তু শূদ্র যদি চেষ্টা করে, তাহারা নিজেরা ব্রাহ্মণেরও পূজ্য থাকিবে এবং সন্তান সন্ততিরাও ঐ নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন কিন্তু তাহারা উহা আর সহ্য করিবে না মুসলমানগণ কাফেরদের উপর সর্ব্ব প্রকারের ভণ্ডামী

ও বর্ব্বরতাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছে ; কিন্তু কাফেররা যদি উহার প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে ; তবে মুসলমানেরা উহা সহ্য করিবে না। আমি তোমার সঙ্গে যে রূপ ব্যবহার করিতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার রাখ, এইরূপ নীতিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। ইহার উপর অন্ন, বস্ত্র, ও কর্ম্মবণ্টনেরও সামঞ্জস্যময় নীতি সমাজে থাকা প্রয়োজন। ইহার ব্যাতিক্রম করিলে দেহাত্মবাদ বা অধ্যাত্মবাদ যাহাই লও না—যুদ্ধ আসিবেই আসিবে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে দেহাত্মবাদের ভিত্তিতেই বলিতেছেন—দেহাত্মবাদী কম্যুনিষ্টরা ধনসাম্যবাদের কথা বলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি—ষ্ট্যালিনের চাপরাসী ও ষ্ট্যালিনের বেতন এক কেন ছিল না? পঃ জহরলাল প্রভৃতিও সাম্যের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে চাপরাসীর বেতন রাত্রিদিন ভেদ রাখিয়াছেন। শক্তিবাদীদের চাপে আজকাল একদল বলিতেছেন "ধনসাম্য কম্যুনিজম নহে, প্রয়োজন মত গ্রহণ করা এবং শক্তি অনুসারে পরিশ্রম করাই কম্যুনিজম।" ইহাই যদি তোমাদের কথা; তবে রাজা, জমিদার ও বিত্তশালীগণকে তোমরা বর্ব্বরের মত উচ্ছেদ করিলে কেন? আমরা তো জানি "শাসনকারী কেহই থাকিবে না, ইহাই কম্যুনিজম এবং তখনকার অর্থনীতি হইবে শক্তি অনুসারে কাজ করা ও প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করা।" শক্তিবাদ বলে ধনী, গরীব সব থাকিবে ; কিন্তু অন্ন, বস্ত্র ও স্বচ্ছলতাই শক্তিবাদীয় অর্থনীতি, এবং শাসন থাকিবেই কারণ শক্তিবাদ চোর, গুণ্ডা ধাপ্পাবাজ ও অসুরের দলন চায়। কম্যুনিষ্টরা বলে "ধনবৈষম্যই চোর, চোট্টা সৃষ্টি করে, আমরা ধনসাম্য করিয়া দিলে অসুর থাকিবে না।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধনসাম্যের কথা বলিয়া যাঁহারা গদীতে বসিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের সুখ সুবিধাগুলিকে চাকরদের সঙ্গে বৈষম্য রাখিয়াছেন কেন?

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

যাঁহারা সাম্যবাদের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা সমাজকে ধাপ্পা দিয়া গদীতে বসিবার জন্যই উহা করিয়াছেন। যাহারা ভারত ভাগে মত দিয়াছিলেন তাঁহারাও গদীর লোভেই ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ভারত অখণ্ড ভাবেই স্বাধীন হইত। শরীরকে সত্য মানিলেও দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদ সমর্থন করা যায় না। ইহাই গীতার মত।

২৭। যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার শরীর ত্যাগ ধ্রুব এবং যে শরীর ত্যাগ করিয়াছে তাহার পুনরায় জন্ম নিশ্চিত। ইহা অপরিহার্য্য নিয়ম, অতএব তুমি শোক করিতে পার না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—শ্রীকৃষ্ণ এখানে আবার আত্মার অমরত্ব ও অধ্যাত্মবাদের কথা বলিতেছেন। এই পৃথিবীতে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে নাই। ইতি পূর্ব্বে আমরা আত্মাকে পোড়াইবার কথা যে অবান্তর, উহা উল্লেখ করিয়াছি। এখানে জন্মান্তরবাদ যে অপরিহার্য্য, সে কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। খৃষ্টান ও মুসলমানেরা জন্মান্তর মানে না। আবার ঈশ্বরকে দয়াবান বলিয়াও স্তুতি করে। ধনী গরীব, সুখী দুঃখী, সুস্থ মানুষ এবং অন্ধ ও খোঁড়া যে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে পক্ষপাতি দোষে দুষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন কোন দয়াবান ঈশ্বর মানা যায় না। সর্ব্বধর্ম্মবাদীরা কি গীতা মানেন? আমরা বলিতে পারি, খৃষ্টান ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে গীতাবাদের কোনই মিল নাই।

২৮। জন্মের পূর্ব্বে প্রত্যেকটি প্রাণীই অব্যক্ত। জন্ম হইবার

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

পর সব প্রাণীই ব্যক্ত হয়। মৃত্যুর পর সর্ব্বভূতই আবার অব্যক্ত হয়। তবে আর শোক কিসের জন্য?

শক্তিবাদ ভাষ্য—অসুরবাদীরা বলিবে "ভোগ ও কাম আমাদের লক্ষ্য। আমাদের ভোগ ও কামের সুবিধার জন্য যত ইচ্ছা হত্যা, লুণ্ঠন সবই করা চলিতে পারে, নরহত্যাও চলিতে পারে। জন্মের পূর্ব্বে মানবগণ যেরূপ অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, আমরা আমাদের সুবিধার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেই অবস্থাতেই পৌছাইয়া দিলে ক্ষতি কি? অধ্যাত্মবাদীদের জন্য অনেক স্থান আছে। এই পৃথিবী ভোগী ও কামীর ভোগ ও কামতৃপ্তির জন্য। আমরা বলিতে পারি, কামী ও ভোগীর জন্য স্থান সব স্থানেই আছে। কিন্তু অসুরবাদীর জন্য স্থান কোথাও নাই। এই পৃথিবীতেও নাই। ইহাদের ধ্বংস নিশ্চিত। বিকাশের পথে কাম ও ভোগের স্তর আছে, কিন্তু অসুরবাদ বিকৃত বিকাশ এবং ইহার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই বিপ্লব আসিবে। ইহার কারণ, ইহারা নিজেদের জন্য যাহা চায় অন্যের জন্য উহার বিপরীত চায়।

২৯। কোন ব্যক্তি এই আত্মাকে অদ্ভুতের ন্যায় দেখিয়া থাকেন, কেহ আত্মাকে অদ্ভুতের ন্যায় বলিয়া থাকেন, কেহ বা আত্মাকে অদ্ভুতের ন্যায় শুনিয়া থাকেন। কিন্তু এই আত্মাকে দেখিয়া শুনিয়া বা বলিয়াও কোন ব্যক্তি ইঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—আত্মা দেখা, বলা ও শুনার বিষয় নহেন। মন স্থির হইলে, মন এমন এক কেন্দ্রে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে মনের ক্রিয়া থাকে না এবং বুদ্ধির ক্রিয়া থাকে না, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

ক্রিয়াও স্তব্ধ থাকে, সেই অবস্থাই আত্মজ্ঞানের অবস্থা। আত্মার কথা বলা, শুনা ও বলার অর্থ মনকে ক্রমশঃ সাম্য বা ক্রিয়াহীন করিবার কথা, জানিতে হইবে।

৩০। হে ভারত! সকলের দেহে দেহী সর্ব্বদা অবধ্য। এজন্য সমস্ত প্রাণীর জন্যই (অর্থাৎ কোন প্রাণীর জন্যই) তুমি শোক করিতে পার না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—আত্মার অমরত্ব ও দেহের বিনাশত্ব সম্বন্ধে অনেক শ্লোকই আলোচিত হইয়াছে। দেহের যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুরূপ বিকার স্বাভাবিক, এইরূপ আত্মতত্ত্ব বিকাশের ক্রমনিয়ম আছে। জন্ম জন্মান্তরে ক্রমশ: বুদ্ধির বিকাশ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মজ্ঞান লাভ হওয়া স্বাভাবিক। ভারতীয় সমাজ অত্যন্ত প্রাচীন। আত্মজ্ঞানই মানবের চরম জ্ঞান। এই জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যত বড় উচ্চনীতিতে সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব, এ দেশে তাহাই হইয়াছিল। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবেন কিনা, এই কথার সামঞ্জস্য করিবার জন্য যে কত উচ্চস্তরের জ্ঞান ও দার্শনিকতাকে টানিতে হইয়াছে, উহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। একটা সমাজে শ্রীকৃষ্ণের মত মহান জ্ঞানী নিত্য জন্মায় না। কিন্তু একটা সমাজকে উচ্চস্তরের সুখে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে উহাকে বহুমতের ভিত্তিতে দাঁড় করিলে চলে না; উহার ভিত্তিতে শক্তিবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর অভ্রান্ত নির্দ্দেশকে সম্মানজনক স্থান দিতে হয়। গীতার জ্ঞান ক'জনের হইবে, উহা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনে অসুর বাদের যেন কোনও প্রকার প্রশ্রয় না থাকে, ঐ দিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

৩১। নিজের ধর্ম্ম বিচার করিয়াও তোমার বিচলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ, ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্য কোন শ্রেয়ঃ নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য—ক্ষত্রিয় যদি অস্ত্র ধারণ করিয়া অসুর নাশ করিতে ভয় পায়, তবে সমাজ চলে কি? বৈশ্য যদি দুধে জল মিশাইয়া বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া দেয় এবং কালা কারবার ও ভেজাল দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশ করে, তবে সমাজ চলে কি? ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী যদি মানুষকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম দান না করিয়া "তোর ধর্ম্মে অধিকার নাই, তুই ওঁ বলিস না, তুই বেদ পড়িস না" ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। অথবা মূল ধর্ম্ম শিক্ষা না দিয়া দুর্ব্বলবাদীয় বা অসুরবাদীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া সমাজকে ধাপ্পা দেয়, তবে সমাজ চলে কি? রাষ্ট্র যদি কোন কোন সম্প্রদায়ের ধন ও বৃত্তি কাড়িয়া লইয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে বৃত্তিহীন করিয়া দিয়া তাহাদের উচ্ছেদ করে, তবে সমাজ চলে কি? অসুর দলনই ধর্ম্ম যুদ্ধ, এবং আসুরিক প্রতিষ্ঠাই অধর্ম্ম যুদ্ধ। মানুষ জন্মিবে এবং মরিবে, কিন্তু মানুষের সমাজ যুগ যুগান্তর শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থকিবে, ইহাতেই মানবের কল্যাণ।

৩২। যে যুদ্ধ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, এমন যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয় লাভ করেন তাঁহাকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য—যুদ্ধ করিয়া স্বর্গে যাইবার কথা অনেকেই পছন্দ করিবে না। কিন্তু যদি যুদ্ধ না করা হয়, তবে অসুরের দাসত্ব ও

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪

জীবনব্যাপী অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ যে করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বলি, অসুরের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া ইহলোকে নরক ভোগ অপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

৩৩। পক্ষান্তরে তুমি যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপ প্রাপ্ত হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য—আসুরিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ। একথা আমরা বলিয়াছি। আমাদের দেশে বৈপ্লবিক ধর্ম্মযুদ্ধ বহু বহু বার হইয়াছে। বেদের দেবাসুর সংগ্রাম ও চণ্ডীর দেবাসুর যুদ্ধের ইতিহাস, অত্যন্ত বিস্ময়কর গণবিপ্লব। আমাদের দুর্গাপূজা বিপ্লবাত্মক ধর্ম্ম যুদ্ধেরই প্রতীক। চণ্ডীর ভাষাতে এইরূপ বিপ্লবাত্মক যুদ্ধ একশত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। যেভাবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয় সে সম্বন্ধে আলোচনা চণ্ডীর ১২শ অধ্যায়ে আছে। ফল যতই ভয়াবহ হউক, অসুরদলনই বেদবাদীয় ধর্ম্মের ভিত্তি। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুন যুদ্ধে কুলক্ষয় ও সেই পাপের ফলে নরকের কথা বলিয়াছিলেন। উহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ৩২, ৩৩ শ্লোকে যুদ্ধের মধ্যে দিয়া স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিলেন।

৩৪। মনুষ্যগণ চিরকাল তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। যে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অপমান হইতে দিলে, উহা তাঁহার নিকট মৃত্যু হইতেও অধীক বিবেচিত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ এখানে কি ভাবে কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তি ঘোষিত হয়, সেই বিজ্ঞান বলিতেছেন। অসুরবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সর্ব্বথা

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭

কর্ত্তব্য। বেদবাদ ও আর্য্যধর্ম্মের ইহাই মূলনীতি। যদি অর্জ্জুন যুদ্ধ না করেন তবে কেবল জনসাধারণই নিন্দা করিবে না, অপুর পক্ষীয়গণও ভয়ঙ্কর নিন্দা করিবেন। তাঁহারাও এ কথা কখনও বলিবেননা যে অর্জ্জুন আত্মীয়গণকে বধ না করিয়া মহামানবতার পরিচয় দিয়াছেন।

৩৫। মহারথিগণ ভাবিবেন, তুমি ভয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছ। যাঁহারা তোমার উপর উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারাই তোমাকে লঘু ধারণা করিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—দেখা যায় দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদ প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বলবাদের পরিণতির কথা বলিতেছেন। যাঁহারা মনে করেন, তোষণ দ্বারা ভারত ভাগকারীরা প্রসংশিত হইবেন, তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। তাঁহারা ভারতকে যবনের হাতে দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া এই বিশ্বে নিশ্চয়ই যুগ যুগ নিন্দিত হইবেন।

৩৬। তোমার শক্তির নিন্দা করিয়া অনেক অকথনীয় কথা বলিবেন। শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে অবাচ্য কথা ঘোষণা করিবে। ইহা হইতে দুঃখের আর কি তোমার জন্য হইতে পারে?

শক্তিবাদ ভাষ্য—যাঁহারা লাথখোরের মত দুর্ব্বলবাদের আশ্রয় লইতে চাহেন, শক্তিবাদী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মতে সম্মত নহেন।

৩৭। যদি হত হও তবে স্বর্গলাভ করিবে, যদি জয়ী হও তবে

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ়-চিত্ত হও।

শক্তিবাদ ভাষ্য—অসুরবাদের নিকট দুর্ব্বলবাদ গ্রহণ করা যায় না, শক্তিবাদই গ্রহণীয়। দুর্ব্বলবাদ অত্যন্ত নোংরা বস্তু। উহা মানবকে বাজারের কুকুরের মত কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার হীনবুদ্ধি দান করে। অনেকে আর্য্যধর্ম্মে এই নোংরামীর প্রবেশ করাইয়াছেন। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। অমানীনাং মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" তৃণ হইতে হীন হইবে, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইবে। অমান্য লোককে সম্মান করিবে এবং হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।" মানুষের ধর্ম্ম যদি মানুষকে এতটা অপদার্থ করিতে উৎসাহ দান করে, তবে সেই ধর্ম্মের আর প্রয়োজন কি? আমরা বলি, ইহা অপেক্ষা অসুরধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। আমরা হরিনামের বিপুল প্রচার চাই, এবং সে সঙ্গে পূর্ণভাবে অসুরদলনও চাই।

৩৮। তুমি সুখ ও দুঃখকে, লাভ ও অলাভকে এবং জয় ও পরাজয়কে সমানভাবে গ্রহণ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এভাবে যুদ্ধ করিলে তোমার মনে আর তাপ লাগিবে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—কর্ম্মের সঙ্গের যে গভীর দার্শনিকতার সংযোগ আছে শ্রীকৃষ্ণ সেই দার্শনিকতার কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা মজুর বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া সমাজজীবন নির্ব্বাহ করিতে হয়। এ সব বৃত্তির গ্রহণ করিয়া মনে ও ব্যবহারে কোন প্রকার অসুর-ভাব না রাখা এবং সমাজকল্যাণ লক্ষ্য রাখিয়াও অন্তরে আত্মজ্ঞানের নীতি অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া লইতে হয়। তোমার কার্য্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা মজুর যে কোনও স্তরের হউক না কেন যে দিন তুমি

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

এই ৩৮ শ্লোকের মত আত্মজ্ঞান বৃত্তিতে তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে সেই দিন তুমি ঠিক ঠিক সন্ন্যাসীর স্তরে আসিয়া দাঁড়াইবে।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের কথা বলিতেছেন। পাঠক ইহা মনে করিবেন না যে শ্রীকৃষ্ণ কূটনৈতিক পথকে হেয় মনে করিতেছেন। প্রত্যেক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পূর্ব্বে কূটনৈতিক ভিত্তিতে যুদ্ধের গতি ফিরাইবার চেষ্টা করা রাজনীতির নিয়ম। মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্বে সেই চেষ্টাও প্রচুর হইয়াছিল। বেকায়দায় পড়িলে পৃষ্ঠপ্রদর্শনও রণনীতির অন্তর্গত। জরাসন্ধের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ উহাও প্রমাণ করিয়াছেন।

৩৯। সাংখ্যভিত্তিতে তোমাকে এই উপদেশ দেওয়া হইল। এবার তুমি বুদ্ধিযোগের ভিত্তিতেও ইহা শ্রবণ কর। বুদ্ধি যোগ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কর্ম্ম করিলে তুমি কর্ম্মবন্ধন অতিক্রম করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য—সাংখ্য দর্শন ভারতের অত্যন্ত প্রাচীন দর্শন। মহর্ষি কপিল এই দর্শন প্রবর্ত্তন করেন। আত্মার অমরত্ব ও সৃষ্টির ক্রম সম্বন্ধে এই দর্শন অকাট্য মত স্থাপনা করিয়াছেন। ভারতের সমস্ত দার্শনই এই সাংখ্য জ্ঞানে গ্রথিত। সৃষ্টির নিয়মের সহিত জীবের কর্ম্ম ও সমাজবিজ্ঞান জড়িত। এই কর্ম্মই তিনগুণ অনুসারে চার প্রকারের হইয়াছে। ইহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও মজুর জাতীয় কর্ম্ম। সৃষ্টির নিয়মে আমাদের শরীরে ও মনে গুণের তারতম্য হয়। ইহারই কারনে আমরা এক একপ্রকার কর্ম্ম বাছিয়া লইয়া সমাজজীবন যাপন করি। এই কর্ম্ম কি বিজ্ঞানে সম্পন্ন করিলে সাংখ্য বা জ্ঞানের সমতুল্য হয়, সেটা বুঝাই সন্ন্যাস জ্ঞান। উহা শ্রীকৃষ্ণ ৩৮নং শ্লোকে বলিয়াছেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্য জ্ঞানের সঙ্গে আবার যোগবিজ্ঞানের কথাও

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

আনিয়াছেন। সাংখ্য হইতেছে সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান। যোগ হইতেছে মনকে বৃত্তিহীন করিয়া সাম্য করিবার বিজ্ঞান। যোগসূত্রের প্রবর্ত্তক মহর্ষি পাতঞ্জলী। সৃষ্টির ক্রম জানিতে হইলে বৃত্তিহীন স্থির মন বা স্থির চিত্তের প্রয়োজন। আবার ৩৮নং শ্লোকের মত নির্ব্বিকারে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলেও কর্ম্মের সঙ্গে বহুদিন যোগানুশীলন করা প্রয়োজন। সেই সব যোগজ্ঞানের কথা শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের শেষ দিকে বলিবেন। "কর্ম্ম করাই সন্ন্যাস এবং কর্ম্ম করাই জ্ঞান" এইরূপ সন্ন্যাস এবং এইরূপ কর্ম্মকে জীবনে বিকশিত করা একটুখানি তপস্যার কথা নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা মজুর কর্ম্মের যে কোন কর্ম্মই কর না, এই সব কর্ম্মেই কিছু না কিছু ইত্যাদি দোষ জড়িত থাকে। সৃষ্টির নিয়ম বুঝিলে দেখা যায়, এই দোষের বাহিরে জীব দাঁড়াইতেই পারে না। কাজেই অর্জ্জুনের মত হত্যার বিচারে বিচার করিয়া লাভ নাই। "আত্মা মরেও না, মারেও না"। আত্মাকে জানিতে হইলে স্থির মন চাই। আবার সৃষ্টির ক্রম জানিতে হইলেও স্থির মন চাই।

৪০। এই ধর্ম্মের আরম্ভ করিলে ক্ষতির কোন ভয় থাকেনা, ইহার স্বল্প অনুষ্ঠান ও মহাভয় নাশের হেতু হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য—যোগধর্ম্ম অলৌকিক মানস কর্ম্ম। ইহা লৌকিক কর্ম্মের মত নহে। তুমি বীজ বপন কর বা ব্যবসা আরম্ভ কর অথবা অন্য কোন ব্রতাদি কর্ম্ম আরম্ভ কর, উহা ফলবতী হইতে পারে, নাও হইতে পারে; কিন্তু বুদ্ধিযোগের যে আরম্ভ উহার ফ লৌকিক ও অলৌকিক কোন কর্ম্মের মত সন্দেহাত্মক নহে। উ

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩

সুফল দিবেই। যোগপথে ইহার সুফল যে কোন মনুষ্য নিজেই অনুভব করিতে পারেন।

৪১। হে কুরুনন্দন! নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সব সময়ই একরূপ থাকে। যাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা নহে তাহাদের চিন্তাধারা অনেক ও অনন্ত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বুদ্ধিকে মার্জিত করিবার জন্য দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদ বুঝিবে। ফলে কখনও বুদ্ধির বিভ্রান্তি হইবে না, ফলে শক্তিবাদই জীবনের নীতি ও ভিত্তি হইয়া যাইবে।

৪২। মূর্খগণ বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়া পুষ্পের মত শোভিত বক্তৃতায় ইহাই বুঝাইতে থাকে যে (স্বর্গ ভিন্ন) অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যোগমার্গ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সহজ। তাহা হইলেও ক্রিয়াকাণ্ডীগণ নানা প্রকার বৈদিক মন্ত্রের প্রমাণদ্বারা ইহাই প্রমাণ করিবে যে কর্ম্মকাণ্ডই শ্রেষ্ঠ পথ। এখানে প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্তি কি ভাবে আসে, সেই কথা বলিতেছেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি, শক্তিবাদ দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ বুঝিলে এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ উপাসনার অভ্যাস থাকিলে, কখনও আর বিভ্রান্তি হইবে না; কর্ম্মকাণ্ডও বিভ্রান্ত করিবে না।

৪৩। যাঁহারা কামাত্মন এবং যাঁহারা স্বার্থপর তাঁহারা ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও ফলদাতা অনেক ক্রিয়া বিশেষের প্রতি আসক্ত থাকেন।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ বিধীয়তে॥ ৪৪

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই সব ক্রিয়া ঐ সব ভোগ বস্তু দিবে কিনা ইহা অনিশ্চয়াত্মক ; কিন্তু যোগের পথেই যে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয় এবং উহা কি বিজ্ঞানে হয় সে বিষয়ে গীতায় আলোচনা আছে। যোগই শ্রেষ্ঠ শান্তিদাতা ধর্ম্ম। যাঁহারা যোগ ভ্রষ্ট হন, তাঁহারাই ঐশ্বর্য্যবান হন। ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগ দ্রষ্টব্য।

৪৪। ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের আসক্তিতে যাহাদের মন মজিয়া আছে এবং উহাদের দ্বারা যাহাদের মন অপহৃত হইয়াছে, এমন যে স্বার্থপর বুদ্ধি উহা (সাংখ্য ও যোগসম্মত) সমাধির জন্য যোগ্য নহে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরা এইরূপ ভোগ ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা আসক্ত অনেক ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক দেখিয়াছি। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে তাহাদের মন ভ্রান্তশিক্ষায় সাংখ্য, যোগ ও বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের জন্য অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে চাহেন তাঁহারা কর্ম্মমীমাংসা দর্শন খানা পাঠ করুন। বর্ত্তমান সময় কর্ম্ম বাদীয় যাগ যজ্ঞ প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। কর্ম্ম মীমাংসা দর্শন ভিন্ন অন্য সবগুলি দর্শনই জ্ঞানমূলক।

অনেক মুসলমান শিক্ষিত যুবক আমাদের নিকট যোগাভ্যাস করিতে আসিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা বেহস্ত, হুর, কয়ামত ও আল্লাহ্‌র বিচারের মূর্খতা ও বিভ্রান্তি ছাড়িতে প্রস্তুত কি না? তাহারা বলিল—"না"। আমি বলিলাম,—"তবে যোগাভ্যাস করিলে আল্লাহ [redacted] তোমাদিগকে ঐ বেহস্ত ও হুর হইতে বেশী বস্তু আর কি দিবেন?"

সাংখ্য হইতেছে, সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক নিয়ম এবং যোগ হইতেছে ঐ নিয়মকে পূর্ণভাবে জানিবার জন্য যে ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫

মনকে নিরোধ করিতে হয় উহার নিয়ম। এই ধর্ম্মের ভিত্তিতে থাকিয়া শরীর যাত্রা ও সমাজ নিয়মকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও মজুরাদিগণ কর্ত্তব্য কার্য্য করিবেন, ইহাই ঠিক ঠিক ধর্ম্ম। ভ্রান্তিতে জড়িত থাকিয়া পূজারীকে দক্ষিণা দেওয়া বা বেহস্তের নামে কাফের হত্যা করা বা গুণ্ডামী করা কোন ধর্ম্মের লক্ষণ নহে।

৪৫। বেদ (বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে এখানে বেদ বলা হইয়াছে) তিন গুণ বিষয়ক। হে অর্জ্জুন! যেখানে ত্রিগুণ নাই (অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মা রহিয়াছেন) সেখানে (সাংখ্য ও যোগাবলম্বনে) স্থিত হও। তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বাতে স্থিত হও; এবং নির্যোগক্ষেম হইয়া আত্মস্থ হও। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলি নিজে নিজে সম্পন্ন করিলে, উহারাও সাংখ্য ও যোগের ফল দিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য—বেদ ত্রিগুণ বিষয়ক বলার তাৎপর্য্য এই যে বৈদিক বিধানে স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অনেক প্রকারের সৎকার্য্যের বিধান বেদে আছে। কিন্তু সেই সব সৎকার্য্যের কোনটাই যোগ ও আত্মজ্ঞান তুল্য নহে। তবে কি যোগ ও আত্মজ্ঞানের উপদেশ বেদে নাই? হাঁ, নিশ্চয় আছে। এযুগের লোকের ধারণা যে তান্ত্রিক সাধক মানে মারণ, বশীকরণ আদি কার্য্যে পারদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু উন্নত আত্মবিষয়ক জ্ঞানই হইতেছে তন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। ঠিক এইরূপ বৈদিক কর্ম্মে স্বর্গলাভের কথাকে সেইযুগে লোকে বৈদিক কর্ম্ম বুঝিত এবং বেদের জ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানকে লোকে সাংখ্য ও যোগাভ্যাস মনে করিত। সাংখ্য ও যোগসূত্রের মূলে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিশেষভাবে জড়িত। বস্তুতঃ সাংখ্য ও যোগসূত্রের সমস্ত কথাই উপনিষদে বিদ্যমান। যোগক্ষেম অর্থে মনের লৌকিক চাওয়া মিটাইতে আকুলতা।

যাবানর্থ উদ্‌পানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭

নির্যোগক্ষেম অর্থে ঐ ব্যাকুলতা না থাকা। মন একবার আত্মার স্পর্শ লাভ করিলে মনের এইরূপ আকুলতা আপনি স্তব্ধ হয়। একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে এই বিশ্বের গতি চলিয়াছে এবং সমাজ ব্যবস্থারও একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। শক্তিবাদই হইতেছে সেই নিয়মের মর্ম্মকথা। অর্জ্জুন বিশ্বের নিয়ম, সমাজজীবনের নিয়ম এবং সৃষ্টির নিয়ম, সব ভুলিয়া গিয়া আত্মীয় বধের কথায় মনের আকুলতা বৃদ্ধি করিয়াছেন; তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্মার স্থিরতার দিকে মন দিতে বলিতেছেন।

৪৬। যেমন এক বৃহৎ জলাশয় অনেক ছোট ছোট কূপাদির প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম; ঠিক সেইরূপ একজন ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট বৈদিক ক্রিয়াদ্বারা লভ্য স্বর্গাদির সুখ আর অপ্রাপ্য থাকে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—ব্রহ্মজ্ঞান এতই তৃপ্তিদায়ক যে বৈদিক বহু ক্রিয়া কাণ্ড লভ্য স্বর্গাদির সুখ উহার তুলনায় তুচ্ছ। যাঁহারা নিরোধ সমাধির অভ্যাস করেন নাই, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান সুখ বুঝানো যাইবে না।

৪৭। তোমার লক্ষ্য হইবে, কেবল কার্য্য করিয়া যাওয়া, ইহার ফলের দিকে তুমি ভাবিবে না। কর্ম্মই তোমার জীবনের লক্ষ্য কিন্তু কর্ম্মে তোমার আশক্তিও থাকিবে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য—শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস জীবনকে ঠিক এক স্তরে আনিয়া দাঁড় করিয়াছেন আমাদের মতে আচার্য্য শঙ্করের মত

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ৫০

উচ্চস্তরের সন্ন্যাসীগণও কর্ম্মযোগী। ভেদ এই যে অর্জ্জুনের কর্ম্ম ক্ষত্রিয়বৃত্তি প্রধান, কিন্তু আচার্য্যের কর্ম্মযোগ ব্রাহ্মণবৃত্তি প্রধান। এইরূপ কর্ম্মযোগে বৈশ্যবৃত্তিধারী বা মজুরবৃত্তিধারীদেরও নিষ্ঠা হইতে পারে।

৪৮। হে ধনঞ্জয়! আত্মস্থ হইয়া তুমি কর্ম্ম কর। কর্ম্ম ও ফলে আসক্তি রাখিও না। কর্ম্মে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমানভাবে দেখো, যোগের ইহাই লক্ষণ।

শক্তিবাদ ভাষ্য—যোগলক্ষণ এখানে এতই স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে ইহার উপর টিপ্পনী প্রয়োজন হয় না। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইলে রাজযোগের সামান্য ক্রিয়াও জানা প্রয়োজন। (৯ম অঃ দ্রঃ)

৪৯। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও যোগকে ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম অত্যন্ত নিম্নস্তরের। তুমি বুদ্ধির আশ্রয় লও। যাঁহারা ফলহেতুর উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করেন তাহারা কৃপণ (নিকৃষ্ট)।

শক্তিবাদ ভাষ্য—মনকে আত্মমুখী করাই বুদ্ধিযোগ। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম করা এবং মনের চাওয়াকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম করা তত্ত্বতঃ এক নহে। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং ইহাই কর্ম্মযোগ।

৫০। তুমি বুদ্ধিযোগে যুক্ত হও, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উভয়ই ত্যাগ

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

কর। তুমি কর্ম্মযোগে তৎপর হও। কর্ম্মের যে কৌশল উহাই যোগ।

শক্তিবাদ ভাষ্য—বেদ নির্দ্দিষ্ট ইষ্ট পূর্ত্তাদি কর্ম্মের নাম সুকৃতি। চুরি, ডাকাতি নারী হরণ, অগ্নিদান আদি আসুরিক কর্ম্ম ও অসুরদের দুস্কৃতির সুযোগ করিবার অনুকূলে যে কোন কর্ম্মের নাম দুস্কৃতি। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উভয় কর্ম্মই ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মের কৌশল যে কি, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৪৭ দ্রঃ)। অর্থাৎ আত্মধ্যান রত থাকিয়া সমাজ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ্য ক্ষাত্র আদি বৃত্তি-কর্ম্ম কর।

৫১। জ্ঞানিগণ কর্ম্ম-বন্ধন দানকারী কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি যোগে যুক্ত থাকেন, কাজেই তাঁহারা জন্মবন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—মস্তিষ্কস্থিত ভ্রূমধ্যস্থানকে বুদ্ধিস্থান বলে। এই কেন্দ্রে স্থিত হইলে তাহার নাম হয় বুদ্ধিযোগী। এই কেন্দ্র স্থিত হইবার জন্য রাজযোগের ক্রিয়া আছে। সেই সব ক্রিয়ার অভ্যাস করিলে বুদ্ধিস্থানে সম্যকস্থিতি লাভ হয়, কাজেই কর্ম্মের ফলে আশক্তি আপনিই কমিয়া যায়। ক্রম বিকাশ ৪র্থ খণ্ড দ্রঃ।

কর্ম্মই কর্ম্মের ফলদাতা হয়। আমাদের জন্মের সঙ্গে অনেক জন্মের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল জড়িত থাকে। সেই সব কর্ম্মের বেগ অনুসারে আমাদের বুদ্ধি চালিত হয় এবং আমরা নানা প্রকার কর্ম্মে জড়াইয়া যাই এবং কর্ম্ম করি। এই সব কর্ম্মের মধ্যে আমাদের অজ্ঞানী মন ও চিত্ত অজ্ঞাতভাবে জড়িত হয়; ইহার ফলে আমাদের নূতন কর্ম্মফলে জড়িত হইতে হয়। যাহাতে মন ও চিত্ত জড়াইয়া না যায় এ জন্য

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

অনেক যোগের ক্রিয়া করিয়া মনকে আলগা রাখিবার শক্তি আয়ত্ব করিতে হয়। কর্ম্ম করিতেই হয়, কারণ উহার সঙ্গে শরীর যাত্রা এবং অন্যান্য জন্মের প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্ম জড়িত থাকে। কর্ম্মও হইবে, আবার নূতন কর্ম্মে জড়িত হইতে হইবে না; ইহাই সুকৌশল কর্ম্ম। ইহা করিতে হইলে বুদ্ধিযোগ চাই। শূন্যবোধই বুদ্ধিযোগ। ক্রমবিকাশ চতুর্থ খণ্ডে কায়াকাশ ধ্যান দ্রঃ। "ভ্রূমধ্য চিন্তাকে বুদ্ধি-যোগ" বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ দেন, তাঁহাদিগকে অপক্ব যোগী জানিবে। শূন্যবোধে তন্ময় হইলে মন ভ্রূমধ্যস্থানে আসে, ইহাই বুদ্ধি যোগ।

৫২। যখন তোমার বুদ্ধি মোহচক্র অতিক্রম করিবে তখন তুমি যাহা শুনিয়াছ অথবা যাহা শুনিবে, সবই অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য—আশার গ্রন্থিই ব্রহ্মগ্রন্থি, মোহের গ্রন্থির নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। এই দুইটি গ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত আশা ও মোহ জনিত কথায় বিভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। এখানে বুঝা যায়, অর্জ্জুন স্বর্গ, নরক, গুরুবধ, কুটুম্ববধ আদি বিষয়ে বেদের প্রমাণসহ অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। গীতা শ্রবণ করিবার পরও অর্জ্জুনের কতটা জ্ঞান হইয়াছিল সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ আছে। এ সব পাপ পুণ্য স্বর্গ নরকের বিভ্রান্তির জন্যই পাণ্ডবদের দ্বার অশ্বমেধ ও রাজস্য়য় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময় অর্জ্জুনদ্বারা প্রতিবাদ শুনা যায় নাই। স্বর্গারোহণ পর্ব্বেও দেখা যায় যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে তাবৎ মৃত্যু, চলিতে থাকেন। এইরূপ সন্ন্যাসও স্মাতবাদ সম্মত। এইরূপ সন্ন্যাসের

কথাও গীতা বলেন নাই। এইরূপ বহু ঘটনায়ই বুঝা যায় অর্জ্জুনকে যে গীতাজ্ঞানের দীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল আচরণের মধ্য দিয়া উহা আমাদের সমাজ জীবনে স্থান পায় নাই।

বানপ্রস্থের কথাও গীতা বলেন নাই। চার বর্ণ ও চার আশ্রমের ভাগ বিভাগ সমন্বিত সমাজবাদ স্মার্ত্ত সম্মত। বৈদিক, তান্ত্রিক ও গীতার সন্ন্যাসের সঙ্গে উহার ভেদ আছে। অর্জ্জুন যে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী জীবনে তিনি উহা প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার এই জ্ঞানবাদ প্রচাররূপ কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া তাঁহারই কর্ত্তব্য ছিল। তিনি উহা না করিয়া "যাবৎ মৃত্যু তাবৎ উত্তরাভিমুখে গমন" রূপ সন্ন্যাস, যাহা স্মৃতির মতে ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, উহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। চার বর্ণ ও চার আশ্রমের বিভাগহীন বৈদিক বিধান সম্মত সমাজবাদ বঙ্গদেশে এখনও প্রচলিত আছে। ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে পঃ রঘুনন্দন এই সমাজবাদকে শূদ্রবাদে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। যদি বঙ্গদেশে ১০ দিনের অশৌচ, গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা ও শক্তিবাদের প্রচার হয় তবে বৈদিক যুগের সমাজ ও গীতার ভিত্তিতে শক্তিবাদমূলক ধর্ম্ম ও আচার জাগ্রত হইবে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নাই। ইহার সমাজজীবনে ঋষি, দেবতা, অসুরদের বংশধরগণের কঙ্কাল বিদ্যমান। শর্ম্মা, বসু, রুদ্র, সেন, সোম, ঘোষ, দেব, মিত্র, চন্দ্র, আদিত্য, বর্দ্ধন, সিংহ প্রভৃতি বৈদিক যুগের দেব বংশ এখনও বঙ্গদেশে রহিয়াছেন। এই সব বংশকেই ভারতের অন্যান্য প্রান্তে স্মার্ত্তযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাদি বংশে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। আমরা চার বর্ণ ও চার আশ্রমের বিরোধী নহি। আমরা বলি, ঋষি ও দেবতাগণ মিলিত সমাজ কোন হীন সমাজ নহে বরং উহা আরও উচ্চসমাজ। শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক জ্ঞান ও কর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া যে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিলেন, পাণ্ডবগণের অত্যধিক

স্মার্ত্ত বুদ্ধির ধর্ম্মভাবের নিকট উহা বিকশিত হয় নাই। ইহার ফলে মহাভারতের পরে ভারতে ভীষণ পতনের যুগ আসে। বলা প্রয়োজন, স্মার্ত্তবাদই পৌরহিত্যবাদের বাহক হয়। ইহার পরই পুরোহিতগণ সকলের "বেদাধিকার নাই" এই মতের প্রসারতায় মন দেন এবং সমাজে শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া মানুষউপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় এবং সে সঙ্গে দুর্ব্বল ধর্ম্মের প্রসারের পথ হয়।

বেদের কর্ম্মানুসারে বৃত্তিভেদ আছে। স্মার্ত্তযুগে এই এই বৃত্তিভেদকে কেন্দ্র করিয়া বংশ পরম্পরায় জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহাও খুব ভাল সমাজ ব্যবস্থা। ভারতের বহুস্থানে এই সমাজ প্রবর্ত্তিত আছে। বঙ্গদেশের সমাজ ব্যবস্থায় দেববংশী, ঋষিবংশী, রাজবংশী ইত্যাদি প্রকারের ভেদ বিদ্যমান। স্মার্ত্তবাদীয় সমাজে যে দিন গায়ত্রী উপাসনা ও বেদাধিকার সমস্যা প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই হিন্দু সমাজের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম মঠ মন্দির হইতে প্রচারের ধর্ম্ম নহে, ইহা প্রচারের কেন্দ্র ছিল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম বা স্কুল কলেজ। আজও আমরা বলি, স্কুল কলেজে গায়ত্রী উপাসনা অবশ্য শিক্ষনীয় করিয়া প্রবর্ত্তন করা হউক। ফলে জাতিভেদ, বংশভেদ বা ভাষাভেদ যে হিন্দু ধর্ম্মের কোন ক্ষতির কারণ নহে এবং ইহাই যে হিন্দুধর্ম্মের শক্তি, ইহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। আমরা শক্তিবাদীয় সমাজ বা বেদবাদীয় সমাজ অথবা কোল, ভীল আদি প্রাকৃতিক সমাজ, কাহারও সমালোচনা সমর্থন করি না। আমরা শিক্ষাবিভাগে এক উপাসনার জন্য প্রবল আন্দোলন চাই। এবং সেই সঙ্গে ১০ দিনের বেশী অশৌচ রাখিবারও প্রয়োজন আছে বলিয়া স্বীকার করিনা। এভাবে ভারতে ও ভারতের বাইরে সর্ব্বত্র শক্তিবাদীয় সমাজ গড়িয়া লইয়া বিশ্বের গতি জড়বাদ+আধ্যাত্মবাদে পরিণত করিলে বিশ্বে স্থায়ী সুখের দিন আসিবে। গীতাকে সমাজজীবনে

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

স্থান দিতে হইলে, ইহার জন্য শক্তিবাদীয় সমাজও গড়িয়া তুলিতে হইবে। যদি পৌরহিত্যবাদীয় চালবাজী না থাকে এবং ভাববাদীয় ধর্ম্মের নাচানাচি কমিয়া যায়, তবে স্মার্ত্ত সমাজও শক্তিবাদীয় সমাজের মতই কাজ দিতে পারে। আমরা সমস্ত বিদ্যালয়ে গায়ত্রী উপাসনা চাই এবং শক্তিবাদ পড়াইবার ব্যবস্থা চাই। রাজনীতির প্রধান অংশ যে শক্তিবাদ, ইহারও প্রচার হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমের ভোগবাদ, যবনবাদ, পৌরহিত্যবাদ ও ভাববাদ ভারতকে সর্ব্বনাশের পথে আনিয়াছে, ইহার প্রতিকার যাহারা চাও তাহারা শক্তিবাদ প্রচার কর এবং গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার জন্য সকলকে অনুরোধ কর; তবেই গীতার ধর্ম্ম সার্থক হইবে। গীতা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের মোহচক্র জ্ঞাতি ও স্বজনদের সীমা অতিক্রম করিলেও পৌরহিত্যবাদীয় চক্র অতিক্রম করে নাই।

৫৩। নানা প্রকার শ্রুতিকথায় বিভ্রান্ত মন যখন বিভ্রান্তি অতিক্রম করিয়া নিশ্চল হইবে, বুদ্ধি যখন সমাধীতে একাগ্র হইবে, তখন তুমি যোগলাভ করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ধর্ম্মের মূলনীতি বলিয়া দিলেন। শত শত ধর্ম্মকথা ও শ্রুতিকথা লইয়া মাথা ঘামানো ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম হইতেছে, এমন কিছু ক্রিয়া করা যাহাদ্বারা মন স্থির হইয়া সমাধি লাভ হয়। সমাধি লাভই যোগ, ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা।

৫৪। অর্জ্জুন বলিলেন—যাঁহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে এমন

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

লোকের লক্ষণ কি? তাঁহার সমাধির লক্ষণ কি? যাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়া গিয়াছে, তিনি কিরূপ বলেন? কিরূপ চলেন?

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে অর্জ্জুন বেশ ভাল প্রশ্ন করিয়াছেন। আমাদের ইহাই দেখিতে হইবে—স্থিরপ্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ ভাব, ভঙ্গি, হাসি, কান্না ও সিনেমার নৃত্য নাচিয়া বা জামাই সাজ সাজিয়া মেয়ে মানুষ ও বড় লোকদের ভুলাইয়া ধর্ম্মের দোকান চালান কিনা?

৫৫। শ্রীভগবান বলিলেন—হে পার্থ! যখন কোন মানুষ মনোমধ্যস্থিত সমস্ত প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিজের আত্মাতে তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বলা হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য—রাজযোগ নির্দ্দিষ্ট "প্রাণক্রিয়া" কিছুদিন অভ্যাস করিবার পর মনকে ঐভাবে কামনা শূন্য করিবার বিজ্ঞান জানা যায়। আশা, মোহ ও অহং এই তিনটী অজ্ঞান গ্রন্থি ভেদ না করা পর্য্যন্ত মন ঠিক ঠিক কামনা শূন্য হয় না (বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ২য় ভাগ দ্রঃ)।

প্রাণ ক্রিয়ার পুরক, রেচক ও কুম্ভক এই তিনটী ভাগ আছে। গুরু পাদুকা চিন্তা কর, এই সঙ্গে বায়ু টানিতে থাক, ইহার নাম পুরক। গুরুপাদুকা ধ্যানরূপ ক্রিয়া ও মনের অন্যান্য চিন্তা বাহির করিয়া দাও, সঙ্গে সঙ্গে বায়ুও বাহির করিয়া দাও; ইহার নাম রেচক। এই ভাবে মনকে যতক্ষণ পার খালী রাখ, বায়ুও টানিও না, ইহার নাম কুম্ভক। এইরূপ প্রাণক্রিয়ার অভ্যাস কিছু দিন করিবার পর মন কি ভাবে খালী হয় এবং খালী মন কি ভাবে নিজে নিজে আরামে থাকে, ইহা বুঝিতে পারিবে। এইরূপ

পূরক, রেচক ও কুম্ভকক্রিয়া দিন রাত করিতে হয়। মন যখন একদম খালি হইয়া মনে বিশেষ আরাম থাকে, সেই অবস্থার নামই স্থিতধী ।

প্রাণক্রিয়া অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে বহুদিন ভাল ভাবে গুরু পাদুকা ধ্যান অভ্যাস করিতে হয় এবং কেবলী প্রাণায়ামও অভ্যাস করিতে হয়। "সর্ব্বদা গলায় ঠেকাইয়া শ্বাস (নাক দিয়া) টানিবে এবং গলায় ঠেকাইয়া শ্বাস (নাক দিয়া) ছাড়িবে।" ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের গতির উপর সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব হয়। এবং অজ্ঞাতসারে কখনও শ্বাসপ্রশ্বাস আর প্রবাহিতই হইবে না। কেবলী প্রাণায়াম একবার আয়ত্ব হইলে জীবনে একটী শ্বাস প্রশ্বাসও অজ্ঞাতভাবে আর চলিবে না। এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত ধীর হইবে। ব্রহ্মনাড়ীস্থিত মস্তিষ্ক কেন্দ্রটীর নাম গুরুপাদুকা। ইহা কোন শ্রীমানবের পদযুগল নহে। ইহাতে ১২টী জ্ঞান কেন্দ্র আছে। ইহা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট লয়যোগের ক্রিয়া বিশেষ। এই লয় যোগের ক্রিয়ার সহিত রাজযোগের প্রাণক্রিয়া যোগ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৪ র্থ ভাগ দ্রঃ।

শ্রীঅরবিন্দ সঙ্ঘের লোকদিগকে আমরা গুরুপাদুকা ও কেবলীর সংযোগহীন প্রাণক্রিয়া করিতে শুনিয়াছি। আমরা সাধককে ঐরূপ করিতে নিষেধ করি। গুরুপাদুকা ও কেবলী না জানিয়া প্রাণ ক্রিয়ার অভ্যাস করিলে মন কয়েক মাসের মধ্যেই রুক্ষ হইয়া যায় এবং আত্মতৃপ্তি বা আরাম কমিয়া যায়।

গুরু পাদুকার সঙ্গে মস্তিষ্কের সমস্তগুলি কেন্দ্রই সম্বন্ধ রাখে। এজন্য ইহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণক্রিয়ার অভ্যাস করিলে ক্রমে মন সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মস্থিতি লাভ হয়।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

৫৬। যাঁহার মন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে যাহার স্পৃহা নাই, যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এমন ভাবে যাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত তিনিই মুনি বলিয়া কথিত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য—মুনিরা কি সুখ দুঃখ অনুভব করেন না? অনুভব নিশ্চয় করেন; কিন্তু তাঁহারা সুখ দুঃখের আদি অন্ত ও মধ্য সবই জানেন। কাজেই তাঁহারা ইহাতে চঞ্চল হন না। যাঁহারা মানসিক দুঃখ সম্বন্ধে বিস্তারিত বুঝিতে চান তাঁহারা যোগসূত্রে "পঞ্চক্লেশ" দেখুন। আসক্তিহীন মানবকে এসব মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। প্রারব্ধবশেও আসক্তি জাগিলে ভয়ঙ্কর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। মুনিগণ ইহাতে চঞ্চল হন না। লোকের কাছে মুনি বা ঋষির লক্ষণ সম্পন্ন মানব হইবার জন্য অপক্ক গৃহী জ্ঞানীদের মত কেহ যদি সুখ, দুঃখ, রাগ, ভয় ও ক্রোধাদি চাপিবার চেষ্টা করেন, তবে ভুল করিবেন। এ সব অন্তরবৃত্তি কিভাবে এবং কেন জাগে, উহার নিয়ম আছে এবং কি বিজ্ঞানে মন প্রতিষ্ঠিত হইলে এ সব উঠিবে না, উহারও নিয়ম আছে। সে সব না জানা পর্য্যন্ত কেহ যেন অসময়ে মুনি হইবার সাধে মনের ভাব চাপিবেন না; উহার ফলে মনে প্রতিক্রিয়া হইবে এবং নিজের ভ্রান্তি ব্যবহার দরুন প্রিয় লোকের নিকট অপ্রিয়ই হইবেন। সাধনা করিয়া চলুন, কর্ম্ম করিয়া চলুন, মুনি না সাজিয়া অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করুন। কখন মুনি হইবেন সময় হইলে নিজেই সব জানিতে পারিবেন।

৫৭। যিনি সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিহীন এবং কোন প্রকার শুভ

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯

বা অশুভ প্রাপ্তিতে যাঁহার আনন্দ বা দ্বেষ নাই। তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তিবাদ, অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদ বুঝিবে। শক্তিবাদের ভিত্তিতে সমস্ত জীবন কর্ত্তব্য করিয়া চলিবে। দুর্ব্বল বা অসুরবাদ অনুসরণ করিবে না, ইহার ফলে ভাল হউক বা মন্দ হউক বিচলিত হইবে না, ইহাই স্থিত প্রজ্ঞার পথ।

৫৮। কচ্ছপ যেমন (বিপদের সম্মুখিন হইলে) নিজের অঙ্গ সংকোচ করিয়া লয় ঠিক সেইরূপ বিষয়ের সংযোগে যাহার মন স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয় তাঁহারাই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য—জীবের মন স্বভাবতঃই বিষয়মুখী। যখন সাধকের মন প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার মন স্বভাবতঃই অন্তরমুখী হয় এবং বিষয়ের সংস্পর্শে আসিবা মাত্র সংকুচিত হয়। কচ্ছপগণকে অনেক সময় জলের উপর সাঁতার দিতে দেখা যায়। সেই সময় তাহারা যদি বিপদের সম্মুখিন হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের হাত পা ও মাথা নিজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং দেখা যাইবে যেখানে সে সাঁতার কাটিতেছিল ঠিক জলের তলে পড়িয়া আছে। ইন্দ্রিয়গণের ও মনের এইরূপ অন্তরবৃত্তি বার বার আত্মোপলব্ধির ফলে আসিয়া থাকে। অস্বাভাবিক চেষ্টা করিয়া এই সব আয়ত্ব করিবার চেষ্টা করিলে ইহার ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং লাভ অপেক্ষা শরীর ও মনের ক্ষতি বেশী হইবে।

৫৯। নিরাহারী দেহদের নিকট বিষয় সকল নিবর্ত্তিত হইলেও

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

বিষয়ের রস (আকর্ষণ) অন্তরে থাকিয়া যায়। আত্মদর্শনের পরই সেই রসের নিবৃত্তি হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য—এই শ্লোকটীর মর্ম্ম অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। নিরাহারী কথার অর্থ হইতেছে "সংযমী"। অর্থাৎ যাঁহার মন বিষয়সকলকে আহার করেনা। বিষয়সকলকে গ্রহণ না করিলে মনের বিষয় সকলকে গ্রহণ না করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন যে বিষয়ভোগে মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণই রস নামে খ্যাত। এইরূপ সংযমসিদ্ধ মনেরও এই রসের টান কিন্তু যায় না। ইহা আত্মোপলব্ধির পরই নিবৃত্ত হয়।

অনেকে বলিবেন, বিষয়েও আত্মদর্শন করিতে থাক, ফলে বিষয়ের রসে আকর্ষণ থাকিবে না। আমরা বলিতে পারি, যতক্ষণ আত্মোপলব্ধি হয় নাই ততক্ষণ বিষয়কে আত্মরূপ দেখার খুব ভাল ফল দেয় না। যখন আত্মোপলব্ধি হয় তখন বিষয় কেন, সবই আত্মরূপ হইয়া যায়। আমরা এ সব সাধনার কথা লইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে চাই না। এখানে আরম্ভে সংযমের অবলম্বন এবং আত্মোপলব্ধির পর ঠিক ঠিক "নিবৃত্তির" কথা গীতা বলিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাই সত্য কথা।

৬০। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানী ও সংযমী পুরুষের মনকেও উত্তেজিত ইন্দ্রিয় সকল হরণ করিয়া লয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জন্ম জন্মান্তরের বিষয়ভোগের সুখস্মৃতি চিত্তে জমা থাকে। সংযমশক্তি বুদ্ধিকেন্দ্র হইতে আসিয়া থাকে, ইহা ৫ কলার বিকাশ কেন্দ্র। সুখবোধের কেন্দ্র বিষ্ণুকেন্দ্রে, ইহা ৭ কলার বিকাশ স্থল। কাজেই সংযমে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও মনের ভোগ-

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়াতো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২

স্পৃহা নির্ম্মূল হয় না। পূর্ব্ব শ্লোকে কি ভাবে ইহা শেষ হয়, উহা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মদর্শনের পর সে সব নিবৃত্ত হয়।

৬১। তাহাদের সমস্তগুলিকে (অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে) সংযম করিয়া আমাতে (আত্মাতে) যুক্ত হইবে, এই ভাবে যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে "ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা" এবং "আত্মাতে যুক্ত হওয়া" রূপ দুইটী ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে। যাহারা আত্মধ্যান করেনা এবং আত্মরস অনুভব করে নাই তাহাদের ইন্দ্রিয়গণ কখনও বশীভূত হয় না। প্রথমটায় ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানকে অবলম্বন করিয়া আত্মরস পাইবার চেষ্টা করিতে হয়। আজকাল এক একটী সম্প্রদায়ে এক একটী ছবির ধ্যান বা কল্পিত অবতারাদির ধ্যান প্রচলিত হইয়াছে। যাহারা আত্মজ্ঞান ও আত্মরস পাইতে চাও, তাহারা ঐ সব দোকানদারী সাধনা হইতে দূরে থাকিবে। এসব কল্পনা জল্পনাকে বালকের পুতুলখেলার মত অর্থহীন জানিবে। ব্রহ্মনাড়ীর বা শিবপিণ্ডের ধ্যান করা অত্যন্ত নির্দ্দোষ ও বৈজ্ঞানিক সাধনা (ক্রম বিকাশ ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ভাগ দ্রঃ)।

৬২। মানুষ, বিষয়ের ধ্যান করিলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে। ঐ আসক্তি হইতে কামনার উদয় হয়। পরে কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনকে খালী রাখা যায় না। মন হয় বিষয়ের

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

ধ্যান করিবে অথবা আত্মধ্যান করিবে। আত্মধ্যানের ফলেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিষয়ের ধ্যান করিলে আসক্তি, কাম ও ক্রোধ দেখা দিবে ; পরের শ্লোকে উহার আরও পরিণতির কথা বলা যাইতেছে।

আজকাল বিষয়ের ধ্যানকে অবলম্বন করিয়া রাজনীতির ভিত্তি দেওয়া হইয়াছে। নেতারা চব্বিশ ঘণ্টা ইহাই চিন্তা করিয়া বেড়ান, কাহার ধন কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নিঃস্ব করিব এবং সেই ধনে নিজের দলের লোককে পুষিয়া রাজ্য করিব। বিষয় ধ্যায়ীগণ আল্লার রাজ্যই স্থাপন কর বা সাম্যবাদই স্থাপন কর ; ফলে রাজ্যটী হইবে কিন্তু একটী দলের লোকের। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে ; ইহার ফলে শান্তি মোটেই হয় নাই, সাম্য ও হয় নাই, আল্লার রাজ্যও হয় নাই ; একদল মানুষকে নিঃস্ব করিয়া চোর ডাকাত ও গুণ্ডার দল পুষ্ট করা হইয়াছে মাত্র। আমরা আত্মার ধ্যানকে ভিত্তি করিয়া উপাসনার প্রবর্ত্তন করিতে বলি এবং দুর্ব্বলবাদ অসুরবাদ ও শক্তিবাদ এর ফল বুঝিয়া শক্তিবাদীয় নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালিত করিতে বলি। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, বিষয় ধ্যানের ফল ভয়াবহ।

৬৩। ক্রোধ হইতে সংমোহ (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক হীনতা) সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম (আত্মস্মৃতি, শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য সবই বিস্মরণ হয়), স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইবার পর সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কি ভাবে একটা মানুষ, একটা জাতি এবং একটা রাষ্ট্র ধ্বংশের পথে যায়, গীতা উহার খুব স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতেছেন,

"বিষয় ধ্যানের পরিণতি ধ্বংশ"। "আল্লাহ্ [redacted] নামে কাফের-দের ধন লুট করিয়া তাহাদিগকে নিঃস্ব করিব ও নিজেরা ধনী হইব" বা "সাম্যবাদের নামে বিত্তসম্পন্নগণকে নিঃস্ব করিয়া নিজের দল পুষ্ট করিব ও রাজ্য করিব"। নীতিগত ভাবে বস্তু দুইটী কিন্তু এক। বেদ বলেন, "মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্" ঈশা, মন্ত্র ১ ॥ অর্থাৎ "কাহারও ধনের লোভ করিও না"। "অন্ন বস্ত্রের স্বচ্ছলতা এবং লোভহীনতা" ইহাই ভারতীয় সমাজবাদের প্রধান কথা। "প্রচুর দুগ্ধ ও প্রচুর অন্নই" ভারতীয় সমাজজীবনের মূল নীতি। লুণ্ঠনবাদীরা কি ইহা করিবার শক্তি রাখে? আমরা বলি, শিক্ষার মোড় ফিরাও। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন কর।

ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম, ইসলাম ও শক্তিবাদীয় রাষ্ট্রনীতি তুলনা মূলক ভাবে পড়াও। মানুষের ধ্যান বিষয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া আত্মার দিকে আসুক এবং বেদবাদীয় সমাজ ও রাষ্ট্রবাদের তুলনায় দুর্ব্বলবাদীয় সমাজ ও রাষ্ট্রবাদ কত অপদার্থ, ইহা সকলেই বুঝুক। যদি ধন সাম্যবাদই তোমাদের লক্ষ্য, তবে রাষ্ট্রপতি ও চাপরাসীর বেতন এক কর নাই কেন? যদি ধন সঞ্চয় এতই খারাপ বস্তু তবে মন্ত্রীদের ও চোরাকারবারীদের নামে ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা জমে কেন? সমস্ত বস্তুতে ভেজাল, শিশুর দুধে জল, এবং সমস্ত মানবে চৌর্য্য ও গুণ্ডাবৃত্তি দেখা দিয়াছে। ইহার কারণ শাসক সম্প্রদায় আজ চোর, গুণ্ডা, মিথ্যাবাদী ও অসুর হইয়াছে। যাহারা সাম্যবাদ চাও, তাহারাও অধ্যাত্মবাদ বোঝ; আত্মা ভিন্ন কোথাও সাম্য নাই। জড় ও বিষয় চিরদিন বৈষম্যময়। জড় ও অধ্যাত্মবাদ মিশ্রিত শক্তিবাদ বুঝ। নিজের জীবন ও সমাজজীবন সুখ ও শান্তিময় হইবে।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬

৬৪। কেহ কেহ আসক্তি ও বিরক্তিতে বশীভূত না হইয়া এবং আত্মবশে বশীভূত থাকিয়া, বিষয়ে পরিমিত ভ্রমন করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অতি সন্তর্পনে কি ভাবে আত্মবশে বশীভূত সাধক ভোগের মধ্য দিয়া বিষয় রাজ্য অতিক্রম করেন, উহা প্রকাশ করিলেন। তান্ত্রিক সাধনায় যাঁহারা দিব্যভাব প্রধান তাঁহারা বিষয় বা ভোগের সংস্পর্শে থাকেন না। যাঁহারা বীরভাব প্রধান সাধক তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ পন্থার সমর্থন আছে। জ্ঞানের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত না যাওয়া পর্য্যন্ত ইঁহাদের কেহই নিরাপদ নহেন।

৬৫। ঐ ভাবে প্রসন্ন চিত্ত যোগীর শীঘ্রই সমস্ত দুঃখ নাশ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিষয়ে পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া অনেকে বেশ ভাল ভাবেই হাবুডুবু খাইতেছেন, ইহাও দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা প্রকৃতই যোগাভ্যাসী তাঁহারা যে ভাবেই হউক পথ করিয়া লইতে পারেন।

৬৬। যাহার বুদ্ধিযোগ হয় নাই অর্থাৎ মন যাহার সমাহিত নয়, তাহার ভাবনা আত্মবিষয়ক হয় না। যাহার বিচারধারা আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া হয় না, তাহার শান্তি হয় না। যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ কোথায়?

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে যাহার বিচারধারা ও কর্ম্মধারা আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া হয় না তাহার সুখ নাই। পৃথিবীর সব দেশেই নানা প্রকারের কর্ম্মবাদ, সমাজবাদ ও রাষ্ট্রবাদ উঠিয়াছে, ভারতেও উঠিয়াছে। ভারতের কর্ম্মধারার মূলে রহিয়াছে আত্মা। ইহাই শক্তিবাদীয় কর্ম্ম ও সমাজনীতি নামে খ্যাত।

৬৭। যাহার মন ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে (বিষয় ভোগে) চড়িয়া বেড়ায়, তাহার প্রজ্ঞা যেমন ঝড় জলস্থিত নৌকাকে ডুবাইয়া দেয় ঠিক এইরূপই ডুবিয়া যায়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিবেক কিছু না কিছু থাকে, সংযম ও অভ্যাস দ্বারা প্রজ্ঞাকে বৃদ্ধি করিতে হয়। উহা না করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ও বিষয়াসক্ত হইলে প্রজ্ঞা লুপ্ত হয়। দেখা যায় বিষয়চর ও আত্মচর দুই প্রকার ব্যক্তি ও দুই প্রকারের মতবাদের ফল এক নহে। আল্লার নামেই লুট কর বা সাম্যবাদের নামেই লুট কর, বিষয়চর হইলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। এ জন্য গদীতে বসিয়া নিজের পকেটটী যত ভরপুর হয়, ভোটারদের পকেটটী কিন্তু সেইরূপ হয় না।

৬৮। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে হইতে সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত হইয়াছে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্বোক্ত সংযম ও পরিমিত বিষয় ভ্রমণরূপ দুই

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে।
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

প্রকারের পথের যে কোন পথেই চল না কেন, স্থিতপ্রজ্ঞার শেষ লক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ। রাজা ও ভীক্ষারী, ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র সকলের জন্য, ইহাই আদর্শ এবং ইহাই লক্ষ্য হইবে। তবেই সমাজে শান্তি।

৬৯। সমস্ত জীবের নিকট যাহা নিশাস্বরূপ, সংযমী পুরুষ সেই স্তরে জাগ্রত থাকেন। জীবগণ যে (বিষয়) ভূমিতে জাগিয়া থাকেন মুনিগণ (সংযমী) সেই স্তরকে নিশাকালের মত অন্ধকার দেখেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে ভোগী ও জ্ঞানীর মনোজগৎ যে স্পষ্টতঃ দুইটী বিরুদ্ধ স্তরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বেশ ভাল ভাবেই বলা হইল। সাধক দশায় তুমি দিব্যাচারী বা বীরাচারী হও সেটা বিচার্য্য নহে, কিন্তু সিদ্ধদশায় বিষয়জগতের সঙ্গে জ্ঞানীর কোনই সম্বন্ধ থাকে না।

৭০। শান্তি তিনি লাভ করেন, যাঁহার মধ্যে সমস্ত আশা ও কামনা, সমস্ত নদীর সমুদ্রপ্রবেশের মত প্রলীন হয়। যাহারা কামনার পেছনে যায়, তাহাদের শান্তি হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কামনা যাহার অন্তরে জাগে না, যিনি আত্ম তৃপ্ত তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

৭১। যিনি সমস্ত কামনা নিঃশেষ ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২

বিচরণ করেন, যাঁহার মমতা নাই, যাঁহার অহংকার নাই, তিনি শান্তি লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইহা পূর্ণরূপে সন্ন্যাস লক্ষণ। এইরূপ সন্ন্যাস সংসার জীবনে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এইরূপ অবস্থা যদি কাহারও হয়, তাঁহার নিশ্চয়ই সংসারে থাকা চলে না। সংসারের মনোক্রিয়া এতই মলিন যে সন্ন্যাস জীবনের পবিত্রতার সঙ্গে উহার সামঞ্জস্য অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ ও জনকের কথা অনেকেই বলিবেন, আমাদের মনে হয়, এযুগে শ্রীকৃষ্ণ ও জনক নিশ্চয়ই হাবুডুবু খাইবেন। আজকাল ধর্ম্মব্যবসায়ী গৃহী দোকানী অনেক আছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে সন্ন্যাসী হইতেও উচ্চ স্তরের বলিয়া ঘোষণা করেন। এ সব কথার প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই। ইঁহারা অপুষ্ঠ বিষ্ণু স্তরের লক্ষণ সম্পন্ন মানুষ, শক্তিবাদীরা এতটাই মনে রাখিবেন। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও নিম্ন শিব স্তরের সাধু সন্ন্যাসী কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উন্নত শিবস্তর ও শক্তিস্তরের সন্ন্যাসী আজ দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক, অষ্টাবক্র ও দুর্ব্বাশার মত ঘোর ত্যাগী তপস্বী তেজস্বী এবং শক্তিবাদীয় মহাপুরুষ একটী ও দেখা যায় না। যদি শক্তিবাদের প্রচার না হয় তবে ঐ সব মহাপুরুষগণকে শ্রদ্ধা করিবার মত মানুষও ভারতে থাকিবে না।

৭২। হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি, ইহা একবার লাভ করিলে তাহার আর ভ্রান্তি হয় না। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত সাম্য থাকেন এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আজকাল যুবকদের মধ্যে বিষয়বাদের ভিত্তিতে সাম্যবাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা বলি, সাম্যবাদ

কেবল আত্মজগতেই সম্ভব। বৈষম্য বিষয়ের অকাট্য নিয়ম।

অনেক বৌদ্ধের ধারণা যে হিন্দুদের মুক্তি ও বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ এক নহে। তাঁহাদিগকে আমরা গীতার এই অধ্যায়টী পাঠ করিতে বলি। বৌদ্ধবাদ ও শক্তিবাদের প্রধান ভিত্তি এই অধ্যায়টী। শক্তিবাদই বিশ্বের কল্যাণকারি অথবা বৌদ্ধবাদই বিশ্বের কল্যাণকারী উহার মীমাংসা শ্রীকৃষ্ণই করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাই গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ব্রাহ্মীস্থিতি লক্ষণে রং চং, হাসি, কান্না, নৃত্য ও সিনেমার তারকা-লক্ষণ-সম্পন্ন কোন লক্ষণের আভাষ পাওয়া গেল না; কিন্তু আজ বাংলার সমাজ জীবনে ঐরূপ লক্ষণ সম্পন্নগণই নাকি মহাপুরুষ!

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ
শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত
শক্তিবাদ ভাষ্য।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মযোগঃ

—ঃ*ঃ—

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২

১। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ তবে তুমি আমা'ক ভয়ঙ্কর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?

২। তুমি বিমিশ্রিত বাক্যদ্বারা আমার বুদ্ধিকে আবরিত করিতেছ। অতএব, নিশ্চয় করিয়া বল, যে পথে আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন বিমিশ্রিত বাক্যের দোষ দেখাইতেছেন। জ্ঞান+কর্ম্মই ভারতের কর্ম্মবাদের লক্ষ্য। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের বিভাগে সব কিছু ভাগ করা হয়। সাত্ত্বিকতা=জ্ঞান

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

=ব্রাহ্মণত্ব। সত্ত্ব+রজ=উচ্চকর্ম্ম=ক্ষত্রিয়ত্ব। রজঃ+তমঃ=মধ্যম-কর্ম্ম=বৈশ্যত্ব। তমঃ=নিম্নস্তরের কর্ম্ম=শূদ্রত্ব। তমঃপ্রাধান্যযুক্ত রজঃ=অসুরত্ব। যাহা হউক, অর্জ্জুন যে মিমিশ্রিত বাক্যের কথা বলিতেছেন, ইহা ভারতীয় কর্ম্মবাদের গূঢ় কথা। ভারতীয় কর্ম্ম-বাদকে জ্ঞানবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয় নাই।

৩। হে অনঘ (নিষ্পাপ পুরুষ)! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দুই রকমের নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। (১) সাংখ্য পন্থীদের জ্ঞানের যোগ এবং (২) যোগ পন্থীদের কর্ম্মের যোগ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে দুইটী পথের কথা স্পষ্ট করা হইতেছে। (১) ঠিক ঠিক তত্ত্বগুলিকে (সাংখ্য নির্দ্দিষ্ট ২৪টী তত্ত্ব) জানার পথ। (২) অন্যটী হইতেছে খুব উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ম্ম করিবার পথ। এই দুইটী পথের সামঞ্জস্য করিয়া চলাই ঠিক পথ। অর্থাৎ আত্মাকে জানো এবং শরীর ও সমাজকল্যাণে দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদীয় কর্ম্ম কর।

৪। কোন পুরুষই কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মচক্রের বাহিরে যাইতে পারে না এবং কেবল সন্ন্যাসকে অবলম্বন করিয়াও কেহ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা মাথা খাটাইয়া বুঝিতে চাও, তাহারা কোন দিনই গীতা বুঝিতে পারিবে না। নিত্য উপাসনা ও সাধনার

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬

অভ্যাস রাখ, কাজ করিয়া চল। মাঝে মাঝে কর্ম্মচক্রের বাইরে নির্জ্জনে থাকিয়া ত্যাগ ও যোগাভ্যাসের অভ্যাস বৃদ্ধি কর। ক্রমে বুঝিতে পারিবে। সর্ব্বাবস্থায় কর্ম্ম করা এবং সর্ব্বাবস্থায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া একান্ত সাধনায় রস পাইবার শক্তি থাকা চাই। কর্ম্মের মধ্যে আত্মরস পাওয়া এবং নির্জ্জনবাসে আনন্দ পাওয়া সহজ কথা নহে।

৫। কেহই কর্ম্মহীন হইয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না, প্রকৃতির তিনগুনের প্রভাবে সকলে বিবশ হইয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মানুষ কর্ম্ম করিতে প্রাকৃতিক নিয়মে বশীভূত। কেহ মোহে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্ম করে, কেহ কর্ম্মেই মুগ্ধ হইয়া কর্ম্ম করে। কেহ কেহ কর্ম্ম ও জ্ঞানের গতি বুঝিয়া কর্ম্ম ও সন্ন্যাস উভয় রসে পুষ্ট হইতে থাকেন। জ্ঞানহীন কর্ম্ম এবং কর্ম্মহীন জ্ঞান জীবনকে বিকশিত করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মজ্ঞান দুইই জ্ঞানেরই সাধনা।

৬। যে লোক কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযমে রাখে এবং মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থগুলিকে চিন্তা করে, এইরূপ মূর্খকে মিথ্যাচারী জানিবে॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মহীন সন্ন্যাসবাদকে খুব ভাল ভাবেই আক্রমণ করিলেন। সমাজকে শক্তিবাদের ভিত্তিতে গড়িবার জন্য, সমাজকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিবার জন্য, সন্ন্যাসবাদী কর্ম্মীর প্রয়োজন। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণকে কর্ম্মহীন করেন এবং ব্রাহ্মণগণকে হিন্দুসমাজ করিবার ভার দেন। আমরা গৃহী

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮

এবং সন্ন্যাসী সকলকেই শক্তিবাদী সমাজ গড়িবার জন্য অনুরোধ করি। ইহাতে কর্ম্মবাদ ও সন্ন্যাসবাদের সামঞ্জস্য হইবে। শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ বিবেচনা না করিয়া, সব ধর্ম্ম ও সব সমাজকে এক মানিয়া যে সব সন্ন্যাসীরা কর্ম্মে নামিয়াছেন তাঁহাদেরও আমরা সংশোধন চাই। যাঁহারা অসুর, দুর্ব্বল ও শক্তিবাদকে এক মানিয়া বেশী দান বা বেশী ভিক্ষার লোভে অসুর ও দুর্ব্বলবাদকে প্রশ্রয় দিয়া সকলের সেবাকে ধর্ম্ম মনে করেন, তাঁহারা সন্ন্যাসী, না কি শূদ্র? সন্ন্যাসীরা যদি সমাজের লোককে শক্তিবাদের ভিত্তিতে নাই গড়েন, তবে এঁদের প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসীরা নিশ্চয়ই শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম ও নীতির প্রচারক হইবেন। জনসেবার প্রধান অংশ শক্তিবাদের প্রচার ও উহার ভিত্তিতে জীবনযাপন।

৭। পরন্তু, হে অর্জ্জুন! যে ইন্দ্রিয়গণকে মনদ্বারা সংযত রাখে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন করে, সে (মিথ্যাচারিগণ অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। উচ্ছৃঙ্খল হওয়া বা লাম্পট্য লীলার সমর্থন গীতা করেন না।

আজকাল গীতা, বাইবেল ও কুরাণের সাম্য করিবার একটা কুবুদ্ধি দেখা দিয়াছে। পাঠক জানিয়া রাখুন, ভোগবাদ ও শক্তিবাদ এক নহে। হুর লাভ, নির্ব্বাণ লাভ ও মোক্ষ লাভ কি এক? লাম্পট্যবাদ ও নির্ব্বাণে কি ভেদ নাই?

৮। তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০

করা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মহীন হইলে তোমার শরীর যাত্রাও চলিবে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আজকাল একদিকে শাসক সম্প্রদায়ের দুর্নীতি এবং অন্যদিকে সমস্ত স্তরের কর্ম্মী ও বিদ্যার্থীদের ষ্ট্রাইক (কর্ম্মত্যাগ) লীলার উচ্ছৃঙ্খলতা চলিয়াছে।

৯। হে কৌন্তেয়! যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম করিবে' ইহা ভিন্ন অন্য ভাবে কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয়। সেই ভাবে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আচার্য্য শঙ্কর "যজ্ঞার্থ" বুঝাইবার জন্য বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" তৈঃ সং ১।৭।৪ অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু। শক্তিবাদীরা জানেন—বিষ্ণু অর্থে সমাজ। সমাজ রক্ষার জন্য কার্য্য করাই হইতেছে "যজ্ঞার্থ কর্ম্ম"। দেবতাদের তৃপ্তিই যজ্ঞ নামে খ্যাত। দৈবী বৃত্তিই দেবতা। কাজেই দৈবী বৃত্তির অনুকূলে কর্ম্মকরাই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিতে হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ্যবাদ ভাঙ্গিয়া পৌরহিত্যবাদ আনিয়াছেন; যাঁহারা অসুরদলন ত্যাগ করিয়া অসুরপুষ্টি ও অসুরতোষণ চান; যাঁহারা সমাজরক্ষা না করিয়া ভেজাল, কালাকারবার ও শিশুর দুগ্ধে জল মিলাইয়া সমাজকে ধ্বংস করেন; যাঁহারা কথায় কথায় ষ্ট্রাইক করিয়া কর্ম্মের শৃঙ্খলা নাশ করেন; যাঁহারা শাসনের গদীতে বসিয়া দুর্নীতির দোকানদারী করেন; যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের শক্তিশালী ভিত্তি ভাঙ্গিয়াদিয়া সমাজে নাচানাচী কান্নাকাটী ও অসুরতোষণ ধর্ম্ম স্থাপনা করিয়াছেন; তাঁহাদের কর্ম্মকে আমরা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিনা।

১০। প্রথম সৃষ্টিকালে যজ্ঞ সহিত প্রজা সৃষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়া

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

প্রজাপতি বলিলেন—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধি লাভ করো। এই যজ্ঞ তোমাদের কামনা পূর্ণকারী হউক।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়িকশ্রমীগণকে সমাজ সেবী করিয়া সৃষ্টি করিলেন। সমাজ সেবাই যজ্ঞ, এখানে প্রশ্ন হইতে পারে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া কি যজ্ঞ নয়? হ্যাঁ উহাও যজ্ঞ। কিন্তু প্রধান যজ্ঞ সমাজ সেবায় কর্ম্মব্যনিষ্ঠ হওয়া। শ্রম ও উৎপাদন ত্যাগ করিয়া শুধ্ যজ্ঞে আহুতি দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়। যজ্ঞানুষ্ঠান কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শ্রমজীবির প্রত্যেক শাখার লোকেরই (৩৬ শ্রেণীর) কর্ত্তব্য ভাগ আছে। বঙ্গদেশীয় বিবাহ আদি বৈদিক শুভকর্ম্মে ইহার কঙ্কাল এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ কর্ম্মসহই যজ্ঞে যোগদান করিতেন। পরবর্ত্তী কালে পুরোহিত সম্প্রদায় এই সব পবিত্র কার্য্যে নিজেরাই শ্রেষ্ঠ ও অন্যরা চাকর তুল্য. এইরূপ বিদ্বেষ মনোভাব টানিয়া আনেন। এবং ধীরে ধীরে যজ্ঞক্রিয়াই উঠিয়া যায়। যে উৎপন্ন করিবে সে কেন আহুতি দিবেনা? সে ঠিকেদার পুজারীকে কেন যজ্ঞক্রিয়ার ঠিকেদার দাঁড় করিবে? যজ্ঞের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বৃত্তিধারীরা সম্পন্ন করিবেন, আবার আহুতির সময় আহুতিও দিবেন।

১১। তোমরা (যজ্ঞ দ্বারা) দেবতাদের তুষ্টি বৃদ্ধি করিবে এবং দেবতাগণ তোমাদের (আশীর্ব্বাদ ও বৃষ্টিআদি দ্বারা) তোমাদের উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। এক অন্যের জন্য ভাবিবে এবং পরম শ্রেয়ঃ (আত্মজ্ঞান) লাভ করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানের পরিধি শুধু নর সমাজ লইয়া আবদ্ধ নয়। শুধু মানব লইয়া আমাদের সমাজ নহে।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

বনস্পতি, কীটপতঙ্গ, পক্ষী, পশু, মানব, দেবতা, পিতৃ, ঈশ্বর, ব্রহ্ম সকলকেই লইয়া আমাদের সমাজ। খুব গ্রাম্যদেশে যাও, দেখিতে পাইবে, দেবস্থানে গ্রামবাসীরা প্রতি ফসলের সময় কেমন সমবেত হইয়া পূজা ও আহুতি দিতেছে। দেবস্থানী, ডিঠানী, দিব্যস্থানী, দিব্যমনি প্রভৃতি নামে দেবস্থানের দেবতাকে গ্রামের লোক শ্রদ্ধা করে। যাহার যাহা উৎপন্ন বস্তু সে তাহাই ঐস্থানে দান বা আহুতি দেয়। ইহাতে মন স্নিগ্ধ থাকে এবং সেই কারণ অন্ন বৃদ্ধি হয়। যাহারা দুইপাতা কুরাণ ও দুইপাতা কম্যুনিজম পড়িয়া বিশ্বের সুখ শান্তি নষ্ট করিতেছ, তাহাদিগকে আমরা প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে বলি। আমাদের পূর্ব্বযুগীয় সমাজ হিতৈষী ও অসুরনাশক মহাপুরুষ-গণই আমাদের দেবতা (শক্তিশালী সমাজ ২য় ভাগ দ্রঃ)।

১২। যজ্ঞদ্বারা তুষ্ট দেবতাগণ তোমাদিগকে ইপ্সিত বস্তু সকল প্রদান করিবেন। যাহারা তাঁহাদের দ্বারা প্রদত্ত বস্তু সমূহকে তাঁহাদিগকে নিবেদন না করিয়া আহার করে, তাহারা নিশ্চয়ই চোর॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমাদের ভোগ্যবস্তু সকল কেবল আমাদের পরিশ্রমেই উৎপন্ন হয় না, ইহাতে দৈবজগতের ও দান আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি দৈবীসম্পদবাদীরাই দেবতা। একযুগের দৈবী মানব ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি (ব্রহ্মা) আদিগণই এযুগের দেবতা। আমাদের মস্তিষ্কের কোন কোন কেন্দ্রে কিরূপ দৈবীবৃত্তির কেন্দ্র সে সম্বন্ধে আমরা ১৬শ অধ্যায়ে বলিব। আমাদের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে দৈবীবৃত্তির প্রভাবে যে কম্পন হয়, তাহাদিগকেও দেবতা বলা যায়। মস্তিষ্কে যতই দৈবীবৃত্তি থাকে, আমাদের মনে ততই তৃপ্তি

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

থাকে, ফলে শস্যাদি ভাল হয়। দেবীবৃত্তিমান আত্মাগণ আমাদের ব্রহ্মনাড়ীর সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করেন। তাঁহারাও যজ্ঞাদিতে এবং আমাদের তপস্যা ও অসুরদলন-রূপ কার্য্যে তৃপ্তি লাভ করেন। এই ভাবেই দেবতাদের সঙ্গে মানবের আদান প্রদান সূত্র বিদ্যমান। সৃষ্টির স্তরগুলি মোটামুটী এইরূপঃ—(১) স্থূল সৃষ্টির স্তর, (২) দৈবস্তর, (৩) বিজ্ঞান স্তর, (৪) শক্তিস্তর। দৈবস্তরের সঙ্গে আমাদের মনোজগৎ সম্বন্ধ যুক্ত। আমরা যাহা করি এবং আমরা যাহা পাই, সবের সঙ্গেই সৃষ্টির সব স্তরের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সব স্তর স্বীকার না করিলে জীবন ও চিন্তাশক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। অসুর ও দুর্ব্বলবাদে যাঁহারা জড়াইয়া যান তাঁহাদের মনোবৃত্তি সঙ্কুচিত হয়। গীতার মতে ঐসব জীবনকে মোঘ (ব্যর্থ, অপদার্থ) জীবন বলা হইয়াছে।

১৩। যজ্ঞাদির প্রসাদ ভোজন করিবার যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। যাহারা নিজের জন্য অন্ন প্রস্তুত করে, তাহারা পাপ ভোজন করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। রন্ধনের পরই অগ্নিতে ৩, ৫টী আহুতি দিবার নিয়ম। এই আহুতিতে যাহাতে কোনও প্রকার উচ্ছিষ্ট সংযোগ না হয় এ জন্যই অন্নের সঙ্গে শুচিতার নিয়ম ও উচ্ছিষ্টের পরিকল্পনা যুক্ত হইয়াছে। ইহা যতই লুপ্ত হইতেছে, ততই মানুষের অন্ন-প্রাচুর্য্য বিদায় লইতেছে। দুই পাতা ইংরাজী বিদ্যা পড়িয়া এবং কলেজ ঘুরিয়া আসিয়া যাঁহারা গৃহিণী হন, তাঁহারা প্রত্যুষে নিদ্রা ত্যাগ করা এবং উচ্ছিষ্ট মানাকে পাপ মনে করেন।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪

১৪। অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। পর্জ্জন্য হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে অন্ন বৃদ্ধি এবং কর্ম্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। অন্ন কি ভাবে বৃদ্ধি হইবে এবং কর্ম্ম যাহাতে শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এই শ্লোকের ইহাই প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ মানুষের চেষ্টা ও দেবতাদের আশীর্ব্বাদে অন্নের প্রচুরতা হয়। মানবের মনে স্নিগ্ধতা না থাকিলে পর্জ্জন্য কমিয়া যায়। এই স্নিগ্ধতা বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষাদির রোপণ, সেচের ব্যবস্থা, রাগ রাগিণীর অনুশীলন এবং মনেও শান্তি স্নিগ্ধতা ও শ্রদ্ধার অভ্যাস করা প্রয়োজন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূর্ব্বযুগে খোলা বৃক্ষতলে দেবতার উপাসনার প্রচলন ছিল। গ্রামে গ্রামে দেবস্থান ছিল। সেই সব আজ পৃথিবীর অনেক স্থান হইতেই লুপ্ত হইতেছে। হিন্দুদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ বৃক্ষতলে ও শিবের মাথায় জল দেয়; মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতার মাথায় জল ঢালে; কিন্তু নব্য অবতার বাদীদের মঠ মন্দির এবং মসজীদ ও গীর্জা হইতে এই অনুষ্ঠান লুপ্ত হইয়াছে। ফলে মানুষের মন হইতে পর্জ্জন্যও লুপ্ত হইয়াছে।

আমি বাল্যকালে গৃহত্যাগ করিয়া বহুস্থান ঘুরিয়াছি। পশ্চিম বঙ্গ ভ্রমণ কালে, আমার তখনকার রাস্তায় প্রধান খাদ্যই ছিল ডাব নারিকেল। " আমি দুই (বা তিন) পয়সায় একটা ডাব কিনিতাম জলে ও নেয়াপাতিতে আমার পেটটী ভড়িয়া যাইত। আজ পথে ঘাটে নারিকেলের সেই বিপুল সংখ্যা ও সেই আয়তন আর নাই, সেই জলও নাই। তোমরা বলিতেছ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অন্নের

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

হাহাকার হইয়াছে; কিন্তু নারিকেলের আয়তন ও জল চলিয়া গেল কেন? আমরা মুসলমান ও খৃষ্টানসহ মনুষ্য মাত্রকেই আবার বিগত ২০০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাকৃতিক ধর্ম্মানুশীলন করিতে বলি। এবং মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ধ্যান করিয়া দেবস্থানে জল দিতে বলি। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে দুর্ব্বল ও অসুরবাদ বহিষ্কার কর। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা দাও। দেখিবে, মা পৃথিবী ও দৈব জগৎ আবার স্নিগ্ধ হইবেন এবং তোমাদের জন্য প্রচুর খাদ্য দান করিবেন। যাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্ম বহিষ্কার করিয়াছেন, যাঁহারা প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং যাঁহারা ঋষির স্থানে বহু মূর্খের মতকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন, যাঁহারা রামের মত স্নেহশীল, ধার্ম্মিক, ও প্রজাবৎসল রাজার আসনে গণ নির্ব্বাচিত পাঁচসালা হস্তীদল বসাইয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বের কল্যাণের বদলে বিশ্বের অকল্যাণই বেশী করিয়াছেন। রাজার স্নেহ না পাইয়া পাঁচসালা হস্তীদলের বক্তৃতায় প্রজার মন স্নিগ্ধ হইবে কি? মানুষের মন দেবতার স্নিগ্ধ স্পর্শ না পাইয়া স্নিগ্ধ হয় না, জানিও।

যে কোনরূপ শাসনতন্ত্রই স্থাপনা কর না, যতদিন প্রজার সঙ্গে সেই শাসনের স্নেহ ও শ্রদ্ধার নীতি স্থাপিত হইবে না, ততদিন পর্য্যন্ত পর্জ্জন্য কম থাকিবেই। ফলে অন্ন কম হইবে।

১৫। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ বেদব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। বেদব্রহ্ম অক্ষরব্রহ্ম (অবিনাশী ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্য বিরাজমান থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই শ্লোকে "কর্ম্ম" কি বিজ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপ, সে কথা বলা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মকে যজ্ঞবিধিতে অর্থাৎ

দৈধাভাবের ভিত্তিতে (অসুরভাবের ভিত্তিতে নহে) সম্পন্ন করিতে বলা হইয়াছিল। এই শ্লোকে "কর্ম্মই ব্রহ্ম" এইরূপ বলা হইয়াছে।

কর্ম্মব্রহ্ম, বেদব্রহ্ম, অক্ষরব্রহ্ম এবং সর্ব্বগত নির্গুণ ব্রহ্ম বুঝিলে এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিতে সুবিধা হইবে।

সর্ব্বগত ব্রহ্মই নিগুণ-ব্রহ্ম। অক্ষরব্রহ্ম মানে অনাদি সৃষ্টিচক্র। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অক্ষরব্রহ্মযোগ অধ্যায়ে দেখুন। ক্রমবিকাশের ২য় ও ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন। বেদব্রহ্ম মানে অনাদি কর্ম্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ধারা, যাহা আত্মাতে রহিয়াছে; উঁহাই বেদ। ঋষিগণ ও তপস্বীগণ এই জ্ঞানধারা প্রত্যক্ষ করেন। এবং সেই ধারাই বেদগ্রন্থে বিদ্যমান আছে। এই বেদজ্ঞানের মধ্যেই সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মনীতির সমস্ত সূত্র বিদ্যমান আছে। মানবের লৌকিক কর্ম্মধারা যে বিজ্ঞানে পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং মানবের অন্তরবিকাশ যে বিজ্ঞানে হয়; এইরূপ উভয় জ্ঞানই বেদ-মূলক জ্ঞানের অন্তর্গত। একই নিগুণ অর্থাৎ সর্ব্বগত ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অক্ষরব্রহ্ম, বেদব্রহ্ম, (বেদব্রহ্ম মানবের সমাজবিজ্ঞান +অধ্যাত্মবিজ্ঞান) এবং কর্ম্মব্রহ্ম অবস্থিত আছেন। ইঁহাদের কোনটীকে বাদ দিয়া কোন স্তর অবস্থিত আছে বলিয়া মানা যায় না। কর্ম্মজগতের শৃঙ্খলা, জ্ঞানবিকাশের শৃঙ্খলা, সবই বেদকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। বেদকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের সমাজবাদ, রাষ্ট্রবাদ ও ধর্ম্মবাদ অবস্থিত। আবার বেদকে কেন্দ্র করিয়াই যোগ এবং তপস্যার নীতিও প্রতিষ্ঠিত। তুমি যোগ ধ্যান কর, উহাও কর্ম্ম; আবার তুমি সমাজবাদ রাষ্ট্রবাদ কর, উহাও কর্ম্ম। এই উভয় প্রকার কর্ম্মই যখন দৈব তৃপ্তির অনুকূল হয় বা অসুরবাদ বিরুদ্ধ হয়, তখনই উহার নাম হয় যজ্ঞ। সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক নীতিকে চাতুর্ব্বণ্য কর্ম্মবিজ্ঞানে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাই বৃত্তিবিভাগ, কর্ম্মবিভাগ ও অন্নবিভাগের

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬

মূল সূত্র। ইহা হইতে সুন্দর সমাজ আর হইতেই পারে না। এ সব কর্ম্ম বিভাগও যজ্ঞ নামেই খ্যাত হইবে, যদি ইহাদের লক্ষ্য আসুরিক না হয়। পরমপুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদই চার বর্ণ এবং উহাই কর্ম্মব্রহ্ম। দৈব ভাবের অনুকূলে কর্ম্মের যথেষ্ট শৃঙ্খলা গঠিত না থাকলে সমাজের সুখ থাকে না। ভারতে ও বিশ্বে কর্ম্মের একটা সুশৃঙ্খল ধারা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বেদবাদ, গায়ত্রী উপাসনা, ও বংশগত বৃত্তির প্রসারতার দিকে মন দিতে হইবে। ভারতে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র এইরূপ সমাজশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া দিলে মানবের জীবন সুখময় ও সুন্দর হইবে। শিক্ষাবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া গায়ত্রী উপাসনা, ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান ও শক্তিবাদ বুঝাইবার চেষ্টা করা ভিন্ন সমাজসুখের আর পথ নাই।

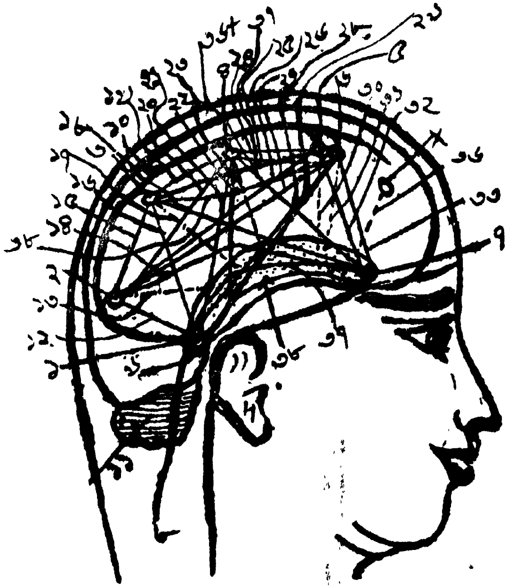
এই অধ্যায়টীতে সগুণ ব্রহ্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমরা মানবের ক্রমবিকাশে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি স্তরকে দেখাইয়াছি। বিকাশের এই সব স্তর গুলি সবই কর্ম্মময় এবং ইহারা সবই, সগুণ ব্রহ্মেরই স্তর। কোন মানবই এই সব স্তরের বাইরে যাইতে পারে না। মানব যদি অসুর হয় বা দুর্ব্বলবাদী হয় তবে মানবের বিকাশ "অহং" কেন্দ্রে আটকাইয়া যায়। দৈবী ভাবকে কেন্দ্র করিবে এবং অসুর ভাব ও দুর্ব্বলভাব ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের অনুশীলন করিবে। তবেই তোমার কর্ম্ম যজ্ঞতুল্য হইবে। ইহার ফলে তোমার জীবন মহান হইবে। এবং ঐ কর্ম্মের ফলে সমাজও মহান হইবে।

১৬। হে পার্থ! যাহারা এই ভাবে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তী

হয় না, সেই সব ইন্দ্রিয়াসক্ত লোক নিরর্থক দেহ ধারণ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা চর্ম্মচক্র বুঝেন না এবং কর্ম্মচক্রের অনুসরণ করেন না, গীতা সে সব ভোগসর্ব্বস্য জীবনকে মোঘ জীবন বলিতেছেন। ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া কেবল কর্ম্মচক্রই রহিয়াছে, এইরূপ নহে; ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া মূলাধারাদি ষট্‌চক্রও বিদ্যমান।

শুধু ভোগ এবং সৃষ্টিই জীবনের সব নহে। সমাজজীবন, সৃষ্টির নিয়ম এবং নির্গুণ ব্যাপক ব্রহ্মের নিয়ম বুঝিয়া চলিতে হয় এবং সেইভাবে জীবনের ভিত্তি গড়িতে হয়। সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষটী কি ভাবে জীবনের ভিত্তি গড়িবে, সে সম্বন্ধে যাহারা খুব অল্প কথায় বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা করিবেন এবং দুর্ব্বলবাদ, অসুববাদ এবং শক্তিবাদ বুঝিবেন। অর্জ্জুন আজ দুর্ব্বলবাদ গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের মতে ইহা মোঘজীবন। দুর্য্যোধন অসুরবাদ গ্রহণ করিয়া ভোগসর্ব্বস্ব হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের মতে ইহা মোঘ জীবন; অর্থাৎ দুর্ব্বলবাদ এবং অসুরবাদ বৃথাই জীবন। মোঘ জীবন বুঝিবার জন্য আমরা মস্তিষ্ক চিত্রের সাহায্য লইতেছি। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন পরিচালিত করিলে, উহার নাম হয় অমোঘ (অব্যর্থ) জীবন এবং অহং ও অসুরভাবকে কেন্দ্র করিয়া জীবন পরিচালিত হইলে, সেই জীবন হয় মোঘ (ব্যর্থ) জীবন। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন গড়িলে দৈবীভাব গুলিকেই জীবনের লক্ষ্য করিতে হয়। এ সম্বন্ধে গীতার ১৬শ অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব। পাঠক চিত্র পরিচ য়অংশ পাঠ করুন।



মস্তিষ্ক চিত্র

১॥ মনের কেন্দ্র। ইনিই প্রজাপতি ব্রহ্মা। এই অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। সগুণ ব্রহ্ম সূর্য্য। বিস্তারিত ক্রম বিকাশে দেখুন।

৩। সগুণ ব্রহ্ম বিষ্ণু। ইহা দেবাসুর ক্ষেত্র। অহংকে(৪) কেন্দ্র করিয়া জীবন গড়িলে মানব অসুরবাদী হয় এবং আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন গড়িলে জীবন শক্তিবাদী হয়। এবং তাঁহার কর্ম্ম যজ্ঞার্থ কর্ম্ম হয়।

৪। সগুণ ব্রহ্ম শিব। এই শিব শান্তিময়। জীবের 'অহং' বোধটী এই কেন্দ্রের মধ্যে থাকে। অসুরেরও অহং আছে; আবার

শক্তিবাদীরও অহং আছে। অহংকে আত্মার আলোতে পরিচালিত করিলেই শক্তিবাদীয় জীবন হয় এবং অহংকে আত্মবিকাশের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলে জীবন অসুরবাদী হয়। গীতায় ২৯টী দৈবী সম্পদের (১৬শ অঃ দ্রঃ) কথা আছে। আমরা ঐ ২৯টী হইতে ৫টীকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া লইয়াছি—সত্য, প্রেম, শান্তি, অভয়, তেজ (অসুর দলন)। অসুরসম্পদ গুলির মধ্যে গীতা ৫টীকে মূল মানিয়াছেন; দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, ও নিষ্ঠুরতা। কাজেই কে আত্মাকে জীবনের কেন্দ্র করিয়াছেন, বা কে অহং ও অসুরভাবকে জীবনের কেন্দ্র করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

৫। উন্নত শিব। ইহা শিবস্তরের উন্নত অবস্থা। ইহা জ্ঞানের কেন্দ্র। এখানে প্রতিষ্ঠিত হইল অহং প্রভাবহীন হইয়া যায়।

৬। এই কেন্দ্র হইতে শক্তিস্তর আরম্ভ। ইহা অব্যক্ত কেন্দ্র।

৭। সগুণ ব্রহ্ম গণেশ কেন্দ্র। ইহা বুদ্ধিযোগ কেন্দ্র। গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ও অন্যান্য বহু স্থানে বুদ্ধিযোগের আলোচনা আছে।

৮। মেরুদণ্ড মধ্যগত ব্রহ্মনাড়ী। ইহা শক্তিস্তরের অংশ।

৮। প্রাণকেন্দ্র। জীবের জীবনীশক্তি এই কেন্দ্রে থাকে।

১০। মস্তিষ্ক স্থিত ব্রহ্মনাড়ী। অব্যক্ত স্তর (৬) ভেদ হইবার পর ব্রহ্ম নাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম এই ব্রহ্ম নাড়ীরই সক্রীয় ও নিষ্ক্রীয় রূপ। মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক মধ্যগত ব্রহ্ম-নাড়ীকে জীবনের কেন্দ্র মানিয়া কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের ধারা পরিচালিত হইলে এবং জীবনকে আসুরিক বা দুর্ব্বল না করিলে, জীবন অমোঘ জীবন হয়।

মোঘজীবন নিজের আত্মবিকাশের সহায়ক হয় না এবং বিশ্বের ও কল্যাণকর হয় না। অমোঘজীবন নিজের আত্মবিকাশ, আত্মতৃপ্তি ও জ্ঞানের অনুকূল এবং বিশ্বকল্যাণেরও অনুকূল। কাজেই,

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবনগঠনের নীতিই গীতাবাদের ভিত্তি। যে অসুরভাবকে কেন্দ্র করে, তাহার দেহ, মন ও বুদ্ধি অসুররূপ হয়, যে আত্মাকে কেন্দ্র করে, তাহার দেহ মন ও বুদ্ধি নিজের ও বিশ্ববিকাশের অনুকূল হয়। দুর্ব্বলবাদীরা অহং সীমা অতিক্রম করে না। এ জন্য দুর্ব্বলবাদীরা স্বভাবতঃই অসুরের দাস হয়। বিশ্বপ্রেম, অহিংসা এবং সর্ব্বধর্ম্মবাদের আড়ালে বর্ত্তমান ভারতে এইরূপ দুর্ব্বলবাদীয় মোঘজীবনের অত্যন্ত বারাবারি দেখা দিয়াছে।

৩৮। শিব পিণ্ড। এই শিব পিণ্ডই সমস্ত দেবতা, সমস্ত সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক, শিব। ইনিই জীবের মস্তিষ্কমর্ম্মের দেবতা "মরম্ ব্রহ্ম" নামে সাঁওতাল আদিদের দ্বারা পূজ্য। এই স্নিগ্ধ শ্বেতবর্ণ ও শীতল শিবস্থান স্মরণ করিয়াই দেবতায় জল ফুল দিতে হয়। ফলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি হয় এবং সুখের জীবন হয়। এক যুগে এই শিবই এই বিশ্বের দেবতা ছিলেন। বর্ব্বরবাদী মূর্খেরা ধর্ম্মের নামে এই বৈজ্ঞানিক দেবতাকে দেবস্থান হইতে বহিষ্কার কবিয়াছেন। এবং মুক্তিহীনতার নামে পিশাচবাদের আড্ডা করিয়াছে। আমাদের দেশের নব্যবাদীরাও এই আত্মদেবতার উপাসনা হইতে দিন দিন দূরে যাইতেছেন। সর্ব্বত্র দেবতার স্থান আজ দুর্ব্বলবাদিতার কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গদেশে শৈবসন্ন্যাস, কাল বৈশাখী ও চড়ক উৎসবে এই শিবদেবতারই উপাসনাকঙ্কাল রক্ষিত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে রুদ্রদেবতার এই উপাসনা অতীব মঙ্গলকর ও পর্জ্জন্য বৃদ্ধি কর।

১৭। যিনি আত্মারাম, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ম্ম নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

শক্তিবাদ ভাষ্য। জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনার মূল তত্ত্ব হইতেছে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ী। উন্নত স্তরের যোগীগণ ঐ ব্রহ্মনারীকে কেন্দ্র করিয়া যজ্ঞাদি নিশ্চয়ই করিবেন। ঐরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ নহে। এ জন্য সন্ন্যাসীমাত্রই তান্ত্রিক যজ্ঞাদি এবং ব্রহ্মনাড়ীর সঙ্গে মিল রাখিয়া যে সব উপাসনার প্রচলন আছে, সে সবই সম্পন্ন করিতে পারেন। ইহা কর্ম্ম বা উপাসনা কাণ্ডীয় অনুষ্ঠান নহে, এ সব জ্ঞানেরই অনুষ্ঠান। নির্গুণ ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে কর্ম্মচক্র অবস্থিত রহিয়াছে, উহা অনুসরণ করিয়া লৌকিক কর্ম্ম-জীবন এবং অলৌকিক যোগজীবন অনুসরণ করিতে হয়। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদের নিগুণ ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে কর্ম্মচক্র বিদ্যমান, উহা বুঝিতে হয়। যাঁহারা যোগী তাঁহাদেরও ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া মূলাধারাদি ষট্‌চক্রের সংস্থান বুঝিয়া পূজাদি ও অন্তর যোগাদির অনুশীলন করিতে হয়। এ ভাবে অনুশীলনের ফলেই আত্মতৃপ্তির উদয় হয়। আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি কর্ম্ম করিলেও তিনি কর্ম্মী নহেন। কারণ, নির্গুণব্রহ্ম যুগযুগান্তর নির্গুণই আছেন, আবার তাঁহার আশ্রয়ে সগুণ ব্রহ্ম যুগযুগান্তর কর্ম্মীই আছেন। ব্রহ্মের এইরূপ উভয়বিধ পরিস্থিতি বুঝিলেই জীবন শক্তিশালী হয়।

১৮। কর্ম্মদ্বারা আত্মারাম মহাপুরুষের কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না। আবার না করিলেও ক্ষতি হয় না। তাঁহার কোন উদ্দেশ্যের জন্যই কাহারও (দেবতা বা মানুষের) প্রয়োজন হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষগণ আত্মকেন্দ্রে তৃপ্ত। এই তৃপ্তি মানব বা দেবতা কেহই দিবার শক্তি রাখেন না। আবার এই

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম্মং সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১

তৃপ্তিতে কেহ বঞ্চিতও করিতে পারেন না।

১৯। অতএব অনাশক্ত সইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া চল। যাঁহারা অনাশক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে হইলে অনেক দূর পর্যান্ত আত্মানুভূতি থাকা প্রয়োজন। এই জন্য ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানসহ সাধনা ও যোগাভ্যাস করিবার সঙ্গে কিছুকাল সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

২০। জনকপ্রভৃতিগণ কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। লোকের নিকট আদর্শ স্থাপনার্থও তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দেখা গিয়াছে, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণই কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাপুরুষগণও কর্ম্মীই ছিলেন।

২১। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, সাধারণ লোকও তাহাই করে, তিনি যাহা আদর্শ স্থাপনা করেন, সাধারণ লোক সেই পথে চলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে দেখা যাইতেছে, ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি অপেক্ষা গীতার মতে, সমাজ জীবনের লাভ ক্ষতির বিচার বেশী প্রয়োজনীয় কথা। এই জন্যই দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদের সমর্থন গীতায় নাই। এখন দেখিতে হইবে—দুর্ব্বল বাদীয় কর্ম্ম এবং অসুরবাদী

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিয়।
মম বর্ত্মানুবর্ত্ততে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩

কর্ম্ম ব্রহ্মনাড়ীকে ধ্যান করিয়া সম্ভব কি না? উত্তরে আমরা ইহাই বলিতে পারি—কিছুদিন ব্রহ্মনাভীর ধ্যান করিবার পর অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদের উপর সাধকের আর আকর্ষণ থাকে না। এ জন্য যাঁহারাই দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্ম স্থাপনা করিয়াছেন, তাঁহারাই পিশচা, উপদেবতা, অথবা দুর্ব্বলবাদীয় চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত কোন মানুষকে উপাস্য করিয়াছেন। শক্তিবাদীরা এ সব ধার্ম্মিকগণকে সমাজের জন্য বিপজ্জনক জানিবেন। দুর্ব্বলবাদী মহাপুরুষ (?) উপাসনা অপেক্ষা পিশাচ উপাসনা শ্রেয়ঃ।

হে পার্থ! ত্রিলোকেও আমার কোন কর্ত্তব্য নাই। কারণ, আমার কোনই অপ্রাপ্য বস্তু প্রাপ্য করিবার নাই, তবুও আমি কর্ম্ম করিতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহার কোনই অভাব নাই, যাঁহার কোনই অপ্রাপ্যকে প্রাপ্য করিবার নাই, তিনিও কর্ম্ম করিবেন। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক পেন্‌সন গ্রহণ করেন। ইঁহারা কেন বিশ্বকল্যাণের জন্য তুলনামূলক ভাবে দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদ প্রচার করেন না?

২৩। হে পার্থ! যদি আমি অনলস হইয়া কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে লোকসকল সর্ব্বপ্রকারে আমাকে অনুকরণ করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি অপেক্ষা ও সমাজগত লাভও ক্ষতির কথা শ্রীকৃষ্ণ অধীক ভাবিতেছেন। ফলতঃ ইহাই মহাপুরুষের লক্ষণ যে নিজের চেয়েও সমাজজীবনের ভালমন্দ বেশী ভাবেন।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

২৪। আমি যদি কার্য্য না করি তাহা হইলে জগৎ কর্ম্মবিহীন হইয়া উৎসন্ন যাইবে এবং আমি কর্ম্মসঙ্কর সৃষ্টি করিয়া সমগ্র প্রজার ধ্বংশের কারণ হইব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে সমগ্র প্রজার ধ্বংস অর্থে—ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজধ্বংশ বুঝিতে হইবে। জন্মগত ভাবে কর্ম্মের ভাগ মনো চাই না মানো, কর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহার যে কোন এক শ্রেণী যদি কর্ম্মহীন হয় অর্থাৎ ষ্ট্রাইক করে, তবে সমাজ অচল হয়। কর্ম্ম না করাই শ্রেয়ঃ, এইরূপ ভাবিয়া জ্ঞানীরা যদি সকলেই কর্ম্মহীন (অর্থাৎ ষ্ট্রাইক-বাদী) হন, তবে সমাজের মেরুদণ্ডই ভাঙ্গিয়া যাইবে। এইরূপে সমাজের যে কোন বিভাগই কর্ম্মহীন হইলে সমাজ ধ্বংশ হইবে। আজ কাল সে-ই বড় নেতা, যিনি বেশী লোককে ষ্ট্রাইক লীলায় বেশী নাচাইতে পারেন। যুগের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন!

২৫। মূর্খগণ আশক্তিবশতঃ কর্ম্ম করে। হে ভারত! জ্ঞানীগণ সমাজকল্যাণের জন্য কার্য্য করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ বার বার সমাজকল্যাণের জন্য কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। আমরা বলিয়া রাখি, শক্তিবাদের ভিত্তিহীন কর্ম্ম সমাজকল্যাণের বৈজ্ঞানিক নীতি নহে।

২৬। অজ্ঞানী কর্ম্মাসক্তগণকে জ্ঞানিগণ বুদ্ধিভেদ করাইবেন না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

বরং জ্ঞানীগণ নিজেরা যোগযুক্ত থাকিয়া কর্ম্ম করিবেন এবং তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পথে মোহযুক্ত কর্ম্মী, তাহাদিগকে অজ্ঞানী কর্ম্মী বলিয়াছেন। উৎসাহ দিবার জন্য জ্ঞানীগণও কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু যাহারা বিশ্বকল্যাণের নামে অসুরবাদী ও দুর্ব্বলবাদী কর্ম্মী, তাহাদের সহায়ক হইয়া সমাজকে ধ্বংশ করিয়া দেওয়া গীতার কর্ম্মবাদ নহে।

২৭। সমস্ত প্রকারের কর্ম্ম প্রকৃতির গুণদ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু যে আত্মা অহং-বিমুগ্ধ সে নিজেকে কর্ত্তা মনে করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে কর্ম্মতত্ত্বের দার্শনিকতা যে কি, উহা বুঝানো যাইতেছে। যাঁহারা সাংখ্য ও যোগজ্ঞানে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা ইহার রহস্য বুঝিবেন না। আত্মা, প্রকৃতি ও অহং এসব তত্ত্বগুলি খুব স্পষ্ট ভাবে না-বুঝিলে কর্ম্ম কিভাবে এবং কি বিজ্ঞানে সম্পন্ন হয়, ইহা বুঝানো কঠিন।

পৃষ্ঠ ৮৭ মস্তিষ্ক চিত্র দেখুন এবং চিত্র পরিচয় পাঠ করুন। গণেশ সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তি কেন্দ্র বুঝুন এবং শক্তি স্তরের প্রধান আশ্রয় ব্রহ্মনাড়ী বুঝুন। ব্রহ্মনাড়ীকে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ইহাও মনে রাখুন। নির্গুণ ব্রহ্মনাড়ীর কথা এখন ছাড়িয়া দিন। তাহাতে দেখা যাইবে, সমস্ত মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডে ও শরীরে যে সর্ব্ব কর্ম্ম হইতেছে, সবই প্রকৃতিরই কার্য্য। অর্থাৎ শক্তি, শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, মন (ব্রহ্মা) এবং প্রাণ যাহা করেন, সবই প্রকৃতিরই কার্য্য। এই প্রকৃতির কার্য্যধারার কোন স্থানেই নির্গুণ ব্রহ্মের

কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। যদিও ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যস্থিত নির্গুণ ব্রহ্মই এই শরীর ও প্রকৃতিযন্ত্র খানার একমাত্র কেন্দ্র। এই যন্ত্রখানার মধ্যে 'অহং' নামক একটী তত্ত্ব আছেন। ইহা মস্তিষ্ক স্থিত শিবকেন্দ্রে (৪) থাকেন। ঐ অহংটীই জীবতত্ত্বের কেন্দ্র। এই অহং কেন্দ্র ভেদ হইলেই জীব শিব হন। এবং ঐ অহংকেন্দ্রিক জীবই জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ ভোগ করেন। যাঁহারা এই অহং গ্রন্থি ভেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের অহংকেন্দ্রীক কর্ম্ম হয় না। তাঁহারা প্রকৃতির কর্ম্মভূমিতে "কর্ত্তা অহং" সাজেন না। সাধনার পথে অগ্রসর হইলে প্রকৃতির কর্ম্মরহস্যের সব কথাই জানা যাইবে।

একখানা গাড়ীর চাকাকে দেখো। এই চাকাখানা একটী ধূড়াকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া থাকে। সমস্ত চাকাখানাকে প্রকৃতি মনে কর। চাকাখানা ঘুরিলেও ধূরাটী কিন্তু স্থির থাকে। মনে কর, ধূড়াই নির্গুণ ব্রহ্ম, বা ব্রহ্ম নাড়ী। ধূড়াহীন চাকা ঘুরিতে পারে না। আবার এবার অর (দণ্ড) গুলিকে জীব মনে কর। চাকাখানাই ঘোরে, এ জন্য অরগুলিকেও ঘুরিতে দেখা যায়! চাকাখানা যদি স্থির হয়, অরের গতি থাকে না। অরগুলি চাকারই অংশ মাত্র। অর্থাৎ অরগুলি প্রকৃতির অংশ মাত্র। জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ব ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিলে ভারতীয় দর্শনের সব রহস্য বুঝা যায়। বুঝিবার জন্য আমরা ধূরা, অর ও চাকার কথা বলিলাম। সাধনা ভিন্ন প্রকৃতি তত্ত্ব বুঝা যায় না।

ধূরা কিন্তু কখনও ঘোরেনা। চাকাখানার তিনটী অংশ আছে। চাকার মধ্য অংশকে 'অর' বলে। অর মানে দণ্ডগুলি। এই দণ্ড-গুলির এক প্রান্তে চাকার পরিধি চক্র এবং অন্য প্রান্তে ধূড়ার সঙ্গের সংযোগকারী সছিদ্র মুণ্ডটী রহিয়াছে।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃতস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯

২৮। হে মহাবাহো (মহাযোদ্ধা)! গুণ ও কর্ম্মবিজ্ঞানের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা প্রকৃতির ক্রিয়া (গুণ) প্রকৃতির অন্যান্য বিভাগীয় ক্রিয়ার সহিত মিলিতেছে, এইরূপ জানিয়া নিজে আসক্ত হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। খুব সোজা ও নির্জ্জন রাস্তা দিয়া চলা কালে দেখা যায়, মোটরের ড্রাইভার যন্ত্রর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং গাড়ী আপনিই চলিয়াছে। ঠিক এইরূপ "শরীর ইন্দ্রিয়, মনাদির ক্রিয়াদ্বারা কার্য্যাদি বা প্রাকৃতিক নিয়মগুলি নিস্পন্ন হইতেছে এবং আত্মা সম্পূর্ণরূপে সতন্ত্র আছেন। একবার এইরূপ অনুভূতি আসিবার পর, ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে আত্মা স্বতন্ত্র আছেন এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই সব কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে। প্রাকৃতিক সব নিয়মের সহিত আত্মা ওতঃপ্রোত জড়িত আছেন, ইহা সত্য কথা; কিন্তু কখনও এমন সময় হইবে, যখন আত্মা যে এসব নিয়ম ইহতে স্বতন্ত্র, ইহাও জানা যাইবে। সে অবস্থা জানা গেলেও কর্ম্মহীন হইবার কোনই যুক্তি নাই।

২৯। অনেকে প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ তাহারা প্রকৃতির গুণেও আসক্ত থাকে। যাঁহারা পূর্ণ জ্ঞানী তাঁহারা ঐরূপ অল্পবুদ্ধি মুর্খদিগকে বিচলিত করিবেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যে যাহা বুঝিবে না, তাহাকে সেই কথা বুঝাইয়া লাভ হয় না। অসুরবাদীরা তত্ত্ব কথা বুঝে না ইহা সত্য; কিন্তু

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১

তাহারা যে নিজেরা কুপথে আছে, ইহা তাহারা খুব ভাল ভাবে জানে। ইহারা ইহাও জানে, যে আমরা ভাল হইতে চাই না। লগুড় ভিন্ন ইহাদের কোন ঔষধ নাই।

৩০। আমাতে (আত্মাতে) সমস্ত কর্ম্ম সমর্পন কর, নিজের চিত্তকে পরমাত্মাতে সমাহিত কর এবং ফলের আশা ও অহংকার ত্যাগ কর, মনের অশান্তি (জ্বালা, জ্বর) বিসর্জ্জন দাও এবং যুদ্ধ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শুধু কথা শুনিয়া যোগবিদ্যা ও অনুভূতির পথ হয় না। এ জন্য সাধনার অভ্যাস চাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই সাধনার প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কথা বলিলেন—কর্ম্মতত্ত্বের বিচারটা আমার উপর ছাড়িয়া দাও, চিত্তকে ব্রহ্মশক্তির ধ্যানে সংলগ্ন কর, এবং ফলের আশা ও মনের অশান্তি ও অহং ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ (যাহার যেরূপ কর্ম্ম) কর।

৩১। আমাতে (আত্মাতে) শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং আমাতে (আত্মাতে) ঈর্ষা না করিয়া যে কোন মানব এই মতের অনুসরণ করে, সে-ই সমস্ত কর্ম্ম ফল হইতে মুক্তি লাভ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে শ্রদ্ধা করা ও ঈর্ষা না করার অর্থে শক্তিবাদ অনুসরণ করা, অসুরবাদ বিরোধ করা এবং দুর্ব্বলবাদে জড়িত না হওয়া, বুঝিতে হইবে; ফলতঃ ইহাই সমস্ত গীতার কর্ম্ম-বাদীয় মূলনীতি। যে মুহুর্ত্তে আমার কর্ম্ম এবং আমার নিজের লাভ ও অলাভের বিচার না হইয়া সমাজকল্যাণের কথা হয়, তখনই

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩

আমরা কর্ম্মফলের বাহিরে চলিয়া আসি। সেই সঙ্গে আমার আত্মধ্যানের অবলম্বন হওয়া চাই এবং আশা ও অহংত্যাগ থাকা চাই। ইহাই শক্তিবাদের মূল কথা।

৩২। পরন্তু, যাহারা আমার (আত্মার) এই কথায় নিন্দা করে এবং ইহার অনুসরণ করে না। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয়ে বিশিষ্ট মূর্খ, সেই সব মনুষ্যগণকে তুমি ধ্বংশপ্রাপ্ত জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "আশা ও অহং ত্যাগ করিয়া আত্মধ্যানের অবলম্বন সহ কর্ম্ম করাই শক্তিবাদীয় কর্ম্ম।" "অহং" থাকিলে উহা কোন না কোন দিন আসুরিক কর্ম্মে পরিণত হইবে। ক্রমবিকাশ দ্রঃ। দুর্ব্বলবাদে জড়িত হইয়া অর্জ্জুন যে ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অভিভূত হইয়াছিলেন উহা মৃত্যুতুল্য নয় কি?

যাঁহারা ধর্ম্মের নামে বা রাজনীতির নামে ধর্ম্মের এই মূলনীতি শিক্ষা না দিয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহারা নিজের এবং বিশ্বের সর্ব্বনাশ করিতেছেন; ইহা গীতারই মত।

৩৩। প্রাণী মাত্রই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে চেষ্টা করে, এরূপ চেষ্টা জ্ঞানীদেরও থাকে। সমস্ত সৃষ্টির ইহাই নিয়ম। কাহার সাধ্য এই নিয়মে শাসন রাখে?

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে যে সব শ্লোক বলা হইতেছে, উহাদের অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর ও ব্যাপক। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্পষ্টভাবে ইহাই বলিতেছেন যে "শক্তিবাদীয় প্রকৃতি" লইয়া তুমি জন্মিয়াছ,

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

অসুরবাদের নিকট মাথা নত করা, তোমার আয়ত্তের বাইরে। যে কোন মানুষ কিছুদিন ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিবার পর, তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বলবাদে জড়াইয়া থাকা আর ভাল লাগিবে না।

৩৪। ইন্দ্রিয়গণের মধ্য দিয়া (মনের) বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ ও বিদ্বেষ স্বাভাবিক। ইহাদের বশীভূত হওয়া অকর্ত্তব্য। ইহারা পথের কণ্টক।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে প্রকৃতির অধীনতায় জীবের কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তির কথা ছিল। যাহাতে মানুষ উক্ত শ্লোকটী ভ্রান্ত অর্থ করিয়া আত্মজ্ঞানের পথ ছাড়িয়া বিষয়ের পথ বাছিয়া না লয়, এ জন্য এই শ্লোকটী বলা হইল। অর্থাৎ ৩০, এবং ৩১ শ্লোকের মর্ম্মানুসারে চলিলে বিষয়ের আকর্ষণ হইয়া বিকাশে বাধা দিতে পারে, তাহাতে লক্ষভ্রষ্ট হইওনা; কারণ এইরূপ রাগদ্বেষ সাময়িক।

৩৫। স্বধর্ম্ম যদি বিগুণও হয় এবং পরের ধর্ম্ম যদি অনুষ্ঠানে আরাম-প্রদ হয়, তবুও স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ এবং পরধর্ম্ম ভয়াবহ জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই শ্লোকের নানা মতাবলম্বীরা নানারকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে চান; অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়; তিনি (স্বধর্ম্ম) যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের মত নহে। আমরা ' "স্বধর্ম্ম" অর্থে আত্মার ধর্ম্ম অর্থাৎ শক্তিবাদ এবং পরধর্ম্ম অর্থে অনাত্মার ধর্ম্ম বা অহং ও আশায় বদ্ধ

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

থাকিয়া সমাজের অকল্যাণকর অসুরিক বা দুর্ব্বলবাদকে বলির। তাহা হইলে ৩০; ৩১ এবং ৩৪ শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকের সংগতি থাকে। যাঁহারা মনে করেন, "ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম" আমরা তাঁহাদের সঙ্গে একমত নহি। আমরা ভাল ভাবে প্রমাণ করিতে পারি 'ব্রাহ্মণরা ভিখ্-মাঙ্গার জাত নহে'। সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচার্য্যজীবনে সকলেরই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের নিয়ম আছে। কিন্তু ভিক্ষবৃত্তি কোন জাতিগত বৃত্তি নহে। পরধর্ম্ম অর্থে দুর্ব্বলবাদ এবং অসুরবাদ। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে ২৯টী দৈবী সম্পদ অবস্থিত এবং অহংকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে সমস্ত গুলি অসুরবাদ ক্রিয়াশীল হয়, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা গীতার ষোড়ষ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। দৈবী বৃত্তিই স্বধর্ম্ম, অসুরবৃত্তিই পরধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট নির্দ্দেশ গীতা পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকে দিতেছেন।

৩৬। অর্জ্জুন বলিলেন। হে বার্ষ্ণেয়! কাহার প্রেরণাতে মানব পাপাচরণ করে? ইচ্ছা না থাকিলেও জীব পাপে বলপূর্ব্বক কাহার দ্বারা নিযুক্ত হয়?

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন এবার আসুরিক কর্ম্ম ও পাপকর্ম্মের প্রেরণা কোথা হইতে কি ভাবে আসে, উহার দার্শনিকতা ও বিজ্ঞান জানিবার প্রশ্ন করিলেন। মানুষ অনেক সময় ভাল করিতে চায়, করিতে পারে না; মন্দ করিতে চায় না, কিন্তু করিয়া বসে। অর্জ্জুনের মনে হয়তো নিজের জীবনের ঐরূপ কোন কথা জাগিয়া থাকিবে।

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

অসুর, চোর, গুণ্ডা, বদমাইস লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কোন কোন বিষয়ে ভক্তিমান ও বিশ্বাসী; কিন্তু দুষ্কৃতি ছাড়িতে পারে না। কুরাণ পড়িলে ইহা মনে হয় না যে মহম্মদের আল্লাহ্তে বিশ্বাস কম ছিল; কিন্তু তিনি আসুরিক কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। রাবনের জীবন একাধারে ভক্তি, তপস্যা ও গুণ্ডামীতে পরিপুর্ণ। ইঁহারা যে শক্তিমান, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইঁহাদের কার্য্যধারা জ্ঞানীর লক্ষণযুক্ত নয়। এখন দেখিতে হইবে পাপের মুলে কিরূপ মনোবিজ্ঞান বিরাজমান।

৩৭ শ্রীভগবান বলিলেন—রজোগুণ হইতে উদ্ভব, মহাক্ষুধাময় (যাহার তৃপ্তি নাই) মহাপাপের আশ্রয় কাম ও ক্রোধকে বিশ্বের শত্রু জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পাপ কে করায়, উহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এই উত্তরটী দিলেন। কাম এবং ক্রোধের অনলে মানুষ কেবল নিজেই পাপ করে না, এই পাপের অনলে যুগযুগান্তর ধরিয়া এই বিশ্ব দগ্ধিভূত হইতেছে। অসুরের দল এই কামানলে এবং ক্রোধানলে বিশ্বকে দগ্ধিভুত করিতেছে। অসুরবাদ, শোষণবাদ, গুণ্ডাবাদ, ডেমোক্রাসী, কম্যুনিজম, মক্কাবাদ, অন্নে ভেজাল দাতা, কালাকারকারী, দুধে জল দাতা, ন্যায্য মজুরী লইয়া কর্ম্মচুরি, সবই এই কাম ও ক্রোধের সংঘবদ্ধ মূর্ত্তি। ইহার একমাত্র প্রতিকার, "আত্মাকে এবং দেবী সম্পদকে আশ্রয় করিয়া সমাজবাদের ভিত্তি দান করা।" ইহাই শক্তিবাদ। ৩৫ শ্লোকে এই কাম ও ক্রোধকেই 'পরধর্ম্ম' বলা হইয়াছে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

৩৮। বহ্নি যেমন ধূম্র দ্বারা আবৃত হয়, দর্পণ যেমন মলের দ্বারা মলিন হয়, গর্ভ যেমন উল্বের দ্বারা (ভ্রূণের আবরণ রূপ থলিয়া বিশেষ) দ্বারা আবৃত হয়, ঠিক সেইরূপ পাপ কামের দ্বারা আবৃত থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মক্কাবাদী গুণ্ডামীকে রুদ্ধ করিবার জন্য খৃষ্টানগণ ডেমোক্রেসী নামক সমাজবাদ বিশ্বে স্থাপনা করেন। ইহার পরেই বিশ্বে "কামকে" কেন্দ্র করিয়া প্রলয়ঙ্কর কর্ম্মবাদের যুগ চলিয়াছে। মজুর ইউনিয়ন, শিক্ষক ইউনিয়ন, পুলিশ ইউনিয়ন, চর্ম্মকার ইউনিয়ন, স্বপাকার ইউনিয়ন, রঞ্জক ইউনিয়ন, গোপালক ইউনিয়ন, চিকিৎসক ইউনিয়ম, মেথর ইউনিয়ন, ঝাড়ুয়ার ইউনিয়ন, রেল কর্ম্মচারী ইউনিয়ন, ডাককর্ম্মচারী ইউনিয়ন, কৃষক ইউনিয়ন, পুরোহিত ইউনিয়ন, চাপরাশী ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী ইউনিয়ন, চিনির ব্যবসায়ী ইউনিয়ন, লৌহ ব্যবসায়ী ইউনিয়ন, ইত্যাদ ইত্যাদি; যে ইউনিয়ন মাথা গজাইয়াছে, উহার সীমা নাই,,। ইহাদের সকলের একই লক্ষ্য, "সমাজকে ঠকাইব এবং নিজেরা বিত্তবান হইব"। সমাজের এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে সমাজে একদল সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মসংস্থাপক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা এ সব ভয়ঙ্কর দুর্নীতির কথা জানিয়াও চুপ করিয়া আছেন। ইহকালের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্বে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিয়া সকলের তোষণ এবং পরকালের জন্য 'রাম নাম" সম্বল করা ভিন্ন ইহাদের আর অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এই রূপেই কামানলে বিশ্ব দগ্ধিভুত হইতে চলিয়াছে। যদি বিশ্বের এই কর্ম্মগতির দিকে তাকাও, দেখিতে পাইবে—"অধ্যাত্মবাদের স্থান এ বিশ্বে আর নাই।" আমরা ইউনিয়নবাদীগণকে বলি, স্বার্থ ও কামের কথা ত্যাগ করিয়া বিশ্বকল্যাণের কথা ভাব এবং ব্রহ্মনাড়ীতে মন একাগ্র করিয়া সংম

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯

গুলিকে শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত কর। সকলের জন্য প্রচুর দুগ্ধ ও প্রচুর অন্নই শক্তিবাদীয় অর্থনীতি।

৩৯। অগ্নিসম সদা অতৃপ্ত এই কামরূপ নিত্যশত্রু দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান আবরিত থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যদি জ্ঞানীর জ্ঞানকেও 'কাম আবরণ দিতে পারে, তবে তো বিশ্বে আর সুখের আশা করাই বৃথা'? কথাটা অনেকাংশেই সত্য, তবুও পথ আছে। সেটা হইতেছে "আদর্শগত-ভাবে শক্তিবাদকেই অবলম্বন করিবে"। জ্ঞানীরা কামকে শত্রু জানেন; সাধারণ লোক কামকে মিত্র জানে। কাজেই জ্ঞানীদের আবরণ সাময়িক। ৩৮,৩৯ এবং ৪০ শ্লোকে এই কামরূপী ভয়ঙ্কর শত্রুর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতায় ইহাকে দমনের ভিত্তি দেওয়া হইয়াছে এবং পশ্চিমের যবনবাদ গুলিতে এই সব ভয়ঙ্কর শত্রুগণকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এ সব ভয়ঙ্কর মানসশত্রুগণকে প্রশ্রয় দিয়া সমাজব্যবস্থা গড়িলে ক্ষতি কি? উঃ—ক্ষতি এই যে মানবে এ সব সমাজব্যবস্থা চলেনা। কারণ, সমাজে ইহার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হয়। অহিংসবাদীরা রাষ্ট্র লাভ করিবার পরই দেখা গেল, এঁরা ভয়ঙ্কর চোর, মিথ্যাচারীও গুণ্ডামীর রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা ও নোয়াখালী লীলার বর্ব্বরদের দ্বারা গঠিত পাকিস্তান রাজ্যে তো ৮ বৎসরের মধ্যেই ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজম এর রাজ্য যে জনতাকে ধাপ্পা দিয়া এক দলের রাজ্যসুখ ও ভোগের লীলা-খেলা, ইহা এখন প্রায় সব মানুষই বুঝিতে পারিতেছে। কাজেই অসুরবাদ এবং অসুরবাদের দাস দুর্ব্বলবাদের ভিত্তিতে সমাজ, ধর্ম্ম,

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

বা রাষ্ট্র চলিতে দিলে মানবের দুঃখ ভিন্ন অন্য কিছুই লাভ নাই। আমরা মানি, অসুরবাদে মানবের আকর্ষণ অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু দৈবীবাদেও মানবের আকর্ষণ কম নাই।

৪০। ইন্দ্রিয়গণে এবং মনে ও বুদ্ধিতে 'কামের' অধিষ্ঠান আছে। ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানকে (কাম) আবৃত করে এবং দেহীকে মোহিত করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কি ভাবে এই আবরণ হইতে মুক্ত থাকা যায় সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ পরে বলিবেন। এবং আদর্শগত ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র উহাকেই অবলম্বন করিবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত; একথাও তিনি বলিবেন।

৪১। অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি ইন্দ্রিয়গণকে প্রথম বশীভূত রাখিবে এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশকারী পাপরূপী কামকে জয় করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সমাজে, শিক্ষায় ও রাষ্ট্রে যদি সংঘবদ্ধতা এবং কামকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়, তবে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি হইবেই। যদি সমাজে, শিক্ষায় ও রাষ্ট্রে সংযমকে শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হয়, তবে পাপ কম থাকিবে। এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, গুরুগৃহবাস, ও গায়ত্রী উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের প্রাচীন শিক্ষাবিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

আমরা বলি—প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

ব্রহ্মোপাসনা অবশ্য উপাস্য প্রচলন কর। এবং দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদগুলিকে অবশ্য পাঠ্য করিয়া দাও। অধ্যাত্মবাদ ও ভোগবাদ গুলিকে তুলনামূলক ভাবে পড়াইবার ব্যবস্থা কর। ইহাতে তোমাদের ক্ষতি কি?

"ইহকালে গুণ্ডামী কর, লুট কর, কাফের নারী দেখিলেই কুকুরের মত টুটিয়া পর, [redacted] তাবেদার হও এবং সেই সঙ্গে তিন বেলা বা পাঁচ বেলা রামনাম জপ কর; ফলে স্বর্গে সুন্দরী পাইবে।" এইরূপ ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এইরূপ সমাজবাদই শ্রেষ্ঠ সমাজ। বা এইরূপ রাষ্ট্রই বিশ্বে স্বর্গ প্রস্তুত করিতে সক্ষম। ইত্যাদির উস্কানী দিলে তোমার দলে যে কম লোক হইবে না, ইহা তুমি ভাল ভাবেই বিশ্বাস করিতে পার। কিন্তু কথা এই—ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়াই ভাল, অথবা ভোগবাদ, গুণ্ডামী, বর্ব্বরতা ও মূর্খবাদ শ্রেয়ঃ? তোমার মতে বিশ্বে কোনটা চলিতে দেওয়া কর্ত্তব্য? আমরা বলি, ভোগবাদের ভিত্তি মানিলে ভয়ঙ্কর দুঃখ ও অশান্তি দেখা দিবে। ইহা তুমি শুনিবে কি?

৪২। (স্থূল শরীর অপেক্ষা) ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি (বিবেক) শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষা তিনি (আত্মা) শ্রেষ্ঠ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ক্রমশঃ শক্তিমান কে? এবং সর্ব্বশক্তিমান যে আত্মা; ইহা বলা হইল। এখন কথা এই যে তোমরা আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ ও আত্মবিকাশ চাও, অথবা কামকে কেন্দ্র করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ ও নিজের জন্য অশান্তি চাও, উহা স্থির কর। অর্থাৎ তোমরা যবনবাদ চাও, অথবা শক্তিবাদ চাও; অথবা যবনবাদের দাস দুর্ব্বলবাদ চাও, স্থির কর।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

৪৩। এইরূপে তাঁহাকে (আত্মাকে, তিনি ব্রহ্মনাড়ীতে থাকেন) বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে এবং নিজেকে সেই আত্মাতে (ব্রহ্মনাড়ীতে) সংস্থাপন করিবে। হে মহাবাহো! এইরূপে সেই দুর্দ্ধর্ষ কামরূপ শত্রুকে জয় করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কামকে আশ্রয় করিয়া জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রবাদের ভিত্তি দান করিতে চাও তো যবনবাদগুলির (ইসলাম, কম্যুনিজম, ডেমোক্রেসীর) আশ্রয় লও। যদি আত্মাকে ভিত্তি করিয়া জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র চাও, তবে শক্তিবাদ গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলিতেছেন—হে বীর! দুর্ব্বলবাদ ত্যাগ কর, আত্মাকে আশ্রয় কর, কামরূপ অসুর এবং অসুরবাদকে ধ্বংস কর। তোমরা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিবে কি? আমরা বলিয়া রাখি, ভারতকে এবং বিশ্বকে শক্তিবাদের ভিত্তি গ্রহণ করিতেই হইবে।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১

১। শ্রীভগবান বলিলেন—এই অব্যয় যোগ, আমি সূর্য্যকে প্রথম বলিয়াছিলাম। সূর্য্য নিজ পুত্র মনুকে বলেন। মনু নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেন।

এই যোগবিদ্যাকে অব্যয় বিদ্যা বলা হইয়াছে। ইহার কারণ, এই যোগবিদ্যা আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া যুগ যুগান্তর বিদ্যমান। ইতিপূর্ব্বে আমরা মস্তিষ্কচিত্র ও পরিচয় সম্বন্ধে বলিয়াছি। অহংকে কেন্দ্র করিয়া যে সব মতবাদ হয়, সেইগুলি সবই অসুরবাদ মূলক; সেই সব মতবাদ একবার টক্কর খাইলেই ভাঙ্গিয়া যায়। দুর্ব্বলবাদগুলিতে কিছু কিছু দেবী ভাবের আভাষ থাকে, কিন্তু সেইগুলিও যদি স্পষ্টরূপ লয়, তবে দেখা যায়, অসুরের সঙ্গে বিরোধ আসে। এ জন্য দুর্ব্বলবাদী শেষ পর্য্যন্ত অসুরের দাসত্বকে মানিয়া লয়। কাজেই, দুর্ব্বলবাদকে অব্যয় বলা যায় না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রাচীনত্বের কথা বলিলেন। যে বস্তুর প্রাচীনত্ব নাই, উহার পেছনে দৌড়াইলে ক্ষতিই সহ্য করিতে হয়। বহু ঘাত-প্রতিঘাতে যাহা নিজেকে অমর ও অব্যয় প্রমাণ করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ আজ সেই মহান বিদ্যার কথা বলিতেছেন। যে মতবাদের প্রাচীনত্ব নাই, আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা আজ, উহার

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩

দিকে দৌড়াইয়া দেশের অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। শক্তিবাদ আরও একটু প্রচার হইলে তাহাদের চক্ষু ভাল ভাবেই ফুটিবে।

২। এই যোগবিদ্যা (যাহা কর্ম্মে থাকিলেও কর্ম্মের বন্ধন হয় না এবং যাহা নানাপ্রকার কর্ম্ম ও উপাসনার সাহায্যে জ্ঞানপুষ্টির উপাদানে পরিপূর্ণ) পরম্পরা ক্রমে রাজর্ষিগণ উহা জানিতেছিলেন। মহান কালের গতিতে যোগের এই পরম্পরা নষ্ট হইয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই যোগ অব্যয়। কাজেই কালপ্রভাবে যোগ নষ্ট হয় নাই; ইহার পরম্পরা নষ্ট হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর এই যোগকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিতে চান। আমরা বলি, ইহা মানব মাত্রেরই ধর্ম্ম; তবে ব্রাহ্মণের মত আত্মনিষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়ের মত তেজস্বী না হইলে গীতাবাদ বা শক্তিবাদ বুঝা যায় না।

৩। তুমি আমার ভক্ত ও মিত্র। এ জন্য সেই যোগকথা তোমাকে বলিয়াছি। ইহা উত্তম রহস্য-যোগ-বিদ্যা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে "ভক্ত ও মিত্র"কে শিক্ষা দিবার কথার মধ্যে রহস্য আছে। রহস্যবিদ্যা সকলে গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা গ্রহণের জন্য "ভক্তি ও চাই, ভালবাসাও" চাই। গুরু শিষ্যের মধ্যে গভীর সম্বন্ধযুক্ত অকৃত্রিম ভাবসম্বন্ধ না থাকিলে, গভীর অধ্যাত্ম-বিদ্যার কোন রহস্যই জানা যায় না।

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪
বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ—

৪। সূর্য্যের জন্ম (সৃষ্টির) আদি এবং তোমার জন্ম বসুদেবের গৃহে) আধুনিক, এখন কি ভাবে আমি বুঝিব যে এই যোগ তুমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলে?

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে অব্যয় যোগ বলিয়াছেন। আত্মা ও প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে এক রেখায় জড়িত বলিয়া এই যোগ অব্যয় যোগ, ইহা আধ্যাত্ম বিকাশে পূর্ণস্তরের অভিব্যক্তি। প্রয়োজনানুসারে যে কোন পূর্ণস্তরে বিকাশপ্রাপ্ত যোগী বা রাজর্ষির নিকট ইহা আত্মা হইতেই প্রতিভাত হইতে পারে।

৫। শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জ্জুন! তোমার এবং আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে। আমি সেই সব জানি, কিন্তু তুমি জান না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মান্তরের কথা বলিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি জন্মান্তর বাদ। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করে নাই। বাইবেলের মহাপুরুষদের বার বার আবির্ভাবের কথা থাকিলেও সর্ব্বমানবের জন্মান্তর ইঁহারা মানেন নাই। সর্ব্বধর্ম্মবাদীরা কোন সূত্রে বিধিবাদী বা ভোগবাদীদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদী হিন্দু ধর্ম্মের সমন্বয় করিলেন, সেটা এখন অনেকেরই প্রশ্নের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

৬। যদিও আমি (আত্মা) জন্মরহিত, অব্যয় আত্মা ও সর্ব্বজীবের ঈশ্বর; তথাপি আমি (আত্মা) স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জন্ম-গ্রহণ করি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ণ বিকশিত স্তরের আত্মারা কি ভাব বিশ্ব কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করেন, এখানে শ্রীকৃষ্ণ সেই রহস্য ব্যক্ত করিলেন। সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তরে বিকশিত আত্মাগণ মৃত্যুর পর সেই সেই স্তরে অবস্থান করেন। উন্নত শিবস্তর ও শক্তিস্তরের আত্মাগণের জন্মগ্রহণ বা না গ্রহণ স্বেচ্ছামূলক। অন্যান্য স্তরের আত্মাদের জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। বৌদ্ধযুগে অযোনীসম্ভব এক বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা প্রচার করা হইয়াছিল। যখনই কোন মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া একটা দুর্ব্বল মতবাদ উঠে, তখনই তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ও মিথ্যা কথার প্রচার ও বিস্তার লাভ করে। অন্ন ও যশলোভী কতগুলি দুষ্টলোক এইরূপ দুষ্কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়; ফলে ঐ সব মিথ্যাই ঐ সব দুর্ব্বল মতবাদের ধ্বংসের কারণ হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মকে দিব্যজন্ম বলা হইয়াছে। ইহার মানে এইরূপ নয় যে তাঁহার জন্ম পিতামাতার সংযোগ হীন কোন অপ্রাতিক জন্ম হইয়াছিল। সূক্ষ্ম আত্মাদের জন্ম হইবার প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। শিব ও শক্তি স্তরের আত্মাদের উপর সেই নিয়ম খাটে না। বিশ্বকল্যাণের জন্য তাঁহারা স্বেচ্ছায় জন্ম গ্রহণ করেন, ইহারই নাম দিব্যজন্ম।

৭। হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের উত্থান হয় সেই সময় আমি নিজেকে সৃষ্টি করি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ণ বিকশিত স্তরের আত্মারা নিজের৷ ইচ্ছা করিয়া জন্ম করেন, একথা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বলিতে ইহাই বুঝায় যে রাজনীতি, সমাজ ও ধর্ম্মের নায়কগণ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেন, ইহাই অধর্ম্ম নামে খ্যাত। বর্ত্তমান সময়, ভারতে ও বিশ্বে এইরূপ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এই সময় ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজশক্তির পরিচালনে যাঁহারাই কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহারা সকলেই স্বয়ং জ্ঞানী এবং মিথ্যা ও পাপের কারবারী হইয়াছেন। শক্তিবাদীরা এসব ধাপ্পাবাজদের আশা ত্যাগ করিয়া বিশ্বের কল্যাণ কল্পে সাধ্যমত কাজ করিয়া চলুন। পরিবর্ত্তন সত্বরই আসিবেই। কারণ ঐ সব মূর্খদের কর্ম্মবিজ্ঞানের ভিত্তি অব্যয় নহে। কুবাণবাদ, যিশুবাদ, ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম; কোন কর্ম্মবিজ্ঞানেরই অব্যয় ভিত্তি নাই। এ সব মতগুলি অহং ও অজ্ঞান মূলক।

৮। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মকে সংস্থাপন করিবার জন্য, আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "সাধুদের পরিত্রাণ" মানে কি? সাধুগণ কি নিজেদের পরিত্রাণের শক্তি রাখেন না? উঃ—বিশ্ব যখন চোর ডাকাত ও অসুরবাদে সন্তপ্ত হয়, তখন সাধুদের হৃদয় ব্যথিত হয়। দুষ্কৃতকারীরা বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই বিশ্ব জুড়ায়, ইহাই সাধুদের পরিত্রাণ। বর্ত্তমান যুগে দুষ্কৃতকারীদের বড় বড় দল হইয়াছে। সমস্ত প্রকার দুষ্কৃতি-কারীগণকে তোষণ করিবার জন্য সর্ব্বধর্ম্মবাদও গজাইয়া উঠিয়াছে। দুষ্কৃতির নাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের পরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছে, দুষ্কৃতির প্রশ্রয় এবং দুষ্কৃতবাদীদের তোষণের দুর্ব্বল ধর্ম্ম।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১

৯। হে অর্জ্জুন! যিনি আমার (আত্মার) এইরূপ দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের তত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন, তিনি দেহত্যাগের পর আর জন্মগ্রহণ করেন না এবং তিনি আমাকে (আত্মাকে) লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহার বিকাশ পূর্ণ স্তরে আসিয়াছে, তিনিই জানিতে পারেন—পূর্ণ বিকশিত স্তরের আত্মাগণ কি ভাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহারা কি ভাবে কর্ম্ম করেন। অন্যকে বুঝানো কঠিন। সমস্ত প্রকার অজ্ঞানতা, অসুরিকতা ও দুর্ব্বলবাদিতার কেন্দ্রটি হইতেছে "অহং"; ইহার মর্ম্মভেদ হইলে জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য হয়।

১০। হে অর্জ্জুন। রাগ, ভয়, ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া; আমি-(আত্মা) ময় হইয়া, আমাকে (আত্মাকে) উপাশ্রয় করিয়া, জ্ঞান ও তপস্যায় পূত হইয়া, অনেকে আমাকে (আত্মাকে) লাভ করিয়াছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কিরূপ কঠোর তপস্যা ও আত্মনিষ্ঠা দ্বারা মানব পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন, এই শ্লোকে উহা বলিলেন। গীতায় অনেক স্থানেই 'আমি' (অহং) শব্দের প্রয়োগ আছে। সেই শব্দগুলিকে 'আত্মন্' শব্দের মত অর্থ আমরা গীতার নির্দ্দেশ মত করিয়াছি। দ্রঃ গীতা ১০ অঃ। ২০ শ্লোঃ।

১১ যাঁহারা যে ভাবে আমাকে (আত্মাকে) উপাসনা করেন,

তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই ভজনা করি। হে পার্থ! সর্ব্বপ্রকারে মানবগণ আমারই (আত্মার) পথে অগ্রসর হইতেছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিকাশের স্তর অনুসারে মানুষের চাওয়ার ভেদ হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে উহা পূর্ণও হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাওয়া বদলাইয়া যায়। শিশু মাকে ভালবাসে, বালক খেলার সাথী লইয়া থাকিতে চায়। যুবক যুবতীর চাওয়া অন্যরূপ হয়। প্রৌঢ়ের ও বৃদ্ধকালের চিন্তাধারা ও চাওয়ার সঙ্গে বাল্যকালের চাওয়ার রাত দিন ভেদ হইয়া যায়।

বিকাশের স্তরের প্রথমে নিম্ন শিব, পরে গণেশ, তাহার পর সূর্য্য, বিষ্ণু, ও উন্নত শিব এবং শেষকালে শক্তিস্তরের বিকাশে মানুষের সাধনা ও চিন্তাধারা বদলাইয়া যায়; কিন্তু সব স্তরের সঙ্গেই আত্মা যুক্ত আছেন এবং আত্মা সবই পূর্ণ করেন। অসুর ভাব ও দুর্ব্বল স্তরের সঙ্গে যাঁহারা যুক্ত, তাঁহাদের বিকাশ ৭।৮ কলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও গণেশ (৫), সূর্য্য (৬) ও বিষ্ণু (৭) স্তর হইতে ইঁহাদের চাওয়া পূর্ণ হয়। ঋষি স্তর (উন্নত শিব স্তর) ও শক্তিস্তরের চিন্তাশীলদের ইচ্ছার প্রভাবে অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব আসিয়া অসুরবাদও ধ্বংস হয়। মানুষ যখন অন্ন প্রাপ্তির জন্য বৃত্তি চায়, তখন সে তাহা পায়। যখন জ্ঞানের জন্য গুরু চায়, তখন উহাও পায়। নিম্ন শিব হইতে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি স্তর-পর্য্যন্ত বিকাশের এই সুদীর্ঘ পথে যখন তাহার যেমন চাওয়া তখন সে তেমন পায়। এবং শেষকালে, অনেক জন্ম পরে, সে একদিন পূর্ণ তৃপ্তিও পায় বা আত্মাকে পায়। সকাম, নিষ্কাম, পূর্ণকাম ইত্যাদি অনেক ভাবে শ্লোকটীর অর্থ অনেকেই করিয়াছেন। অনেকে আবার ইহাকে সর্ব্ব ধর্ম্মবাদেরও অর্থ করেন। আমাদের তাহাতে ইহাই বলিবার আছে যে আল্লাহ গড ও ঈশ্বর, দার্শনিক দৃষ্টিতে এক নহেন; পিশাচ, যমরাজা ও ঈশ্বর

যেমন এক নহেন। পিশাচবাদ, যমবাদ (প্রেতবাদ) ও ঈশ্বরবাদ (শক্তিবাদ) এক নহে। এ সম্বন্ধে গীতার আরও স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, পরে বলা হইবে। এখানে বলা প্রয়োজন, আসুরিক বিকাশ যদিও বিকাশের একটী স্তর (৭৷৷০ কলা) কিন্তু আসুরিক বিকাশকে বা আসুরিক মতবাদকে আত্মার পথ বলা যায় না। কারণ ইহা মানুষকে আত্মবিকাশের পথ লইতে বাধা দেয়। অসুরবাদ এই বিশ্বের অন্য অত্যন্ত নোংড়া বস্তু; যখনই তুমি অসুরবাদকে প্রশ্রয় দিবে, তখনই সমস্ত স্তরের লোকগুলি অসুরের দিকে ঝুকিবে এবং কেহ স্পষ্ট অসুর হইবে এবং কেহ অপুষ্ট লক্ষণের ক্ষেত্র হইবে। আমরা প্রত্যেক মানবকে তুলনামূলকভাবে শক্তিবাদের সঙ্গে অন্য সব মতবাদের তুলনা করিয়া যে মতবাদটী বিশেষ কল্যাণকারক ইহা গ্রহণ করিতে বলি। অসুরবাদগুলি ও দুর্ব্বলবাদগুলি অহং মূলক; কাজেই অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, দেবতা, অবতার, মহাপুরুষ, পিতৃ, বা উপদেবতা, যে কোন উপাসনাই করুন না, গীতার মতে, উহা আত্মবিকাশের পথ নামে অভিহিত হইবে; যদিও গীতা দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ চায় না।

গীতার ১৬ অঃ ২১ শ্লোকে "তিন প্রকার নরকের দ্বার সম্বন্ধে বলা আছে, উহা কাম, ক্রোধ ও লোভ নামে খ্যাত"। কুরাণের বহু স্থানে পরকালে [redacted] উপাসকগণকে "বিবি দিবার প্রতিজ্ঞা আছে"। দেখো সুরা বগরা, আঃ ২৫ ॥ সুরা নবা, আঃ ৩১, ৩৪ ॥ সুরা দখন, আঃ ৫১—৫৪ ॥ ইহকালেও [redacted] কামোপকরণের সব ব্যবস্থাও কুরাণে রহিয়াছে। দেখো সুরা অহজব, আঃ ৫০। ৫১॥ কুরাণের [redacted] ক্রোধের সীমা নাই। এ সম্বন্ধে দেখো সুরা ফতেহা, আঃ ৭॥ সুরা বগরা, আঃ ৮২। ৯০॥ লোভের কথায় ও [redacted] বেশ সমৃদ্ধশালী। অপরের দ্রব্য লুটিয়া ধন লোভ এবং [redacted] নামে ধার লইয়া ধনের

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২

লোভ, [redacted] ধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে। দেখো সুরা বগরা, আঃ ২৬৫॥ ✕ সুরা ৫, আঃ ১২॥ কাজেই দেখা যায়, [redacted] ধর্ম্মে কাম, ক্রোধ ও লোভের স্থান খুবই উচ্চে। কিন্তু গীতার ধর্ম্ম বিচারে কাম, ক্রোধ ও লোভ নরকের দ্বাররূপে বর্ণিত। [redacted] শিক্ষাদাতাকে এইরূপ বহু কারণে আমরা [redacted] সম বলিতে পারি। ✕

রামপ্রসাদ কালী উপাসনা করিয়া যদি সংযম, ত্যাগ, জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন তবে রামপ্রসাদের কালীকে আমাদের ব্রহ্ম মানিতে আপত্তি থাকে না। আবার রামপ্রসাদের কালী যদি রামপ্রসাদকে কাম ক্রোধ ও লোভ শিক্ষা দেন তবে রামপ্রসাদের কালীকে আমাদের পিশাচ বলিতে বাধা থাকে না। মহম্মদের আল্লাহ যদি মহম্মদকে সংযম, জ্ঞান ও ত্যাগের প্রেরণা দেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। কিন্তু মহম্মদের আল্লাহ যদি মহম্মদকে কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রেরণা দেন তবে আল্লাহকে পিশাচ বলিয়া মানা ভিন্ন উপায় থাকে না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ব্রহ্মরূপে বা পিশাচরূপে এই আত্মার উপাসনা চলে। তবে পাঠক জানুন, সব উপাসনার ফল একরূপ হয় না। "যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্" শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২। মানুষ কর্ম্মের সফলতার জন্য ইহলোকে ইন্দ্র বরুণাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। নরলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্র প্রাপ্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইন্দ্র, বরুণ বা যে কোন শক্তিবাদী মহাপুরুষের উপাসনাকালে তাঁহাকে ব্রহ্মনাড়ীরূপে ধ্যান করিবে। তাহা হইলে সেই উপাসনা ব্রহ্মোপাসনার মত জ্ঞানমূলক হইবে এবং যেরূপ লক্ষ্যে উহা কৃত হয়, সে ফল প্রাপ্তিতে ঐরূপ ধ্যান কল্যাণ প্রদ হইবে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

যাঁহারা অসুরবাদী ও অসুরতোষক এমন কোন পুরুষের উপাসনা করিবে না। জ্ঞান প্রধান কর্ম্ম, যুদ্ধ ও শাসন মূলক কর্ম্ম, পশু-পালন ও বাণিজ্য প্রধান কর্ম্ম এবং কায়কর্ম্ম; কর্ম্মের এইরূপ চার ভাগ হইয়া থাকে। ইহাদের যে কোন কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা শক্তিশালী হয়; শ্রীকৃষ্ণের ইহাই মত। এবং ইহাই শক্তিবাদীয় নীতি। কর্ম্মহীন উপাসনা জ্ঞানের অনুকূল হয় না। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যহীন কোন সাধনাই জ্ঞান দিতে সক্ষম নহে।

১৩। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমাদ্বারা চাতুর্বর্ণ্য (মানব) সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি আমাকে ইহার কর্ত্তা জানিবে, যদিও আমি অব্যয় আত্মা ও অকর্ত্তা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র (মজুর) চাতুর্ব্বর্ণ্যং। সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ। সাত্ত্বিকগুণ=ব্রাহ্মণ=জ্ঞান ও শিক্ষাপ্রধান কর্ম্মী। সত্ত্ব রাজস্=ক্ষত্রিয়+যুদ্ধ প্রধান কর্ম্মী। রজঃ তামস্=বৈশ্য ব্যাপার, পশু পালন ও কৃষিপ্রধান কর্ম্মী। তামস্=শূদ্র বা কায়কর্ম্মী। সমস্ত বিশ্বেই এই ভাবে চার প্রকারের কর্ম্ম-বিভাগে সমাজ পরিচালিত হয়। আমাদের দেশে এই কর্ম্মবিভাগকে বংশ পরম্পরা গত করিয়া লইয়া একটা সুশৃঙ্খল সমাজবাদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেদিন গায়ত্রী ও ব্রহ্মোপাসনাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বংশগত ধর্ম্ম এবং অন্যান্য বংশধরগণকে দাসবাদীয় অবতার উপাসনা দিবার দুষ্টামী এদেশের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন এই সুশৃঙ্খল সমাজবাদে ঘুণ ধরিয়াছে। আমাদের দেশে বেকারসমস্যা কখনও ছিল না। ইহার কারণ, বৃত্তি ও কর্ম্ম বংশ পরম্পরাগত ভাবে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কৃষকের ছেলে বাল্যকাল অবধিই পিতামাতার কর্ম্মের সহায়ক হয়।

অতিবৃদ্ধকালে কৃষকগণ ক্ষেতের কোণে ছাতায় বসিয়া ঢোল পিটাইয়া পাখী তাড়ায়। এইরূপ প্রত্যেকটী লোক বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্মে সংলগ্ন থাকে। ফলে কর্ম্মহীন বা বৃত্তিহীন কেহ কোন কালে হইতো না। আজকাল যাহার হাত দিয়া টাকা যাতায়াত করে না, সেই বেকার। ইহার কারণ, বংশগত বৃত্তি অনেক স্থলেই বিলুপ্ত করা হইয়াছে। একজন যুবক ৩০ বৎসর বয়সেও সে কি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে, উহা জানে না। কাজেই হতাশায় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি ভাবে বৃত্তিকে বংশগত করা যায় এবং কি ভাবে অন্ন ও দুধের স্বচ্ছলতা করা যায়, এখন এই দিকে কর্ত্তাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। বংশগত বৃত্তি ও কর্ম্মাবলম্বন এবং অন্ন ও দুগ্ধের প্রাচুর্য্যই আমাদের দেশের অর্থনীতি। আমরা কোন সম্প্রদায়েরই উচ্ছেদ চাই না। আমরা ধনীও চাই, গরীবও চাই। এবং আমরা চাই স্বচ্ছলতা সকলের জন্য। সেরূপ সমাজবাদের কথা এই অধ্যায়ের ১-ম শ্লোকে বলা হইয়াছে। সেই সমাজের অর্থনীতি ১৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এদেশে এখন মুসলমান ও খৃষ্টবাদীয় ধর্ম্মের স্থাপনা হইয়াছে। ইহাদিগকেও একই উপাসনা ও বংশগত বৃত্তির অনুশাসনে আসিতে হইবে। অথবা গড ও আল্লাহর আসমানী কেতাব দুইখানা বিশ্লেষণ করিয়া ইহারা বাস্তবিক কোন স্তরের, উহা স্থির করিয়া দিতে হইবে। এদেশের সকলকে শক্তিবাদী সমাজনীতিতে আনিতে হইবে। "কেহ দুর্ব্বলবাদ কেহ অসুরবাদ এবং শক্তিবাদকে সমাজ বা ধর্ম্মের নামে অনুসরণ করিলে, উহা একটা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। যাহারা বলেন, ষ্টেটের হাতে সমস্ত জমী জমা ও শিল্পবাণিজ্য আনিলে বেকার সমস্যা থাকিবে না, তাহারা হয় মিথ্যাবাদী, অথবা মূর্খ। তাহারা কর্ম্মের গতিও জানে না, সমাজবিজ্ঞান বা অর্থবিজ্ঞানও জানে না;

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫

তাহারা ভণ্ড ও পাষণ্ড; তাহারা সমাজের ভয়ানক শত্রু এবং অত্যন্ত হীন স্তরের অসুর। ধনী গরীব থাকিবে, অন্নের বস্ত্রের স্বচ্ছলতা থাকিবে; কিন্তু অসুরবাদ, শোষণবাদ, কাজের উচ্ছেদবাদ, পৌরহিত্যবাদ ও ষ্ট্রাইকবাদ থাকিবে না। ইহাই শক্তিবাদী সমাজ। এইরূপে কর্ম্মবিভাগ ও বৃত্তিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম বা ঈশ্বরীয় নিয়ম। সুতরাং ইহার প্রবর্ত্তক কোন মানবকেই ইহার ঠিক ঠিক কর্ত্তা বলা যায় না। এ জন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিজেকে অকর্ত্তা বলিলেন। শক্তিবাদ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। শক্তিবাদ মানবের অত্যন্ত প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। ইহা প্রাকৃতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম। দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদকে লোকে নানা প্রকার ফন্দী করিয়া স্থাপনা করে এবং পত্রিকা ও মিথ্যাপ্রচার ও সংগঠন দ্বারা উহাকে সাময়িক ভাবে জিয়াইয়া রাখে।

১৪। কর্ম্ম আমাকে (আত্মাকে) লিপ্ত করিতে পারে না, আত্মার কর্ম্মফলে কোন স্পৃহাও নাই। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা কর্ম্মে বদ্ধ হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিবাদ মূলক কর্ম্মনীতি বাছিয়া লইয়াছেন। কাজেই এখানে দুর্ব্বল কর্ম্ম বা অসুরবাদীয় কর্ম্মের মত লাভ অলাভের ভাবনা নাই। সব প্রকার বিচার করিয়া যাহা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবাদ উহা তিনি বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছেন। কর্ম্ম যখন শক্তিবাদীয় হয়, তখন সেই কর্ম্ম বিশ্বের ও নিজের বিবেকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ম্ম হয়।

১৫। এই ভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুমুক্ষুগণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহা জানিয়া তুমিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের মত কর্ম্ম কর।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ১৭

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ শক্তিবাদীয় কর্ম্মবাদকে অত্যন্ত প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণ করিয়া শক্তিবাদীয় কর্ম্মবাদকে অত্যন্ত ত্রুটী-হীন প্রমাণ করিলেন। যাহারা আজ ২, ৪ পুরুষ ধরিয়া দুর্ব্বলবাদও অসুরবাদে জড়াইয়া প্রাচীন ধর্ম্ম (যাহা সৃষ্টির আরম্ভে সূর্য্যকে বলা হইয়াছিল) হইতে সরিয়া গিয়াছ, তাহারাও এই শক্তিবাদ মূলক ধর্ম্ম অনুসরণ কর। অসুরকর্ম্ম ও দুর্ব্বলকর্ম্ম কখনও একভাবে করা চলে না। তুমি কত মিথ্যা প্রচার করিবে, তুমি বিশ্বকে কত ধাপ্পা দিবে? তুমি কত বর্ব্বরতা ও গুণ্ডামী করিবে; বল? আমরা বলিয়া রাখি—ঐ সব যবনবাদীয় কর্ম্মনীতির ধাপ্পাবাজী ও গুণ্ডামী এই বিশ্বে শক্তি-বাদের প্রচার হইলে আর চলিবে না।

১৬। কর্ম্ম কি? এবং অকর্ম্ম কি? ইহা বুঝিতে জ্ঞানীদের ও সংশয় জন্মিয়াছে। অতএব তোমাকে সেই তত্ত্ব বলিতেছি, যাহার ফলে তুমি অশুভ হইতে মুক্ত হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইহার পরই কর্ম্মতত্ত্বের গভীর বিজ্ঞান এবং দার্শনিকতার আলোচনা করা হইতেছে।

১৭। কর্ম্মের গতি আছে। (কাজেই) কর্ম্ম কি, ইহা জান। বিকর্ম্ম কি, উহা জান এবং অকর্ম্ম কি ইহাও জান। কর্ম্মের গতি গহন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তিবাদীয় কর্ম্ম, অসুরবাদীয় কর্ম্ম ও দুর্ব্বলকর্ম্ম, এই তিন প্রকার কর্ম্মের ফল এক নহে। তুমি বড় বড় ঢাক পিটাইয়া মিথ্যা কথাকে সত্য বলিয়া চালাইয়া দুর্ব্বল কর্ম্মকে শক্তিবাদ বলিয়া

চালাইতে পার। কিন্তু দুর্ব্বল কর্ম্মের (বিকর্ম্মের) ফলে সমাজের যে সর্ব্বনাশ হইবে, উহা তুমি রুদ্ধ করিতে পারিবে না। তুমি যদি মনে কর, দুর্ব্বল বা অসুরকর্ম্মের প্রভাবে সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের পর কালে আরামে থাকিবে সেটাও হইবে না। যদি তুমি চালাকী বা চালবাজী শিক্ষা দিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ কর, সেটা তোমার ও সমাজ উভয়ের অন্তই সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। তুমি এখানে বসিয়া সাধের বেহস্তের লোভ দেখাইয়া দুষ্কৃতি করিলে এবং করাইলে, উহার ফলে তোমার বা তোমার অনুগামীদের স্বর্গ লাভ হইবে না। "সমাজের গতিচক্রে তোমার দেশটী এবং বিশ্বটী ধনসাম্যে পরিণত হইয়া শেষ কালে ষ্টেটহীন (শাসন হীন) রাজ্যে পরিণত হইবে" প্রচার করিলে বা মূর্খগণকে এই সব মিথ্যা কথায় খেপাইলেই ধনসাম্য ও ষ্টেটহীন রাষ্ট্র হইবে না। ঐরূপ অসুরকর্ম্মের যাহা পরিণতি (দুঃখ ও অশান্তি) তাহাই হইবে। অর্থাৎ কর্ম্মের যা গতি তাহাই হইবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শক্তিবাদমূলক ধর্ম্মকে সমর্থন করিতেছেন; দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদমূলক ধর্ম্মকে নহে। অর্জ্জুন ভীক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা চাহিয়াছিলেন; সেটা কি কর্ম্ম নহে? সেটা কি তিনি আত্মজ্ঞ পুরুষের মত ভান করিয়া করিতে পারিতেন না? আমাদের তো মনে হয়, অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলে বেশ ভাল ভাবেই ভান করিতে পারিতেন। তিনি বিরাট রাজার বাড়ীতে কত সব নৃত্য গীত করিয়াছিলেন। সেই সব করিলে তো কত শিষ্য, কত মঠ, কত দোকানদারীর দল জুটিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনার গুরুই তিনি হইতে পারিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই সব কথার একটু উস্কানী দিলেই তো পারিতেন। অর্জ্জুন সে সব সং দেখাইয়া নবীন ধর্ম্ম স্থাপন করিলে, স্বর্গে তিনি যাইতেন কি না সেটা এ জগতের কে জানিত? কিন্তু ফুল, বাতাসা, জল, ভোগ ও নৈবেদ্যযোগ তাঁহার নামে মঠে মঠেই জুটিত। আমরা জল, ফুল ও

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

নৈবণ্যের বিরুদ্ধে নহি ; কিন্তু জানিয়া রাখিও, শক্তিবাদীয় ধর্ম্মই জীবনকে ও সমাজকে বিকশিত করিতে ও শান্তি দিতে সক্ষম, অসুরবাদ ও দুর্ব্বল ধর্ম্মের গতি ইহার বিপরীত। এই শ্লোকে কর্ম্মের গতিবাদ সম্বন্ধে বলিলেন। কর্ম্মের গতি উপেক্ষা করিয়া দুর্ব্বল ও অসুরবাদে মত্ত হইলে লাভ নাই।

কর্ম্ম = শক্তিবাদীয় কর্ম্ম।
বিকর্ম্ম = দুর্ব্বলবাদীয় কর্ম্ম।
অকর্ম্ম = অসুরবাদীয় কর্ম্ম।

১৮। যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন তিনি মানবগণের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং তিনিই আত্মজ্ঞ ; যদিও তিনি সদা কর্ম্ম করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তিন প্রকারের কর্ম্মের মধ্যে তুমি শক্তিবাদীয় কর্ম্মটী বাছিয়া লইবে। দুর্ব্বল ও অসুরবাদীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। এই ভাবে কর্ম্ম বাছিয়া লইয়া তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা কায়কর্ম্ম করিবে এবং সন্ধ্যাপূজা, উপাসনা ও যোগ ও জ্ঞানের অনুশীলন করিবে। যে দিন আত্মজ্ঞান হইবে সেইদিন জানিতেই পারিবে, "আত্মার কোনই কর্ম্ম নাই"। তুমি কর্ম্ম করিলেও আত্মায় কর্ম্ম থাকে না আবার তুমি কর্ম্ম না করিলেও আত্মায় কর্ম্ম থাকে না। "ইহারই নাম কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা" ইহাই কর্ম্মবাদী আত্মজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ এবং ইহাই কর্ম্মে অকর্ম্মের দার্শনিকতা। তুমি কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীর যাত্রা চলে না, তোমার যোগ ধ্যান বা ভীক্ষা-বৃত্তিও চলে না। তুমি কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরে ও মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হইবে। তুমি সেই প্রতিক্রিয়াগুলিকে উপেক্ষা করিয়া চুপ

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

করিয়া বসিয়া থাকিলে, উহাও তোমার এক প্রকারের কর্ম্মই হইবে। তুমি জানিয়া রাখ, কর্ম্মের বাইরে তুমি দাঁড়াইবার শক্তিই রাখ না। যদি তোমার সাময়িক যোগ ধ্যানের প্রবাহ আসিয়া যায় এবং উহার প্রভাবে মজিয়া থাক; সেটাকেও তুমি কর্ম্মই জানিবে। উহাকে যদি বাহ্য কর্ম্ম নাই মানো, উহাকে আন্তর কর্ম্ম মানিতেই হইবে। সর্ব্বদা তুমি বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদীয় কর্ম্ম করিবে। জ্ঞান হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি যুগ যুগান্তর অকর্ম্মীই আছ। দুর্ব্বল ও অসুর কর্ম্ম অহংমূলক; আত্মার উহা বন্ধন বিশেষ। এজন্যই উহাদের নাম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম।

১৯। যাঁহার কর্ম্ম কোনও প্রকার কামনা ও সংকল্পহীন, যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানঅগ্নিতে দগ্ধিভূত, তাঁহাকেই জ্ঞানীগণ পণ্ডিত বলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইহা আত্মজ্ঞ পুরুষের কর্ম্মলক্ষণ। কর্ম্মের দার্শনিকতায় বেশী মাথা না খাটাইয়া প্রচুর সাধনা, তপস্যা ও ত্যাগ অবলম্বন করিয়া শক্তিবাদীগণ বিকাশের দিকে জোড় দিবেন। আত্মজ্ঞতা লাভ হইলে, কর্ম্মে অকর্ম্মজ্ঞান আপনিই আসিবে। যতদিন আত্মজ্ঞান নাই, ততদিন শক্তিবাদীয় নীতিতে কর্ম্ম করিবে, আত্মজ্ঞান হইলেও শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিবাদীয় কর্ম্ম করিবে।

২০। যিনি সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি নিত্যতৃপ্ত, যিনি নিরাশ্রয়, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও তিনি (সদাই) অকর্ত্তা।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মস্থ কর্ম্মীর কর্ম্মলক্ষণ এখানে বলা হইয়াছে। শক্তিবাদের অনুকূলে মন ও চরিত্র গঠন কর, ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান কর এবং শক্তিবাদীয় কর্ম্মে একনিষ্ঠ হও। দেখিবে, কিছুদিনের মধ্যেই এইরূপ কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে।

২১। যিনি আকাঙ্ক্ষাহীন, যিনি নিজে সংযত, যাঁহার চিত্ত সংযত, যিনি সমস্ত ভোগ্য উপকরণ হইতে বিরহিত, যিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তিনি কলুষ প্রাপ্ত হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মজ্ঞানে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কাহারও স্বভাবের এইরূপ লক্ষণ হয় না। শক্তিশালী বীজ মন্ত্রের প্রচুর জপ কর। ইহার ফলে এই অবস্থা আসিতে পারে।

২২। যিনি আপনি আপনি যাহা লাভ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট। যিনি দ্বন্দ্বাতীত, যিনি ঈর্ষাহীন, যিনি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে বদ্ধ হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তিবাদ বুঝ, কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ কর। বিচারকে তীব্র ও চরম যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর। এই ভাবে বহু বৎসর অতিক্রম কর। দেখিবে, এই অবস্থা আসিয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিচারে মধ্যপন্থা গ্রহণ করেন, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত দুর্ব্বলবাদে জড়াইয়া যান। ইহাদিগকে তুমি অসুরের দাস জানিবে। বৌদ্ধযুগের পর ভারতে মধ্য-পন্থী কর্ম্মনীতির অত্যন্ত প্রচার হইয়াছে। ফলতঃ ভারত ভাগের ইহাই মূল কারণ।

গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা ॥ ২৪

২৩। যাঁহার ভোগের আকর্ষণ শেষ হইয়াছে, যিনি মুক্ত, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, শুধু যজ্ঞের জন্য যিনি কর্ম্ম করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম প্রবিলীন হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শিবস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কোন সাধকেরই এইরূপ অবস্থা আসে না। কর্ম্ম করিবার আরম্ভেই কর্ম্মফল বিলীন হওয়ার নাম প্রবিলীন। ইহা অত্যন্ত সুখময় অবস্থা। এখানেও যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। যজ্ঞ মানে দৈব তৃপ্তি এবং অসুর-দলনের নীতি।

২৪। "অর্পণ (দান) রূপ ক্রিয়া ব্রহ্মস্বরূপ, হবি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, আহুতি দাতা ব্রহ্ম," তিনিই ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন যাঁহার, কর্ম্ম এইরূপ সমাধিতে (জ্ঞানে) সম্পন্ন হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু বা শিব ইহাদের যে কোন স্তরের অনুভূতি আসিলে এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝা যায়। গণেশ স্তরের অনুভূতিতে মনের কতকটা ক্রিয়া স্তব্ধ হয়। সূর্য্যস্তরে আরও কিছুটা ক্রিয়া স্তব্ধ হয়। বিষ্ণুস্তরে মনের অনেকটা ক্রিয়া স্তব্ধ হয়। শিবস্তরের অনুভূতিতে মনের ক্রিয়াই থাকে না, তখন তান্ত্রিক ক্রিয়া থাকে। মনের ক্রিয়া যত কমিতে থাকে ততই সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব বস্তুতে, সর্ব্ব দেবতায় এবং নিজেতে তত গভীর ভাবে আত্মবোধ (ব্রহ্মবোধ) বিকশিত হয়। শিব স্তরে গেলে এই সব বোধের স্তরও শেষ হয়। সেই স্তরে শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার পরিণতিতে অর্পণ, হবি, অগ্নি ও হোতা অবস্থিত। ভারতীয়

দৈব মেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

কর্ম্মবিজ্ঞানের ইহাই সর্ব্বোচ্চ দার্শনিকতা। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব স্তরের দার্শনিকতায়ও এই শ্লোকের মর্ম্মানুযায়ী অনুভূতিটী বুঝা যায়। এই শ্লোকে ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ এবং যজ্ঞ মানে দৈবতৃপ্তি ও অসুরদলনের নীতি অনুসরণ করা।

২৫। কোন কোন যোগী দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আবার কোন কোন যোগী ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দান করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে দৈবযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞের কথা বলিলেন; অগ্নিকে কোন বিশেষ দেবতাস্বরূপ মনে করিয়া আহুতি দেওয়ার নাম দৈবযজ্ঞ এবং অগ্নিকে আত্মস্বরূপ জানিয়া আহুতি দেওয়ার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। শক্তিবাদীতা না থাকিলে ইন্দ্রাদি দেবচরিত্র সাধকে প্রতিভাত হয় না। কাজেই, দৈব যজ্ঞের সঙ্গে দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। আবার তত্ত্ববিচারে দেখা যায়, অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদের আশ্রয় হইতেছে 'অহং'। শক্তিবাদের কেন্দ্র হইতেছেন আত্মা। অহং কৈন্দ্রিক কর্ম্ম সব সময়ই অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদের আশ্রয়। এইরূপ অসুর বা দুর্ব্বলবাদী কর্ম্মকে যজ্ঞই বলা যায় না। 'অহং' কেন্দ্র ভেদ হইলে যজ্ঞ বা কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম বা ব্রহ্মযজ্ঞরূপে পরিণত হয়।

শক্তিবাদীদের পক্ষে যজ্ঞ করা উপাসনা ও জ্ঞানানুশীলনের অঙ্গ স্বরূপ। যতক্ষণ অগ্নির সঙ্গে সাধকের দ্বৈতভাব থাকে, ততক্ষণ অগ্নি দেবতারই স্বরূপ থাকেন, এবং ঐ যজ্ঞ দৈবযজ্ঞ হয়। অর্থাৎ শক্তিবাদীয় সাধকগণ দৈব যাজ্ঞিক। অগ্নির সঙ্গে আত্মার অভেদ জ্ঞানই ব্রহ্মযজ্ঞ নামে খ্যাত। অর্থাৎ সিদ্ধ শক্তিবাদীরা ব্রহ্মযাজ্ঞিক। অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদীয় কর্ম্মকে দৈব যজ্ঞ বা ব্রহ্ম যজ্ঞের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না।

শক্তিবাদীরা যজ্ঞ বিধিতে ভাল ভাবেই অভিজ্ঞ। অগ্নির প্রজ্জ্বালনই মূলাধারে মহাশক্তি কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধগতি। সগুণ ব্রহ্মনাড়ীই অগ্নিস্বরূপ। ব্যাহৃতি ও মহাব্যাহৃতি হোমে মূলাধারাদি কেন্দ্রগুলির কার্য্যধারাকে ব্রহ্মনাড়ীর (আত্মার) অধীন করা, বুঝিতে হইবে। তত্ত্ব হোমে ২৫ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মনাড়ীর অন্তর্গত মানিবার অনুষ্ঠান, বুঝিতে হইবে। এই সব হোম-কালে যতক্ষণ আত্মার সঙ্গে সাধকের দ্বৈত-বোধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা দৈব যজ্ঞের অন্তর্গত। আত্মা ও অগ্নির একত্ব ধ্যান সহ ১১ আহুতি দিবার বিধান আছে। এই ভাবেই অগ্নিকে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা দিবার অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে যাহাই থাকুক, সিদ্ধদশায়, সকল শক্তিবাদীরাই ব্রহ্মযাজ্ঞিক এবং সাধক শক্তিবাদীরা দৈবযাজ্ঞিক। যজ্ঞানুষ্ঠানে অন্তর হোম, বিরজা হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠানও আছে। অনেকে অন্তর হোমকে বাহ্য হোমের অন্তর্গত বলিতে চান না। আমরা অন্তরহোম ও বাহ্যহোমে ভেদ করিয়া দেখিতে চাই না। যজ্ঞ সম্বন্ধে শক্তিবাদীয় তত্ত্বের সব কথাই সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইল। বাহ্য বা আন্তর এবং উভয় ভাবে অনুষ্ঠানিক না হইলে কোন তত্ত্বই স্পষ্ট হইবে না। দুই প্রকারের অনুষ্ঠান এবং চিন্তাশীলতা দ্বারা যজ্ঞতত্ত্ব বুঝিতে প্রত্যেক শক্তিবাদীরা চেষ্টা করিবেন।

আজ কাল নামযজ্ঞ, ভূদান যজ্ঞ, অন্নদানযজ্ঞ ইত্যাদি নামের বাহার শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা বলি, শক্তিবাদের ভিত্তিতে যাহাই করিবে উহাই যজ্ঞ নামে খ্যাত। অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদকে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য যাহাই করিবে, উহাকে যজ্ঞ নাম দেওয়া যাইবে না। অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদকে প্রশ্রয় দিবার জন্য তুমি যাহাই করিবে উহার ফলে বিশ্বের অশেষ দুর্গতি বৃদ্ধি হইবে। যজ্ঞের ফল সুখ, দৈব-তৃপ্তির জন্য যে কোন অনুষ্ঠানের নাম যজ্ঞ। অসুর ও দুর্ব্বলবাদের প্রসারের নাম যজ্ঞ নহে, উহার নাম বিশ্বের ও জীবের সুখে ও শান্তিতে আগুন জ্বালাইয়া

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

দেওয়া। তুমি যদি দুর্ব্বলবাদী ও অসুরবাদী পুরুষগণকে প্রতিষ্ঠা দিবার চেষ্টা কর, তুমি জানিয়া রাখিবে, একদিন ঐ দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদ ভয়ঙ্কর বিষবৃক্ষরূপে সমাজে দেখা দিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিবেই।

২৬। কোন কোন যোগী সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দান করেন। কোন কোন যোগী শব্দাদি বিষয় সমূহকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দান করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে আরও বহুপ্রকার যজ্ঞের কথা বলিতেছেন। শ্রোত্র, স্পর্শ, চক্ষু, রসনা, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিক নিয়মে বিষয় গ্রহণের জন্য বহির্মুখী হয়। সঙ্গে সঙ্গে যোগীরা ইহাদিগকে সংযম করিয়া লয়েন। ইহাই সংযমাহুতি।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক বিষয়গণকে ইন্দ্রিয়গণে আহুতি দেওয়ার অর্থ এ সব ভোগ্য বস্তুগুলিকে বিশেষ কোন সংযমীয় বিজ্ঞানে ভোগ করা। বীরাচারী তান্ত্রিক যোগীদের মধ্যে এইরূপ বিধান প্রচলিত আছে। ইহাতে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখিতে হয়। কিছুদিনের মধ্যেই সংযম সিদ্ধি আসিয়া যায়। সংযমসিদ্ধি আসিবার পরই যোগীরা এ পথ ছাড়িয়া দেন। আজকাল জন্ম নিরোধের আন্দোলন চলিয়াছে। জন্ম নিরোধের পথে এই যজ্ঞ ভাল উপায়। জ্ঞানের অভাব থাকিলে অনেক মনস্তাত্ত্বিক বিকার মেয়েগণে আসিতে পারে। এই জন্য জ্ঞানের পথে লক্ষ্যহীন কোন নর বা নারীকেই এই পথ লওয়া ঠিক হইবে না। মনে রাখিবেন, এসব যজ্ঞের অনুষ্ঠান দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদের ভিত্তিতে কুফল আনিয়া দিবে। উহার ভিত্তিতে যদি তোমরা এই বিধান প্রয়োগে জন্মনিরোধ করিতে চাও, তবে সমাজজীবন তীক্ত বিরক্ত হইয়া বিষাক্ত হইবে। রীতিমত

সর্ব্বাণী ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণী প্রাণ কর্ম্মাণি চাপরে।

আত্মসংযম যোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

অধ্যাত্মবাদ ও ব্রহ্মনাড়ীর অনুশীলন হওয়া চাই। ভোগ ও মোহের চক্করের বাহিরে আসিবার জন্য এসব অনুষ্ঠান, কিন্তু ভোগ ও মোহ চক্কর খাটাইবার জন্য হইলে এসব ভয়ঙ্কর অশান্তি দিবে। ঈর্ষা, দ্বেষ, সন্দেহ আদি হীন মনোবৃত্তি যাহাদের মনে উদয় হয়, সে সব অজ্ঞানাবদ্ধ নারী যেন এ পথে আসিবেন না।

২৭। জ্ঞানের দীপ্তিতে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে অনেকে-আহুতি দান করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া কিরূপ ইহা কিছুদিন ধরিয়া বুঝিতে হয়। যাহারা সাংখ্যের ২৪ তত্ত্বের সাধনা করেন নাই, তাহারা ঠিক ঠিক বুঝিবেন না। কোন একটী তত্ত্বকে ধরিতে হয় এবং উহার ক্রিয়া শরীরে মনে ও বাহ্য জগতের কোথায় কিভাবে হয় উহা বুঝিতে হয়। শেষকালে বুঝা যায় কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই সীমাবদ্ধ নহে। ইহা বেশ ব্যাপকভাবে কার্য্য করে। ঐ সব কার্য্য ধারার উদয় ও অস্ত আছে। উৎপত্তি, বাল্য যৌবন, বার্দ্ধক্য ও লয় অবস্থা আছে। লয়কালে দেখা যাইবে, সবই আত্মারই ক্রিয়া বিশেষ। ক্রিয়াটীর যৌবন অবস্থাতেই সে বেশী বহির্ম্মুখী হয়। আত্মজ্ঞান থাকিলে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে সে আত্মাতে বিলীন হইবেই। কাজেই ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। ইহাই আত্মসংযমে যোগাগ্নির আহুতি।

প্রাণকর্ম্মের গতি বুঝা আরও কঠিন। প্রাণ, আপন, ব্যান, উদান ও সমান ইহারা পঞ্চপ্রাণ। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় ইহারা পঞ্চ বায়ু। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় কর্ম্মে, প্রত্যেক চিন্তায়, শরীরের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম ক্রিয়ার সঙ্গে পঞ্চপ্রাণ জড়িত। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে প্রাণকর্ম্মেরই বিভিন্ন প্রকার

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

ক্রিয়ার কার্য্যস্থল। প্রাণ বহির্ম্মুখীও হয়, অন্তর মুখীও হয়। মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া প্রাণই বিষয়কে ভোগ করিতে যায়। আবার প্রাণই আত্মসুখের স্নিগ্ধ ধারা আনিয়া মনোময় কোষকে স্নিগ্ধ করে ও শরীরকে পুষ্ট করে। প্রাণক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বুঝিলে জ্ঞানের কি বাকী থাকে? ক্রিয়া উঠে প্রাকৃতিক নিয়মে, সাম্যও হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। যাঁহারা 'আত্মসংযম যোগ' বুঝেন, তাঁহাদের এই সব ইন্দ্রিয় ও প্রাণক্রিয়া আপনিই সাম্য হয়। যোগদর্শনে "সংযম" প্রয়োগের কথা আছে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যখন কোন একটা তত্ত্ব বা বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া হয়, উহার নাম "সংযম"। আত্মাতে (ব্রহ্মনাড়ীতে) সংযম প্রয়োগ করিলে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ও প্রাণক্রিয়া আপনি বিলীন হয়। শরীরের মধ্যস্থিত প্রাকৃতিক ক্রিয়া না বুঝিয়া কতগুলি বাহ্য আদর্শ বা মিথ্যাচার লইয়া জীবন কাটাইলে নিরোধ, শান্তি বা তৃপ্তি হয় না। সব সাধনার মূলে রহিয়াছে নিশ্চিন্ততা ও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান। ২৬ শ্লোক নির্দিষ্ট বৈধ ভোগের মধ্য দিয়া যাঁহারা সংযম অভ্যাস করিবেন তাঁহাদেরও এই শ্লোক নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ও প্রাণক্রিয়া বুঝিবার শক্তি থাকা প্রয়োজন। এই সব অভ্যাসকে আরও অনেক উপায়ে অনুশীলন করা যায়। সে সম্বন্ধে পরবর্ত্তী শ্লোক গুলিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সব বলিতেছেন।

২৮। কেহ দ্রব্যযজ্ঞ করেন, কেহ তপঃযজ্ঞ করেন, কেহ যোগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, কোন কোন তীব্র ব্রহ্মচর্য্যধারী যতি বেদ পাঠে জ্ঞানের অনুশীলন রূপ স্বাধ্যায় যজ্ঞ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে কর্ম্মহীন কেহই নহেন। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু অনুষ্ঠান করিয়াই চলিয়াছেন। অনেকের ধারণা,

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

সাধুরা বসিয়া থান ও কোনই কর্ম্ম করেন না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা উহা নহে; সকলেই কর্ম্ম করেন এবং উহার ফল জগৎকে কোন না কোন ভাবে দিয়াই যান। উন্নতস্তরের মহাত্মাগন সেবক ও ভক্তগণের প্রভূত মঙ্গল করিয়া থাকেন। জ্ঞানানুশীলনের পথে এইরূপ বহু ধারাকে যাঁহারা জীবিত রাখিয়া, মানুষকে কেবল ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্ব পশু ও বর্ব্বর হইতে বাধা দিতেছেন তাঁহারা কিছুই করেন না এইরূপ ধারণা অত্যন্ত মুর্খতা পূর্ণ। যে কোন কর্ম্মই কর, দৈবতৃপ্তি যদি লক্ষ্য থাকে তবে উহার নাম হইবে যজ্ঞ। অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদ যদি লক্ষ্য হয় তবে উহার নাম হইবে ভণ্ডামী ও গুণ্ডামী। দানই দ্রব্যযজ্ঞ। ব্রহ্মচর্য্যসহ তপস্যাই তপঃযজ্ঞ। চিত্তনিরোধের অভ্যাসই যোগযজ্ঞ। বেদ ও শাস্ত্রপাঠ করিয়া জ্ঞানানুশীলনই স্বাধ্যায় যজ্ঞ।

২৯। কেহ প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে আহুতি দেন। কেহ আপন বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে আহুতি করেন। কেহ প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এইরূপ প্রাণায়াম ক্রিয়ার সঙ্গে শক্তিবাদীরা ভাল ভাবেই পরিচিত। অভিজ্ঞলোকের নিকট ইহা শিক্ষা করিয়া অত্যন্ত কম সংখ্যায় সামান্য অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এখানে তিন প্রকার ক্রিয়াযোগ বলা হইয়াছে। ইহার তিনটি ক্রিয়াই গভীর সাধনার সঙ্গে সংযোগ রাখে; (১) অপানে প্রাণের আহুতি, (২) প্রাণে অপানের আহুতি এবং (৩) প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া প্রাণায়াম।

সিদ্ধাসনে উপবেশন করিবে (মেরুদণ্ড সোজা থাকিবে, বাম পায়ের গোড়ালী গুহ্যদ্বারে রাখিয়া উহার উপর বসিবে এবং দক্ষিণ পায়ের

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ ॥ ৩০

গোড়ালী লিঙ্গমূলে স্থাপনা করিবে, ইহাই সিদ্ধাসন)। কাক চঞ্চুদ্বারা চার মাত্রায় বায়ুগ্রহণ করিবে (ঠোঁট দুইটী কাকের ঠোঁটের মত করিয়া শীতল বায়ু টানিয়া লওয়া ও গলায় লাগাইয়া বায়ুত্যাগকে কাকচঞ্চু মুদ্রা বলে)। এবং সেই বায়ু গিলিয়া ভাবিবে যে বায়ু নাভিস্থানে গিয়াছে এবং জালান্ধর বন্ধ করিবে (চিবুক অর্থাৎ বুকে সংলগ্ন করার নাম জালান্ধর বন্ধ)। এবার মূলবন্ধ করিবে অর্থাৎ গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার সংকোচ করিবে। ফলে অপান বায়ু নাভি আঁৎ মারিয়া পেছন দিকে টানিয়া লওয়ার নাম উড্ডীয়ান বন্ধ)। উড্ডীয়ান বন্ধ করিবার পর দুই হাতের কনুই দ্বারা পেটের দুই দিকে চাপ দিবে। ফলে বায়ু মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীকে কম্পিত করিতে সাহায্য করিবে। এইভাবে বন্ধনত্রয় সহযোগে অবস্থিত থাকিয়া শ্বাসকে ১৬ মাত্রায় কুম্ভক করিবে। কুম্ভকের পর মূল, উড্ডীয়ান ও জালান্ধর বন্ধন শিথিল করিবে, পেটের উপর দিকে কনুইর চাপও শিথিল করিবে। পরে গলায় লাগাইয়া নাসিকার পথে ধীরে ধীরে ৮ মাত্রায় নাসাভ্যন্তরে বায়ু ত্যাগ করিবে। এইভাবে ৩টী প্রাণায়াম করিবে। ইহারই ইঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে দান করিয়াছেন। অভিজ্ঞ গুরুর নির্দ্দেশ ভিন্ন ইহার অভ্যাস করিবে না। এই প্রাণায়াম ৪ মাত্রায় আরম্ভ কবিবে এবং প্রতিবৎসর ১ মাত্রা করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ১৬ মাত্রা পর্য্যন্ত করিবে। ইহার বেশী মাত্রায় এই প্রাণায়াম করিবে না।

৩০] অন্যান্যগণ সংযত আহারে থাকিয়া প্রাণগুলিকে মহাপ্রাণে আহুতি দান করেন। ইঁহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্ এবং (এইরূপ) যে কোন যজ্ঞ দ্বারা ইঁহারা কল্মষ নাশ করিয়াছেন।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩১

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩২

শক্তিবাদ ভাষ্য। একই আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া বহু প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান ভারতের নানা প্রকার যোগী সম্প্রদায়ে আজও ছড়াইয়া আছে। জানিয়া রাখিও, ইহারা সকলেই নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানী। আমরা সমস্ত প্রকার যজ্ঞবিদ্‌গণকে শ্রদ্ধা করি এবং শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ বুঝিতে অনুরোধ করি। এখানে প্রাণকে মহাপ্রাণে আহুতি দিবার কথা বলিতেছেন। উহা কি? যে কোন একটী তত্ত্বকে গ্রহণ কর, এবং উহার ক্রিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। দেখা যাইবে, সবগুলি তত্ত্বই (ইন্দ্রিয় ক্রিয়া এবং প্রাণেরক্রিয়াও তত্ত্ব নামে খ্যাত) ব্যপক ও মূল আত্মতত্ত্বের সঙ্গে সংবিষ্ট। এইরূপ অনুভব করার নামই মহাপ্রাণে আহুতি।

৩১-৩২। এই সকল যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃত ভোজীগণ সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। হে কুরুসত্তম! যাহারা যজ্ঞ করে নাই, তাহাদের ইহলোকেই সুখ নাই, পরলোকের কা কথা!

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যজ্ঞের ফল, দানের ফল ও তপস্যার ফল কি ভাবে ফলোন্মুখ হইয়া মানুষকে সুখী, ধনী ও শক্তিশালী করে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশ ও ধর্ম্মশিক্ষা গ্রন্থে দ্রঃ। এখানে যজ্ঞের প্রসাদ ভক্ষণের কথা বলিতেছেন। যদি এসব যজ্ঞের মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারেন তবে প্রসাদের মর্ম্মও বুঝিতে পারিবেন। এসব মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম আলোচনা, ইহারা কি ভাবে জাগে এবং কি ভাবে সাম্য হয়, তাহা বুঝিবার মধ্যে রস আছে, আনন্দ আছে। ২৫টি তত্ত্বের সবগুলিই নিত্য। ইহাদের অনুভব কর বা না কর, ইঁহারা যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। তুমি অনুভব করিবার পূর্ব্বে ইঁহার

যাহা ছিলেন, পরেও ইঁহারা উহাই থাকিবেন। কিন্তু এই সব অনুশীলন ও অনুভবের মধ্যে প্রচুর রস ও আনন্দ তুমি ভোগ করিবে। তোমার চক্ষে, মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে সেই রসধারা প্লাবিত হইবে। যে কোন মানুষ তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। তুমি ইচ্ছা করিলে বহু নরনারীকে ঐ রসের আনন্দে আকর্ষণও করিতে পারিবে। তুমি অন্তরেই রস ভোগ করিবে না বাহ্য ভাবেও সেই রসের মধ্য দিয়া যদি তুমি চাও অনেক অনেক সুখ, সেবা ও তৃপ্তি ভোগ করিতে পারিবে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা- ত্বক (পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয়); বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ, গুদা (পঞ্চ কর্ম্ম ইন্দ্রিয়); গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ (পঞ্চ তন্মাত্রা); প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান (পঞ্চ প্রাণ); মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহং ইহারা ২৪টী তত্ত্ব। ইহারা ভিন্ন মহৎ, অব্যক্ত পরমা প্রকৃতি (৮টী), সক্রিয় পুরুষোত্তম এবং বিশুদ্ধ পুরুষোত্তম। এই ভাবে ২৯টী তত্ত্ব শক্তিবাদে গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ১০টী তত্ত্বের তত্ত্বানুসন্ধান বেশ সহজেই আরম্ভ করা যায়। পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ প্রাণের ক্রিয়াবলী বুঝা প্রাথমিক সাধকদের পক্ষে সহজ হইবে না। অন্যান্য তত্ত্বগুলি আরও কঠিন। শাক্ত, পূর্ণ, সাম্রাজ্য ও মহাসাম্রাজ্য দীক্ষার অনুষ্ঠান শেষ করিয়া যোগদীক্ষা আরম্ভ হয়। যোগদীক্ষা কালে বা যোগদীক্ষার অনুষ্ঠান শেষ করিয়া তত্ত্বানুশীলের আলোচনা করা চলে। মন খুব শান্ত, স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম না হইলে তত্ত্বানুশীলন সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই ২৯টী তত্ত্বের মধ্যে সবচেয়ে স্থূল তত্ত্ব হইতেছে 'গুদা' তত্ত্ব।

যে ক্রিয়াশক্তি মল ত্যাগ করে, উহার নাম গুদাতত্ত্ব। আমরা মল ত্যাগ করি, প্রয়োজন হইলে ভেদক ঔষধও গ্রহণ করি। ইহা মল ত্যাগের অত্যন্ত স্থূল অনুষ্ঠান। নখ, কেশ, ঘাম এরা সবই শরীরের মল। চক্ষের পিচুটী, কানের খৈল, নাসিকার মামড়ী ইত্যাদিরাও মল।

শরীর স্থিত রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রাদি সমস্ত ধাতুরও মল আছে। শরীর স্থিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মল আছে। শরীরের মধ্য স্থিত সমস্ত যন্ত্রগুলির মল আছে। সব মল নিঃস্বরণের পথও আছে। ইহা ভিন্ন মনের মল, চিত্তের মল, বুদ্ধির মল, অহংকারের মলও মল নামে খ্যাত। একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলি মন বা অহংকারের মল মাত্র। শরীরের রোগ গু'লিও শরীর যন্ত্রের মল। জীবের জন্মকে মাতার মল ত্যাগ বলা যায়। শরীর ত্যাগকে আত্মার মলত্যাগ বলা যায়। এ তো শরীরযন্ত্র ও মন বুদ্ধি আদির মলের সাধারণ কথা। ক্ষিতির মল, জলের, তেজের মল, বায়ুর মল, আকাশের মল এবং সেই সব পরিষ্কারেরও ব্যবস্থা আছে। শরীরে, মনে ও বাহ্য প্রকৃতিতে গুদা শক্তি যে ভাবে মলকে পরিষ্কার করে, ইহা মোটামুটী বুঝাইতে হইলে এখনও ৫০ পৃষ্ঠা লিখিতে হইবে। এই ভাবে ২৯ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমদের আরও এক খানা গীতা ভাষ্য লিখিতে হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে গুদাতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে বলিলাম। একটি তত্ত্ব বুঝিলে অন্যান্য তত্ত্বও বুঝা সহজ হইবে। সবগুলি তত্ত্বই শেষকালে পরমপুরুষ, পরমাত্মা, বা সক্রিয় পুরুষের সঙ্গে জড়িত, বুঝা যাইবে। যদি সুযোগ হয় তবে উপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্যে আমরা তত্ত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা করিব।

গীতার এই জ্ঞানযোগ অধ্যায়টি তত্ত্ব সাধনার অনেক ক্রিয়ার দ্বারা পরিপূর্ণ। সব ক্রিয়াই শক্তিবাদকে কেন্দ্র করিয়া অনুশীলন করিতে হয়। তবেই উহার তত্ত্ব ঠিক ভাবে প্রকাশিত হইবে। দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদকে কেন্দ্র করিয়া তত্ত্বানুশীলন করিলে, তত্ত্বগুলি অহং সীমা অতিক্রম করিবে না। প্রত্যেকটি তত্ত্ব আত্মারই এক একপ্রকার ক্রিয়াময় রূপ। এবং যে কোন একটি তত্ত্বানুশীলনের শেষ অবস্থায় আত্মদর্শনে যাইয়া পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৪
তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৫

৩৩। এইরূপ অনেক প্রকারের যজ্ঞবিধি ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকাশ হইয়াছে। তুমি সেইসব কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত যজ্ঞবিষয়ে জানিবে এবং উহা জানিয়া মোক্ষ লাভ করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অসুরবাদের বিরুদ্ধে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে সেই কর্ম্মই যজ্ঞ নামে খ্যাত হয়। এসব কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

৩৪। হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব প্রকার বৃহৎকর্ম্মই জ্ঞানে যাইয়া পরিসমাপ্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জ্ঞানই জীবনের লক্ষ্য, কর্ম্মগুলি জ্ঞান লাভেরই অনুষ্ঠান। জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, কর্ম্মের বাহ্য তৎপরতা ততই কমিয়া যায়। পূর্ব্ব শ্লোকের যজ্ঞের প্রসাদ যে জ্ঞানভোগ, এ শ্লোকে উহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন।

৩৫। (সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় এবার বলিতেছেন)—তাহা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা জানিবে। তত্ত্বদর্শীগণ তোমাকে জ্ঞানের দীক্ষা দিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্বে যে সব অনুষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে সেইগুলি সবই জ্ঞান প্রাপ্তিরই অনুষ্ঠান। সেই সবের ক্রিয়া এবং উহাদের রহস্য তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট জানিতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞান সব সময়ই গুরুগম্য।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৬
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৭
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৮

৩৬। যখন তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হবে তখন তোমার আর এইরূপ মোহ হইবেনা। হে পাণ্ডব! জ্ঞানের প্রভাবে তুমি নিঃশেষে সমস্ত ভূতকে (জীবকে) আত্মার মধ্যে দেখিতে পাইবে এবং আমাতেও দেখিতে পাইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে আত্মাতে দেখা ও গুরুতে দেখার কথা বলিলেন। আসল কথা জ্ঞান হইলে গুরুতে ও আত্মাতে ভেদ থাকে না। যাঁহাদের গুরু দুর্ব্বলস্তরের মহাত্মা, তাঁহাদের জ্ঞান ও কর্ম্ম সাধারণতঃ দুর্ব্বল স্তর অতিক্রম করেনা।

৩৭। যদি তুমি সমস্ত পাপী অপেক্ষাও পাপকারী হও, তাহা হইলেও তুমি সমস্ত পাপের সমুদ্র জ্ঞানরূপ নৌকায় সন্তরণ করিতে পারিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পাপ পূণ্য সবই বিষ্ণুস্তরে থাকে। শিবস্তরে জ্ঞানের ঠিক ঠিক বিকাশ হয়। শিবস্তর ফুটিলে বিষ্ণু স্তরের কোন প্রভাবই যে জীবনে প্রতিফলিত হয় না, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মহাপাপীও কিছুদিন জ্ঞানের জীবন ও নিয়ম অবলম্বন করিলে জ্ঞানী হইতে পারে; কিন্তু সে সঙ্গে দুষ্কৃতির অভ্যাস ত্যাগ না করিয়া কেহই জ্ঞানী হইতে পারে না।

৩৮। হে অর্জ্জুন! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন ইন্ধন সমূহ নিঃশেষে

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৯
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪০

ভস্মে পরিণত করে ঠিক সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ক্রিয়মান, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্ম্মের বিচার ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে করা হইয়াছে। ক্রিয়মান ও সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশে শুদ্ধ হইয়া যায়। প্রারব্ধ কর্ম্ম শরীরধারণের সঙ্গে সংযুক্ত; এ জন্য ইহা শরীর নাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থাকিয়া গেলেও ইহার বেগ নূতন কোন কর্ম্মসংস্কার সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা তখন জ্ঞানের অংশরূপে থাকে।

৩৯। জ্ঞানের মত পাবনকারী এ সংসারে আর কেহই নাই। উহা যোগদ্বারা পূর্ণ সিদ্ধিরই পরিণতি এবং উহা আত্মাতেই যথা সময় জানা যায়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জ্ঞানের সাধনাই যোগ। ইতিপূর্ব্বে বহু প্রকারের যোগের কথা বলা হইয়াছে, গুরুকরণের কথাও বলিয়াছেন। গুরুকরিবার পর অসুরবুদ্ধি ও অপুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যোগে মন দেওয়া প্রয়োজন।

৪০। যিনি শ্রদ্ধাবান, তৎপর (ক্রিয়াশীল) এবং সংযতেন্দ্রিয়, তিনি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অচিরে পরম শান্তিলাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গুরু, শাস্ত্র ও ক্রিয়ার উপর শ্রদ্ধা, ক্রিয়ার

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪১
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

অনুশীলন ও সংযম থাকিলে জ্ঞানপ্রাপ্তি হইবে। ৪র্থ অধ্যায়ের ইহাই সার কথা।

৪১। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান ও সংশয়াত্মারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাহারা সংশয়ী, তাহাদের ইহকাল নাই পরকালও নাই, তাহাদের সুখও নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ধন, বিদ্যা, সংগঠন আদি কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান কোনটাতেই সংশয়ীর কোন কৃতকার্য্যতা নাই। ইহারা কোন কার্য্যই দৃঢ়তার সহিত করিতে পারে না। "হইবে, কি হইবে না" এইরূপ সংশয় লইয়া জীবনযাত্রায় ইহকালেই কি সুখ? শক্তিবাদীয় কর্ম্ম, শক্তিবাদীয় উপাসনা ও শক্তিবাদীয় জ্ঞানে দৃঢ়তার সহিত নামিয়া যাও। জানিয়া রাখিও, সংশয়ই কণ্টক, যোগমার্গ কণ্টক নয়।

৪২। যোগে যাঁহার কর্ম্ম সম্পূর্ণ সংন্যস্ত (সম্পূর্ণ ত্যাক্ত) হইয়াছে, জ্ঞানে যাঁহার সংশয় সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়াছে, যিনি আত্মবান, হে ধনঞ্জয়! কর্ম্ম তাঁহাকে বন্ধন দিতে পারে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যিনি আত্মবান তাঁহার নিকট যোগ ও কর্ম্ম একই। কাজেই যোগ যেমন জ্ঞানের ক্রিয়া, কর্ম্মও সেইরূপ তাঁহার নিকট জ্ঞানেরই অনুশীলন মাত্র। দুর্ব্বলবাদ অসুরবাদ অত্যন্ত নোংরা জীবন। শক্তিবাদই যোগজীবন।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪৩

৪৩। অতএব হে ভারত! তুমি জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা আত্মভাব নাশক অজ্ঞান সম্ভূত সমস্ত সংশয়কে ছিন্ন কর, (কর্ম্ম) যোগে প্রবৃত্ত হও, তুমি উঠিয়া দাঁড়াও।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন সংশয় ও বিষাদে জড়াইয়া গিয়া দুর্ব্বল হইয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ যে এক, এইরূপ উপদেশ দিলেন এবং দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদ অনুসরণ করিতে বলিলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সন্ন্যাস যোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২

১। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! আপনি সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) এবং কর্ম্মযোগ উভয়েরই প্রশংসা করিলেন। এখন সুনিশ্চিত ভাবে বলুন, এই দুইটীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটী।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কিছু ভেদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, পূর্ব্ব অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগকেই সন্ন্যাস বলিয়াছেন। সন্ন্যাস, কর্ম্মযোগেরই অত্যন্ত পরিপক্ক অবস্থা। এখানে সকলের মনে রাখা প্রয়োজন যে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর বিষয়ে গীতা কিছুই বলেন নাই, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর কি ভেদ উহা যদি কেহ জানিতে চাহেন, তাঁহার মনুস্মৃতি পাঠ করা কর্ত্তব্য। এখানে প্রশ্ন হইতেছে "কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসযোগের ভেদ কি?" ইহার উত্তর "কর্ম্মযোগের অত্যন্ত পরিপক্ক অবস্থাই কর্ম্মসন্ন্যাস।" কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের প্রধান ভিত্তি অসুরদলন।

২। সন্ন্যাস (ত্যাগ) এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স্ (মোক্ষ) দান করিতে সক্ষম। ইহার মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যোগের অনুষ্ঠানগুলিকে যেরূপ ব্যাপক ভাবে কর্ম্মযোগের মধ্যে ফেলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মহীন সন্ন্যাসজীবন বলিয়া বাস্তব কোন জীবন হইতেই পারে না।

গৃহস্থাশ্রম হইতে দূরে যাইয়া কিছু দিন নির্জ্জন সাধনা করা সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। সেই সময় প্রত্যেকেরই সন্ন্যাসীর মত আচার ব্যবহার ও সাধনা তপস্যা গ্রহণ করা আবশ্যক। চণ্ডী, উপনিষদ্ ও রুদ্রী পাঠ এবং ক্রমবিকাশ গ্রন্থ আলোচনা করা প্রয়োজন। যাহারা জীবনে একবার ও সন্ন্যাসজীবন যাপন করে নাই, তাহাদের জীবন কিছুতেই জ্ঞানের অনুকূল হইতে পারেনা। চৈত্রমাসে চড়কসন্ন্যাস জীবনে একবার ও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বাসন্তী ও শারদীয় দেবীপক্ষেও শক্তিবাদীয় সন্ন্যাসআচার গ্রহণ করা যায়। অনেকে চাতুর্ম্মাস্য সন্ন্যাস পালন করেন। অনেকে কার্ত্তিকমাসে সন্ন্যাসআচার গ্রহণ করেন। শক্তিবাদীদের পুরশ্চরণকালগুলি সন্ন্যাসীর আচারে সম্পন্ন করিতে হয়। গৃহস্থজীবন ও সন্ন্যাসজীবনের ভেদ কি এবং বিশেষ করিয়া সন্ন্যাস জীবনের পবিত্রতা বুঝিবার জন্য নিশ্চয়ই অন্ততঃ সাময়িক সন্ন্যাস গ্রহণও আবশ্যক। কেহ কেহ ধ্যান, যোগ ও তপস্যার অভ্যাসের সঙ্গে শক্তিবাদ প্রচারের চেষ্টা করিবেন। আজকাল অনেকে একটু অবসর পাইলেই দেশভ্রমণে বাহির হন। ইহার চেয়েও সন্ন্যাস আচার গ্রহণ করিয়া সংসার হইতে দূরে থাকা বেশী আরাম প্রদ।

৩। তাঁহাকে (সেই কর্ম্মযোগীকে) নিত্য সন্ন্যাসী জানিবে, যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। যিনি নির্দ্বন্দ্ব, হে মহাবাহো! তিনি সুখে বন্ধন অতিক্রম করেন।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

শক্তিবাদ ভাষ্য। আশা ও বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদ, অসুর বাদ ও দুর্ব্বলবাদ খুব স্পষ্ট করিয়াই প্রচার করিবে। সমাজের মধ্যে যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তেমন গ্রহণ করিবে। সমাজ বা রাষ্ট্র যদি দুর্ব্বল বা অসুরবাদকে প্রশ্রয় দেয়, উহার কুফল সমাজ ভোগ করিবেই। সন্ন্যাসীর কাজ বিশ্বামিত্রের মত রাষ্ট্র ও সমাজরূপ রাম ও লক্ষ্মণকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া—"ঐ যে তাড়কাসুর" শক্তিবাদী সন্ন্যাসীগণ যেন বর্ত্তমান যুগের অসুরের চান্দার আকাঙ্ক্ষী সুবিধাবাদী ও দোকানদার সাধুদের মত দুর্ব্বলবাদে জড়াইবেন না। দুর্ব্বলবাদী সাধুদের মধ্যে চান্দার লোভে ভয়ঙ্কর তোষণনীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে।

৪। সাংখ্য এবং যোগকে বালকগণ পৃথক বলেন; কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। যাঁহারা উহার একটিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা উভয়েরই ফল পাইয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সাংখ্য ও যোগ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন সৃষ্টির ক্রম ও তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। যোগদর্শন চিত্তনিরোধের ক্রিয়া সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন। চিত্তনিরোধ না হইলে সাংখ্যের কোন তত্ত্বই বুঝা যায় না। সাংখ্য = জ্ঞানবাদ (Theory), যোগ = অনুষ্ঠান বা অভ্যাসবাদ বা Practice. যাহা অভ্যাস উহাই কর্ম্মযোগের অন্তর্গত।

৫। সাংখ্য (জ্ঞানানুশীলন) দ্বারা যে স্থান লাভ হয়, যোগীরাও

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

সেই স্থানই প্রাপ্ত হন। সাংখ্য ও যোগ যাঁহারা এক দেখেন তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞ।

শক্তিবাদ ভাষ্য; সাংখ্য মানে সন্ন্যাসবাদ।

৬। হে বীরবাহো! কিন্তু, যোগহীন সন্ন্যাস দুঃখেরই সাধনা; যোগযুক্ত মুনিগণ অতি শীঘ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। সৃষ্টির ক্রমই সাংখ্য। সৃষ্টির এই ক্রমকে জানো এবং সৃষ্টির এই ক্রম হইতে নিজেকে মুক্ত রাখ। ইহাই সন্ন্যাসযোগ। কর্ম্ম করিলে জন্মান্তরে উহার ফল ভোগ করিতে হয়। এই জন্যই অনেক সন্ন্যাসী কর্ম্ম করিতে চান না। অনেকের মতে, কর্ম্মই জন্মান্তরের কারণ। সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞান যোগের অনুশীলন ভিন্ন কিছুতেই আয়ত্ত করা যায় না। কাজেই যোগহীন সাংখ্য (সন্ন্যাস) নিরর্থক সন্ন্যাস মাত্র। কেহ কেহ বলিবেন, বাহ্য কর্ম্মহীন হইয়া কেবল যোগ অভ্যাস না হয় করিলাম, কিন্তু বাহ্যকর্ম্ম করিব না। আমরা বলি, বাহ্য কর্ম্মহীন হইলে শরীর যাত্রাই চলে না। শরীর যাত্রার জন্য সম্মান জনক কর্ম্ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ত্যাগনিষ্ঠা, যোগনিষ্ঠা সম্মানজনক কর্ম্ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ত্যাগনিষ্ঠা, যোগনিষ্ঠা ও সংযমনিষ্ঠা থাকিলে ভিক্ষাবৃত্তিও গ্রহণ করা যায়। আজকাল অনেক সেবামূলক আশ্রম হইয়াছে। দুর্ব্বলবাদে না জড়াইয়া সেখানেও সাময়িক কর্ম্ম ও বেতন গ্রহণ কোন অসম্মান জনক বৃত্তি নহে। সাধুরা জ্ঞানের প্রচার ও শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার কর্ম্ম অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার ফলে, সম্মানজনক শরীরযাত্রার ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বশন্ ॥৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯

৭। যিনি যোগযুক্ত যাঁহার আত্মা শুদ্ধ. যিনি আত্মজয়ী, যিনি জিতেন্দ্রিয় ও যাঁহার আত্মার সহিত সর্ব্বভূতের আত্মার ভেদ নাই, তিনি কর্ম্ম করিলেও নির্লিপ্তই থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা শক্তিবাদ চাও, তাহারা সংসার বা সন্ন্যাস ধর্ম্মের কুটিল কথার মারপ্যাচের বাহিরে আসিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর। এবং ভোগ ও মোহের বাহিরে দাঁড়াও। সমাজের শক্তিবাদীয় সেবায় আত্মনিয়োগসহ তপস্যায় রত হও। নির্ভীক, আনন্দময় ও মুক্ত-জীবনের সন্ধান পাইবে। যদি একটুও দুর্ব্বলতা ও চালাকী থাকে তবে উহা পাইবে না। সর্ব্বভূতাত্ম ভূতাত্মা "শক্তিবাদীতার চরম লক্ষণ।

৮। তত্ত্ববিৎ ও যোগযুক্তগণ মনে করেন, আমি কিছুই করি না— দর্শন, শ্রবন, স্পর্শন জিঘ্রন্, গমন, চিন্তন, শ্বসন্।

৯। বাক্যোচ্চারণ, মলমূত্রোৎসৃজন্ গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষণ প্রভৃতি কার্যাসকল ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগ মাত্র. এইরূপ ধারণা করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ার্থে দৌড়াদৌড়ি করে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং আত্মা (ব্রহ্মনাড়ী) এ সব ক্রিয়া হইতে নির্লিপ্ত থাকেন, ইহা সত্য কথা। তাহা হইলেও. শরীরস্থিত স্নায়ু তন্তুর মধ্য দিয়া এ সব ব্যাপার হইবার যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে. বেশী জোর

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০

দিয়া উহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, মস্তিষ্কে চাপ পড়িবে। কাজেই, এ সব সাধনার দিকে বেশী মন দিয়া মাথা গরম করিবার প্রয়োজন নাই। এ সব স্নায়ু মণ্ডলীর ক্রিয়াধারা অত্যন্ত জটীল। কল্পনা করিয়া এ সব ধারণা করিলে মিথ্যাচার হইবে, উহাও কাজ দিবে না। যাহাদের সুবিধা আছে, তাহারা মৃত শরীর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা স্নায়ু মণ্ডলীতে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার একটা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। সব সময় বৈজ্ঞানিক ও সত্য পথ গ্রহণীয়। কল্পনা ও মিথ্যাজ্ঞান শান্তি দিবে না।

১০। কর্ম্ম সকল ব্রহ্মে আছে এইরূপ ধারণা সহ এবং আসক্তি হীন হইয়া যিনি কর্ম্ম করেন জলের উপর পদ্মপত্রের মত তাঁহাতে পাপ স্পর্শ করে না॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদির কার্যধারা কিভাবে হইয়া চলিয়াছে এবং আত্মা কিভাবে নির্লিপ্ত আছেন উহা দেখিবার কথা আছে। এই শ্লোকে উহার ঠিক বিপরীত ক্রিয়াটীর কথা বলিলেন। এখানে বলিলেন, "সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মেই আছে, তোমাতে কোনই কর্ম্ম নাই।" ইহা দেখিয়া কাজ করিয়া চল। আমরা বলি, ইহাতেও মস্তিষ্কে চাপ পড়িবে। কাজেই এসব লইয়া বেশী বাড়াবাড়ী করিবে না। শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ বুঝ, যতটা পার শক্তিবাদের ভিত্তিতে কাজ কর। মনকে ক্রিয়াশূন্য ফাকা রাখো অথবা ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যানসহ কর্ম্ম ও সাধনা করিয়া চল। আত্মা যে সব কর্ম্ম হইতে আলগা ইহা আপনিই বুঝিতে পারিবে। শক্তিবাদ বুঝ এবং এ ভাবে কাজ কর, কোন পাপই তোমাতে লাগিবে না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

১১। যোগীগণ, আত্মশুদ্ধির জন্য আসক্তি ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্ম্ম করেন ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যোগী কেন; সকলেই শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন। যোগীতে বিশেষতা এই যে 'তিনি অনাসক্ত।' সর্ব্বদা মনকে চিন্তাশূন্য রাখিবে, ইহাই অনাসক্তি আনিয়া দিবে। চিন্তা শূন্য ফাকা মনই আত্মা বা ব্রহ্ম। আন্তর কর্ম্মই কর বা বাহ্য কর্ম্মই কর, কর্ম্মের পরই মনকে ফাকা করিয়া দিবে। ইহাই ব্রহ্মার্পণ।

১২। যিনি যোগযুক্ত তিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করেন। তিনি অত্যন্ত শান্তিলাভ করেন। কিন্তু যিনি অযুক্ত ও সকাম হইয়া কর্ম্ম করেন তিনি ফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্মফলে বদ্ধ হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম ও সকাম কর্ম্মের দার্শনিকতা এখানে বলা হইয়াছে। কর্ম্মের স্তর আছে। প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম শক্তিতত্ত্ব না বুঝিলে স্পষ্ট বুঝা যায় না। অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদকে ভিত্তি করিয়া যে সব কর্ম্মের ভিত্তি দেওয়া হইয়াছে উহারা কোন মতেই নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে পারে না। ঋষিগণ তপস্যা ও যোগানুষ্ঠান রূপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও অসুরনাশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন এবং উহার সুযোগ খুঁজিতেন। ভারতীয় কর্ম্মবিজ্ঞানের এইরূপ দার্শনিকতা ও নীতি বৈদিকযুগ হইতেই বিদ্যমান। ভারত-ভাগকারী দুষ্টগণকে অহিংসা ও জাতীয়তার নামে প্রশ্রয় দেওয়া কোন নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষণ নহে। ইহা যদি নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষণ হইত তবে দুর্য্যোধনের দুষ্কার্য্যকে প্রশ্রয় দেওয়াও নিষ্কাম কর্ম্ম হইত। জ্ঞানের অনুশীলন এবং অসুরদলন ঠিক ঠিক

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥১৩

নিষ্কাম কর্ম্ম। মধ্যযুগে ভারতীয় মহাপুরুষগণ দুর্ব্বলস্তরের ভিত্তিতে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া এক ভয়ঙ্কর অসুরপ্রশ্রয়ের সূত্রপাত করিয়াছেন। যখন অসুরগণ বর্ব্বরতা করে তখন ঐ সব সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যায় প্রতিরোধ স্পৃহা জাগরণ হয়; কিন্তু যেই মাত্র অসুরগণ সাম্য হয় তখনই ঐ সব দুর্ব্বলবাদীরা তামসিকতায় সব ভুলিয়া যায়। এদিকে মতাধিক্যবাদও ভয়ঙ্কর অসুরবাদের ভিত্তিদান করিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক যে দুষ্ট লোকেরা দুষ্টকে ভোট দিবে। অথবা ভোটের লোভে দুষ্টগণ দুষ্টকে প্রশ্রয় দিবে। কাজেই এসব নিষ্কাম কর্ম্মকে একটু গভীর ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহা সকাম কর্ম্মেরই লক্ষণ। সেবাধর্ম্মবাদী কোন এক নামী সাধু বলিয়াছিলেন—"শক্তিবাদ ও অসুরবাদকে স্পষ্ট করিয়া বলিলে, আমরা অনেক সম্প্রদায় হইতেই চান্দা পাইব না।" কাজেই ঐরূপ সেবাবাদী ধার্ম্মিকগণকে আমরা সকামী ভিন্ন নিষ্কামী বলিতে পারি না। যাহা হউক, দুর্ব্বল ও অসুরবাদের ভিত্তিতে কর্ম্ম মাত্রকেই তামস কর্ম্ম (মূর্খের কার্য) বা সকাম কর্ম্ম জানিতে হইবে।

১৩। বশীদেহী নবদ্বার বিশিষ্ট পুরীতে (অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত এমন আত্মা) মনদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং তিনি করেন না এবং করান না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। 'বশী' কথাটী তাৎপর্য্য বাচক। ক্রম বিকাশের পথে প্রথম শূন্যবোধ (গণেশ) আসে। এখানে আসিলে দেখা যায় ভোগস্পৃহা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা কিছু দিন পর আর থাকে না। সূর্য্যস্তরের অনুভূতি আসিলে "প্রেম বোধ জাগ্রত হয়। এখানেও দেখা যায়, প্রেম প্রবল এবং কামস্পৃহা কমিয়া গিয়াছে। ইহাও বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ইহার পর বিষ্ণুস্তর "সুখবোধ" জাগ্রত

হয়। এখানে অন্তঃসুখ এত প্রবল যে বাহ্য ভোগবেগ বহুদিন খুবই স্তব্ধ থাকে। কিন্তু এই অবস্থাও বেশী দিন থাকে না। ভোগ সুখের বহির্মুখী বৃত্তি জাগ্রত হইলে তখন বাহ্য ভোগ সুখের টান অত্যন্ত প্রবল হয়। অনেক সাধক এখানেই সংসার প্রবেশ মানিতে বাধ্য হন। ইহার পর শিবস্তরের শান্তিবোধ জাগ্রতকালে সত্যই ভোগসুখ স্তব্ধ হয়। এই স্তব্ধতাকেও ঠিক ঠিক স্তব্ধতা বলা যায় না। কারণ ইহা শান্তি-বোধের প্রতিক্রিয়া মাত্র। অর্থাৎ শান্তিবোধ ভোগকে জাগ্রত হইতে দেয় না। ক্রমবিকাশের সঙ্গে, এই "শান্তিবোধ" এবং ইহারও অগ্রবর্ত্তী স্তরের "পূর্ণবোধ" ও শক্তিস্তরের উদয়ে মিলাইয়া যায়। তখন ভোগ কর্ম্ম ও জ্ঞান সমান তালে থাকে; অর্থাৎ ইহারা বশীভূত থাকে অথবা কোন কার্য্যই থাকে না। এইখানেই আত্মাকে 'বশী' নাম দেওয়া যায়। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব সব স্তরেই কর্ম্মী হওয়া যায়। কিন্তু ইঁহারা কেহই 'বশী' কর্ম্মী নহেন। ইঁহারা কোন না কোন স্তরের মোহে মুগ্ধ। এ জন্য ইহারা সকলেই মুগ্ধ কর্ম্মী। এই জন্য আত্মাকে শক্তিস্তর ভিন্ন কোন স্তরেই 'বশী' বলা চলে না। ব্রহ্মদেশে যাইয়া দেখিলাম, বৌদ্ধরা গো বধ করে না, পশুবধও করে না; কিন্তু কসাইর কাটা সব মাংসই আহার করে। ইহারা ভোগ ও লোভের বশীভূত হইয়া প্রকারান্তরে যাজক। শক্তিবাদীরা পশু বলি দেয়, আবার মাংসাহারও করে। ইহারা ঠিকই বলেন "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ যজ্ঞে পশু প্রয়োজনম্।" তোমার "দয়া বৃত্তিকে" পরিপূর্ণ করিতে হইলে তোমাকে ভোগ ও লোভকেও দমন করিতে হইবে। আবার যদি তোমার খাদ্য ও অন্নের প্রয়োজন থাকে তবে অহিংসা অচল এবং "যজ্ঞার্থ নিধন" মানা ভিন্ন উপায় থাকে না। কারণ শস্যাদিরাও জীব।" গীতায় দেখা যায়, সব কথারই মীমাংসা আছে—গীতা বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন "হন্তা হন্য, বা হত হওয়া আত্মার স্বভাব নহে, উহা ভ্রম।" এখন দেখিতে

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪

হইবে "বশী" স্তরের মানব কোথায়। আমরা বলি, আত্মা "নিত্য বশী।" তুমি উহা বুঝিতে পার বা না পার আত্মা যে "বশী" ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি তুমি নিম্নস্তরের মুগ্ধ কর্ম্মীদের ভ্রান্ত প্রচারে পথভ্রষ্ট হইয়া আত্মার সনাতন নিয়ম ও শক্তিবাদ অনুসরণ না কর, তাহাতে তোমার কোনই কল্যাণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সমস্ত সন্দেহ নিরশন করিয়া শেষকালে বলিলেন "মামেকং শরণং ব্রজ।" অর্থাৎ আত্মাকে বা শক্তিবাদীকে অনুসরণ কর। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন, মুগ্ধস্তরের মহাপুরুষগণের ভ্রান্ত প্রচারের সংস্কার অর্জ্জুনে থাকা স্বাভাবিক। কারণ অর্জ্জুন এখনও আত্মবিকাশের পথে শক্তিস্তরে দাঁড়ান নাই। সবস্তরের মানবের জন্যই অসুরনাশ ও শক্তিবাদ গীতাশাস্ত্রের মূল কথা, উহারই অনুকূলে সব কথা গীতা গুছাইয়া বলিয়াছেন।

১০। প্রভু কাহারও কর্তৃত্ব বা কর্ম্মসকল সৃষ্টি করেন না। তিনি কাহারও কর্ম্ম ফলের সহযোগও করিয়া দেন না; সব কার্য্যই প্রাকৃতিক নিয়মে সম্পন্ন হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে প্রভু অর্থে দেহস্থিত আত্মা অথবা ঈশ্বর, ইহার যে কোন অর্থ করা যায়। মানবের কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম তাহার নিজের প্রকৃতির দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং প্রাকৃতিক বিধানে কর্ম্মফল ভোগ করে। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে দ্রঃ। ঈশ্বরকে দেহসংযুক্ত ব্যাপক তত্ত্বই মানো বা দেহ সংযোগহীন ব্যাপক প্রভুই মানো; তিনি কাহারও কর্ম্ম, কর্ত্তব্য ও কার্য্যফলের সংযোগ করেন না। এখানে দেখা যায়, কর্ম্মফল ও স্বর্গ নরক দাতা আল্লাহ্ ও বাইবেলবাদীদের সঙ্গে গীতাবাদীদের ভেদ হইয়া গেল। সর্ব্বধর্ম্মবাদীরা যদি ইহার একটা মীমাংসা করিয়া দিতেন তবে আমরা সুখী হইতাম।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬

বিভু (ব্যাপক ঈশ্বর) কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, কাহারও পুণ্য ফলও দেন না, অজ্ঞান দ্বারা যাহাদের জ্ঞান আবৃত তাহারা ঐরূপ ভাবে মুগ্ধ থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। খৃষ্টানদের গড্‌ ও মুসলমানের আল্লাহ্‌ যে ভাবে বিচার করেন এবং দুজক ও বহিস্ত দান করেন, উহা গীতার মতে মিথ্যা কথা এবং ঐরূপ ধর্ম্মসংস্থাপকগণ গীতার মতে মুর্খ ও অজ্ঞানী মাত্র। সর্ব্ব-ধর্ম্মবাদী সম্প্রদায়ীরা গীতার এই উক্তি দেখিয়া যেন পথভ্রষ্ট হইবেন না এবং বিচলিত হইবেন না; কারণ সর্ব্বধর্ম্মবাদ দ্বারা যেমন চাঁদা ও সুখ জুটে, এমন কোন মতবাদেই জুটিবে না। ইহা সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ হইতেও সুখ ও সুফল দাতা। সর্ব্বধর্ম্মবাদীরা নিজেরা কিছু-দিন সর্ব্বধর্ম্মের সাধনা করিয়া একবার আমাদের যদি বাতলাইয়া দিতেন যে আল্লাহ্‌ ভজিয়া তাঁহারাও হুর দেখিয়া আসিয়াছেন, তবে জনতার কতই আনন্দ হইত।

১৬। আত্মজ্ঞানে অজ্ঞান নাশ হইবার পর তাঁহাদের জ্ঞান আদিত্যের মত প্রকাশিত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন জ্ঞানিদের জ্ঞান সূর্য্যালোকের মত সন্দেহহীন ও উজ্জ্বল বলা হইতেছে। যাঁহারা মনে করেন, খৃষ্টবাদ, ইসলাম ও সর্ব্বধর্ম্মবাদীগণ তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা নিজেরাই বুঝিয়া দেখুন ঐরূপ ভাবা বা বলা অপরাধ জনক কিনা।

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

যাঁহারা সেই তত্ত্বকে জানিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাকেই আত্মা বুঝিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাতেই নিষ্ঠা সম্পন্ন এবং যাঁহারা তাঁহাতেই পরায়ণ, এমন যে জ্ঞান দ্বারা বিধৌত নিষ্পাপ ব্যক্তি, তাঁহারাই সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন, যাহাতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে উপাস্য তত্ত্বকে যেরূপ লক্ষণসম্পন্ন বলা হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বধর্ম্মবাদ বা খৃষ্টবাদ বা ইসলামবাদের ভ্রান্ত কল্পনার কোনই স্থান নাই। কাজেই দেখা যায় এই সব মতবাদ সংস্থাপক ও এ সব মতবাদীরা কেবল নিজেরাই মূর্খ নহে, তাহারা বিশ্বকেও ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিয়া বিশ্বের অকল্যাণ করিতেছে। যাঁহারা জ্ঞান চাহেন তাহারা ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ শ্লোকের মত লক্ষণ সম্পন্ন তত্ত্বের উপাসনা করিবেন। মূর্খকে উপাসনা করিলে মানুষ মূর্খ হয়! বর্ব্বরকে উপাসনা করিলে মানুষ বর্ব্বর ও গুণ্ডা হইবে, ইহা স্বাভাবিক। আস্তিক নাস্তিক সকলেই ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান করিবেন এবং "ওঁ" বা "হরি ওঁ" জপ করিবেন।

১৮। পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গোতে, হস্তিতে, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সমস্ত জীবে একই আত্মা বিদ্যমান ইহা জানাই পণ্ডিতের লক্ষণ। এখন দেখিতে হইবে এতটা উদারতার পথ হওয়া সত্ত্বেও অন্ন, জল ও বিবাহাদি ব্যাপারে হিন্দু ধর্ম্মে এত কড়াকড়ি কেন? আমরা ইহার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া এতটাই বলিতে পারি যে এই নীতির মধ্যে বিদ্বেষকে টানিয়া আনাই মূর্খতার কার্য্য

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠাসম্পন্ন বিধবা মা আমিষ ভক্ষণে অভ্যস্ত পুত্রের আহার্য্য গ্রহণ করেন না বলিয়া ইহাতে বিদ্বেষ আছে বলিয়া মানা যায় না। আমাদের মতে সমস্ত হিন্দু শাখাসমাজে একই গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার প্রচলন হইয়া গেলে আর ঐ সব কথাই উঠিবে না। দ্রৌপদীর হাড়ীতে ব্রাহ্মণগণ যে আহার করিতেন এবং শূদ্রগণ যে ব্রাহ্মণের অন্ন প্রস্তুত করিতেন, এইরূপ প্রমাণের অভাব নাই। শাস্ত্রে উদার ব্রহ্মণ্যবাদেরও অভাব নাই; আবার হীন পৌরহিত্যবাদীয় বিদ্বেষও কম নাই। অন্ন, জল ও বিবাহাদি লইয়া আমরা দলাদলি করিতে চাই না, কারণ আচার ব্যবহার সকলের এক নহে। সকলের মধ্যে যখন একই ব্রহ্ম বিদ্যমান তখন সকলেই একই ব্রহ্মের উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত হউক, আমরা ইহাই চাই।

১৯। যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত তাঁহারা জীবিতকালেই জন্মকে জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এবং সম, এ জন্য তাঁহারা ব্রহ্মেই স্থিত আছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন সাম্য হওয়াই প্রধান কথা মন সাম্য না করিয়া সকলের সঙ্গে সমান ভাবে খানা পিনা করা কোন ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ নহে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সকলের সঙ্গে খানা পিনা করিলে মন সাম্য হইতে বাধা পাইবে কি? যজ্ঞে আহুতি দিবার মত শুদ্ধ বিধিতে আহার প্রস্তুত হইলে সেই আহার শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে বাধা নাই। শুদ্ধ ভাবে আহার প্রস্তুত প্রণালী শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা করা প্রয়োজন। আমরা শুদ্ধাচার সংরক্ষণের অত্যন্ত পক্ষপাতি। হিন্দুদের অন্ন প্রস্তুতের সঙ্গে যজ্ঞে আহুতি দিবার বিধান আছে, এ জন্যই অন্ন প্রস্তুতকালে অনেক পবিত্র বিধি মান্য করিতে হয়।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

যিনি ব্রহ্মবিদ্ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি সদা স্থির বুদ্ধি এবং মোহশূন্য থাকেন, তিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্যে আনন্দিত বা অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন যাঁহাদের স্থির, তাঁহাদের মনে অতি উচ্চ স্তরের সুখ বিদ্যমান থাকে। বাহ্য সুখ বা বাহ্য দুঃখে মনকে কম্পিত হইতে দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুঃখ ভিন্ন কিছুই নহে। মানব জীবনে বাহ্য সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্য সুখ যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐসবে বিচলিত হওয়া অর্থ কষ্টকে বরণ করা। মনস্থৈর্য্যের ব্যাঘাত হইলেও সমাজের উপর আসুরিক অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া যোগীদের লইতে হয়, কারণ নিরপরাধ জনতা অসুরবাদে পীড়িত হয়।

২১। বাহ্য বিষয়স্পর্শে নির্লিপ্ত ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা মহাপুরুষ নিজের আত্মাতে যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখ অক্ষয় এবং তিনি সেই সুখই লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বাহ্য বিষয় স্পর্শজনিত সুখ যে অস্থায়ী ও ক্ষনিক কিন্তু আত্মসুখ যে অক্ষয়, এইরূপ বিচার ও বিবেচনার কোন প্রয়োজন আমরা দেখি না। মূল কথা এই যে আত্মসুখে যাঁহার মন নিশ্চল, তাঁহাকে বাহ্য বিষয় সুখে মুগ্ধ করা যায় না। পরের শ্লোকে বিষয়টী আরও স্পষ্ট হইবে। আজকাল কোন কোন সাধুকে ধনী শিষ্যের ধনে নবীন জামাইয়ের সাজ-সজ্জায় থাকিতে দেখা যায়। সিনেমায় সং ঢং এর যুগে ব্যবসায়ী সাধুর জন্য ইহারও প্রয়োজন আছে।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

২২। সংস্পর্শজ ভোগগুলি সবই দুঃখ সৃষ্টিকারী, উহাদের আদি ও অন্তঃও রহিয়াছে (অর্থাৎ উহারা একটানা সুখ নহে) কাজেই জ্ঞানীগণ উহাতে সুখ পায় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মসুখ ও বাহ্য সুখ মানব জীবনে দুই এরই আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। এই দুই সুখের যে কি সামঞ্জস্য আছে তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যাঁহারা অন্তঃসুখের দিকে গিয়াছেন তাঁহারাও কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা বাহ্য সুখের দিকে গিয়াছেন তাঁহারা নিরাশয় ও দুঃখে ডুবিয়াছেন। যাঁহারা সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাও যথেষ্ট সাবধানী এবং ভাল গুরুর আশ্রয় না পাইলে ভয়ঙ্কর হাবুডুবু খাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে গীতার স্পষ্ট নির্দ্দেশ পরবর্ত্তী শ্লোকে বুঝা যায়। তাহাতে সংযমে জোর দেওয়ার কথাই বলা হইয়াছে।

২৩। যে মনুষ্য শরীর ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধজনিত বেগকে ধারণ করিতে পারেন তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী মানব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে কাম ও ক্রোধের বেগকে শরীরের সাথী বলা হইয়াছে এবং ইহার বেগকে সংযম করাকে প্রশংসা করা হইয়াছে। যে সব বহু কারণে ভোগবৃত্তি জাগ্রত হয় সেইগুলি বহুমুখী ও অনন্ত, কিন্তু যে সব কারণে ভোগবৃত্তি দমন হয় সেইগুলি সংখ্যা নগণ্য ও সীমাবদ্ধ; কাজেই যোগী, ত্যাগী ও ঋষিগণ আজ পর্য্যন্ত মানব জীবনের এই ভয়ঙ্কর জটীল সমস্যার কিনারা ব্যাপক ভাবে করিতে পারেন নাই। আমরাও ইহার কিনারা করিতে চাই না। এতটাই বলিতে পারি, দৃঢ়তা

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫

থাকিলে ত্যাগ, ভোগ বা মধ্যপন্থা, ইহার যে কোন একটাকে অবলম্বন করিয়া এই সমস্যা অতিক্রম করা যায়। অনেকে সমস্যা অতিক্রম করিতে যাইয়া সমস্যা অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহাও দেখা গিয়াছে। যাঁহারা অন্তঃসুখের সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহাদের নিকট এ সব বাহ্য ভোগবেগ কোনই প্রভাব করিতে পারে না।

২৪। যিনি অন্তঃসুখের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি অন্তর স্পর্শে রমন করেন, যিনি অন্তর জ্যোতিতে দেদীপ্যমান সেই ব্রহ্মস্বরূপ যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কিভাবে একজন যোগী বাহ্য কর্ম্মাদির সীমা অতিক্রম করেন এই শ্লোকে উহা অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন উচ্চ স্তরের যোগীর এইরূপ অবস্থা আসিবার পরও প্রারব্ধজনিত বিক্ষেপ আসিতে পারে। কিন্তু সেই বিক্ষেপ অত্যন্ত সাময়িক।

২৫। যাঁহাদের দ্বিধা ছিন্ন হইয়াছে সেই সংযত চেতা ও সর্ব্ব প্রাণী-হিত নিরত ঋষিগণই সমস্ত পাপপুণ্য হইতে বিমুক্ত হন এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে "ছিন্ন দ্বৈধা" কথাটী অর্থপূর্ণ। তুমি ধ্যান সিদ্ধ যোগীই হও অথবা অসুরবাদ উচ্ছেদকারী নিষ্কাম কর্ম্মীই হও, একদল মনুষ্য তোমার নিন্দা ও বিদ্বেষ পরায়ণ হইবে। কিন্তু তোমার যদি জ্ঞান ও অনুভূতি ঠিক ঠিক পূর্ণতা লাভ না করে তবে তোমাতে দ্বিধা দেখা দিবে। রাম রাবণ বধ করিয়া আবার ব্রাহ্মণহত্যা জনিত

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬

পাপ-নাশ করিবার জন্য অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরও জ্ঞাতি ও গুরু হত্যাজনিত পাপ নাশার্থ অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। অবশ্যই তাঁহাদের অশ্বমেধ করিবার মূলে ইহাও কারণ হইতে পারে যে "জনতায় বিদ্রোহের সম্ভাবনা" ছিল। রাম ও যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধকে ধর্ম্ম না বলিয়া রাজনীতিও বলা যাইতে পারে। অর্জ্জুন দ্বিধাহীন হইয়া যুদ্ধ করেন নাই, রাম কিন্তু দ্বিধাহীন হইয়াই রাবণ বধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাম ও যুধিষ্ঠির যে দ্বিধায় অশ্বমেধ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, উহাদ্বারা কিন্তু শক্তিবাদকে খর্ব্ব করা হইয়াছিল এবং পৌরহিত্যবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের মতে অসুরদলনই অত্যন্ত পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান। ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হইতে পারে না।

২৬। যে সব যতী কাম ক্রোধ হইতে বিমুক্ত ও সংযমী হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে উভয় স্থানেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অনেক বৌদ্ধের ধারণা 'নির্ব্বাণ' বৌদ্ধধর্ম্মের কথা এবং 'মোক্ষ' হিন্দু ধর্ম্মের কথা এবং উভয়ে কোনই মিল নাই। আমরা বৌদ্ধগণকে শক্তিবাদ ও হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করিতে বলি। অহিংসাবাদ কোন ন্যাকা মতবাদই নহে। গীতার মতে ২৬টী দৈবী বৃত্তির মধ্যে "অহিংসা" একটী। সমাজের সুখ নষ্টকারী দুর্জ্জন অসুরকে দলন করাও অহিংসা। ইহাই শক্তিবাদীর অহিংসা। যাঁহারা অসুরবাদ প্রশ্রয় দেওয়াকে অহিংসা বলেন, শক্তিবাদ সেই সব মুর্খগণকে সমাজনাশক ও অসুরের গুপ্তচর বলে।

সর্ব্বধর্ম্মবাদীরা হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্মনির্ব্বাণ ও ইসলামের বেহস্তে হুর (হিরি) প্রাপ্তিকে একই তত্ত্ব বলিবেন তো? আমাদের মতে সর্ব্বধর্ম্মবাদীদের

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭

সকলেরই কিছুদিন ত্রুপৎসাধনা করা কর্ত্তব্য।

২৭। যিনি স্পর্শাদি বিষয় সকলকে অন্তর হইতে বাহির করিয়া দেন, যিনি চক্ষুর দৃষ্টিকে ভ্রুস্থানের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন; যিনি প্রাণ ও অপানকে সমান করিয়া নাসার অভ্যন্তরে পরিচালনা করিয়াছেন (তিনিই মুক্ত)।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে গভীর যোগক্রিয়ার কথা বলা হইতেছে। পাঠকগণ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষকে বুঝিবার জন্য ক্রমবিকাশ ৫ম অঃ পাঠ করুন। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ বোধগুলি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রথম বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করে। ইহার পর এই বোধগুলি মনোময় কোষে প্রবেশ করে। মনোময় কোষে প্রবেশ করিবার পর ইহারা ভোগ্যরূপে রূপান্তরিত হইবার উপক্রম করে। সাধক বার বার এই সব বিষয়গুলিকে মনোময় কোষ হইতে বহিষ্কার করিতে থাকেন। কিছুদিন 'প্রাণ ক্রিয়া' নামক রাজযোগ অভ্যাস করিলে এই ক্রিয়া সহজে আয়ত্ব হয়। ইহা অতীব সুখদ ক্রিয়া। প্রাণাপাণকে সমান করিয়া নাসাভ্যন্তরে পরিচালনা করিবার ক্রিয়া বুঝিতে হইলে, প্রথম বন্ধনত্রয় সহযোগে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। দ্বিতীয় নাভিতে মন দিবার অভ্যাস করিতে হয়। নাভিতে মন দিলেই দেখা যাইবে মন সাম্য হইয়াছে। তবে এই সাম্য অধিকক্ষন স্থায়ী হয় না। এ জন্য বার বার নাভিদৃষ্টি ও নাভিচিন্তার অভ্যাস করিতে হয়। এই ক্রিয়াও আরামদায়ক। এখানে নাসাভ্যন্তরে বায়ু চালনার কথা আছে। কিছুদিন 'কেবলী' প্রাণায়াম করিবার পর এই ক্রিয়া সহজেই বুঝা যাইবে। প্রকৃত ক্রিয়াসিদ্ধ গুরুর অনুসরণ করিলে এই ক্রিয়ার সিদ্ধাবস্থা সহজেই আসিবে। অনেকে চক্ষুদৃষ্টিকে বাহ্য নাকের উপরে সংন্যস্ত করিবার কসরত করিতে

যতেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধির্মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয় ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯

বলেন। এইরূপ অপক্ক গুরু হইতে দূরে থাকিবে। কারণ ইহা ক্ষতিকারক। চক্ষুর দৃষ্টি কিভাবে স্বতঃ ভ্রূমধ্যস্থানে প্রবেশ করে, ইহার বিজ্ঞান অন্যরূপ। যে কোন মুহূর্ত্তে মন নিশ্চিন্ত হয় তখনই দৃষ্টি বা চক্ষুর জ্যোতি, চক্ষুর মধ্যস্থিত নাড়ীর পথে অন্তরমুখী হইয়া ভ্রূমধ্যে চলিয়া আসে। এই দৃষ্টি অন্তরমুখী হইয়া অন্তর ভ্রূমধ্যে, গণেশের কেন্দ্রে, আসিবার সঙ্গে অন্তরস্থিত সূক্ষ্ম জ্যোতি অনেকের বাহ্য ভ্রূমধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে। পরে ঐ জ্যোতি অন্তর জ্যোতিরূপে অন্তরকে আলোকিত ও প্রকাশিত করিয়া দেয়। তাঁহারাই এই বিশ্বে নূতন নূতন দর্শন ও মতবাদের প্রবর্ত্তক হন। এখানে যে সব ক্রিয়ার কথা বলা হইল বহুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া সে সবের অভ্যাস করা প্রয়োজন। এখানে বলা প্রয়োজন, এ সব কোন কঠিন ক্রিয়া নহে। কিন্তু ক্রিয়ায় অনভ্যস্ত লোকের নির্দ্দেশে করিলে কুফল হইতে পারে। এসবগুলি ক্রিয়ার ফল মিলিয়া একটী স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা আসিবে। যাহাতে এই শ্লোকের সার আয়ত্ব হইবে।

২৮। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত কারী মোক্ষ পরায়ণ মুনি ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধহীন হন এবং তাহাকেই জীবন্মুক্ত জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াগুলির অভ্যাস সহ মন্ত্রযোগের অনুশীলন করা প্রয়োজন। যাহার ফলে নির্ব্বাণ, মোক্ষ বা জীবন্মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যাঁহার হইয়াছে তিনিই জানেন, এইরূপ যোগীর মন কত গম্ভীর। সাধারণকে ভাষায় উহা বুঝানো যায় না।

২৯। যাঁহারা আমাকে (আত্মাকে) সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা

এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ জানেন তাঁহারাই শান্তিলাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, যোগীগণ ইহার অর্থ 'আত্মা' বলিয়া জানিবেন। তবে ঠিক ঠিক অর্থ হইবে।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ]

ইতি শ্রীগীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানযোগঃ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১
যং সংন্যাস মিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হি অসংন্যস্ত সংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

১। কর্ম্মফলকে আশ্রয় না করিয়া যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। ইহা ভিন্ন কর্ম্মহীন ও যজ্ঞহীন হওয়াকে সন্ন্যাস বলা যায় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহা বুঝা এক ভীষণ জটীল কথা। দুর্ব্বলবাদীয় কর্ম্মের বা অসুর বাদীয় কর্ম্মের সাথী হওয়া বা ঐরূপ কর্ম্ম করা কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

কাফেরদের হত্যা, তাহাদের সম্পত্তি লুট, দেবস্থান ধ্বংস ও নারীর লাঞ্ছনা করাকে কেহ কেহ পুণ্য কার্য্য বলিয়াছেন; এসব কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম? যখন রাজশক্তি অসুর এবং দুর্ব্বলবাদীর হাতে যায় তখন সেই রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ মান্য না করিয়া বা রাজকর্ম্ম না করিয়া শরীর রক্ষা চলিবে কি? দুর্ব্বলবাদী বা অসুরবাদী শাসকের সমর্থনে পত্রিকার ব্যবসা কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

২। যাহা সন্ন্যাস নামে খ্যাত উহাই কর্ম্মযোগ। কারণ সম্পূর্ণরূপে সংকল্পহীন না হইলে কেহই কর্ম্মযোগী হইতে পারেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সন্ন্যাস ও যোগ দুইটা কথার স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। সন্ন্যাস ও যোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনই পূর্ণ-জীবন। সন্ন্যাস

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪

বুঝিতে হইলে মনের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ বৃত্তিনিরোধ অভ্যাস করিতে হইবে। আর কর্ম্মযোগ বুঝিতে হইলে দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদ বুঝিতে হইবে। বিশ্বের প্রকৃত কল্যাণ একমাত্র শক্তিবাদীয় নীতিদ্বারা সম্ভব। যিনি কর্ম্মযোগী তাঁহার বিশ্ব-কল্যাণ ভিন্ন কি লক্ষ্য হইতে পারে? যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্ব-কল্যাণ ভিন্ন অন্য কি কর্ম্ম করিতে পারেন? অসুরদলনের লক্ষ্যহীন কর্ম্মকে বিশ্ব-কল্যাণ বলা যায় কি? দুই দশটা পাশই বিদ্যালাভ নহে; অসুরবাদ দুর্ব্বলবাদ ও শক্তিবাদ বুঝাই ঠিক ঠিক বিদ্যালাভ। অসুরবাদ ও শক্তিবাদের প্রতি রাষ্ট্রের ঠিক ঠিক কর্ত্তব্যই সুষ্ঠু শাসন। অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদকে প্রশ্রয় না দিয়া ধর্ম্মানুশীলনই ঠিক ঠিক ধর্ম্ম-সাধনা।

৩। যে সব মুনি যোগারূঢ় হইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম অবলম্বন আবশ্যক। যাঁহারা যোগারূঢ় হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে সমভ্যাস বেশী প্রয়োজনীয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধ্যানাদির অনুষ্ঠান দুইএর কথাই বলা হইয়াছে। বিকাশের এক সময় কর্ম্ম বেশী আদরণীয় ও ধ্যানাদির অভ্যাস কম কিন্তু অন্য সময় ধ্যানাদির অভ্যাস বেশী আপনিই আসিয়া যায় এবং বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠান আপনিই কমিয়া যায়। কর্ম্ম ও সমের অভ্যাস, দুই-ই কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত। ইহার একটী স্থূল অন্যটী সূক্ষ্ম। জীবনবিকাশের পথে দুইএরই প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

৪। যখন দেখা যায় ইন্দ্রিয় সেবায় কোন প্রকার কর্ম্মের চেষ্টা হয় না এবং যখন দেখা যায় মনের সমস্ত প্রকার সংকল্পও ত্যাগ হইয়া

গিয়াছে তখন 'যোগারূঢ়' বলিয়া জানিতে হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে যোগারূঢ়ের দুইটী লক্ষণের কথা বলা হইল। ইহার একটী লক্ষণ ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তির জন্য কোন কর্ম্মের প্রেরণা মনে জাগে কিনা; দ্বিতীয় লক্ষণে বলিতেছেন—সমস্ত সংকল্প-ত্যাগ হইয়াছে কিনা।

আমি একটী আশ্রম করিব। যোগে অনারূঢ় যোগীর মনে এইরূপ ইচ্ছার সঙ্গে ভোগবৃত্তির উপাদানগুলির কথাও থাকিবে। যিনি নারী ভালবাসেন, তাঁহার মনে নারীর কথা ও অন্যান্য ভোগবস্তুর কথাও থাকে। ক্রমে দেখা যাইবে গৃহাদির সংস্থানের মধ্যে সে সব ব্যবস্থাও ছিল এবং ক্রমে উহা পরিস্ফুট হইয়াছে। সর্ব্বসংকল্প ত্যাগ হইয়াছে কিনা, ইহাও বুঝা যায়। দেখা যায় কেহ আশ্রমের নামে স্বজন পোষণের বা আত্মীয়-জনের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সংকল্পহীন কর্ম্ম কেবল শক্তিবাদীয় কর্ম্মকেই বলা চলে। যোগারূঢ় মহাপুরুষের কর্ম্মে কোন প্রকার চালাকী থাকে না। আত্মতৃপ্তি ও বিশ্বমঙ্গলের অনুকূলে শক্তি-বাদীয় কর্ম্ম ভিন্ন তাঁহার কর্ম্মে অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না। গীতায় যে কর্ম্ম-যোগের বিজ্ঞান বলা হইয়াছে এবং চণ্ডীতে মেধস মুনি যে কর্ম্মের ইঙ্গিত দিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণরূপে শক্তিবাদীয়। এ জন্য ঐ কর্ম্ম সর্ব্বসংকল্পহীন কর্ম্ম নামে খ্যাত। "আমি রাজ্য করিব" এইরূপ সংকল্প দোষের হইবে না যদি উহা অসুর রাজ্য ধ্বংশ করিয়া শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য হয়। আমি আশ্রম করিয়া শক্তিবাদ প্রচার ও শক্তিসাধক গড়িবার কেন্দ্র করিলেও দোষের হইবে না। কিন্তু আশ্রম বা রাজ্য যদি অসুর-বাদ ও দুর্ব্বলবাদের জন্য হয় বা অসুর তোষণ ও পোষণের জন্য হয় তবে উহা সর্ব্বদা অপ্রাকৃতিক ভাবে সংকল্পিত কার্য্য এবং এ সবের ফলে আত্মার অকল্যাণ ও সমাজের ক্ষতি হইবে।

উর্দ্ধরেদাত্মনাত্মনং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫
বন্ধুরাত্মাত্মনাস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬

৫। আত্মাকে সব সময় উচ্চস্থ রাখিবে, আত্মাকে কখনও অবসন্ন করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কৃত কর্ম্ম ঠিক ঠিক ফল দিবে না মনে করিলে সত্যই অবসাদ আসিবে। কিন্তু নিষ্কাম হইয়া শক্তিবাদীয় নীতি ধরিয়া কাজ করিলে কোন প্রকারেই নৈরাশ্য আসে না। দুর্ব্বলবাদীয় নীতির ভিত্তিতে নিষ্কামকর্ম্ম করিলে অসুরপক্ষ ও শত্রুপক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন অসুর-পক্ষ প্রশংসা ও সাহায্য দান করিয়া তোমাকে উল্লসিত করিয়া তোমার সর্ব্বনাশের পথ করিবে। ধীর ব্যক্তি কর্ম্মের এই কুটীলগতি পূর্ব্বাবধিই জানিতে পারেন, মূর্খের দল ইহা বুঝিবে না।

৬। যে আত্মা নিজের আত্মাকে আত্মার দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন সেই বশীভূত আত্মাই আত্মার বন্ধু, কিন্তু যেই আত্মা আত্মার বশীভূত নহে, সেই আত্মা নিজেই নিজের শত্রুবৎ অবস্থান করিতেছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অন্তর বিকাশের পথে আত্মাকে যেমন বশীভূত রাখিয়া সাধনায় আত্মনিষ্ঠ হইতে হয় ঠিক সেইরূপ সমাজ-জীবনেও শত্রু বা প্রচ্ছন্ন শত্রুর প্রসংশায় বা স্বপক্ষীয় মূর্খদের প্রশংসায় লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া শক্তিবাদীয় নীতির অনুসরণ করিতে হয়।

যখন সাধক কর্ম্মহীন হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন বা আত্মায় আশ্রয় ত্যাগ করিয়া শুধু ভোগবাদে মজিতে চেষ্টা করেন তখনই দেখা যাইবে অবসাদ ও নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে। শক্তিবাদীয় কর্ম্ম-নীতি এবং আত্ম বিকাশময় সাধনার সামঞ্জস্য থাকিলে কখনও অবসাধ দেখা দেয় না।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯

৭। যিনি জিতাত্মা প্রশান্ত, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমানে অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় পরমাত্মায় সমাহিত থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যদি তুমি অসুরবাদীয় নীতি অবলম্বন কর তবে শক্তিবাদীরা তোমার নিন্দা ও বিরোধ করিবেন। যদি তুমি দুর্ব্বলবাদীয় নীতি অনুসরণ কর তবে অসুরবাদীরা তোমার প্রসংসা করিবে এবং শক্তিবাদীরা তোমার নিন্দা ও বিরোধ করিবেন। যদি তুমি শক্তিবাদীয় নীতি অবলম্বন কর তবে অসুরবাদীরা তোমার প্রতিশোধের চেষ্টা করিবে এবং অসুরের দাস দুর্ব্বলবাদীরা তামাসা দেখিবে।

সর্ব্বাবস্থায় শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং পরমাত্মায় সমাহিত থাকিবে। ইহাতে মান বা অপমান আসিলেও মনে ও বুদ্ধিতে উহার প্রভাব পড়ে না।

৮। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে যিনি আত্মা তৃপ্ত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি কূটস্থ (অবিচলচিত্ত, ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে থাকিলেও যিনি বিকার-হীন) যিনি মৃৎকাঞ্চনে সমজ্ঞানী এমন যোগীকেই যোগযুক্ত বলা যায়।

৯। যিনি শত্রু, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষী, সাধু ও পাপীতে সমবুদ্ধিমান তাঁহাকে যোগী শ্রেষ্ঠ জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তবে গীতায় কি এই কথাই বলিতে চান যে এই সব বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট মানুষগুলি সমান? যদি সমান নহেন তবে সমান বুদ্ধি হওয়ার অর্থ কি? উঃ, ইহার অর্থ এই যে মহাপুরুষগণ

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিন কুশোত্তরম্ ॥১১

কোনও প্রকার তারতম্য না করিয়া সকলকে শক্তিবাদীয় ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন। অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদ সমর্থন করিবেন না।

১০। যোগী (ধ্যানশীল-ব্যক্তি) নির্জ্জন স্থানে একাকী থাকিয়া, আশা ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া, সংযত মনে ও সংযত দেহে যোগ অভ্যাস করিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যোগাভ্যাস কালে অসুরবাদী ও দুর্ব্বলবাদীদের ব্যাপারে সম্ভবমত উদাসীন থাকিবেন। শুধু মনে মনে ঐ সব সমাজ-নাশক দুষ্টগণকে জানিয়া রাখিবেন। উহাদিগকে ভয়ঙ্কর লোক জানিবেন।

১১। পবিত্র স্থানে নিজের আসন স্থিরভাবে স্থাপন করিবেন। আসনখানী অত্যন্ত উচ্চও হইবে না, নীচুও হইবে না। প্রথম কুশ তদুপরি চর্ম্ম (ব্যাঘ্র বা হরিণ ছাল) তাহার উপর বস্ত্র বিছাইয়া আসন রচনা করিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। স্থানটী শুষ্ক, নির্জ্জন, আলো-বাতাসযুক্ত রোগমুক্ত, দুর্জ্জনহীন, ধার্ম্মিকের রাজ্য, বন, পর্ব্বত বা নদী এবং যে সব স্থানে আরও তপস্যা হইয়াছে এইরূপ স্থান হইলেই ভাল হয়। বেশী উচ্চ স্থানে আসন রাখিতে নাই, কারণ অনেক সময় পড়িয়া যাইবার ভয় থাকে। বেশী নীচুস্থানে আসন রাখিলে পায়ের দিকে বাত হইবার ভয় থাকে। কাপড়, চামড়া ও কুশ দ্বারা আসনটী একটু নরম করিয়া লওয়া প্রয়োজন, যাহাতে অনেকক্ষণ আরামে বসা যায়। তবে বেশী মোটা হইলে গরম হইবারও কারণ হয়। তাহাতেও বেশীক্ষণ বসা যায়

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২

না। আসনে দীর্ঘ সময় বসিতে হইলে হাটুর গ্রন্থিতে আবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য। নয় তো হাটুতে ঠাণ্ডা জমিয়া হাটু দুর্ব্বল হইবে। আসন খুব ছোট করা অবিধেয়। একটু বেশী স্থান বিস্তৃত আসন না হইলে মাটীর ঠাণ্ডা পায়ের দিকে প্রভাব বিস্তার করিবে। মহামুদ্রাদির কার্য্যেও একটু বড় আসনের প্রয়োজন হয়। উত্তর মুখে বসা যায় এমনভাবে আসনের স্থান নির্ব্বাচন করিবে।

১২। সেই আসনে বসিয়া মন একাগ্র করিবেন, ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সকলকে সংযত করিবেন এবং আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকে অনুকূল স্থান ও আসনের কথা বলিয়াছেন। এই শ্লোকে আসনে বসিয়া কি করিতে হইবে যে সব কথা বলা হইতেছে। এই সব ক্রিয়ার লক্ষ্য "আত্ম-বিশুদ্ধি"। নিশ্চল ও নিস্পন্দ মনই বিশুদ্ধ আত্মা। আত্মার চঞ্চলতাই মন নামে খ্যাত। মন নিশ্চল হইলেই সেই মনকেই আত্মা বলা যায়। দার্শনিক বিচারে যিনি যাহাই বলুন, "স্থির মনই যে আত্মা" ইহা না মানিলে যোগভ্যাস সহজ হইবে না। ব্রহ্ম নাড়ী বা শিবপিণ্ড অথবা আচার্য্য যেরূপ বলেন সেইরূপ কেন্দ্রে ধ্যান করিবে এবং মনকে প্রাণক্রিয়ার সূত্র ধরিয়া নিশ্চিন্ত করিয়া দিবে। অথবা "ব্রহ্ম নাড়ীতে মন দিবে এবং কায়াকাশ ধ্যান (দ্রঃ ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগ) দ্বারা মন নিশ্চল করিবে।" কয়েকদিন এই অভ্যাস আয়ত্ব করিলে নিশ্চল মনের যে আরাম ও আনন্দ ইহা বুঝা যাইবে। শ্লোকে ইন্দ্রিয়ের ও চিত্তের ক্রিয়াগুলিকে সংযত করিতে বলা হইয়াছে। কায়াকাশ ধ্যান সহ ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান করিলে চিত্ত ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া স্তব্ধ বা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সুখ আছে, কাজেই এই সুখ হইতে একটু উন্নত

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপর ॥১৪

সুখের ধারায় মনকে না ফেলিলে মন তাহাতে মজিতে চায় না। ফলে যোগক্রিয়া আরামপ্রদ হয় না। নিশ্চল মনের বিকাশে যে আনন্দ উহা লাভ করিলে আত্মশুদ্ধির প্রথম সিড়ি আয়ত্ব হইল। ক্রমেই অনুভূতি উন্নতস্তরের দিকে যাইতে থাকিবে এবং শেষকালে শুদ্ধ আত্মা বিকশিত হইবেন।

যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ভূতশুদ্ধি ও মন্ত্রচৈতন্য ক্রিয়া অবলম্বন সহ বীজমন্ত্র জপ করিবেন। বৈজ্ঞানিক ভাবে জপই চিত্তকে শুদ্ধ ও মহান করিবে। বীজমন্ত্রের অনুশীলনহীন যোগ উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্তিশালী পথ নহে।

১৩। কায়শিরগ্রীবা সমভাবে ও অচলভাবে এবং স্থিরভাবে রাখিবেন এবং দৃষ্টিও নিজের নাসিকার সীমা মধ্যে নিয়মিত রাখিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কেহই কিম্ভূত কিমাকার হইয়া শক্ত ও টান টান হইয়া বসিবেন না। মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া শরীর যথেষ্ট ঢীলা করিয়া খুব আরামের সহিত বসিবেন। চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যান করাই ভাল, তবে যদি চক্ষু কখনও খুলিতে হয় তবে নাসিকা প্রদেশটী একবার করিয়া দেখিয়া লইতে পারেন।

১৪। চিত্ত প্রশান্ত রাখিবেন, ভয়শূণ্য হইবেন, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিবেন, মন সংযত করিয়া আত্মাতে যুক্ত করিয়া আত্মাতেই নির্ভর করিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যোগকালে কেহ ভীক্ষাবৃত্তি, কেহ আকাশবৃত্তি এবং কেহ কেহ নিজের সঞ্চিত ধনের উপর নির্ভর করেন। জীবনের

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭

লক্ষ্য যদি আত্মশুদ্ধি হয় তবে বৃত্তির তারতম্যে কিছুই আসে যায় না। অনেকে দিবসের কিছুটা সময় উপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিয়া বাকী সময়টা নিভৃতে থাকেন। নর নারীর সংস্পর্শে থাকিবেন না এবং নারীও নরের সংস্পর্শ ত্যাগ করিবেন। ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের মূল নিয়ম।

১৫। এইভাবে মনকে নিয়মিত করিয়া যোগী যোগাভ্যাস (চিত্তের বৃত্তিনিরোধ ক্রিয়া) করিলে আত্মাস্থিত পরম নির্ব্বাণ ও পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মানব জীবনের চরম সুখ যদি ভোগ করিতে কেহ চাও তবে এইরূপ যোগাভ্যাসে নামিয়া যাও। এই সুখের বর্ণনা নাই, ইহার তুলনা নাই।

১৬। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত আহারী, যে ব্যক্তি বেশী উপবাসী, যে অধিক নিদ্রাগ্রস্থ, এবং যে অধিক জাগরণশীল তাহার যোগ হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যোগাভ্যাস বিকটাকার কোন সাধনা নহে এবং ইহা খুবই সাধারণ নিয়মে থাকিয়া অভ্যাস করিতে হয়।

১৭। যিনি পরিমিত আহারী, পরিমিত বিহারী, কর্ম্মাদিতে পরিমিত চেষ্টাশীল, যাঁহার নিদ্রা পরিমিত এবং জাগরণও পরিমিত তাঁহার যোগ দুঃখনাশক হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অনেকে যশের ডঙ্কা পিটাইবার জন্য নিজেকে গৃহবন্ধ করিয়া ফেলেন বা দীর্ঘ উপবাসের চেষ্টা করেন। কেহ কেহ

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০

যোগে প্রেমশক্তি অর্জ্জন করিয়া লোক-বিমোহনে আত্মনিয়োগ করেন, এই সব উন্নত যোগের জন্য ক্ষতি কারণ। খুব স্বাভাবিক জীবন যে যোগের অনুকূল, গীতা এই কথাই বলিতে চাহেন।

১৮। যখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে যোগীর বশীভূত হয় এবং কোন কামনাতেই আর স্পৃহা থাকে না তখন তাঁহাকে যোগযুক্ত বলা যায়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। চিত্ত বহু প্রকারের বাহ্য কারণে ও অন্তর কারণে আলোড়িত হয়। চিত্তে কোনও প্রকার আলোড়ন না থাকা বিশেষ সুখকর অবস্থা। উহা এতই সুখকর যে বাহ্য কোন কামনাই তাঁহার তুল্য হয় না, এ জন্য যোগের স্বাভাবিক নিয়মেই সাধক নিস্পৃহ হইয়া যান। সাধককে চেষ্টা করিয়া নিস্পৃহ হইতে হয় না।

১৯। বায়ুর প্রবাহহীন স্থানে দীপ যেমন নিষ্কম্পিত ভাবে অবস্থান করে ঠিক সেইরূপ যোগযুক্ত যোগীর চিত্তও আত্মাতে স্থির ভাবে অবস্থান করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যোগীর অন্তর লক্ষণের সঙ্গে বায়ুর প্রবাহহীন স্থানে রক্ষিত দীপের তুলনা করা হইয়াছে। তুলনাটী খুবই যুক্ত যুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা যোগের সুখ জানেন না, তাঁহাদিগকে ইহা বুঝানো যায় না।

২০। এইরূপ যোগসেবা দ্বারা যখন চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া যায় তখন যোগী নিজের আত্মার মধ্যে আত্মাকেই দর্শন করিয়া আত্মতৃপ্ত হন।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়াং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২

শক্তিবাদ ভাষ্য। চিত্তের কম্পন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ চিত্ত ক্রিয়াশীল আছে, জানিতে হইবে। ক্রমে উহা কম্পনহীন হইয়া নিরোধ হয়। চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থাই আত্মা। যাঁহারা খুব বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড দেখুন।

২১। যে অবস্থা বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ্য অত্যন্ত সুখ অনুভূত হয় যে অবস্থায় আত্মরূপ হইতে মন আর চালিত হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনের স্বভাবই এইরূপ যে যেখানে অধীক সুখ মন উহা লইয়া থাকিতে ভালবাসে। বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মন স্থায়ী সুখী হয় না, বাহ্য সুখের প্রতিক্রিয়া আছে, যাঁহারা যোগসুখ জানেন না তাঁহাদিগকে বুঝানো যায় না। বাহ্যসুখ সেই আত্মসুখেরই ছায়া মাত্র। অনেক যোগী প্রারব্ধবশে বাহ্য সুখজগতের সংস্পর্শে আসিতে পারেন, কিন্তু উহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। সেই সব মহাপুরুষগণই জানেন দুইটী সুখের ভেদ কত বেশী। এই দুইটী সুখের সামঞ্জস্য করা যায় না। মানবজীবনে এই দুইটী সুখেরই বেগ রহিয়াছে। এজন্যই দুষ্টগণ অনেক নিন্দা ও অনেক চেষ্টা করিয়াও যোগীদের উপর সমাজের শ্রদ্ধা ভাঙ্গিতে পারে নাই এবং যোগীগণও শত প্রচার দ্বারা জনতার বাহ্য প্রবৃত্তিকে অন্তরমুখী করিতে পারেন নাই।

২২। যে সুখ লাভ করিলে অন্য লাভ উহা হইতে অধীক মনে হয় না এবং যাহাতে স্থিত হইলে ভীষণ দুঃখেও মন বিচলিত হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে দুঃখ আসিবার কথা বলা হইয়াছে।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪

পাঠক জানিয়া রাখুন, যোগ কোন দুঃখ আনয়ন করে না। যোগ কেবলই সুখ দান করে। বাহ্য ভোগই দুঃখ আনয়ন করে। দুষ্ট মানুষ যোগীকে দুঃখ দিতে পারে, অসুখ বিসুখ, ক্ষুধা তৃষ্ণাও দুঃখ দিতে পারে, যোগীর প্রারব্ধ যোগীকে কষ্ট দিতে পারে; কিন্তু যোগ রোগ বা দুঃখ দেয় না। যোগ কেবলই সুখের সাগর। যোগ মানবজীবনের প্রত্যক্ষ অমৃত। সেই যোগ মানে চিত্তস্থৈর্য্য। যাহাদের ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষ আছে এমন লোক সাধু সন্ন্যাসীর ভক্তগণকে কোন প্রকার অসুখ বিসুখ হইতে দেখিলেই ব্যাপকভাবে নিন্দার জাল পাতে; ইহা সত্যই উপভোগ্য, সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখের স্থান আত্মা (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম)। ইহা লাভের পর অন্য লাভ শ্রেষ্ঠ মনে হয় না। কিন্তু [redacted] লাভের পর পাওয়ার কথা আছে। কাজেই [redacted] একটী ব্যক্তি বলিতে হয়। যে ব্যক্তি নিজের আত্মার মধ্যে কতটা সুখ আছে উহা জানে না, তাহাকে পূজা করিয়া মূর্খগণ বীবীর বেশী কি পাইতে পারে?

২৩। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সংযোগ হইতে বিয়োগই যোগ নামে খ্যাত। সেইরূপ যোগ নিশ্চয়ই নির্ব্বেদ রহিত চিত্তে অভ্যাস করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিষয়ের সঙ্গে বা বিষয়স্মৃতিবিষয়ে চিত্তের সংযোগই দুঃখ নামে খ্যাত। চিত্ত আত্মসংস্থ হইলে আত্মসুখের ধারা চিত্তে ও সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইতে থাকে। যোগীর এই দুইটী বিরুদ্ধ প্রভাবাপন্ন চিত্তের পরিস্থিতি বুঝা প্রয়োজন। তবেই যোগসুখ বুঝিতে সুবিধা হইবে।

২৪। সংকল্প দ্বারা প্রভাহিত কামনা সকলকে পরিত্যাগ করিবে।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬

মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে চারিদিক হইতে বিশেষভাবে নিয়মিত করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যোগ ধ্যান বলিতে সত্যই কি বুঝা যায় এই শ্লোকে উহা ব্যক্ত হইল। দিনের মধ্যে ২, ১০, মিনিট এইভাবে মনকে আরাম ও সুখ দিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ফলে শরীর ও মন ভাল থাকিবে। ব্রাহ্ম্যস্থিতি অংশে দ্রঃ।

২৫। ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা ধীরে ধীরে উপরম অভ্যাস করিবে এবং মনকে আত্মসংস্থ করিয়া আর কোন কিছুই চিন্তা করিবে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শূন্যবোধের প্রবাহই বুদ্ধির প্রধান কার্য্য। উহা আয়ত্ব করিবার ক্রিয়া গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। অন্তঃকরণে বিষয়ের সংযোগ হইতে মনকে উদাসীন করাই উপরতি। উপরতি ও শূন্যবোধ আয়ত্ব হইলেই মন আত্মসুখে মজিয়া যায়। আত্ম-সুখের সন্ধান পাইলে অন্য চিন্তায় আর মন মজে না।

২৬। স্বভাব চঞ্চল মন যেখানে যেখানে বিচরণ করিবে যেখান যেখান হইতে মনকে নিয়মিত করিয়া সেই আত্মাতে বশীভূত করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনকে আত্মসুখের বশীভূত করাই আত্মবশ করা। কিন্তু মন স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখী। এজন্য সে বার বার অজ্ঞাতভাবে এদিক ওদিক চলিয়া যায়। ইহাতে বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। আত্ম-সুখের ধারা না বুঝিতে পারিলে মনকে বশীভূত করা যায় না। এ বিষয়ে অধীক ভাষ্য লিখিয়া কোন লাভ হইবে না। সাধকগণ প্রচুর জপ করিবেন। দিনের মধ্যে ৪, ৫ বার বা বেশী বার জপে বসিবেন। এবং যতক্ষণ ভাল লাগে জপ করিবেন। সাবধান, যেন কষ্ট করিয়া জপাদি

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯

করিবেন না। জপ আরামের মধ্যে নিষ্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

২৭। এইরূপে প্রশান্তমনা যোগীগণ স্পন্দনহীন উত্তম সুখ লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ঠিক ঠিক যোগাভ্যাসের ইহাই বিজ্ঞান যে মন ক্রমে অন্তর জগতের সূক্ষ্মতর স্পন্দনপ্রবাহে মজিতে থাকে। যেখানে স্পন্দন ধারা একেবারে সাম্য হয় সেইখানেই আত্মার বিশুদ্ধ রূপ। অনুভূতির স্পন্দনধারা বাহ্যসুখ হইতে অনেক উচ্চ সুখের স্বরূপ। স্পন্দনের সূক্ষ্মতম স্তরের পরপারে আত্মার বিশুদ্ধরূপ অবস্থিত।

২৮। এইভাবে সর্ব্বদা যোগভ্যাসের ফলে যোগীগণ বিগতকল্মষ হন এবং তিনি ব্রহ্মসংস্পর্যে অত্যন্ত সুখ লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কি ভাবে যোগভ্যাস করিতে করিতে যোগীগণ যোগের চরম স্থান বা নিস্পন্দ ব্রহ্মসংস্পর্দ্ব লাভ করেন, সেই সবকথা বলা হইল।

২৯। তিনি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে দেখেন, যোগযুক্ত মহাত্মাগণ এইরূপে সর্ব্বত্র সমদর্শী হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কি ভাবে ধীরে ধীরে অন্তর বিকাশের পথে যোগীগণ নিস্পন্দ ব্রহ্মসুখ প্রাপ্ত হন, ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই অবস্থা লাভ হইবার পর, তিনি স্বভাবতঃই সর্ব্বভূতে একই আত্মাকে দেখেন এবং আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখিতে পান।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০

যোগদর্শনেও এই কথাই বলা আছে। বৃত্তিনিরোধ হইলে আত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপ জানা যায়। সেই সময় দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতি হয়। পরবর্ত্তী সূত্রে "সেই স্তর হইতে ইতর হইলে (অর্থাৎ সেই যোগাবস্থা হইতে বৃত্তির স্তরে আসিলে) বৃত্তিগুলি স্বরূপের মত দেখায়।" (যোগসূত্র দ্রঃ)

অনেকে প্রথমাবধিই দৃশ্য মাত্রেই আত্মদর্শনের উপদেশ দেন। গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুস্তরে অনুভূতি আসিলেও যে কোন বৃত্তি যে আত্ম-স্বরূপ ইহা বুঝা যায়। কিন্তু এ দর্শন পাকাপাকি আত্মদর্শন নহে। কারণ, এই সব স্তরের অনুভূতি, বা উহা হইতে বিচ্যুত অবস্থা কোনটাতেই সুখ স্থায়ী থাকে না। কিছুদিন পরই মন বহির্ম্মুখী হয় ও সুখটুকু কমিয়া যায়। ঠিক ঠিক নিস্পন্দ আত্মদর্শনের স্তরে আসিলে আত্মা যেমন সুখময় থাকে বৃত্তিও তেমনই আনন্দময় থাকে।

৩০। যিনি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত ইহা দর্শন করেন। আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার (আত্মার) অদৃশ্য থাকেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যে কোন আন্তর ও বহিঃদৃশ্যই চিত্তবৃত্তি নামে খ্যাত। চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারাই ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ হয়। সেই সংস্পর্শ হইতে সরিয়া আসিলেই আমরা বৃত্তি জগতে আসিলাম। একবার ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ হইবার পর বৃত্তি মাত্রেই আত্মার স্বরূপ, ইহা বুঝা যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিলেন, বৃত্তিহীন ব্রহ্মস্থিতি ও বৃত্তিময় ইতর অবস্থা দুইই আত্মদর্শন। আত্মজ্ঞানের পর বৃত্তির স্তরকে কেহ যেন আত্মদর্শন হইতে চ্যুত অবস্থা মনে না করেন। সাধকের মনে রাখা প্রয়োজন যে বৃত্তিগুলি কিন্তু কখনও দ্রষ্টা হন না। ইহা সব সময়ই দৃশ্য। কিন্তু একবার দ্রষ্টার সংস্পর্শ লাভ হইবার পর বৃত্তিগুলি আর অস্বস্তির কারণ

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

হয় না। বরং সমস্ত বৃত্তিতেই আত্ম-স্ফুরণ বুঝা যায়। বৃত্তির স্তরে আসা মানেই আত্মা হইতে একটু সরিয়া আসা, তাহা হইলেও ইহাকে অনাত্মদর্শন বলা যায় না।

৩১। আমি (আত্মা) এক এবং অদ্বৈত এবং তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত এইভাবে যাঁহারা আমাকে (আত্মাকে) উপাসনা করেন তাঁহারা যেথানেই থাকুন না আমাতেই থাকিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তিনি এক এবং অদ্বৈত, আবার তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। এখানের প্রথম কথাটী "বৃত্তি-নিরোধ" এবং দ্বিতীয় কথাটী "বৃত্তি স্বারূপ্যের" কথা। সর্ব্বথা বর্ত্তমান অর্থে "নিরোধ স্তর" বা "বৃত্তিস্তর" দুইই বুঝিতে হইবে। আমরা এসব শ্লোকগুলিকে যোগ-দর্শনের ভিত্তিতে ভাষ্য করিলাম; ফলে প্রকৃত যোগীদের ইহা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

৩২। হে অর্জ্জুন! তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী যিনি সুখ বা দুঃখ উভয়কেই আত্মাসম সমভাবে দর্শন করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সুখ-বৃত্তি ও দুঃখ-বৃত্তি, বৃত্তির এইরূপ দুই প্রকার প্রকার ভেদের কথা যোগ-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। আত্মদর্শী যোগীর নিকট দুইই এক। "বৃত্তিগুলি পাঁচ প্রকারের, ইহারা ক্লীষ্টাবৃত্তি ও অক্লীষ্টাবৃত্তি। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহারা পাঁচ প্রকার ক্লীষ্টা-বৃত্তি।" যোগদর্শন দ্রঃ। যাহাদের মোহ নাই তাঁহাদের ক্লীষ্টা-বৃত্তি ভোগ করিতে হয় না। মোহ মানে ভালবাসার মোহ। প্রারব্ধ বশে অনেক সিদ্ধ যোগীকে মোহজনিত ক্লীষ্টা-বৃত্তি

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম ॥৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪

ভোগ করিতে হয়। ইহা সত্যই যাতনা দায়ক। যোগের পথে সামান্য অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুস্তরে বা সূর্য্যস্তরে অনেকে ভালবাসার বন্ধনে জড়াইয়া যান। ইহাদের শেষ গতি সংসার লাভ এবং যোগ হইতে বিচ্ছেদ। ভোগেচ্ছায় ভোগের পথ লওয়া এবং ভোগসংস্কারে ভোগে নামিয়া আসা এবং প্রারব্ধবশে ভোগের সংস্পর্শে আসা এক নহে। তবে ক্লীষ্টা-বৃত্তির দুর্ভোগ সকলেই সমান ভাবেই ভোগ করেন।

৩৩। হে মধুসূদন! যে যোগের বিষয় আপনি সাম্যস্থ হইয়া উপদেশ করিলেন চঞ্চলতা নিবন্ধন আমি উহার স্থায়িত্ব দেখিতেছি না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে দেখা যাইতেছে অর্জ্জুন যোগের উপদেশগুলিকে কেবল শুনিয়াই যান নাই; সঙ্গে সঙ্গেই উহার অভ্যাসও করিতেছিলেন। "এখন শুনিয়া রাখি এবং বাড়ী যাইয়া আয়ত্ব করিব," অর্জ্জুন কিন্তু সেইরূপ শিষ্য ছিলেন না। যাঁহাদের চরিত্রে শক্তিবাদীয় বিকাশ আছে, তাঁহারা যে কোন উপদেশকেই কার্য্যকরী ভাবে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন।

৩৪। হে কৃষ্ণ! মন বড়ই চঞ্চল, ইহা কেবল চঞ্চলই নহে ইহা প্রমথনশীল, ইহা বলবান এবং দৃঢ় (দুর্ভেদ্য); ইহাকে বশীভূত করা বায়ুর মতই অসাধ্য।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনের যে সব লক্ষণের কথা অর্জ্জুন বলিলেন এবং উহা বুঝাইবার জন্য যে সব উপমা প্রদান করিলেন সেগুলি গভীর চিন্তাশীলতার লক্ষণ। এখানে বায়ুর সঙ্গে তুলনাটী সত্যই বিজ্ঞান সম্মত।

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫

যাহারা বায়ুর চাপ সম্বন্ধে আলোচনা রাখেন তাঁহারা যদি রাজযোগের পথে অগ্রসর হন তবে দেখিতে পাইবেন, মনের সঙ্গে বায়ুর গতি ও চাপের অনেক সাদৃশ আছে। তাপই বায়ুর চাপকে স্থানে স্থানে তরল করিয়া বায়ুর গতি সৃষ্টি করে। মন সম্বন্ধেও সেই কথা। মন যে সব কারণে গরম হয় সেগুলি না বুঝিলে সাবধান হওয়া যায় না। অর্জ্জুন এখানে বায়ুর গতির সঙ্গে মনের গতির তুলনা করিয়া আকর্ষণীয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দিলেন।

অর্জ্জুন মনকে প্রমথনশীল বলিলেন। মন মানুষকে কিরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে পীড়িত ক'রে সে সম্বন্ধে অর্জ্জুনের ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। মন যেমন চঞ্চল হইয়া সাধককে যোগভ্রষ্ট করে ঠিক সেইরূপ মনই মানুষকে প্রমথন করিয়া যোগ-মার্গে প্রবেশ করায়। মনের ক্রিয়া-শীলতা পীড়ন দেয় বলিয়াই মানুষ যোগীর শরণ লয়।

৩৫। হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল ইহাতে সন্দেহ নাই। অভ্যাস দ্বারা এবং বৈরাগ্য দ্বারা ইহাকে বশীভূত করা যায়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মহাবাহু শব্দটী অর্জ্জুনের প্রসংশাসূচক ভাবে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ মহাকর্ম্মী, মহান যোদ্ধা, মহান সংগঠক, মহান শাসক, মহান রক্ষক ইত্যাদি। ইহার অতি সাধারণ অর্থ তুমি "মহান শক্তিবাদী"।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, নয় তো মনকে আয়ত্ত করা যাইবে না। মনকে বশীভূত করিবার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া আছে। রাজযোগে ইহাকে ষোড়শাঙ্গ রাজযোগ বলা হইয়াছে। ইহার যে কোন একটীর সহিত গুরু শিষ্যকে পরিচয় করিয়া

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭

দিবেন। এই ক্রিয়াটী সর্ব্বদা করিয়া চলাই "অভ্যাস"। এই ক্রিয়া করিবার পরই মন ধরা পড়িয়া যায়। মন ধরা পড়িবার পর সে সব অন্তর ও বাহির বিষয় সংস্পর্শে ইহা আবার চঞ্চল হয়, ইহা সাধক নিজেই স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। সেই সব বিষয় হইতে শরীর ও মনকে দূরে রাখিতে হয়। ইহাই বৈরাগ্য। নারী (নর), বিত্ত ও যশ সম্বন্ধে একটু সাবধানে থাকিলে অন্যান্য সবকেই অতিক্রম করা সহজ হইবে। যোগ-সূত্রে নানা প্রকারের বৈরাগ্যের কথা আছে। যাঁহারা বিস্তারিত বুঝিতে চাহেন তাঁহারা যোগসূত্র পাঠ করুন।

৩৬। আমার মতে যাহারা অসংযত তাহাদের পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যাঁহারা সংযমশীল হইয়া অভ্যাস করেন তাঁহারা উপায় দ্বারা যোগ-লাভ করিতে পারেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ নিজের কথায়ই দৃঢ় আছেন। তিনি সংযম ও অভ্যাসের কথাই পুনঃ বলিলেন। যোগী মহাপুরুষ এই ভাবেই শিষ্যকে একটী সিদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া ধরাইয়া দেন এবং অতি সন্তর্পণে অভ্যাস বিষয়ে উৎসাহ দেন এবং বৈরাগ্য বিষয়ে অবধান করেন।

৩৭। হে কৃষ্ণ! কোন সাধক যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যোগভ্যাসে রত হন। কিন্তু পারে যোগসিদ্ধি লাভের পূর্ব্বেই যোগ হইতে বিচলিত হইয়া যোগভ্যাস ত্যাগ করেন, এমন ব্যক্তির কি গতি হইবে?

শক্তিবাদ ভাষ্য। যোগপথে কিছুটা অগ্রসর হইয়া সরিয়া আসেন, এমন লোকের সংখ্যাই বেশী। এইরূপ মানুষকে সাধারণতঃ অনেকেই

শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। যোগ সম্বন্ধে অতি সাধারণ জ্ঞানও জনসাধারণের নাই। যোগসিদ্ধি কি এবং যোগ মার্গে কেন মানুষের শ্রদ্ধা হয়, কেন আবার সরিয়া আসেন, ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। সেইসব অর্জ্জুন জানেন না বলিয়াই এই প্রশ্ন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমরা বৈজ্ঞানিক কারণ বিশ্লেষণ করিব।

আমরা ৩৫ শ্লোকের ভাষ্যতে ইহা দেখাইয়াছি যে চঞ্চল মন মানুষের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নের কারণ। চঞ্চল মনের প্রভাবে পড়িয়াই মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়। তখন তাহার আবার সেইরূপ সাথীও জুটিয়া যায়। যাঁহারা সংযমী তাঁহারা চঞ্চল মনের পীড়নটাকে বেশী বুঝিতে পারেন। তাঁহারাও সৎসঙ্গ ও যোগাভ্যাসের পথে সৎ-পুরুষের সঙ্গ লাভ করেন। যাহারা ভোগ পরায়ণ হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হয় তাহারা মনের পীড়নে এতটা বিমর্দ্দিত হয় না। ইহার কারণ, ভোগে তাহাদের শরীর ও মন নিস্তেজ হয়। তাহারা আহার ও ঔষধাদির সাহায্যে শরীরের ক্ষয়পূরণ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু মনের সার্ব্বভৌম তৃপ্তিলাভ করিবার পথ তাহারা পায় না। অনেকের জীবন এইভাবেই নৈরাশ্য ও নিস্তেজে কাটিয়া যায়। কেহ কেহ আবার উচ্ছৃঙ্খলতার পথ ত্যাগ করিয়া সৎ-জনের সেবায় ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ভোগ ছাড়িয়া যোগের পথ লওয়া বা যোগত্যাগ করিয়া ভোগের পথ লওয়া, ইহার কোনটাই অসম্ভব নহে। বিকাশের স্তর অনুসারে সকলের যোগপ্রবৃত্তি সমান হয় না। সূর্য্যস্তরের বিকাশ সম্পন্ন মানুষ যদি সূর্য্যস্তর পর্য্যন্ত অনুভূতি লাভ করেন তবে তাহাতেই তিনি তৃপ্ত থাকেন। ইহার পরই দেখা যায় তিনি বেশ ভোগমুখী হইয়াছেন। বিষ্ণুস্তরের বিকাশ-সম্পন্ন-মানব যদি সূর্য্যস্তরের অনুভূতি লাভ করেন তাহাতে কিন্তু তাঁহার তৃপ্তি যথেষ্ট হয় না। প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ স্বাভাবিক বিকাশের স্তরের অনুভূতির পরই কিছুদিন একটু কর্ম্মমুখী হন এবং যোগনিষ্ঠা হইতে কর্ম্মনিষ্ঠায় অধীক মন দেন।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯

সেই স্তরের অনুভূতির উপর তাঁহার টান কমিয়া যায়। উহা হইতে উন্নত স্তরের অনুভূতি না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পূর্ব্বস্তরের জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মই তাঁহার বেশী প্রিয় থাকে। এই কর্ম্মের মধ্য দিয়া তিনি ভোগেও আসিতে পারেন। ইহার ফলে, তাঁহার কোন অধঃপতন হইয়াছে, এইরূপ মনে করা ভুল।

৩৮। হে মহাবাহো! সেই বিমূঢ় ব্যক্তি কি ব্রহ্মপথে অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সংসার ও ব্রহ্মপথ উভয় হইতেই বিচ্যুত হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের মত বিনষ্ট হইয়া যায় না?

শক্তিবাদ ভাষ্য। ক্রমবিকাশের পথে মানবমাত্রই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পূর্ণবিকাশ পর্য্যন্ত একটানা কেহই যাইতে পারে না। এই পথ ক্রমোন্নতির পথ। জন্ম-জন্মান্তরের গতিতে এই পথ শেষ হয়। অনেক অজ্ঞলোকের ধারণা, "গৃহীরা একটা পথে চলিয়াছেন, এবং সন্ন্যাসীরা অন্য একটা পথে চলিয়াছেন। যিনি পথের ব্যতিক্রম করিলেন তিনিই অতল সাগরে ডুবিলেন"। এইরূপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। আমাদের মতে অসুরবাদী ও উহাদের দাস দুর্ব্বলবাদীরা ভিন্ন সকলেই বিকাশপথেই চলিয়াছেন।

৩৯। হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় আপনি নিঃশেষে নাশ করুন। আপনি ভিন্ন এই সংশয়ের ছেদনকারী আর কেহই নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনের চঞ্চলতা মানবকে পীড়ন দেয়। ভোগীরা এই চঞ্চলতার আবর্ত্তে পড়িয়া যে পথ লয় উহা দ্বারা মনকে নিস্তেজ করা হয় মাত্র। অর্জ্জুন দেখিলেন, যোগমার্গ সত্যই মানবজীবনের

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১

একটা মহান প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু ইহা করিতে অগ্রসর হইয়া যদি বিফল হই, তবে দুই কূলই যাইবে কিনা। অর্জ্জুন অনেক লোকের মনের কথাটাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এখন দেখা যাক্, শ্রীকৃষ্ণ কি উত্তর দিতেছেন।

৪০। হে পার্থ! সেই ভ্রষ্ট যোগীর ইহকাল বা পরকাল কোথায়ও তাঁহার কোনই নাশ নাই। হে তাত! সেই কল্যাণকৃত ব্যক্তির কোনও প্রকার দুর্গতি হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে "তাত" শব্দটী স্নেহবাচক। শিষ্য অর্জ্জুন অত্যন্ত অধীর ভাবে প্রশ্ন করিয়াছেন। কাজেই স্নেহ-সূচক উত্তর এখানে যথাযথ হইয়াছে। পথের কঠিনতা শিষ্যকে অধীর করিলে গুরু সেখানে স্নেহ দান করিয়া টানিয়া রাখেন।

৪১। যোগভ্রষ্টগণ যোগের পুণ্যফলে পরকালে পুণ্যস্থান লাভ করেন এবং সেইখানে বহুকাল সুখ ভোগ করিয়া এই পৃথিবীতে শুদ্ধ-কুলে এবং ধনীগৃহে জন্মলাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অনেক পূজারীবাদী ও কুবিষ্ণুচরিত্রের লোককে আমরা নিজের বংশকে শুদ্ধকুল বলিয়া প্রচার করিতে দেখিয়াছি। সত্যহীন, সরলতাহীন ও ত্যাগহীনতায় যাহারা বংশ পরম্পরায় অভ্যস্ত তাহাদিগকে শুদ্ধ বংশজ বলার কোনই অর্থ হয় না। ব্রহ্মণ্যবাদী শুদ্ধা-চারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়শ্রমী সব কুলই শুদ্ধাচারের দাবী করিতে পারেন যদি তাঁহারা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হন।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২

যোগের প্রবৃত্তি অনেক গৃহী লোকের মধ্যেও দেখা যায়। অনেকে গণেশ বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করেন (ইঞ্জিনীয়ার, বিচারক, বৈজ্ঞানিক); অনেকে শিক্ষা, বিভাগের কর্ত্তা হন এবং কেহ কেহ (সূর্য্য) স্বাস্থ্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় যশ, ধন ও সুখে মজিয়া থাকেন। কেহ কেহ শাসনবিভাগের শ্রেষ্ঠ পদে (বিষ্ণু) প্রতিষ্ঠিত হন। কেহ কেহ রাজগুরুর পদ (শিব) লাভ করেন। তাঁহাদের জীবনের বহু ঘটনা বিচার করিলে দেখা যাইবে তাঁহাদের সতীর্থদের অনেকেরই এইরূপ ভাগ্য হয় নাই। বিভিন্ন বিভাগে কর্ত্তা হওয়ার মূলে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জ্ঞান লাভ করিয়া যোগভ্রষ্ট হওয়া ভিন্ন ইহার কোন সঙ্গত কারণ হয় না। স্বর্গরাজ্যে কি লাভ হয় বা হয় না সেটা আমরা জানি না, কিন্তু এই রাজ্যে যে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি বিভাগের যে সব কর্ত্তারা আছেন বা যাঁহারা ধন বাণিজ্য ও শিল্পের মধ্যমে সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন তাঁহারা যে যোগভ্রষ্ট ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অসুর রাজা বা শোষক ধনীকে তুমি নিন্দা করিতে পার, কিন্তু যতদিন তাঁহাদের ভাগ্যের সঙ্গে যোগফলের সংযোগ আছে ততদিন তাঁহাদের পতন সম্ভব নহে। শাসন করা, কর্ত্তৃত্ব করা বা ধন ও বিত্ত আয়ত্ত করার মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি বা প্রতিভা নিশ্চয়ই আছে। উহা যোগেরই ফল। যোগভ্রষ্টদের মধ্যে অনেকে অসুরবৃত্তি অনুসরণ করেন, কেহ কেহ আবার যোগনিষ্ঠও হন।

৪২। অথবা ধীমান যোগীকূলে সেই যোগভ্রষ্টগণ জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য কূলে জন্ম অপেক্ষা এইরূপ স্থানে জন্মগ্রহণ দুর্ল্লভতর জন্ম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ধনী ও বিত্তশালীর গৃহে জন্ম অপেক্ষা ধীমান যোগীর বংশে জন্মকে শ্রেষ্ঠ জন্ম বলিতেছেন। যোগপথে অগ্রসর হইয়া যাঁহারা ভোগবিকারে বিকৃত হন তাঁহারা ধনী ও বিত্তশালীর গৃহে জন্ম

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩

গ্রহণ করেন। কিন্তু যাহাদের ঐরূপ বিকার থাকে না তাঁহারা ব্যাসের মত মহাপুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা যে শ্রেষ্ঠতর জন্ম ইহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। থাকিবার জন্য স্বচ্ছ স্থান, পেটভরা অন্ন এবং শীতাতপ নিবারণ যোগ্য বস্ত্র, ইহাই মানব মাত্রের একমাত্র ভোগ্য বস্তু। অভাব ও দরিদ্রতা যদি না থাকে এবং অন্ন-বস্ত্র ও গৃহের স্বচ্ছলতা থাকে তবে মানবের দুঃখ কি? মনের উপর রাজনীতি, অর্থনীতি কাম, বিদ্বেষ ঈর্ষাদির চাপ লইয়া জীবন কাটানো কিরূপ মানসিক পীড়ন, ইহা যোগী ভিন্ন অন্যে কে জানিবে? যাঁহার পিতামাতা উচ্চস্তরের যোগী ও জ্ঞানী তাঁহার জ্ঞানও যোগলাভ যত সহজ অন্যান্য উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিতদের পক্ষে যোগলাভ ও জ্ঞানলাভ তত সহজ নহে। ভারতীয় সমাজব্যাবস্থায় বংশ পরম্পরায় যোগী ও ঋষিকুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে আমরা প্রশংসা করি। বংশগত বৃত্তিস্থাপনা যে কত উচ্চস্তরের সমাজকল্যাণের ভিত্তি, উহা বুঝিতে হইলে কলেজের বিদ্যার বাইরেও অনেক বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। এজন্যই বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী ভূমি-ব্যবস্থা অমৃত ফল দিয়াছিল।

৪৩। হে কুরু নন্দন! সেখানে তিনি পূর্ব্ব জন্মের অনুকূল বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন। ইহার পর তিনি যোগের পূর্ণসিদ্ধির জন্য যোগাভ্যাসে যত্নশীল হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে বংশ পরম্পরাগত সমাজব্যবস্থার উপর জোর দিবেন বলিয়াই "কুরুনন্দন" শব্দটী অর্জ্জুনের বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহার যাহা বংশপরম্পরাবৃত্তি সে যদি বাল্যকালেই উহার অনুকূল প্রতিভা দেখাইতে পারে তবে সে বংশজগণের নিকট অধীক প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করে। ব্যবসায়ীর সন্তান যদি বাল্যকালেই যোগপরায়ণ হয়, তাহাতে ব্যবসায়ীর মনে ভয় জাগে যে ছেলে

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ৪৪ ॥

সন্ন্যাসী হইলে তাহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবে। ঋষি বংশে যোগপরায়ণ সন্তান উৎসাহ ও আনন্দেরই কারণ। কারণ সংসার ত্যাগ করিয়া যাওয়া তো আরও উৎসাহের কথা। ঋষিগণ ইহা ভালভাবেই জানেন সৃষ্টি বা ভোগের বেগ মানবজীবনে এক আশ্চর্য্য আকর্ষণীয় ব্যাপার। ইহা অতিক্রম করিয়া আজীবন কৌমার্য্য জীবন মোটেই সহজ নহে। কাজেই সাধারণ সংসারী যেমন বালকের সন্ন্যাসভাব দেখিলে ভয় পায় ঋষিদের সেই ভয় থাকে না। সন্তানের ঠিক ঠিক কৌমার্য্য বা সন্ন্যাসপ্রবৃত্তি দেখিলেও তাঁহাদের "সংসার গেল" মনে করিবার কারণ নাই। কারণ তাঁহারা জানেন কৌমার্য্য জীবন অত্যন্ত পবিত্র। বৈশ্য শ্রেণীর মানব সংসারত্যাগকে যত বেশী ভয়ঙ্কর মনে করেন, অন্য কোন শ্রেণীর মানুষই উহাকে তত ভয়ঙ্কর কিছু দেখেন না। কেহ যদি যুবতী স্ত্রীকে ফেলিয়া সন্ন্যাসী হন, তবে তো বৈশ্য ভাবাপন্নগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া বসিবেন। কাজেই দেখা যায়, পবিত্র যোগীকুলে জন্ম লইয়া পুনঃ যোগজীবন মহা পুণ্যের লক্ষণ।

৪৪। সে তখন পূর্ব্ব-অভ্যাসের সংস্কারে প্রাকৃতিকভাবেই আত্ম-নিষ্ঠ হইয়া পরেন। তিনি যোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন এবং শব্দব্রহ্মের স্তরকে অতিক্রম করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শব্দ ব্রহ্মের পরপারে শক্তিস্তর অবস্থিত। ইহাই পুরুষোত্তম স্তর। যোগীর ঘরে জন্ম দ্বারা যে কোন মানুষ পুরুষোত্তম স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবেন এবং অন্যকুলে জন্মিলে ইহা হইবে না, এইরূপ বুঝা ভুল। কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মকে ঋষিকুলে জন্ম বলিতে চান। কিন্তু গীতার মতে মানব মাত্রই ঋষিবংশজ। কাজেই পূজারীবাদীয় কথায় এই শ্লোকের মীমাংসা হয় না। যোগী বলিয়া খ্যাত এমন

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬

অনেকের বংশেই অত্যন্ত নীচমনা, উচ্ছৃঙ্খল ও দুষ্ট চরিত্রের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বংশ পরম্পরায় গুরুবিদ্যা করিয়া বেশ সুখের আয় করিতে চান, তাঁহারা নিজের বংশকে পবিত্র যোগীবংশ বলিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কাজেই বর্ত্তমানকালে যোগী বা যোগীর কুল বুঝা সহজ নহে। পূর্ব্বযুগে বড় বড় ঋষির ঔরসে অনেক মহাত্মা জন্ম নিয়াছেন, আবার প্রত্যক্ষ ঋষি বংশের বাহিরেও অনেক মহাপুরুষ হইয়াছেন। কাজেই কোনও প্রকার সীমাবদ্ধ কাহিনী আমরা করিলাম না। আমাদের মতে যত্নশীল যে কোন মানুষই যোগসিদ্ধ হইতে পারেন।

৪৫। প্রযত্ন সহকারে যত্নশীল যোগীর কিল্বিষ সংশুদ্ধ হয় এবং অনেক জন্মের চেষ্টার পর শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কিল্বিষ মানে পাপের সংস্কার। যতক্ষণ পাপের সংস্কার মনে থাকে ততক্ষণ পাপের প্রবৃত্তিও কিছু না কিছু থাকে। ইহা সংসিদ্ধির অন্তরায়। পাপের সংস্কার যে সংসিদ্ধির অন্তরায় এবং যোগসংশুদ্ধি যে মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ, ইহা যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহাদের পক্ষে যোগ অসম্ভব।

৪৬। তপস্বীদের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীদের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীদের অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। হে অর্জ্জুন! অতএব তুমি যোগী হও।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীর, মন ও বাক্যকে সংযমে রাখিয়া ব্রত-পরায়ণতাই তপস্যা। ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলা হইয়াছে। এখানে

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

জ্ঞানী অর্থে শাস্ত্র-বেত্তা। কর্ম্মী অর্থে অসুরনাশক বিশ্ব-মঙ্গলকারী পুরুষ। যোগ ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞ বা আত্মজ্ঞ হওয়া যায় না। কাজেই যোগ অবশ্যই কর্ত্তব্য। যোগহীন কোন জীবনই সফল জীবন নহে।

৪৭। সমস্ত প্রকার যোগীদের মধ্যে যে যোগী শ্রদ্ধাসহ আত্মাতে অন্তরাত্মা সমর্পণ-পূর্ব্বক আত্মধ্যান করেন তিনিই আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ যোগী।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে আত্মধ্যান-পরায়ণ যোগী এবং অন্যান্য দেবতার উপাসনা-পরায়ণ যোগীদের তুলনা করা হইয়াছে। নানা প্রকারের উপাসনা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তাঁহারা যদি শক্তিবাদ অনুসরণ করেন এবং ব্রহ্ম-নাড়ীর ধ্যানকে শক্তিবাদী দেবতার ধ্যান মনে করেন, তবে সব উপাসনাই আত্মধ্যানসম হইবে।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ

— ঃ*ঃ —

প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য।

অধ্যায় সমাপ্ত।

ওঁ

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

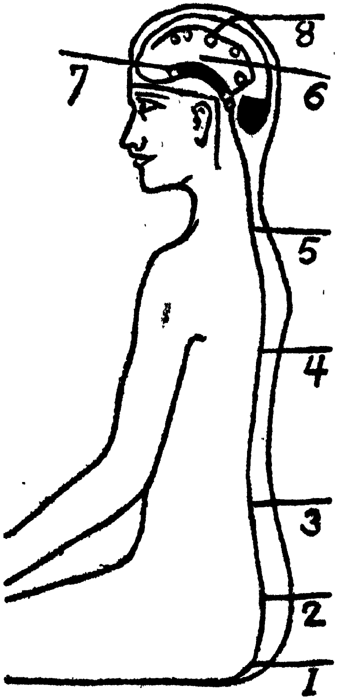
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১

১। আত্মাতে আসক্ত হইয়া এবং আত্মার আশ্রয় লইয়া যাঁহারা যোগভ্যাস করেন নিশ্চিতরূপে এবং সম্যকভাবে তাঁহারা যে ভাবে আত্মাকে জানেন, তাহা শুন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাতে আসক্ত থাকার অর্থ বুঝিতে হইলে বিষয়ে আসক্ত থাকারও মর্ম্ম বুঝিতে হয়। আসক্তি যতক্ষণ আত্মার দিকে যায় নাই, ততক্ষণ সাধনা আরম্ভই হয় না। এখানে 'সমগ্রং' শব্দটী অনেক তাৎপর্য্য জ্ঞাপক। ব্রহ্ম-নাড়ীর আশ্রয়ে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং প্রভৃতি লোক বিদ্যমান। ইঁহার আশ্রয়ে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার বিদ্যমান। ব্রহ্ম-নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিদ্যমান। ব্রহ্ম-নাড়ীই ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্ম। ইঁহারই আশ্রয়ে সমস্ত দৈবজগৎ, ভোগ-জগৎ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জগৎ রহিয়াছে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্ম সবই ব্রহ্ম-নাড়ীর আশ্রয়ে বিদ্যমান। কাজেই আত্মাকে বা ব্রহ্ম-নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া যোগাভ্যাস যে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ইহাতে সন্দেহ কি?

আমরা অনেক স্থানেই ব্রহ্ম নাড়ীর কথা বলিয়াছি। মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক অতি সূক্ষ্ম নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীতেই আত্মা অবস্থান করেন। এই আত্মাই ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা শক্তি। মেরুদণ্ডে অস্থিগুলির ছিদ্রপথে এই নাড়ীসূত্র

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২



বিদ্যমান। জীবের জ্ঞান, কর্ম্ম, ভোগ সবেরই মূল ঐ নাড়ীতে বিদ্যমান। চিত্রে ১, ২,৩,৪, ৫, ৬,যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য এবং আজ্ঞা। আজ্ঞার সম্মুখের কেন্দ্র বুদ্ধি, পেছনের কেন্দ্র মন। এই দুই কেন্দ্রের উপরের দিকে অহং কেন্দ্র। ৪ শ্লোকে দেখুন। এবং মস্তিষ্ক চিত্রে অন্যান্য কথা জানুন।

'সমগ্র' কথাটী শ্রীকৃষ্ণ পরে নিজেই ব্যাখ্যা করিতেছেন। তবুও আমরা সেই কথাটীর লক্ষ্য এখানে একটু বলিয়া রাখিতেছি। আত্মা নিজে কি এবং আত্মার প্রকৃতি কি? এই দুইটী কথার ব্যাখ্যা এবার শ্রীকৃষ্ণ আরম্ভ করিবেন। তিনি প্রকৃতির দুই প্রকারের রূপ দেখাইতেছেন। (১) অহংকার সহ অষ্টধা প্রকৃতি। অষ্টধা প্রকৃতি মানে জীবত্ব। (২) ইহা ভিন্ন তিনি পরা প্রকৃতি নামে আরও এক প্রকৃতির কথা বলিতেছেন। সেই প্রকৃতির নাম পরা প্রকৃতি। সেই পরা প্রকৃতি এই বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন। এবং তিনিও জীবের মধ্যেই আছেন।

"২। যে তত্ত্ব জানিলে জ্ঞাতব্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, আমি

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩

তোমাকে সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞানসহ সমগ্রভাবে বর্ণনা করিতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে তিনি জ্ঞানের কথাও বলিবেন এবং বিজ্ঞানের কথাও বলিবেন। এখানে জ্ঞানের কথা মানে "আত্মা ও প্রকৃতি তত্ত্বের দার্শনিকতা"। বিজ্ঞানের কথা মানে "বিশ্ব-কল্যাণে সেই দার্শনিকতার প্রয়োগ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে এতগুলি গভীর-তত্ত্ব-কথার সূত্র বলিলেন, যে সব ব্যাখ্যা করিতে একখানা বড় গ্রন্থেও কুলাইবে না। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেইসব কথার একটু একটু ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠক সেইসব বুঝিতে চেষ্টা করুন।

৩। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ সিদ্ধি-কামনায় যত্ন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন।

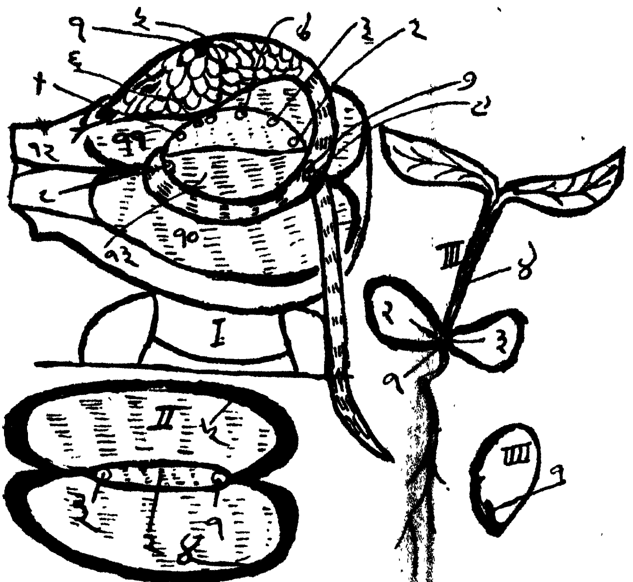
শক্তিবাদ ভাষ্য। ইহা সত্য ঘটনা যে সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ খুবই কম। তাহা হইলেও উপাসনা ও জ্ঞানের মূল যে ব্রহ্ম-নাড়ী একথা সকলকেই জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণ লোক তত্ত্ব সাধনায় মন দেয় না বলিয়া তাহাদিগকে বিকৃত ধর্ম্ম বা দুর্ব্বলবাদী পাগলকে উপাসনা করিতে বলার অর্থ ধর্ম্মের নামে অত্যন্ত হীন স্তরের মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজীর প্রশ্রয়।

আমার মূর্ত্তিহীনতার অবরণে একটা বর্ব্বর পিশাচকে উপাসনা করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামি, সতীর অপমান, লুট আদি নিকৃষ্ট কর্ম্মের সাধনকেই ধর্ম্মের নামে চালাইয়া দেওয়া, বা সর্ব্বধর্ম্মবাদের নামে ঐ সব নিকৃষ্ট কর্ম্মের অনুশীলনকে জনতার ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে যাওয়া অত্যন্ত অপরাধজনক দুষ্কার্য্য বলিতে হইবে।

আমরা মানুষ মাত্রকেই মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ড ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান করিতে বলি। শিব পিণ্ডই শিব। এবং ব্রহ্ম নাড়ীই নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম এবং ইনিই ইন্দ্রাদি শক্তিবাদী দেবতা এবং ইনিই একমাত্র উপাস্য। ইনিই দ্বৈতবাদীর ঈশ্বর, কর্ম্মবাদীর আত্মা এবং জ্ঞানবাদীর ব্রহ্ম। ইনিই "ওঁ কার", ইনিই "হরিঃ ওঁ", ইনিই গণবাদীর "গণপতি," ইনিই শিক্ষার আলোতে বিশ্ব প্রকাশক "সূর্য্য," ইনিই সমাজবাদীর নররূপ "নারায়ণ," ইনিই মহাশক্তি ও সংগঠনরূপা দনুজদলনী দুর্গা, ইনিই ব্রহ্ম ও শক্তিরূপা মহাবিদ্যা কালী, তারা ও ত্রিপুরা। ইনিই মহামন্ত্র ওঁ, হৌঁ, হূঁ, হ্রীঁ, ক্রীঁ, ক্লীঁ, ঐঁ, শ্রীঁ হংসঃ, আদি সিদ্ধ মন্ত্রের সাক্ষাৎ স্বরূপ। যদি তোমরা প্রকৃতই জ্ঞান, শক্তি ও শান্তি চাও এবং সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন লভিতে চাও এবং গীতা বুঝিতে চাও, তবে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পথের নির্দ্দেশ দিতেছেন, সেই পথ ধর। যে বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ভারতে ও বিশ্বে আবহমান কাল ধরিয়া বিদ্যমান, সকলেরই উহার মর্ম্ম বুঝা প্রয়োজন। মস্তিষ্কে শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ী বুঝিবার জন্য কয়েকটী চিত্র দেওয়া যাইতেছে। পাঠক চিত্র পরিচয় অংশ পাঠ করুন।

১। ইহা শিব মূর্ত্তি চিত্র। ভারতের এমন স্থান নাই যেখানে শিবমূর্ত্তি নাই। ইহার মত সহজ ধ্যানযোগ্য বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি হইতেই পারে না। দুইটী বৃহৎ মস্তিষ্ক একটী কেন্দ্রে সংযুক্ত আছে ঐ কেন্দ্রটীই শিবপিণ্ড। যাঁহারা বিস্তারিত বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ক্রমবিকাশ ২য় ও ৪র্থ খণ্ড দেখুন।

২। ইহা আজ্ঞা চক্র। ভ্রূমধ্যের সমসূত্রে মস্তিষ্কের অংশ বিশেষ, ইহা আজ্ঞা চক্র। মস্তিষ্কটাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া উপরের অংশকে সহস্রার এবং নিম্ন অংশকে আজ্ঞা বলা হয়।



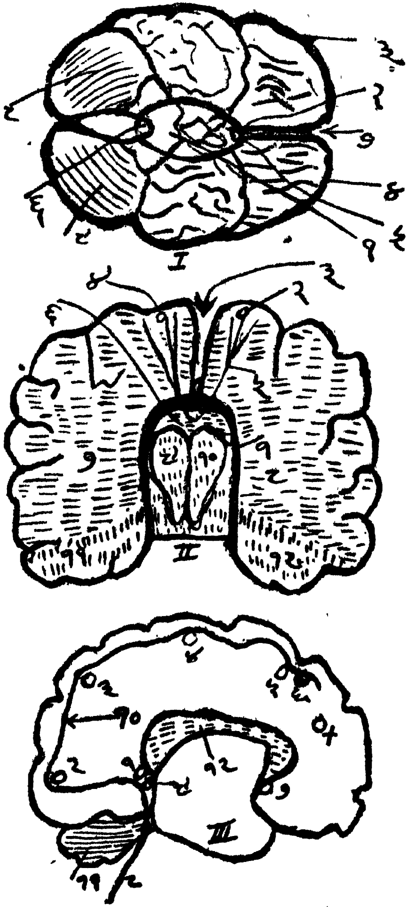
৩। বৃক্ষ চারা। বৃক্ষের শিবপিণ্ড ও আজ্ঞা চক্র কোথায়, ইহা বুঝাইবার জন্য এই চিত্র দেওয়া হইল।

৪। ইহা বীজ চিত্র। বীজের মধ্যে একটা অঙ্কুর আছে। অঙ্কুরই ওঁকার। এবং অঙ্কুরই ব্রহ্মনাড়ীর বীজাবস্থা। শিবমূর্ত্তির সর্পই অখণ্ড কলাত্মক ব্রহ্মনাড়ী।

মস্তিষ্ক চিত্র

১। উল্টা ভাবে রক্ষিত মস্তিক। ইহাই আজ্ঞা চক্র। ইহার মধ্য স্থানটী শিবপিণ্ড।

২। মস্তিষ্ক। দুইটী কাণের সোজাসুজী কাটিলে যেরূপ দেখায়। ইহার মধ্য স্থানটী শিবপিণ্ড।



৩। মস্তিষ্ক। নাক ও শিখা স্থানের সমসূত্রে কাটিলে যেরূপ দেখায়। এই চিত্রে ১২নং স্থান শিবপিণ্ড। এবং এই চিত্রের ১০নং নাড়ীই মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্ম-নাড়ী। এবং ৮নং নাড়ীই মেরুদণ্ড মধ্যগত ব্রহ্মনাড়ী।

মাথার মধ্যে সহস্রার, শিবপিণ্ড ও আজ্ঞাচক্র।

পর পৃষ্ঠায় চিত্র দেখুন।

৩।৬। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড। ২।৪। আজ্ঞা চক্র। ১।৫। উভয় মস্তিষ্কে সহস্রার। ৭। উভয় বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তী ফাঁকা স্থান।

ভূমি রাপো-হনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধি রেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

১০। মেরুদণ্ড মধ্যগত ব্রহ্মনাড়ী। অতএব আত্মাকে জানিতে হইলে মস্তিষ্কে ও ব্রহ্মনাড়ীতে মনঃসংযোগ করা ভিন্ন অন্য কোনই পথ নাই।

৪। ভূমি, আপো, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আত্মার এই আটটী প্রকৃতি বিদ্যমান।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মূলাধারে ভূমিতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠানে অপ্ তত্ত্ব, মনিপুরে অগ্নি, অনাহতে বায়ু, বিশুদ্ধায় আকাশ, আজ্ঞাচক্রের পেছন দিকে মন ও আজ্ঞাচক্রের সামনের দিকে বুদ্ধি এবং আজ্ঞাচক্রের উপরের দিকে শিবকেন্দ্রে অহংকেন্দ্র বিদ্যমান। এই অহংকে আশ্রয় করিয়া অসুরবাদ অবস্থান করে। যে সব লোক দুর্ব্বল স্তরের মহাপুরুষকে অনুসরণ করে তাহারা এই অহং কেন্দ্রে আটকাইয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগণকে অনেক সময় সীমাহীন অসভ্য ও বান্দর প্রকৃতির হইতে দেখা যায়। এ সব ছেলে-মেয়েগণকে ব্রহ্ম-নাড়ীর আভাস শিক্ষা দিলে ঐ বাঁদরামীর অভ্যাস কমিয়া যাইবে। ২, ২॥০ বৎসর বয়স হইতে এইরূপ বাঁদরামী আরম্ভ হয়। এ জন্য ২॥০ বৎসর বয়সে বালকের "কর্ণ-বেধ" সংস্কার দিতে হয়। এই কর্ণ-বেধ সংস্কার মানেই আত্মার কথা বালককে বার বার শুনাইতে থাকা। আত্মার এই আটটী প্রকৃতি। ইহার মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞানের পথ বিদ্যমান। এই আটটী প্রকৃতির স্তর ভেদ হইবার পর বিশুদ্ধ ব্রহ্মনাড়ী উদ্ভাসিত হন। যোগাভ্যাস যে ব্রহ্মনাড়ী হইতে আরম্ভ করিতে হয় এবং ব্রহ্ম-নাড়ীতেই যে সাধনার শেষ, ইহার খুব স্পষ্ট উপদেশটী শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করিলেন। বিস্তারিত ক্রমবিকাশে দেখুন।

যাঁহারা মূর্ত্তিধ্যান করেন তাঁহাদেরও জানা প্রয়োজন যে ব্রহ্ম-নাড়ীই তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অবলম্বন। আমরা রামপ্রসাদের গান হইতে একটী ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫

"কে জানে রে কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পাই দরশন ॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবেরই মতন।
তাঁরে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন ॥
ইত্যাদি

যাঁহারা সাধনা দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনও দুর্ব্বলবাদী, পাগল বা অসুরবাদী বর্ব্বরগণকে অনুসরণ করিবেন না। মূর্ত্তিধ্যানেও শক্তিবাদীয় দেবতা বা শক্তিবাদীয় মূর্ত্তিধ্যান না করিলে মন দুর্ব্বল হইয়া জ্ঞান ও শক্তির বাধক হইবে।

৫। হে মহাবাহো! ইহা ভিন্ন আমার (আত্মার) অন্য পরা প্রকৃতি আছেন, সেই প্রকৃতিও জীবের মধ্যেই অবস্থিত, তাঁহাকে তুমি জান। তিনি বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ যে যোগসাধনার কথা বলিতেছেন, উহা আজও আনন্দমঠের সাধনার ধারায় বিদ্যমান। ক্রমবিকাশ নামক গ্রন্থে এই সাধনার বিস্তারিত বিবৃতি দেখুন ও বুঝুন। ঐ সাধনার কঙ্কালের সঙ্গে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, গীতা, চণ্ডী ও বৈদিক গায়ত্রীসাধনা ওতঃপ্রোত জড়িত। যে পরা প্রকৃতি জীবের মধ্যে অবস্থিত, তিনিই এই সৃষ্টিকে ভাঙ্গেন ও গড়েন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ইহা বলিতেছেন, সুতরাং তুমি বিস্মিত হইও না। আমাদের মধ্যে তিনি আছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি। গীতা বুঝিতে হইলে খুব ভাল ভাবে দেহতত্ত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন। জীবের মধ্যেই নির্গুণ আত্মা, জীবের মধ্যেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী পরা

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭

প্রকৃতি, জীবের মধ্যেই অহং কৈন্দ্রিক জীবত্ব। এই জীবই দেবতা, আবার এই জীবই অসুর, এই জীবই অসুরনাশক শক্তিবাদী মহাপুরুষ; আবার এই জীবই অসুরের দাসানুদাস অপদার্থ দুর্ব্বলবাদী মুর্খ মানব। সুতরাং জীবদেহকে তন্ন করিয়া আলোচনা করা প্রয়োজন।

৬। সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ এই প্রকৃতিকে তুমি জান। আমিই (আত্মাই) সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও লয়ের কারণ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ভারতের পরম গুরু ও পরম দেবতা শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্য দিয়া অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। গীতা শ্রেষ্ঠ যোগ-গ্রন্থ, ইহা শ্রেষ্ঠ রাজনীতি ও সমাজনীতির ভাণ্ডার। অসুরবাদকে গীতা প্রশ্রয় দেন নাই। দুর্ব্বলবাদকে গীতা অশেষ তিরস্কার করিয়াছেন। গীতা শক্তিবাদীয় সাধনা ও শক্তিবাদীয় উপদেশে পরিপূর্ণ। যাঁহারা দুর্ব্বলবাদী ও অসুরতোষক উহারাই গীতার প্রত্যেকটী সুত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্ব শ্লোকে তিনি বলিলেন, "এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় যে প্রকৃতি, উহা জীবের মধ্যেই বিদ্যমান।" এখানে তিনি বলিতেছেন "সমস্ত ভুতের উৎপত্তিস্থলও এই প্রকৃতি।" সেই সঙ্গে "আত্মা (আমি) যে সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও লয়ের কারণ ইহাও বলিতেছেন।" আমরা জিজ্ঞাসা করি—"সৃষ্টির কার্য্য (প্রকৃতি) এবং সৃষ্টির কারণ (আত্মা)।" দুইটা তত্ত্বে ভেদ কি? ইহার উত্তরে বলা যায়—ইঁহারা একই আত্মতত্ত্বের কোরক ও পুষ্পিত অবস্থা মাত্র। জীবের মধ্যে তিনি আছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি।

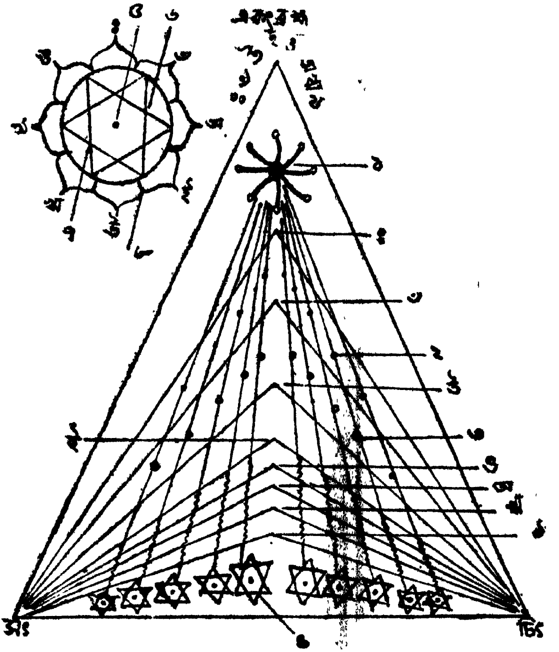
৭। আত্মার পরে আর কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে সেইরূপ আত্মাতে সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ৩নং শ্লোকে ঠিক ঠিক সাধকের সংখ্যা যে খুবই কম, ইহা বলা হইয়াছে।

৪নং শ্লোকে অহং সহ অষ্টধা প্রকৃতির কথা বলিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের পথে এসব তত্ত্ব সাধককে জানিতে হয়। এই সব কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডের কোন কেন্দ্রে কিভাবে বিদ্যমান উহা বুঝিবার জন্য পাঠক মস্তিষ্ক চিত্র দেখুন এবং ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন।

৫নং শ্লোকে পরা প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলরূপা প্রকৃতি যে জীবের মধ্যে বিদ্যমান, এ কথাও শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ক্রমবিকাশের তৃতীয় খণ্ডে অ, ই, উ, ঋ, ৯, ঙ, ং এবং ঃ প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মগণ কিভাবে পরাশক্তি বা পরা প্রকৃতিরূপে অবস্থিত, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। মস্তিষ্কের ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া এ সব শক্তি কিভাবে বিদ্যমান সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশে দেখুন। এই পরা প্রকৃতিই সৃষ্টির মূলে অবস্থিত। আবার এই সব পরা প্রকৃতিগণই সৃষ্টির এক একটী স্তররূপে অবস্থিত। অহং কেন্দ্র ভেদ না হইলে এই সব তত্ত্ব জানা যায় না।

৬নং শ্লোকে এই সব জীবরূপী অষ্টধা প্রকৃতি এবং আমাদের অ ই ইত্যাদি রূপা পরা প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতির পরপার স্থিত আরও একটী তত্ত্বের (পুরুষোত্তম) কথা বলিলেন। এই পুরুষোত্তম তত্ত্বটীই পরম তত্ত্ব। গীতায় অন্যত্র বর্ণিত অষ্টধা প্রকৃতিই অহং কৈন্দ্রিক ক্ষর পুরুষ। অষ্ট পরা প্রকৃতিরূপা অ ই উ ঋ ৯ ঙ ং ঃ গণই অক্ষরপুরুষ এবং এখানে বর্ণিত পরম পুরুষই গীতার অন্যত্র বর্ণিত পুরুষোত্তম। অহং সহ অষ্টধা প্রকৃতিই জীব। সৃষ্টির মূলরূপা এবং বিভিন্ন জগতের উপাদান ভূতা অষ্ট পরা প্রকৃতিই পরা শক্তি। এই পরাশক্তির কেন্দ্রই পুরুষোত্তম। এখন দেখা যাইতেছে, আত্মাকে বা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলেএ সব তত্ত্বজ্ঞানের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।



এখানে আমরা "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" চিত্রটী দিতেছি। পাঠক চিত্র পরিচয় অংশ পাঠ করুন এবং ক্রমবিকাশের ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে আলোচিত অষ্ট শক্তি ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব পাঠ করিয়া ধীর হইয়া ভাবুন; ফলে জীবতত্ত্ব, পরাপ্রকৃতি তত্ত্ব, ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব বুঝিতে সুবিধা হইবে।

"সৎ চিৎ একংব্রহ্ম" চিত্র পরিচয়। এই ত্রিকোণের এক কোণের নাম 'সৎ', অন্য কোণের নাম 'চিৎ' এবং উর্দ্ধ কোণের নাম "একং ব্রহ্ম"। সৎ=জড়, চিৎ=চেতনা, অর্থাৎ আত্মা। "একং ব্রহ্ম"=জড় ও চেতনা একই ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাই শক্তিবাদের মূল কথা যে জড় ও চেতনা একই ব্রহ্মস্বরূপ। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম যেন জড় ও

চেতনারূপে দুই হইয়া জড়রূপ (শক্তিরূপ) ও চেতনারূপ হইয়াছেন। ইহারই ফলে সৃষ্টির বিকাশ।

চিত্রটীর "একং ব্রহ্ম" কোণে অ ই উ ঋ ৯ ও ং ঃ আছে। ইহারা পরাশক্তি বা পরা প্রকৃতি। পরাশক্তি সৃষ্টির মূল উপাদানকে একবার কারণে, সূক্ষ্ম ও স্থূলে রূপান্তরিত করেন এবং অন্যবার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণকে ভাঙ্গিয়া দেন। ফলে মূল শক্তিরাই থাকিয়া যাইতেছেন। এই মূল শক্তিতে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের আশ্রয়ভূত আটটী জগৎ ও আটটী শক্তি তত্ত্বতঃ এক। এই আটটী মূল শক্তিই "একং ব্রহ্মের" সক্রিয় অবস্থা (ক্রম বিকাশ দ্রঃ)। এই অষ্ট শক্তিই "সৎ ব্রহ্ম" এবং মিশ্রিতরূপে এই অষ্টশক্তিই সৎ (শক্তি) ব্রহ্মের দ্রষ্টা বা "চিৎ ব্রহ্ম"। "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এবং "একং ব্রহ্ম" একার্থবাচক। চিত্র পরিচয় পাঠ করুন এবং ধারণা স্পষ্ট করুন।

১। "সচ্চিদেকং ব্রহ্মে" পুরুষোত্তম স্তর। একটী কেন্দ্রকে এই স্তররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া অ ই উ ঋ ৯ ও ৺ ঃ এই আটটী মূল শক্তি ক্রিয়াশীল আছেন। "সচ্চিদেকং ব্রহ্মে" এই আটটী শক্তি সমন্বিত স্তরই আটটী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। যথা—

ঃ ইহা অব্যক্ত জগৎ। যখন সৃষ্টি শেষ হইয়া যায় তখন জীবগণ বীজরূপে এই স্তরে অবস্থান করে। এই অব্যক্ত জগৎ এবং পুরুষোত্তম স্থিত ঃ তত্ত্বতঃ একই। মূল কথা, এই ৮টী শক্তিকেই ৮টী জগৎরূপে দেখানো হইয়াছে। চিত্রে সৎ ও চিৎ কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া বিসর্গ বা অব্যক্ত জগৎকে একটী ত্রিকোণরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

৺ মহৎ জগৎ। সৎ চিৎকে আশ্রয় করিয়া ইহাই জ্ঞানজগৎ। এখানে পুরুষোত্তম প্রতি বিম্বিত হন এবং ইহার ফলে জীববীজ এখানে মূলশক্তি বিবর্তিত হইয়া পঞ্চতন্মাত্রার সূক্ষ্ম অবস্থাও সৃষ্ট হয়।

উ শান্তিশক্তি। মহৎ জগতের প্রতিবিম্বরূপী জীববীজ এখানে জ্ঞানমাত্রা রূপে থাকে। সেইগুলি 'উ' জগতে তন্মাত্রারূপে পরিণত হয়। সৎ, চিৎ এবং 'উ'কে ধরিয়া একটি ত্রিকোণ জগৎ কল্পনা করা হইয়াছে।

'ই' বিজ্ঞান জগৎ। সৎ চিৎ এবং ই মিলিয়া বিজ্ঞান বা বুদ্ধি জগৎ।

'ও' সুখজগৎ। বীজগণ সুখের মধ্য দিয়া স্থূল সৃষ্টিতে আসিয়া থাকে। সৎ, চিৎ এবং ও=সুখ জগৎ।

'অ' ইচ্ছাজগৎ। সৎ, চিৎ এবং অ মিলিয়া ইচ্ছা জগৎ। ইহা প্রেম ও ভালবাসার জগৎ। মৈথুনিক সৃষ্টি এবং মানস সৃষ্টির জগৎ এই জগতের অন্তর্গত।

'ঋ' কর্ম্মজগৎ। সৎ, চিৎ এবং ঋ মিলিয়া কর্ম্ম জগৎ। ইহাই ব্রহ্মার জগৎ।

৯ প্রাণজগৎ। সৎ, চিৎ এবং ৯ মিলিয়া প্রাণ জগৎ। প্রাণ জগতে জীববীজ স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়। এবং তন্মাত্রাগুলি এখানে স্থূল ক্ষিতি, অপ, তেজ, এবং বায়ুরূপে পরিণত হয়।

২, ৩, ৪ পুরুষোত্তম স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণজগৎ পর্য্যন্ত ব্যপ্ত জীব। ইহা একটী রেখারূপে দেখানো হইয়াছে। ২, ইহা প্রতিবিম্ব। এখানে জীব জ্ঞানজগতের তটস্থ হইয়া অবস্থান করেন। ৩, ইহা জীববীজ। এখানে প্রতিবিম্বটী বীজরূপে পরিণত হয়। ইহাই জীবের অহং তত্ত্ব। রেখাটীকে ই, উ, অ, ঋ স্তরে তবঙ্গরূপে দেখানো হইয়াছে। ইহা জীবের মনোময় কোষ। ঋ=মন, ই=বুদ্ধি, ও=চিত্ত, অ=চিত্তের এক অংশ। উ কেন্দ্রের এক অংশে অহং থাকে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহং=মনোময় কোষ। ৪ ইহা একটী ষট্‌কোণ যন্ত্ররূপে দেখানো হইয়াছে। এখানেই স্থূল দেহধারী জীবত্ব। ৫, ৬, ৭, অংশ পাঠ করুন।

জীব রেখাটী স্থূল হইতে পুরুষোত্তম স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্তরূপে দেখানো হইয়াছে। অহং (৩) হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল (৪) পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এই জীবকে বদ্ধজীব বলা যায়। সাধনার পথে অহং কেন্দ্র ভেদকারী সাধককে শিব বা মুক্ত বা জ্ঞানী বলা যায়। জ্ঞানের তটকে (২) ভেদকারী সাধকই পুরুষোত্তম হন। শ্রীকৃষ্ণ এ স্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ। একই জীব কি অবস্থায় বদ্ধজীব, মুক্তজীব ও পুরুষোত্তম হন, পাঠক ইহা বুঝিতে চেষ্টা করুন। জ্ঞানের তট ভেদ করিবার পর সাধক শক্তিস্তরে প্রবেশ করেন এবং তখন তিনি পরা প্রকৃতি বা অক্ষর ব্রহ্মকে জানিবার শক্তি অর্জ্জন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ তাঁহাকে (আত্মাকে) জানিবার যে সব কথা বলিয়াছেন, আমরা "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" চিত্রে উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলাম। জীবই পূর্ণ বিকাশের স্তরে পুরুষোত্তম। এখানে ১৬ কলা বা অনন্ত কলার বিকাশ। যন্ত্রটীকে "ষট্ কোণ" দেখানো হইয়াছে। (পাঠক তান্ত্রিক শ্রী যন্ত্র দেখুন। "শ্রী যন্ত্রে" ১৬টী পাপড়ী বিশিষ্ট একটী পদ্মের মধ্যে বহু ত্রিকোণবিশিষ্ট "শ্রী যন্ত্রের" রহস্য কোন উচ্চ স্তরের সিদ্ধ সাধকের নিকট জানুন)।

৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ইহা একটী অষ্টদল বিশিষ্ট যন্ত্র। এই যন্ত্রটী কালী দুর্গা, কৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতি সব পূজায়ই ব্যবহৃত হয়। অ, ই, উ, ঋ, ৯, ও, ৺, ঃ সংযুক্ত ১ চিহ্নিত যন্ত্রকে এখানে বিস্তার ও বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

৫ ষট্ কোণ মধ্যস্থিত কেন্দ্র। ১ কেন্দ্রে যাহা বুঝায় এই কেন্দ্রও উহারই স্বরূপ। ইহা নির্গুণ ব্রহ্মকেন্দ্র।

৬ ঊর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ। "সৎ চিৎ একং ব্রহ্ম" যন্ত্র। এই যন্ত্র লয় জ্ঞাপক। ইহা তন্ত্রমতে ব্রহ্মমন্ত্র।

৭ নিম্নমুখী ত্রিকোণ যন্ত্র। ইহা "সৎ চিৎ আনন্দং ব্রহ্ম" যন্ত্র। ইহা সৃষ্টি কারক। ইহা বেদমতে ব্রহ্মমন্ত্র।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮

৮। ইহা যন্ত্রের অষ্টদল। ১ চিহ্নিত কেন্দ্র অ,ই,উ, ঋ,৯, ও, ৮,ঃ আটটী শক্তি আছে। এখানের অষ্টশক্তি এবং ঐ অষ্ট শক্তি একই তত্ত্ব জ্ঞাপক। (শ্রী যন্ত্রে এই আটটীকেই ১৬টী পাপড়ীরূপে দেখানো হইয়াছে)।

যন্ত্রদ্বারা জীব, প্রকৃতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝানো হইল। এইবার মস্তিষ্ক চিত্র দেখুন। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ী এবং ব্রহ্মনাড়ীর মস্তিষ্ক ভাগের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি বুঝুন (ক্রমবিকাশ ৩য় খণ্ড দ্রঃ)। অহং কেন্দ্রটী মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ৪ কেন্দ্রে বিদ্যমান। সাধারণ জীবের কর্ম্ম ও চেষ্টা অহংকৈন্দ্রিক। অহং কেন্দ্র ভেদ হইলেই জীব জ্ঞানী হন এবং শরীর, মন, প্রাণ আদি শরীরের সর্ব্ব যন্ত্র তখন অক্ষর পুরুষের অধীন হইয়া যায়। জ্ঞানতট অতিক্রম করিলে সাধক মাত্রই পুরুষোত্তম হন। এবং তাঁহার শরীর, মন, প্রাণ আদি সবই পুরুষোত্তম বা শুদ্ধ আত্মার অধীন হইয়া যায়। এই জন্যই চিত্রে ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রকে "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এবং "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম" প্রতীক বুঝাইবার জন্য ষট্‌কোণ করা হইয়াছে।

৮। হে কৌন্তের! সমস্ত জলের মধ্যে রসই আত্মা। সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে জ্যোতিই আত্মা। সর্ব্ব বেদের মধ্যে প্রণবই আত্মা। আকাশের আত্মা শব্দ এবং নরের আত্মা পৌরুষে বিদ্যমান।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যে ভাবে দার্শনিকতার আলোচনা হইয়াছে এই শ্লোকে সেইরূপ দার্শনিকতার কথা বলেন নাই। ইহার তত্ত্বগুলি বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মধ্যে নিহিত করা হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, জলে তিনি রস। তবে জলে এবং

রসে ভেদ কী? জলের মধ্যস্থিত পালন, পোষণ ও রক্ষণের শক্তিই জলের রস। এইরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রের সঙ্গেও জীব ও জগতের কতকগুলি বাস্তব সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধের মূলে তাঁহাদের জ্যোতিই প্রধান কথা। সূর্য্যের জ্যোতি চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় এবং চন্দ্রের নিজস্ব জ্যোতি নাই, ইহা সত্য ঘটনা। এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে চন্দ্রের যে জ্যোতির মধ্য দিয়া যে অমৃত বিচ্ছুরিত হয় এবং সূর্য্যের যে জ্যোতি বিশ্বকে পুষ্ট করেন, উভয়ের শক্তি এক নহে। এ জন্য চন্দ্র ও সূর্য্য জ্যোতিকে দুই ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বেদ অনন্ত, কিন্তু বেদের সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি ওঁকারে বিদ্যমান। সমস্ত বেদের সার হইতেছে ছন্দ এবং সমস্ত ছন্দের সার হইতেছে ওঁ। ছন্দগুলির উত্থানই অ, ছন্দের স্থিতিই উ এবং ছন্দের লয়ই ম। বৈজ্ঞানিক ভাবে ওঁ রূপে সমস্ত জ্ঞান ও শক্তির মূল পাওয়া যায়। বেদের লক্ষ লক্ষ মন্ত্রের অনুশীলন অসম্ভব। কিন্তু ওঁ কার অনুশীলন সকলের পক্ষেই সম্ভব। ইহার ফলে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির অনুশীলন সম্ভব। এজন্য বেদের রস ওঁকার। আকাশ দিগন্তব্যাপী। এই আকাশ শব্দরূপে জীবের ও জগতের কার্য্যে লাগে। নরের মধ্যে কর্ম্মশক্তিই নরের আত্মা। এই কর্ম্মশক্তিকে যিনি যত বেশী কাজে লাগাইয়াছেন, তিনি তত বড় মানব। নরের পৌরুষে কলকারখানা, নরের পৌরুষে সংগঠন ও বিপ্লব, নরের পৌরুষই অসুর ভাব, নরের আরও উন্নত পৌরুষই শাক্তবাদ। পৌরুষহীন নরই দুর্ব্বলবাদীয় নর। ইহাদিগকে নর না বলিয়া অসুরবাদীদের নারী বলা ভাল। বৃহৎ বস্তুর যতটা জীব ও বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, উহাই সেই বস্তুর আত্মা। ইহাই এই শ্লোকের মর্ম্মকথা। পাথর মাত্রেই লৌহ আছে। কিন্তু যে সব স্থানের পাথর হইতে লৌহ সংগ্রহ অত্যন্ত অধীক ব্যয় সাধ্য. উহাকে লোহার খনি বলা চলে না। এ জন্যই রসই জল, জ্যোতিই চন্দ্রসূর্য্য, প্রণবই বেদ। শব্দই আকাশ

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

এবং পুরুষাকারই মানবত্ব। গীতা কেবল দার্শনিক গ্রন্থই নহে, ইহা এই কর্ম্মজীবনের অমূল্য সম্পদ।

৯। পূণ্য গন্ধই পৃথিবীর আত্মা, সূর্য্যের তেজই সূর্য্যের আত্মা। জীবনই জীবগণের আত্মা। তপস্যাই তপস্বীর আত্মা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গন্ধই পৃথ্বী তত্ত্ব। এখানে বিষাক্ত গ্যাসকে বা দুর্গন্ধকে আত্মা বলা হয় নাই। বিষাক্ত গ্যাসের প্রয়োজন থাকিতে পারে। অসুর ধ্বংসের জন্য অস্ত্ররূপে উহার সাময়িক ব্যবহারও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু পূণ্য গন্ধ সদাই বিশ্বমঙ্গলের হেতু। সমস্ত প্রাণীতে তিনিই জীবনি শক্তি। নিস্তেজতা জীবনের লক্ষণ নহে, উহা মৃতের লক্ষণ। মৃতকে মৃত বলা স্বাভাবিক, কিন্তু জীবন থাকিতে মৃত কে? উহাও বুঝা প্রয়োজন। তপস্যাই তপস্বীর আত্মা। নামে অমুকানন্দ সন্ন্যাসী। বাড়ী গিয়ে দেখো বিলাসের রঙ্গমঞ্চ ও ভোগের তাণ্ডব নৃত্য। নামে অমুক দেশের প্রধান মন্ত্রী, কাজে দেখো শত্রুর তোষণ ও রাজ্যের সর্ব্বনাশ এবং চোরদের পোষণ। নামে "রাম রাজ্য"। কাজের বেলায় দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন রাবণ লীলা! মূল কথা, কল্যাণের কার্য্যে যাহা লাগে, উহাই সেই বস্তুর আত্মা। কল্যাণের কার্য্যে যাহা লাগে না, উহা সেই বস্তুর নরক তুল্য অবস্থা। তোমার মুখে জোড় আছে, কাজেই তুমি সেই নরককার্য্যকে স্বর্গ-কার্য্য বলিয়া চালাইতে থাক। কিন্তু নরক নরকই থাকিবে।

১০। হে পার্থ! আমাকে (আত্মাকে) সর্ব্বভূতের মূলভূত "বীজ" জানিবে। আমি (আত্মা) বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীর তেজ।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ। ১১

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই অধ্যায়ের ৭নং শ্লোকের পরে যতগুলি শ্লোক বলিলেন সবগুলির অর্থই শক্তিবাদীয়, বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব দৃষ্টিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনাময়। দার্শনিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এই কার্য্যকরী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আত্মাকে দেখার শিক্ষাটী সত্যই উপদেয়। টীকাকারদের মায়াজালে গীতাবাদের এই বাস্তব দৃষ্টি হইতে আজ সমাজ বঞ্চিত। ৮ হইতে ১১নং শ্লোক গীতার মধ্যে শক্তি-বাদীয় অমৃত। মানুষ আত্মাকে ত্যাগ করিয়া যখন ভোগবাদে জড়াইয়া যায় তখন তাহার প্রতি কার্য্যে ও প্রতি চিন্তায় নৈরাশ্য দেখা যায়। এই নৈরাশ্যকে ঢাকিবার জন্য সে আজ বায়স্কোপ, কাল মোটরভ্রমণ, পরশু সাজসজ্জায় ঝকমকানি করিয়া জনসাধারণকে চমক দেখায়! কিন্তু এ সব ঝকঝকানীর মত অর্থ ও যৌবন যখন কমিয়া যায় তখন নৈরাশ্যকে ঢাকিবার আর কোন বেসনই তাহার থাকে না। তখন নৈরাশ্য তাহাকে ভালভাবেই ঘেরিয়া ধরে। শক্তিবাদ (গীতাবাদ) তো আর সেই মতবাদ নহে! এই জন্যই গীতার আত্মবাদকে শক্তিবাদে ক । যাঁহারা জীবনী শক্তির উৎসরূপে আকড়াইয়াছেন তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলি বিচিত্র লক্ষণের সূত্রপাত গীতা নিজেই করিয়াছেন। ওরে মূর্খ! আত্মা কেবল দার্শনিকের বুলি নহে—আত্মা জীবনী শক্তি, আত্মা বুদ্ধিমত্তা, আত্মা তেজস্বীতা, আত্মা বীর্য্য, আত্মা বিশ্বকল্যাণ ও আত্মা-বিকাশের অনুকূলে 'কাম'। এই আত্মাই দনুজদলনী মা দুর্গা। এক দিন সত্যই আত্মার উপসনা ছিল। এখন ধর্ম্মের নামে চলিয়াছে চান্দার খাতা ও মাইকের তাণ্ডব নৃত্য বা টুন টুন গোঁসাই গোঁসাই অথবা ঠুমুক ঠুমুক গোপীচন্দন।

১১। কামনাহীন ও আসক্তিহীন বলশালী ব্যক্তির যে বল সে বলই

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২॥

আমি (আত্মা)। আবার যে কামনা ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ (অর্থাৎ বিকাশের অনুকূল), আমি (আত্মা) সেই কামনারূপে স্থিত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তিকে অসুরবাদীরা যে ভাবে প্রয়োগ করে সেই বলকে আত্মবল বলা হয় নাই। যে বল কামনাহীন হইয়া বিশ্ব কল্যাণ ও অসুরধ্বংশের জন্য নিয়োজিত হয় উহারই নাম "আত্মবল"। আমাদের দেশের অহিংসবাদীরা অসুরতোষণকেই "আত্মবল" বলিয়াছিলেন। ইহার ফলে যে দুর্দ্দশা ভারতের আসিয়াছে উহা ১০০ বৎসরেও সংশোধন করা সম্ভব হইবে না।

১২। যে সব সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস ভাব আছে, সেইগুলি সবই আত্মা হইতে বিকশিত হইয়াছে। তাহারা আত্মাতে আছে (আমার অধীন ভাবে আছে)। আমি (আত্মা) তাহাদের মধ্যে নই (অর্থাৎ আত্মা সেই সব গুণের অধীন নহেন)।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "আমা হইতে বিকশিত হওয়া" মানে আত্মারই বিকাশ জানিতে হইবে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তুরীয় এবং ব্রহ্ম; তত্ত্বজ্ঞানের এই ৫টা স্তর। ৫টা স্তরই আত্মার রূপ। আত্মা যতক্ষণ জীবত্বের গণ্ডীর মধ্যে থাকেন তখন আত্মা ত্রিগুণের অধীন। আত্মা যখন বিকাশের পথে ভোগসীমা, কর্ম্মসীমা ও জ্ঞানসীমা অতিক্রম করেন তখন এই আত্মা আর প্রকৃতির অধীন থাকেন না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ যে সাধারণ জীব নহেন, সেটা ভালভাবেই বলিয়াদিলেন। গীতা ব্যবহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিকে যেমন উচ্চ স্থান দিয়াছেন সেইরূপ জ্ঞান ও অলৌকিক জগতের জন্যও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিকে অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। পরকালের সুখের আশায় এ জগতের সব কিছু গুণ্ডা বা অসুরের হাত সমর্পন করিয়া কোনও প্রকারে "তৃণাদপি

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩

সুনীচেন” জীবন কাটাইলাম। এইরূপ জীবন গীতা, বেদও চণ্ডী স্বীকার করেন নাই। গীতা জ্ঞান জগতে এতটা শক্তিশালী হইতে বলিতেছেন যে প্রাকৃতিক নিয়মকে অধীনে রাখিয়া চলা যায়। এবং গীতা কর্ম্ম-জগতে অসুরদলনে সর্ব্বশক্তি নিয়োগের প্রেরণা দিয়াছেন। ইহাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন।

১৩। ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন ভাব দ্বারা সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন আছে, এ জন্য ইহাদের পরপারস্থিত অব্যয় আত্মাকে কেহই জানিতে পারে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তিন গুণের অতীত অবস্থায় দাঁড়াইতে হইলে বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ উপাসনা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অসুরবাদী ও দুর্ব্বলবাদীরা তিনগুণের বাইরে যাইতে পারে না। এ জন্যেই ঋষিগণ বাল্যকালেই গায়ত্রীদীক্ষা ও মহাব্যাহৃতি-ধ্যানের ভিত্তিতে ধর্ম্মের গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন। আমরা যুগের গতি বুঝিয়া প্রাথমিক ধর্ম্মের জন্য শুধু ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান ও উপাসনার কথা বলিয়াছি। সে সঙ্গে শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ বুঝিয়া লৌকিক জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতিও স্থির করিতে বলিয়াছি।

সাত্বিক (জ্ঞান) মায়ায় আচ্ছন্ন মানবই ব্রাহ্মণ। সত্ত্বরাজস মায়ায় আচ্ছন্ন মানব ক্ষত্রিয়। রজঃতামস মায়ায় আচ্ছন্ন গণই বৈশ্য। তামস মায়ায় আচ্ছন্নগণ শূদ্র। এইরূপ ত্রিবিধ মায়ার বেষ্টনীর মধ্যে যাঁহারা আছেন তাঁহারা ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে মায়ার সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন আরও একটা প্রকৃতির মানুষ আছে। উহারা তমঃ (অজ্ঞান) প্রধান রাজস বা আসুরিক প্রকৃতি। ইহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মজ্ঞানের অযোগ্য। ক্রমবিকাশে পশুর বিন্দুলক্ষণ ও আসুরিক বিন্দুলক্ষণ দেখুন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫

১৪। আমার (আত্মার) এই ত্রিগুণময়ী মায়া দৈবী মায়া, ইহা অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য ; কিন্তু যাঁহারা আমার (আত্মার) শরণাপন্ন হন তাঁহারা ইহা অতিক্রম করিতে পারেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দৈবী মায়া মানে অলৌকিক মায়া। যাহা লৌকিক উহা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু যাহা অলৌকিক উহা বুঝা কঠিন। সাধারণ লোকে মনে করে স্ত্রী, স্বামী, পুত্র কন্যাদিরাই মায়া। বাস্তবিক ঘটনা উহা নহে। মানুষের অন্তঃকরণে ভোগবাসনা মোহ, ও অহংবুদ্ধি থাকে ; উহারাই মানুষকে আটকাইয়া রাখে। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান পরায়ণ হও এবং শক্তিবাদীয় সাধনায় মন দাও, এ সব বাধা অতিক্রম করিতে পারিবে।

১৫। যাহারা দুষ্কৃতকারী, মূঢ় (তামসাচ্ছন্ন), যাহারা নরাধম, মায়াদ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এমন অসুরভাবাপন্নগণ আত্মাকে (আমাকে) লাভ করিতে পারে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা অসুর ভাবাপন্ন তাহারা আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বধর্ম্মবাদীরা অসুরবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও শক্তিবাদ বিচার না করিয়া সকলকে একই আত্মার ভক্ত বলিতে চান। এইরূপ প্রচার করা চাপ্দার ভক্তি, না কি আত্মার ভক্তি, সেটা কে জানে? যাহারা কাফেরহত্যাকে পুণ্য বলে, লুণ্ঠন ও গুণ্ডামীকে ধর্ম্ম বলে, গীতার মতে তাহাদিগকে আত্মার উপাসক বলা যায় না।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

১৬। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন। সুকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা আর্ত্ত, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু অর্থার্থী, ও তত্ত্বজ্ঞানী এইরূপ চার প্রকারে আমাকে (আত্মাকে) উপাসনা করিতে থাকেন।

চার প্রকারের ভক্তির মধ্যে অর্থার্থীর কথাও আছে। তাহারা কালী পূজা করিয়া ডাকাতি বিদ্যা চালায় বা যাহারা আল্লাহর নামে লুট করিরা ধর্ম্ম করে, সে সব দুস্কৃতকারীগণকে গীতা ভক্ত বলেন নাই। বৈধ উপায়ে থাকিয়া ঈশ্বরভক্তি সহ অর্থার্থী হওয়া গীতার মত। অর্থ চিন্তায় জর্জ্জরিতগণ জ্যোতিষের পেট না ভরিয়া বা পুরোহিতের দক্ষিণাবাদের আশ্রয় না লইয়া, শিবের মাথায় জল দিবেন। ইহাতে সঞ্চিত সুকৃতি জাগ্রত হইতে সুবিধা দিবে এবং সুদিন আসিবে।

১৭। এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত একনিষ্ঠ ভক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কারণ আমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জ্ঞানী তো সদা তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাকে লইয়াই জীবন কাটান। কাজেই জ্ঞানীর প্রিয় যে আত্মা, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্মার প্রিয় কি ভাবে জ্ঞানীরা হন, সেটা সাধারণ লোকের জন্য বুঝা একটু কঠিন। জ্ঞানীরা শ্রীকৃষ্ণের মত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণের প্রিয়, ইহা বুঝা সহজ; কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মার প্রিয় কি ভাবে সেটা বুঝা বেশ কঠিন। আত্মার নিকট প্রিয় বা অপ্রিয় কি থাকিতে পারে? এখানে প্রিয় মানে নিকটস্থ; বিকাশ যাঁহার যত উন্নত তিনি ততটা পুরুষোত্তম স্তরের নিকটস্থ। এইরূপ কথা গীতার অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

এই অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে অসুরবাদীগণকে আত্মার পথের পথিক বলা হয় নাই। আমরা ক্রমবিকাশে ও অন্যান্য গ্রন্থে অসুরবাদকে ও অপুষ্ট বিকাশকেও বিকাশের একটা স্তর বলিয়াছি। এই দুইটী স্তরকে বিকাশের স্তর মানিলেও ইঁহারা যে আত্মার পথিক হন না এবং ইঁহারা যে আত্মাকে লাভ করিতে পারেন না, এ কথা বলিয়া রাখা ভাল। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানলক্ষণ যুক্তগণ-সকলেই আত্মার উপাসক এবং আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার জন্য যোগ্য। কিন্তু অসুর ও অপুষ্ট লক্ষণযুক্তগণ কিছুতেই আত্মার উপাসক হইবার যোগ্যতা লাভ করেন না। ইঁহারা শেষ পর্য্যন্ত পিশাচ ও উপদেবতার উপাসনাকেই ভিত্তি করিতে বাধ্য হন। শক্তিউপাসক রাবন দুষ্কৃতি ত্যাগ করিয়া রামের সঙ্গে মিত্রতা করিতে পারেন নাই; ফলে মহাশক্তি শেষ পর্য্যন্ত রাবনকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তিনি যদি পিশাচ উপাসনা করিতেন, তাহা হইলে এইভাবে পরিত্যক্ত হইতেন না।

১৮। ইঁহারা সকলেই মহান। তাহা হইলেও জ্ঞানীরা আত্মারই স্বরূপ, ইহা আমার মত। কারণ জ্ঞানী আত্মাতে সদা যুক্ত। যে আত্মা আমারই স্বরূপ এবং যাহা উত্তম গতিস্বরূপ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ সমস্তধর্ম্মকে এক না বলিয়া ১৫ শ্লোকে অসুরবাদকে তিরস্কার করিয়া আত্মবাদিগণকে শ্রেষ্ঠ বলিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানিগণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন।

দেখা যায় অসুরবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও শক্তিবাদ না বুঝিয়া সকলকে একই আত্মার উপাসক বলিয়া ধারণা করা এবং প্রচার করা মূর্খতারই লক্ষণ।

১৯। অনেক জন্মের পর, "বাসুদেবই-সব," জ্ঞানবান আত্মাকে এইরূপে

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

প্রাপ্ত হন। এইরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে "সর্ব্ব" শব্দটীর অর্থ বুঝিলে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ "সৃষ্টি"। একই "আত্মা" সমস্ত জীব ও জগৎরূপে সৃষ্ট বা বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং সৃষ্ট জীব ও জগত আত্মারই রূপ। ক্রমবিকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আত্মাই জগৎরূপে পরিণত "সৎ" ব্রহ্ম এবং আত্মাই জগতের দ্রষ্টা, কর্ত্তা, ও জ্ঞাতারূপে "চিৎ" ব্রহ্ম বা চেতনা। ইহা পুরুষোত্তম স্তরের শেষ অনুভূতি। এই স্তরের জ্ঞান লাভ হইয়াছে এমন মহাত্মা "সুদুর্লভ" এই কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন। পাঠক এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক দেখুন। অনেকে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনের কসরৎ করিতে বলেন। ঐ সব ভাবের সাধনা হইতে বিকাশের ক্রম ও উচ্চ স্তরের চরিত্র আয়ত্ত করা ভার।

২০। সেই সেই কামনা দ্বারা জ্ঞান যাঁহাদের অপহৃত হইয়াছে এমন ব্যক্তিগণ, সেই সেই বিহিত নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজ নিজ প্রকৃতি বা স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া (আত্মা ভিন্ন) অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে কামনাভেদ, দেবতাভেদ, উপাসনার ভেদ ও উপাসকের প্রকৃতিভেদের কথা বলিলেন। আমরা বলি এসব প্রভেদ ও নিয়মের মার প্যাঁচে না পড়িয়া শুধু আত্মাকে কেন্দ্র করিয়াও সকাম উপাসনা চলে। ব্রহ্মনাড়ী এবং শিবপিণ্ড ধ্যান করুন এবং গায়ত্রী ব্রহ্মসূত্রের অবলম্বনে শক্তিবাদীয় উপাসনার অভ্যাস করুন। ব্রহ্মনাড়ী, শিবপিণ্ড ও আজ্ঞাচক্রের প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তিরূপী শিবের উপর জল ঢালুন ও পত্রপুষ্প নিবেদন করুন। ইহার ফলে লৌকিক কামনা এবং মানসিক শান্তি ও জ্ঞানলাভ সবই সহজ হইবে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১

২১। যে যে ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত যে যে রূপে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন আমি অর্থাৎ আত্মা তাঁহাদের অচলা শ্রদ্ধার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "আমি" শব্দ মানে "আত্মা"। অর্থাৎ ঐ শ্রদ্ধা আত্মা হইতেই আসিয়া থাকে। আত্মাকে দেবতাররূপে উপাসনা করা গীতা সমর্থন করেন। ইহার কারণ আত্মাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীবরূপে স্থিত। আত্মার প্রধান কেন্দ্র সত্য, তেজাদি দৈবী ভাব। উহার অনুশীলন থাকিলে এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান থাকিলে দেবতার পূজা ও আত্মা উপাসনায় ভেদ ভেদ থাকে না। খৃষ্টানগণ বিশু, মেরী, ক্রুশ ভিন্ন অন্য উপাসনাকে বুতপরস্তি বলেন। আদি বাইবেল গড ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনাকে ধ্বংস করিতে আদেশ দিয়াছেন (দ্রঃ দ্বিতীয় বিবরণ, পর্ব ১২ সূঃ ৫)। কুরাণে মূর্ত্তিপূজক সম্প্রদায়কে যেখানে পাইবে সেইখানে হত্যা করিতে বলিয়াছেন (দ্রঃ সূরা বরায়ত। আঃ ৫)। কুরাণে মূর্ত্তিধ্বংশ ও মূর্ত্তিপূজকদিগকে হত্যার আদেশ দিলেও কাবার (ইহার অন্য নাম কিবলা, ইনি কেবলেশ্বর বা একেশ্বর শিব) পূজা সমর্থন করেন। কুরাণের ইংরেজী অনুবাদক মহম্মদআলী এই পূজা সমর্থন করেন, কারণ ইহা নাকি ঈশ্বরের পূজা শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়োজন ছিল। আমরা বলি, তবে প্রতি মন্দিরে শিবমূর্ত্তি থাকিলে সেখানে ঈশ্বর পূজার শিক্ষার কেন্দ্র হইতে পারিবে না কেন? অধ্যাত্মবাদে মূর্ত্তিপূজা বা নিরাকার পূজার প্রশ্নই আসে না। কারণ আত্মা ব্যাপক। বিশ্বের কোন বস্তুই আত্মার রূপের বাইরে নয়। যাঁহারা আত্মরূপের সন্ধান পান নাই এবং যাঁহারা পিশাচউপাসনাকেই ঈশ্বরপূজা বলেন তাঁহারাই উল্টা পাল্টা কথা বলেন। সত্য, প্রেম, অভয়, শান্তি ও তেজ প্রভৃতি দেবীভাবের বৃদ্ধির জন্য যে কোন উপাসনাই আত্মার উপাসনা। অসুরবাদ, লুণ্ঠন, গুণ্ডামী, নরহত্যা, ও দেবতার স্থান নাশরূপ কার্য্যকে ধর্ম্মই বলা চলে না। এসব দুষ্কার্য্যকে ধরিয়া রাখিয়া কেবল পিশাচ উপাসনাই সম্ভব এবং আত্মার উপাসনা একেবারেই অসম্ভব।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধন মীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩

২২। যে (উপাসক) সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। তাহার ফলে, আমা কর্তৃক (অর্থাৎ আত্মা কর্তৃক) বিহিত সেই সব কাম্য বস্তু সকল নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সকাম ভক্তগণ কি ভাবে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হন তাহা বুঝা প্রয়োজন। আত্মবিকাশের অনেক স্তর আছে। যেমন শক্তি স্তর, জ্ঞান (মহৎ) স্তর, বিজ্ঞান স্তর (তাত্ত্বিক স্তর), দেব স্তর এবং স্থূল স্তর। সব কামনা বাসনাই দৈবস্তরের আশীর্বাদে সহজলভ্য হয়। এই দৈবস্তরে দৈবস্তর ও অসুরস্তর আছে। অসুরবাদীয় কামনা অসুরগণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অসুরবাদী সূক্ষ্ম আত্মার আশীর্বাদ ও সহায়তা প্রাপ্ত হন। শক্তিবাদীয় কামনা দেবতাগণ পূর্ণ করেন। দুর্ব্বলবাদীদের সব কামনাই অসুরদের অনুকূলে থাকে বলিয়া ও অসুরবাদীয় সূক্ষ্ম আত্মার অনুগ্রহ কিছুটা লাভ করেন। দেবতাগণ বা দৈবীসম্পদসম্পন্ন সূক্ষ্ম আত্মাগণ দুর্ব্বলবাদীদের ব্যাপারে সাহায্য করেন না। অসুরবাদীয় সূক্ষ্ম আত্মারাও দুর্ব্বল বাদীদের যে সব কার্য্য অসুরদের অনুকূল হয় না, তাহাতে সাহায্য করেন না। দুর্ব্বলবাদী সূক্ষ্ম আত্মারা কেহ কেহ দৈবস্তরে নির্জীব ভাবে থাকেন, কেহ বা অসুরস্তরে হীনভাবে অবস্থান করেন। ইঁহারা ইহলোকে যেমন অসহায় ও বলহীন দৈবস্তরেও ইহারা হীনবল হন। এ সব অনেক কারণে দুর্ব্বলবাদীদের কামনা, বাসনা, সমাজ, রাষ্ট্র সবই দিনের পর দিন হীনবল হইতে থাকে।

২৩। কিন্তু অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন সেই সব উপাসকগণের সেই ফল অস্থায়ী হয়। কারণ দেবযাজীগণ দেবতাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তগণ অর্থাৎ আত্মাযাজীগণ আত্মাকে প্রাপ্ত হন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥২৪॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মা চিরস্থায়ী ও অনন্ত, দেবাসুরগণ ক্ষনস্থায়ী ও নশ্বর। আত্মার উপাসকগণই যে শ্রেষ্ঠ ইহা এ শ্লোকে স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন। বহুকেক শত বৎসর ধরিয়া ভারতে একদল ভণ্ড, মূর্খ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও ভাবুকগণকে মহাপুরুষ করিবার দুর্নীতি প্রবল হইয়াছে, ফলে সেই সব দুর্ব্বল স্তরের মহাপুরুষ গণের উপাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। আমরা বলি, দুর্ব্বলবাদীয় মহাপুরুষগণকে উপাসনা না করিয়া নারীচোর রাবন, নারীর অপমানকারী দুর্য্যোধন, ও হুরবাদ প্রবর্ত্তক মহম্মদ সাহেবের উপসনা করা ভাল। যে দেশের সর্ব্বত্র আত্মাকে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী, তুরীয়া, কালী, তারা, ত্রিপুরা, দুর্গা ও নির্গুণ ব্রহ্মরূপে উপাসনার ধারা বিদ্যামান ছিল সেই জাতীয় প্রবৃত্তিকে কতগুলি মূর্খ ও ভণ্ড মানুষের উপাসনায় যাঁহারা টানিয়াছেন তাঁহাদের ঔদার্য্য ক্ষমারও অযোগ্য। অনেকের ধারণা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে উপাসনা করিবার কথা বলিতেছেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণকথিত "আমির" উপাসনা বলিতে কি রূপ উপাসনা বুঝায়, উহা গীতার বহুস্থানেই স্পষ্ট দেখাইয়া দিব। তাহাতে দেখা যাইবে আমি=আত্মা।

২৪। অবুদ্ধিমানগণ আমার (অর্থাৎ আত্মার) অব্যক্ত, অনুত্তম ও পরম স্বরূপটী না জানিয়া অব্যক্ত আত্মারূপী আমাকে অর্থাৎ আত্মাকে ব্যক্তিরূপে মনে করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জীব মাত্রেরই স্থূলরূপ আছে এবং জীবমাত্রেই অব্যক্ত আত্মা বিদ্যমান। শরীর পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর; কিন্তু আত্মা নিত্য ও অব্যয়। এই আত্মাই জীবমাত্রেরই ব্রহ্মনাড়ীতে অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া উপাসনা করুন এবং তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া জীবতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব জানুন; যাঁহারা নাস্তিকবাদী তাহারাও ব্রহ্মনাড়ীরই ধ্যান করুন। ব্রহ্মনাড়ী শরীরযন্ত্রের কেন্দ্র ও শরীরের সমস্ত শক্তির আধার, ইহার ধ্যানের

সরল শরীর সতেজ, সুস্থ ও সবল থাকিবে। যদি আত্মাকে নাই মানো, ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান করিতে তোমার বাধার কি কারণ আছে? আমরা হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানগণকে শক্তিবাদনীতি বুঝিতে বলি এবং দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া নিজের ও বিশ্বের প্রকৃত শান্তির পথ আয়ত্ত করিতে বলি।

অনেকেরই ধারণা শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণউপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যদি কৃষ্ণ উপাসনার প্রবর্ত্তনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তবে এখানে তিনি "ব্যক্তিভাব" ও "আত্মভাব" দুটা কথা ব্যবহার করিতেন না। যদি ব্যক্তিভাবে তাঁহাকে পাইতে চাও তবে কোন যুগেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তাঁহার শরীর, তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহার ফটো, তাঁহার চিত্র যে কিরূপ হইতে পারে ইহা কাহারও ধারণায় নাই। শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ ভিন্ন কাহারও শক্তি নাই যে একজন শক্তিস্তরের মহাপুরুষের চিত্র কল্পনা করিতে পারেন। শক্তিবাদে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই অথবা অন্ততঃ শিবস্তরে আসেন নাই এমন কোন মহাপুরুষকেই অনুসরণ বা ধ্যান করিলে তুমি হয় দুর্ব্বলবাদে অথবা অসুরবাদে জড়াইয়া যাইবে।

যদি শ্রীকৃষ্ণের আত্মভাব বুঝিতে চাও তবে নিজ নিজ ব্রহ্মনাড়ীতে মনঃ সংযোগ কর। এবং সত্য, প্রেম, শান্তি, অভয় ও তেজ (অসুরনাশ) প্রভৃতি দৈবীভাব অবলম্বন কর। আত্মা আমাতে, তোমাতে ও শ্রীকৃষ্ণে সদাকাল একরূপই আছেন। যাঁহারা ভাগ্যবশে আনন্দমঠের সাধনার ধারায় আসিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ভালভাবেই জানেন, ব্রহ্মনাড়ীই তাঁহাদের গুরু এবং মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডই তাঁহাদের গুরুদেবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। সেখানে গুরুপাদুকা ধ্যান, মানে শরীরস্থিত সব নাড়ীর মর্ম্মধ্যান মাত্র। এ সব থাকা সত্ত্বেও শিব বা শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং শান্তি, জ্ঞান এবং তেজঃপুঞ্জ সমন্বিত গুরুমূর্ত্তির উপাসনার প্রয়োজন আছে। বিশ্বের সামনে উচ্চ বিকাশকল্পে সেইরূপ মূর্ত্তিকে বুঝিবার ও বুঝাইবারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখিবে ব্রহ্মনাড়ী, শিবপিণ্ড ও গুরুপাদুকাই সাধকের

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫

জীবনলাভের ও বিকাশলাভের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আমরা বাজারে বহু প্রকারের কৃষ্ণমূর্ত্তি, রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি বা পার্থসারথী মূর্ত্তি দেখিয়াছি; কিন্তু সেই সব মূর্ত্তির মধ্যে শক্তিবাদ কোথায়? শক্তিবাদহীন মূর্ত্তি তোমাকে শক্তিমান করিবেন? আমরা বলি, কালীমূর্ত্তি ও দুর্গামূর্ত্তি ধ্যান কর। অথবা যে কোন শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের চিত্র ও মূর্ত্তি মাঝে মাঝে দেখো ও বুঝিতে চেষ্টা কর। উহা তোমার বিকাশে সাহায্য করিবে। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে মায়ের শিশু, ব্রজের বালক ও ব্রজলীলার কিশোর ছিলেন। এই ত্রিবিধ লীলার পূর্ণবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ একজন শক্তিবাদী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও অসুরবাদকে প্রশ্রয় দেন নাই। শক্তিবাদহীন কৃষ্ণকে কৃষ্ণই বলা চলে না। তিনি অসুরের নিকট অতি ভয়ঙ্কর ছিলেন।

২৫। যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন আমি (অর্থাৎ আত্মা) সকলের নিকট প্রকাশমান হন না, এই কারণ মূঢ়ব্যক্তি আমাকে (অর্থাৎ আত্মাকে) অজ (জন্মরহিত) ও অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা আত্মাকে অমর ও অব্যয় না জানিয়া চার্ব্বাক পন্থীদের মত বা কম্যুনিষ্টদের মত "শরীর নাশেই আত্মার নাশ" এইরূপ কথা বলেন, তাঁহারা কি মূর্খ? খৃষ্টান ও মুসলমানগণ আত্মাকে অমর বলেন, কিন্তু অজ বলেন না। ইঁহারা জন্মান্তরও মানেন না।

কাউকে মূর্খ না বলিয়া তাঁহাদের নীতি শক্তিবাদীয়, কি অসুরবাদীয় অথবা দুর্ব্বলবাদীয় উহা বুঝিতে চেষ্টা কর। যাঁহারা রাজ্য করেন সংগঠন করেন, প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব ভাবে সংগ্রামী করেন বা আইন করিয়া সংগ্রামী করেন তাঁহারা আত্ম জগতে মূর্খ হইলেও লৌকিক বিষয়ে তাঁহারা কেহই মূর্খ নহেন। যাঁহারা আত্মা মানেন তাঁহারা দুর্ব্বলও থাকেন না বা অসুরও হন না।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬
ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭

২৬। হে অর্জ্জুন! আমি (অর্থাৎ আত্মা) অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সব জানি; কিন্তু আমাকে (অর্থাৎ আত্মাকে) কেহই জানে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার অনন্ত আধারে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ক্রিয়া হইয়া চলিয়াছে সুতরাং আত্মার অজ্ঞাত কি থাকিতে পারে? আত্মজ্ঞা-নিষ্ঠাই ত্রিকালদর্শিতা।

২৭। হে পরন্তপ! হে ভারত! সৃষ্টিকালে ইচ্ছা (আশা) ও দ্বেষ হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ্ব ও মোহদ্বারা প্রাণীমাত্রই সংমোহ প্রাপ্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ এখানে এক ভয়ঙ্কর কথা বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে সৃষ্টির ইহাই নিয়ম যে সৃষ্টিচক্রের আবর্ত্তে পড়িলে জীবমাত্রই সংমোহন প্রাপ্ত হয়। "আমি এবং আমার" ভাবচক্রই মোহচক্র। এই মোহচক্র অতীব ভয়ঙ্কর। বিশ্বের যত অশান্তি, যত দ্বন্দ্ব, যতযুদ্ধ, যত অসুরপ্রবৃত্তি—সবেরই মূলে রহিয়াছে 'মোহ'। এই মোহকে যিনি যত স্ফীত করিয়া তুলিবার বিজ্ঞান বুঝিতে পারেন, তিনি আজ তত বড় নেতা। কুরাণবাদীয় মোহ যাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে সে কুরাণবাদী ভিন্ন অন্য রাষ্ট্রের আইন মানিতে রাজী নয়, ইঁহারা অন্য উপাসককে সহ্য করিতে প্রস্তুত হয় না। অন্য সমাজকে ইঁহারা ছলে বলে ধ্বংশ করিতে সর্ব্বদা তৎপর। কমুনিষ্টরাও তাহাই করেন। পৌরহিত্যবাদীরা ব্রাহ্মণসন্তান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের লোককে দলবদ্ধভাব চাকর বাকর এর তুল্য ধারণা করেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের লোককে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত দেখিলে ইঁহারা ঈর্ষায় জলিয়া মরেণ। শোষণবাদী বৈশ্যগণ অর্থের মোহে দলবদ্ধভাবে সমস্ত মানবকে শোষণ করিয়া নিঃস্ব করেন এবং নানা প্রকার

ভেজাল প্রয়োগ করিয়া মানুষের স্বাস্থ্য ও সুখ ধ্বংশ করেন। আজকাল কর্ম্মীসম্প্রদায়ও এক বিচিত্র নীতিতে মোহগ্রস্থ হইয়াছেন। তাঁহারা খুব কম পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত অধীক মূল্য গ্রহণের মোহে সংঘবদ্ধ হইয়াছেন। দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা পয়সার মোহে ভেজাল দিয়া শিশুহত্যার দুষ্কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। আশা, মোহ এবং বিদ্বেষ তো জীবের জন্মগত কুবৃত্তি। বিশ্বের দানবীয় মতবাদগুলি এই সব কুবৃত্তিকে অত্যন্ত স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু খুব ধীর হইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, এ সব কুবৃত্তিতে মানবকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া সমগ্র মানবকে নরকের দুঃখে ডুবাইয়া কয়েকটা মাত্র লোক সুখভোগ, রাজ্য ও কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। এসব মোহ কে কেন্দ্র না করিয়া আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে সংগঠন, সমাজ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র গড়া যায় সে সমন্ধে ভারতের ঋষি ও রাজর্ষিগণ অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উহার ভিত্তিও দান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে গীতা পরবর্ত্তী শ্লোকে নিজেই সব বলিতেছেন। তাঁহারা মহাব্যাহৃতি বা ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়া মানুষের মনকে আত্মমূখী করিবার চেষ্টা করেন এবং কর্ম্ম ও বৃত্তিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়কর্ম্ম বিভাগে ভাগ করিয়া বংশগত ভাবে উহার ভিত্তি দৃঢ় করেন। আমরা এই চার প্রকার কর্ম্মবিভাগ হইতে কিরূপে চার প্রকারের অসুরবাদ উৎপন্ন হয় উহা দেখাইয়াছি, ব্রহ্মণ্যবাদী ব্রাহ্মণই শক্তিবাদী ব্রাহ্মণ, কিন্তু পৌরহিত্যবাদী ব্রাহ্মণ অসুর বাদী ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। সমাজরক্ষক ও ধর্ম্মরক্ষক ক্ষত্রিয়ই শক্তিবাদী ক্ষত্রিয়। সমাজপীড়ক ও ধর্মনাশক এবং নারীর লাঞ্ছনাকারী ক্ষত্রিয়ই অসুর ক্ষত্রিয়। সমাজপালক ও ধর্ম্মরক্ষক এবং দাতা বৈশ্যই শক্তিবাদী বৈশ্য এবং শোষক, ভেজালী ও কালাকারবারী বৈশ্যই অসুর বৈশ্য। সমাজ রক্ষক কায়কর্ম্মীই, শক্তিবাদী কায়কর্ম্মী। কিন্তু সমাজনাশক ও ষ্ট্রাইকবাদী কায়কর্ম্মীই অসুর কায়কর্ম্মী।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ। ২৮

পৌরহিত্যবাদীয় ব্রাহ্মণদের ধারণা কায়কর্ম্মী বা শূদ্রের বেদ, গায়ত্রী ও ব্রহ্মোপাসনার অধিকার নাই। আমরা ঐ সব মূর্খগণকে বেদ ও উপনিষদ পাঠ করিয়া নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা ও অসুরবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সমস্ত বিশ্বে শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপনায় অনুকূল হইতে বলি (ধর্ম্মশিক্ষা ও শক্তিশালী সমাজ দ্রষ্টব্য)। আমরা ভারত রাষ্ট্রকে শক্তিবাদ বুঝিতে বলি এবং প্রত্যেকটী বিদ্যালয়ে ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানসহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করিতে বলি এবং সে সঙ্গে পৃথিবীতে প্রচলিত সমস্ত রাষ্ট্রবাদের সঙ্গে তুলনা মূলক ভাবে "শক্তিবাদ" রাজনীতি পাঠ্য করিয়া দিতে বলি।

২৮। কিন্তু যে সব পুণ্যকর্ম্মকারী ব্যক্তিগণের পাপ ক্ষয় হইয়াছে, যাঁহারা দ্বন্দ্ব ও মোহমুক্ত হইয়াছেন, সেইসব ধীর ব্রতধারী ব্যক্তিগণ আমাকে (অর্থাৎ আত্মাকে) দৃঢ়ব্রত সহকারে উপাসনা করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কুরাণের বহুস্থানে মূর্ত্তির অবলম্বনে ভক্তির অনুষ্ঠান কারীগণকে হত্যা করিতে বলিয়াছেন, ঐ গ্রন্থের বহুস্থানে লুণ্ঠনের আদেশ আছে দ্রঃ সুরা ৮। আঃ ১। ঐ গ্রন্থের অনেক স্থানে লুণ্ঠন করিয়া উহার এক পঞ্চমাংস রসুলকে (মহম্মদকে) দিবার আদেশ আছে। এ সব কার্য্য কি পুণ্য কার্য্য? যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মবাদের ঠিকেদার ও যাঁহারা গীতা, কুরাণ এবং বাইবেলকে এক ধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা কি বলেন? যাঁহারা ডেমোক্রেশী ধনসাম্যবাদের ডঙ্কা পিটাইয়া গদীতে বসিয়া নিজের দলসহ মহা আরামে রাজ্য করেন এবং সমস্ত জনতার কথা তো অনেক দূরের কথা নিজের চাপরাশী ও কেরাণীদের বেতনের সঙ্গে নিজের বেতন শত শত গুণে ব্যবধান রাখিয়াও ধনসাম্যবাদের কথাই বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধাপ্পাবাজরূপ মহামোহে মুগ্ধ ব্যক্তি বলিব, না কি বিশ্বকল্যাণকারী মহামানব বলিব? আমরা বলি, যদি বিশ্বের কল্যাণ চাও তবে দৃঢ়ব্রত (ত্যাগ, ব্রহ্মচার্য্য ও সংযমই দৃঢ়ব্রতের ভিত্তি) ধারী মহান ব্যক্তি গঠনের জন্য শিক্ষা ও শাসনের নীতি স্থাপনা করো। এসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে যে সব মূল্যবান কথা বলিতেছেন উহার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করুন এবং ঐ নীতিতে দৃঢ় হউন।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্মচাখিলম্ ॥২৯

২৯। জরা মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভের জন্য যঁাহারা আমাকে (অর্থাৎ আত্মাকে) আশ্রয় করিয়া অভ্যাস করেন, তাঁহারা সেই ব্রহ্ম এবং সমুদায় অধ্যাত্ম কর্ম্ম সমূহ জানিতে পারেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা জ্ঞান লাভ করেন তাঁহাদের শরীরে কি জড়া ও মৃত্যু হয় না? উঃ, নিশ্চয়ই তাঁহাদের শরীর জড়া ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আত্মাতে জড়া ও মৃত্যু নাই। ইঁহা অমর, অনন্ত এবং সনাতন সেই আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম, উপাসনাও জ্ঞানের অনুশীলন করিতে করিতে মানব শরীরাত্মবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়া আত্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হন। সুতরাং শরীরের জড়া ও মৃত্যু জনিত নৈরাশ্য তাঁহাদের হয় না। তঁাহারা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন এবং আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কি ভাবে কর্ম্মবিজ্ঞান জড়িত আছে তঁাহারা উহা জানিতে পারেন। এখানে পাঠক জানিয়া রাখুন শক্তিবাদীয় কর্মবাদ, সমাজবাদ, রাষ্ট্রবাদ, ধর্ম্ম, যোগ, তপস্যা ও জ্ঞানানুশীলন সবই আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। গীতা সেই শক্তিবাদীয় অধ্যাত্ম কর্ম্মের বিরাট দার্শনিক গ্রন্থ। যাঁহারাই এবিশ্বে আত্মাকে বাদ দিয়া কর্ম্মবাদ, সমাজবাদ ও ধর্ম স্থাপনার কথা বলিয়াছেন তঁাহারাই একদল গুণ্ডা, বর্ব্বর ও অসুরের হাতে মানবের সমস্ত সুখকে সপিয়া দিয়া মানব সমাজের চরম দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছেন। যঁাহারা ধর্ম্মের নামে সমাজকে আত্মধ্যানের বিজ্ঞান শিক্ষা না দিয়া অসুর তোষকের বা দুর্ব্বল মানবের উপাসনা করিতে শিক্ষা দেন তঁাহাদিগকে সমাজের মধ্যে চোর ডাকাত হইতেও নিকৃষ্ট স্তরের লোক বলিয়া জানিবে।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥৩০

৩০। "আমি [অর্থাৎ আত্মা] সমস্ত ভূতে (জীবে) বিদ্যমান, আত্মা দৈবজগতে বিদ্যমান, আত্মা সমস্ত যজ্ঞে ব্যাপ্ত"। এভাবে যাঁহারা আত্মাকে জানেন তাঁহারাই প্রয়াণ কালে আমাকে অর্থাৎ আত্মাকে জানিতে পারেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সাধিভূত অর্থাৎ জীবের সহিত আত্মা বিদ্যমান সাধিদৈব অর্থাৎ দৈব জগতের সহিত আত্মাই অবস্থিত এবং এইরূপে যজ্ঞসহ আত্মাই বিদ্যমান (যজ্ঞ মানে দৈবতৃপ্তি ও অসুরনাসের অনুকুল সমস্ত কার্য্য) অর্থাৎ জড়িত আছেন এইভাবে জীবন যাপন করিলে মৃত্যুকালেও আত্মলাভ সহজ হয়। ভারতের সমস্ত কর্ম্মবিজ্ঞান এই নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। আজ প্রচারের অভাবে সেই নীতি হইতে ভারত বিচ্যুত, যে সব ভারতবাসী ডেমোক্রেশী, কম্যুনিজম, ও ইসলামীয় সমাজবাদে আজ প্রমত্ত তাঁহাদিগকে আমরা "শক্তিবাদ" বুঝিতে বলি। জড়বাদে বেশী প্রমত্ত না হইয়া আত্মাধীনতাকে ভিত্তি করিয়া শক্তিবাদীয় কর্ম্মে আত্মানিয়োগ করিতে বলি।

ইতি শ্রী মহাভারতে শত সহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ ভগবদগীতাসূপনিষদ্সু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীগীতার সপ্তমঅধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক শ্রীস্বামী সত্যান্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২

॥১॥ অর্জ্জুন কহিলেন, আপনি যে ব্রহ্মের কথা বলিলেন, তাহা কি? অধ্যাত্মকি? কর্ম্ম কি? হে পুরুষোত্তম! অধিভূত কি? এবং অধিদৈব বা কাহাকে বলে?

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে অর্জ্জুন দর্শন শাস্ত্রের বিদ্যার্থীর মত কতগুলি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়াছেন। এখন দেখা যাক দার্শনিক জ্ঞানের শীরোমনি আমাদের পূজ্য শ্রীকৃষ্ণ ইহার কি উত্তর দিতেছেন।

২। অধিযজ্ঞই বা কি? তিনি কোথায়? তিনি কি শরীরে থাকেন? হে মধুসূদন! মৃত্যুকালে সংযতচেতা মহাত্মাগণের দ্বারা আপনি (আত্মা) কি ভাবে জ্ঞাত হন, সে সব বিষয় বলুন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকের বাইরে আরও দুইটি প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন করিলেন। অধিযজ্ঞ কি এবং সংযত চিত্ত মহাত্মাগণ কি ভাবে প্রয়াণ কালে আত্মাকে জানিতে পারেন। পূর্ব্ব শ্লোকের ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং এই শ্লোকের অধিযজ্ঞ সবই এই শরীরে কি ভাবে বিদ্যমান, অর্জ্জুন সেই সব প্রশ্ন জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা পাঠকগণকে বলি, ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ কিছু দিন উপাসনা করুন। এবং মনকে ফাঁকা রাখিতে চেষ্টা করুন। তবেই সবগুলি কথা বুঝিতে সুবিধা হইবে। আপনারা গীতাকে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন।

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ ॥৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥৪

৩। যিনি অক্ষর (অক্ষয়) এবং পরম তত্ত্ব তিনি ব্রহ্ম। তাঁহার স্বভাব বা প্রকৃতি কে অধ্যাত্ম বলে। জীবগণের উৎপত্তি হওয়ার নাম "কর্ম্ম" এই কর্ম্মই বিসর্গ নামে খ্যাত।

শক্তিবাদ ভাষ্য : নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব পরমতত্ত্ব। পরা প্রকৃতি হইতে- ছেন "স্বভাব"। এই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব কি ভাবে উৎভব হয় উহা পাঠকগণ ক্রমবিকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে দেখুন। এই মহাতত্ত্বে পুরুষোত্তমের (পরমব্রহ্মের) প্রতিবিম্বই বীজরূপী জীবাত্মা। এই মহত্তত্ত্বে পরা প্রাকৃতির বিভিন্ন শক্তি বিবর্ত্তিত হইলে পঞ্চতন্মাত্র হয়। এই জীববীজ এবং ঐ সব ভূতবীজ (পঞ্চতন্মাত্র) হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীব- গণের উৎপত্তি হয়। জীব ও বিশ্ব উৎপত্তির এই ক্রিয়ার নাম কর্ম্ম। এই কর্ম্মকে বিসর্গ বলা হইয়াছে। বিসর্গ মানে ত্যাগ অর্থাৎ এই ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম নিজের নির্গুণের মধ্যে কিছু অংশে নির্গুণত্ব ত্যাগ বা বিসর্গ করিলেন। ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব হওয়া এবং বিবর্ত্তিত হওয়াই এখানে আহুতি ও বিসর্গ পদবাচ্য। অর্জ্জুন যে সব প্রশ্ন করিয়াছেন উহার সঙ্গে ৭ম অধ্যায়ের ২৯ এবং ৩০ শ্লোকের ভাব জড়িত আছে। এখানে "কর্ম্ম" মানে তোমার বা আমার আহুতি নহে, এখানে কর্ম্ম মানে অধ্যাত্ম কর্ম্ম। এ খানে আহুতি মানে সৃষ্টির বিবর্ত্তনের ক্রমিক নিয়ম। বিস্তারিত ক্রমবিকাশে দেখুন।

৪। হে শ্রেষ্ঠ দেহধারী (অর্জ্জুন)। আমি (আত্মা) দেহের মধ্যে অধিযজ্ঞ রূপে, ক্ষয়রূপী অধিভূত রূপে এবং অধিদৈব পুরুষরূপে বিদ্যমান।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে অর্জ্জুনকে দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলা হইল। কিন্তু পাঠক জানিয়া রাখুন শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠতম দেহধারী।

ইহার কারণ, তিনি সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরগুলি অতি সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিয়াছেন এবং সেই স্তর গুলি সম্বন্ধে উপদেশও দিতেছেন। অর্জ্জুনকে শ্রেষ্ঠ দেহধারী বলিবার প্রথম লক্ষ্য হইল অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল অর্জ্জুন যে এই তত্ত্বজ্ঞান পথে অগ্রসর হইবার যোগ্য ইহাও জানাইয়া দেওয়া।

সৃষ্টির ক্ষর অংশ ও অক্ষর অংশ বিস্তারিক বুঝিবার জন্য পাঠকগণ ক্রম বিকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ পাঠ করুন। এখানে পাঠক ভালভাবেই জানিয়া রাখিবেন যে শক্তিবাদের মতে সৃষ্টির কোন অংশই মিথ্যা নহে বা মায়া নহে বা ভ্রান্তি নহে।

গীতায় সৃষ্টির একটা অংশকে ক্ষর বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ নয় যে সৃষ্টির ক্ষর অংশ ভ্রান্ত বা মিথ্যা। ক্ষর অংশ পরিবর্ত্তন শীল।

বালক যখন খেলা করে তখন তাহার কিন্তু ধারণা এইরূপ নয় যে সে খেলা করিতেছে। তাহার ধারণা যে সে ভয়ঙ্কর এক জটিল কর্ম্মে জড়িত আছে। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ ইচ্ছা করিলে বালকের মত খেলা করিতে পারেন কিন্তু সেই খেলা তাহার নিকট বালকের মত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়া হয় না।

জীব মাত্রেই ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ক্ষরভূমির মধ্যে বিচরণ করে। অহং, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের জগৎ এই ক্ষর ভূমির অন্তর্গত। ইহা আমাদের জীবাত্মভূমির পরিধিদ্বারা সীমাবদ্ধ। অহং তত্ত্ব ভেদ হইবার পর আমরা অক্ষরজ্ঞান ভূমির মধ্যে আসিয়া যাই।

ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তম এর কথা আমরা ক্রমবিকাশের তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। পুরুষোত্তম অষ্টমহাশক্তির সমষ্টি ভূত এক অনাদিতত্ত্ব। ইঁহাকে ক্রিয়াহীন মানিলে সৃষ্টিও মানা যায়না, ইনি ক্রিয়াশীল বলিয়াই সৃষ্টি রহিয়াছে।

অক্ষর পুরুষের স্তর মানিলে পুরুষোত্তম আছেন, মানিতে হয়, কিন্তু ক্ষর স্তরে এঁকে বুঝা যায় না। কারন ইনি অব্যক্তের পরপারে আছেন।

এখানে অব্যক্ত + মহৎ + পুরুষোত্তম = অক্ষরপুরুষ। পুরুষোত্তমের অঙ্গীভূত অব্যক্ত শক্তিই (:) এখানে অব্যক্ত তত্ত্ব। এই অব্যক্তের আধারে মহৎ = ইচ্ছাশক্তি (অ) + জ্ঞানশক্তি (ঃ)। এই মহতে পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্বই জীববীজ। এই মহতে :, ই, উ, ঋ, ঌ, (অব্যক্ত বা কর্তৃত্ব শক্তি, বিজ্ঞান শক্তি, কর্মশক্তি ও প্রাণশক্তি) বিবর্দ্ধিত হইলে পঞ্চতন্মাত্রা (বীজরূপী পঞ্চমহাভূত) সৃষ্টি হয়। মহৎ এবং অব্যক্ত দোলক তালে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। মহৎ প্রবল হইলে সৃষ্টি হয়, অব্যক্ত প্রবল হইলে প্রলয় হয়। এই সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্যের সাক্ষী হইতেছেন অব্যক্তের আড়ালে অবস্থিত পুরুষোত্তম। অব্যক্তের আবরণ ভেদ না হইলে একে জানা যায় না। অব্যক্ত ও ব্যক্ত ক্রিয়া এবং উভয় ক্রিয়ার সাক্ষী মিলিয়া অক্ষরব্রহ্ম। এখন অব্যক্ত ও ব্যক্তকে বাদ দিয়া অষ্টশক্তির সমষ্টি ভূত আদি তত্ত্বই পুরুষোত্তম। অক্ষর ব্রহ্মকে অক্ষয় ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তমের অধিক্ষতার একবার সৃষ্টি ও একবার প্রলয়, ইহাই অক্ষয় ব্রহ্মের কার্য্য "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতু নানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ গীতা দ্রঃ

পুরুষোত্তম স্তরে অষ্ট শক্তি বিদ্যমান। এই অষ্টশক্তি হইতে কি ভাবে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন জগৎ বা স্তর গুলি এক একটি শক্তিকে আশ্রয় করিয়া কিরূপভাবে বিদ্যমান, এ সম্বন্ধে বিস্তারিক আলোচনা ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগে দেখুন। এই অষ্টশক্তির মধ্যে 'ও' কে অশ্রয় করিয়া বিষ্ণুজগৎ, দৈবজগৎ, বা হিরণ্য গর্ভ বিদ্যমান। এই হিরণ্যগর্ভই অধিদৈবত পুরুষ। দেহমধ্যেই এই পুরুষের সন্ধান পাওয়া যাইবে। জীবে দৈবভাবগুলি ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করে। আমরা ইতিপূর্ব্বে ' অহং" এর কথা বলিয়াছি। অসুর ভাবগুলি অহংকে কেন্দ্র করিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। অসুরভাবগুলি এই হিরণ্যগর্ভভূমিকে বিক্ষুব্ধ করে। অসুরভাবগুলি হিরন্ময় ভূমির একটু উচ্চস্তরে থাকে। কিন্তু ইহারাও ক্রিয়াশীল হয় হিরন্ময় ক্ষেত্রে।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬

সাধারণ জীবের অনেককে হৃদয়বান ও উদার প্রকৃতির মানবরূপে পাওয়া যায়, আবার অনেককে অত্যন্ত স্বার্থপর ও হৃদয়হীন এবং সুবিধাবাদী বা অসুররূপে পাওয়া যায়। যাহাতে শিক্ষা ও কুসঙ্গের প্রভাবে মানুষ স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী না হইয়া আত্মধ্যানী ও আত্মজ্ঞানের অনুকূল হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে এজন্য ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য, মহাব্যাহৃতী (ব্রহ্মনাড়ী) ও গায়ত্রী ধ্যানের ব্যবস্থা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্থাপনা করিয়া ছিলেন। কালের প্রভাবে সেই শিক্ষা আজ ভারত হইতে লুপ্ত প্রায়। সুতরাং ভারত ও বিশ্ব আজ ভয়ঙ্কর দুঃখ ও দুর্দিনের সম্মুখীন হইয়াছে। অর্জ্জুন আজ অসুরবাদ ধ্বংস করিবার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কাজেই ভারতের পরম পিতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভারতীয় কর্ম্মবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আজ আমরা অসুরবাদ, শঙ্কাবাদ, কম্যুনিজম, ডেমোক্রেসী প্লাবিত ভারতের সামনে সেই যোগবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছি।

সৃষ্টির ক্ষয় অংশ অহংতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। অহং ভেদ হইলে ক্ষর অংশ ক্ষয় হইয়া যায়। সৃষ্টির অক্ষর অংশ চির নিত্য।

৫। অন্তকালে আমাকে (আত্মাকে) স্মরণ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি আত্মাকে প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অন্তঃ কালে আত্মা লাভের ঠিক ঠিক উপায় শ্রীকৃষ্ণ পরে বলিতেছেন।

৬। যিনি যেরূপ ভাবনাসহ শরীরত্যাগ করেন, হে কৌন্তেয়! সেই ব্যক্তি সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ।৮
কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯

শক্তিবাদ ভাষ্য । মৃত্যুকালীন মনোগতি অনুযায়ী প্রারব্ধ হয়। প্রারব্ধে জাতি, আয়ু ও ভোগ সব উপাদানই মৃত্যুকালীন মনোবেগের দ্বারা নিয়মিত। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে দেখুন।

৭। অতএব তুমি সর্ব্বদা আমাকে (আত্মাকে) স্মরণ করিতে থাক এবং যুদ্ধ করিতে থাক। যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে (আত্মাতে) অর্পিত সে নিশ্চয়ই আমাকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইবে ইহাতে সংশয় নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন অর্থে "কল্পনা" এবং বুদ্ধি অর্থে "বিচার বিবেচন" মন একেবারে চিন্তাশূন্য হইবে বুদ্ধিও কোন বিচার করিবে না। যখন সাধক যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন মনের এই সুখময় স্থিতি আসিয়া যায়। যোগ কোন কষ্টকর অনুষ্ঠান নহে। যোগ মনের ও বুদ্ধির ক্রিয়াহীনতা। মন যাঁহার নিরব, বুদ্ধি যাঁহার অচল, তাঁহার যোগ লাভ হইবে, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ইহার পরেই বলিতেছেন।

৮। যোগযুক্ত থাকিতে অভ্যাস করিতে থাকিবে, চিত্তকে অন্যগামী করিবে না। হে পার্থ, এইভাবে দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে থাক।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন একদম ফাঁকা রাখিবে এবং বার বার ব্রহ্মনাড়ী চিন্তা করিবে। কোনও প্রকার দিব্য পুরুষ বা জ্যোতির কল্পনা যেন করিবে না। যদি দিব্য পুরুষ বা দিব্যজ্যোতি আপনি উদ্ভাসিত হন তবে অবশ্যই ভিন্ন কথা। কিন্তু সাবধান, মন কল্পনাহীন হইলে উহাই "পরমপুরুষ" বুঝিতে হইবে।

৯। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সনাতন, তিনি জগতের নিয়ন্তা তিনি অণু

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

হইতেও অণু, তিনি সমস্ত জগতের বিধাতা, যিনি অচিন্ত্য, তিনি অজ্ঞানের পরপারে স্থিত তত্ত্ব। যিনি আদিত্য বর্ণ পুরুষ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন ফাকা রাখো এবং ব্রহ্মনাড়ীতে মনকে বার বার সমাহিত কর। ইহাতে যে তত্ত্বের প্রকাশ হইবে তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত সবগুলি বিশেষণে বিশেষিত করা চলিবে। ঐ রূপ বিশেষণে বিশেষিত কোন পদার্থ কল্পনা করিবার যেন কেহই চেষ্টা করিও না। তিনি আমাদের চিত্তশক্তির বাহিরে অবস্থিত। ইহা সব সময় মনে রাখিবে। শক্তিবাদী মহাপুরুষের কার্যাধারা ও মূর্ত্তির কিছুটা অবলম্বন অবশ্যই সহায়ক, কিন্তু যাহার কার্যাধারা শক্তিবাদীয়, যাঁহার চিন্তাধারা শক্তিবাদীয়, যাঁহারা উপদেশ শক্তিবাদীয়, যাঁহার শরীরের আকৃতি প্রকৃতি শক্তিবাদীয় এমন মহাপুরুষকে ব্রহ্মনাড়ীসহ চিন্তা করিলে অনেক কাজ দিবে। কালীমূর্ত্তির ধ্যান প্রাথমিক সাধকের জন্য কাজ দিতে পারে। ব্রহ্মনাড়ী এবং ষট্‌চক্রধ্যান, কালীমূর্ত্তিধ্যানের অগ্রবর্ত্তী স্তর। এ সব গভীর সাধনার কথা দার্শনিক গ্রন্থে আলোচনা করা যায় না।

১০। প্রয়াণকালে অচলমনে, ভক্তি ও যোগবলদ্বারা প্রাণকে যিনি সম্যকরূপে সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন তিনি সেই দিব্য পুরুষকে লাভ করেন॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে পাঠক দেখিতেছেন এসব যোগবিজ্ঞানের মধ্যে কোথাও কোনরূপ মূর্ত্তিরই চিন্তা করিতে বলা হয় নাই। ৭ শ্লোকে আমাকে (বা আত্মাকে) ধ্যান করিতে বলিয়াছেন। এসব শ্লোকে সেই আত্মার ধ্যান কিরূপ এবং সেই ধ্যানে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে উহার ক্রম বলিতেছেন।

এখানে ভ্রূমধ্যে সম্যকরূপ প্রাণকে সন্নিবিষ্ট করিতে বলিয়াছেন। কিছু দিন "কেবলী" প্রাণায়াম করিবার পর এই ক্রিয়া করা সুবিধা জনক। এই ক্রিয়ার নিয়ম এই যে সর্ব্বদা বায়ুকে গলার মধ্যে ঠেকাইয়া নাক দিয়া টানিবে এবং গলায় ঠেকাইয়া নাক দিয়াই ছাড়িবে। প্রাণায়াম করিবার সময় ও রেচক কালে বায়ুকে গলায় ঠেকাইয়া ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে হয়। এই ভাবে 'কেবলী' অভ্যাস হইলে শ্বাস প্রশ্বাস খুব ধীর হইয়া যায়। নিদ্রা কালেও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ধীরই থাকে। অনেকের নিদ্রাকালে নাক ডাকে। কেবলী অভ্যাসীদের শ্বাস প্রশ্বাস সেই নাকডাকা অবস্থায়ও ধীরই থাকে। এইভাবে কেবলী অভ্যাসী গণ শ্বাসকে ভ্রূমধ্যস্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছ সময় সময় এইরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ মনে ধারণা করিয়া শ্বাসকে ভ্রূমধ্যে আনিবার চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ আসল ক্রিয়া হইতেছে গলায় ঠেকাইয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালন ক্রিয়া।

এই ক্রিয়া দ্বারাই শ্বাস ভ্রূমধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার সুবিধা লাভ করে। ইহাকে আয়ত্তে আনিবার ভাল স্থান হইতেছে কণ্ঠ। ঐ পথেই বায়ুটা সহস্রার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এইরূপ ধারণা অভ্যাস করিতে হয়। কিছুদিন "কেবলী" অভ্যাস হইবার পর ইহাই ধারণা রাখিতে হয় যে শ্বাসক্রিয়া সুষুম্না পথে বা ব্রহ্মনাড়ী পথে আনা যাওয়া করে। শ্বাস প্রশ্বাসের মূল্য স্থান হইতেছে সুষুম্না মার্গ। মনের ক্রিয়া যতটা সম্ভব স্তব্ধ রাখ এবং প্রাণক্রিয়া সুষুম্নায় চলিতেছে এইরূপ ধারণা কর। ইহাই ভ্রূমধ্যে "প্রাণআবেশ ক্রিয়া। "মনকে একদম নিশ্চিন্ত করিয়া দেও মনকে শূন্যাকার কর ইহার ফলে মন ভ্রূমধ্য কেন্দ্রে ডুবিল' আনিবে। এই সঙ্গে "প্রাণক্রিয়াকে কেবলীযোগ সহকারে সুষুম্ন পথে পরিচালিত কর"। এই দুইটী ক্রিয়ার সিদ্ধাবস্থায় যাহা হয় শ্রীকৃষ্ণ সেই ক্রিয়ার কথা বলিলেন। উন্নত স্তরের যোগীদের এই ক্রিয়া সর্ব্বদা আয়ত্তে আসিয়া যায়।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যা ধ্যায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণম্ ॥ ১২ ॥

এখানে ভক্তি ও যোগ দুইটী কথা আছে। যোগ তো বলা হইল এখন ভক্তিটা কি? ভক্তি মানে হৃদয়ের স্বাভাবিক টান। হৃদয়ের টান আত্মমুখী বা ব্রহ্মনাড়ীর দিকে হইলে উহার নাম হয় 'ভক্তি'। হৃদয়ের টান "সংসার, টাকা, বাড়ী, চুড়ি, সাড়ী ও সন্তানাদির উপর" হইলে উহার নাম হয় "মোহ"। মৃত্যুকালে যাহার টান যে দিকে সে সেই দিকের গতিলাভ করিয়া থাকে। মোহ "দিব্য পুরুষ লাভ" না করাইয়া "সংসার" লাভ করায়।

১১। বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে "অক্ষর" বলিয়াছেন। বীতরাগ (মোহহীন) গণ সর্ব্বদা যাঁহাতে বিচরণ করেন। যাঁহাকে পাইবার জন্য (সাধকগণ) ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করেন। সেই কথাটী আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিব ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ এবার দীক্ষার কথা বলিবেন। দীক্ষার সঙ্গে জপের বিজ্ঞানও বলিবেন। ইতিপূর্ব্বে অক্ষর ও ক্ষরের সীমার কথা আমরা বলিয়াছি। জীবাত্মাই ক্ষর এবং পরমাত্মাই অক্ষর। ব্যাক্তিত্ব বোধ স্বার্থ ও মোহই জীবাত্মাবোধের সীমা। বীতরাগ, ব্রহ্মচর্য্য এবং ওঁকার (বা বীজমন্ত্র) জপ এই সীমা অতিক্রম করিবার প্রধান সহায়। আত্মা ব্যাপক, মহান, অক্ষর। জীবাত্মবোধ যতই শিথিল হইতে থাকিবে, মনের ব্যাপকত্ব ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সেই সব স্তরই গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুস্তরের বোধের কথা। অহং এর গ্রন্থি ভেদ হইলে জীব শিব হন। ইহাই শিব-স্তর। ইহার পরের স্তরে অক্ষর ব্রহ্ম। অক্ষর ব্রহ্মের পরের স্তর পুরুষোত্তম।

১২। সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারকে সংযম করিবে, মনকে হৃদয়ে (ব্রহ্ম নাড়ীতে) নিরুধ্য করিবে, প্রাণকে যোগক্রিয়াদ্বারা মস্তিষ্কস্থিত আত্মকেন্দ্রে স্থির রাখিবে ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। সর্ব্বদ্বার সংযমের ইহাই মর্ম্মকথা যে মৃত্যুকালে দেখা, শোনা, ঘ্রাণ, রসনা ও স্পর্শ ব্যাপারে মনকে বহির্ম্মুখী হইতে দিবে না। "দেখা শোনা এ সব জীবনের মত শেষ হইয়াছে" এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিবে। মনকে ব্রহ্মনাড়ীতে নিবদ্ধ করিবে। শ্বাসের গতির দিকে মন দিবে। শ্বাসের শেষ প্রান্ত মস্তিষ্কে গুরুপাদুকা স্থানে অবস্থিত। শ্বাস গ্রহণ কালে ব্রহ্মনাড়ী ধরিয়া হৃদয় পর্য্যন্ত নামিয়া আসিতেছে দেখিবে এবং শ্বাস ত্যাগকালে মস্তিষ্কের শেষ প্রান্তে মহাশূন্যে বিলীন হইতেছে, ইহাও বুঝিতে চেষ্টা করিবে। পূর্ব্বাবধি কেবলী প্রাণায়াম ও গুরুপাদুকা ধ্যানের মধ্যদিয়া প্রাণক্রিয়ার অভ্যাসকে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করিয়া লইতে হয়। শ্বাসটা যখন ত্যাগ হয় তখন মনটাও খালী বা শূন্যাকার হয়ে যায়। মন যখন যতক্ষণ শূন্যাকার থাকে ততক্ষণ প্রাণ মস্তিষ্কস্থিত মূর্দ্ধাস্থানে অবস্থান করে। যদি "কায়া কাশ ধ্যান" সহযোগে মনকে শূন্যাকার করা যায় তবে মন বুদ্ধিকেন্দ্রে অবস্থান করিবে। মনকে যদি প্রাণক্রিয়ার দ্বারা শূন্যাকার কর তবে মন "মূর্দ্ধাস্থানে" বিশ্রাম করিবে। সে সঙ্গে প্রাণও ঐস্থানে বিশ্রাম লাভ করিবে। ব্রহ্মনাড়ী ধরিয়া শ্বাস আসে ও যায় এবং ব্রহ্মনাড়ীর পথে মনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে এবং ব্রহ্মনাড়ীর প্রকাশেই মন সাম্য হয়। ব্রহ্মনাড়ীতে ঊর্দ্ধগতিই হং নিম্ন গতিই সঃ। উভয় প্রকার গতিহীন ব্রহ্মনাড়ীই ওঁ। শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজায় ভূতশুদ্ধি অংশে দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মনাড়ীতে ঊর্দ্ধগতি নিম্নগতি ও সাম্যভাবস্থিত ব্রহ্মনাড়ী বুঝিতে চেষ্টা করার অভ্যাস পূর্ব্বাবধি আয়ত্তে আসা চাই। শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকে মৃত্যুকালে ঐ ভাবে ওঁকার জপের কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মনাড়ীই ওঁ কার বা মূর্দ্ধাস্থিত শেষ প্রাণক্রিয়াটুকুই ওঁকার। এই ওঁ কারই পরম পুরুষ ও পরমাত্মা। পার তো উচ্চারণ ও স্মরণ দুই কর। অথবা নিশ্চিন্তমনে কেবল স্মরণ কর।

এখন প্রশ্ন মৃত্যুকাল বুঝিবার বিজ্ঞান কি? মৃত্যুকাল বুঝিবার কথা খুব প্রয়োজনীয় কথা। পূর্ব্বোক্ত ভূতশুদ্ধির সিদ্ধাবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা

ওঁ মিত্যে কাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩॥

থাকা চাই। যাঁহারা উচ্চস্তরের সাধক তাঁহারা ঐ স্তরে সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাহা হইলেও মৃত্যুকাল বুঝিবার একটা সংকেত বলা যাইতেছে।

মৃত্যুকালের পূর্ব্বে সমস্ত প্রাণশক্তি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রগুলি হইতে আপন শক্তি মস্তিষ্কস্থিত প্রাণ কেন্দ্রের দিকে গুটাইতে থাকে। বাজারের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইলে লোক জন চারিদিকে ছুটিতে থাকে। এই ছুটাছুটির গতি দেখিয়া প্রাণকেন্দ্রগুলির মর্ম্মস্থানে যাইবার জন্য ছুটাছুটির লীলা বুঝা যায়। যখনই দেখা যাইবে প্রাণশক্তিগুলি কেন্দ্রমুখী হইতেছে তখনই বুঝিতে হইবে মৃত্যুর সময় নিকটবর্ত্তী। আত্মা কি ভাবে যেন এইরূপ বিপদ জানিতে পারেন। যখন বিপদ আর থাকে না তখন প্রাণ আবার সমস্ত শরীরে প্রসারিত হইতে থাকে। যখনই প্রাণশক্তিগুলি কেন্দ্রমুখী হইতে থাকে তখন মনকেও আর বহির্ম্মুখী রাখা কর্ত্তব্য নহে। তন্মুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হয় এবং মনকে প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া কেন্দ্রমুখী হইতে দিতে হয়। যোগীর মন তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাহ্য ব্যাপার হইতে আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়। শরীর তাহার বল হারাইতে থাকে, এরূপ সময় অনেকে মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয় এবং বাঁচিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। প্রাণ অন্তরমুখী এবং মন বহির্ম্মুখী হওয়া নিশ্চয়ই যোগী বা জ্ঞানীর লক্ষণ নহে। এরূপ সময় যাহারা শরীরকে ঠাণ্ডা দিতে চায় তাহাদের জন্য ঠাণ্ডার ব্যবস্থারও প্রয়োজন। যাহারা গরম চায়, তাহাদিগকে তাহাও দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার ফলে মৃত্যু আরামে হয়। অনেকের জীবনি শক্তি ফিরিয়াও আসে। প্রাণ অন্তরমুখী ও মন বহির্ম্মুখী থাকার লক্ষণ উর্দ্ধগতির জন্য বা শীঘ্র জীবনি শক্তি ফিরিয়া আসার জন্য, দুই পথেই বিপজ্জনক; কাজেই মনকে প্রাণের সঙ্গে কেন্দ্রমুখী করিয়া দিবে।

১৩। ওঁকারই—একমাত্র অক্ষর ব্রহ্ম। যিনি ইঁহাকে ব্যাহৃতির (ব্রহ্ম-

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

নাড়ীর) সহিত স্মরণ করেন তিনি শরীর ত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করেন ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। "ব্যাহরন্" শব্দের অর্থ আচার্য্যগণ "উচ্চারণ করা" করিয়াছেন। আমরা ইহার অর্থ ব্যাহৃতি বা ব্রহ্মনাড়ী করিলাম। অনেকের পক্ষে উচ্চারণ মৃত্যুকালে হওয়া খুবই কঠিন। ক্রিয়াহীন স্থূল উচ্চারণই বা কাজ দিবে কিরূপে? এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব শ্লোকের ভাষ্যে সব বলিয়াছি।

ঈশ্বর লাভ, গুরু লাভ, কৃষ্ণলাভ, বা কালী দুর্গাদি মহাশক্তি লাভ বলিতে যে কি বুঝায় সে কথা শ্রীকৃষ্ণ অতি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে। যাঁহারা মৃত্যুকালে কোন দেব মূর্ত্তি বা মহাপুরুষ মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহাদের কি গতি হয়? উঃ—তাঁহারা সেই দেবতা বা মহাপুরুষের আকার বিশিষ্ট প্রেত শরীর লাভ করেন, এবং সেই স্তরের ভক্তদের দেওয়া জল, ফুল ও নৈবেদ্য আদি গ্রহণ ও স্বপ্ন বা দর্শনদান করিয়া একটু উন্নত স্তরের প্রেত জীবন যাপন করেন। মোহ কাটিবার পর তাঁহাদের অনেকে জন্মগ্রহণ করেন। অথবা প্রলয় কালে বিকাশের স্তর অনুসারে বিভিন্ন স্তরে বিলীন হন। সৃষ্টিকালে তাঁহারা আবার প্রকাশ হন। এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন।

১৪। অনন্য চিত্ত হইয়া যে ব্যাক্তি সর্ব্বদা আত্মাকে (মন্ত্রসহ ব্রহ্মনাড়ীকে) স্মরণ করেন সেই নিত্যযুক্ত যোগীর নিকট আত্মা সদাই সুলভ থাকেন ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যতক্ষণ মানব বিষয় চিন্তা করিয়াই সুখ পায়, ততক্ষণ আত্মচিন্তা তাঁহার নিকট কাল্পনিক ও বিরক্তিকর অনুষ্ঠান মাত্র। এখনই একরূপ, এখনই অন্যরূপ, এইরূপ ভাব এবং মাথামুণ্ডহীন মনের গতি সত্যই বিরক্তিকর। যাঁহারা ইহাতে বিরক্তি বোধ করেন তাঁহারাই এক আত্মসত্তায় আবদ্ধ হইতে চান। তাঁহারাই ঠিক ঠিক আত্মচিন্তার ক্ষেত্র হন। তাঁহারা আত্মালাভ নিশ্চয়ই করিবেন।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয় মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঙ্গতাঃ॥ ১৫॥

১৫। যাঁহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই পরম সংসিদ্ধি লাভ করেন। সেই মহাত্মাগণ আর অনিত্য ও দুঃখময় পুনর্জন্ম লাভ করেন না॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। জন্মগ্রহণকে দুঃখালয় ও অশাশ্বত বলা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ ও তো জন্ম লইয়াছেন। তিনি কি দুঃখ ভোগ করেন নাই? উঃ, নিশ্চয়ই করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের "জন্ম ও কর্ম্মকে দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম বলিয়াছেন।" আত্মজ্ঞান লাভের যে কর্ম্ম উহাই দিব্য কর্ম্ম এবং আত্মজ্ঞান লাভের পর যে জন্ম উহাও দিব্য জন্ম। দিব্য জন্মে ও দিব্য কর্ম্মে যে সুখ দুঃখ নাই, ইহা বলা চলে না। যখন মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক ও জানিয়া শুনিয়া দুঃখ বরণ করে তখন কাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে? ধর্ম্ম সংস্থাপন, সাধুর পরিত্রাণ ও অসুরনাশের প্রেরণায় যে সব মহাপুরুষের অন্তরাত্মা মুগ্ধ হয়, তিনিই বিশ্ব কল্যাণের জন্য জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সংস্পর্শে কেবলই সাধুর পরিত্রাণ হয় না অনেক মহাপাপীকেও তাঁহার করুণা লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। এ সব পাপের ভাগ তাঁহাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হয়। অসুরের আবির্ভাবের জন্য যে দুর্ব্বলবাদীরা দায়ী তাহারা কি পাপী নহে? কাজেই মহাপুরুষদের কার্য যতই দিব্য হউক না, কিছু না কিছু দুর্ভোগ তাঁহাদের ভোগ করিতেই হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের ইহাতে বিমোহিত হইবার কিছুই নাই। আত্মাকে সুখ দুঃখের বোধ স্পর্শ করে না। ইহা জানেন বলিয়া তাঁহাদের দুঃখ নাই। সাধারণের আত্মাকেও দুঃখ স্পর্শ করে না, কিন্তু তাহারা উহা জানেনা বলিয়াই তাহাদের দুঃখভোগ। শরীর ধারণের জন্য অল্পাধিক সুখ দুঃখ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। জরাসন্ধের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণকেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে

আব্রহ্ম ভুবনল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

হইয়াছিল। বৃন্দাবনের নিষ্কপট ভক্তি স্বীকার করিবার দরুণ কৃষ্ণকে কম কলঙ্ক বহন করিতে হয় নাই। কলঙ্ক, দুঃখ ও অপমান, আত্মাকে স্পর্শ করে না, ইহা সত্য ঘটনা। কিন্তু মানুষের জীবনে বা অতি উচ্চ স্তরের মহা পুরুষদের জীবনে এসব যে আসে নাই, ইহাও বলা যায় না। সুখ বা দুঃখ কি ভাবে মহাপুরুষ গ্রহণ করেন, ইহা সাধারণ মানুষ জানে না। মানুষ দেখে তাঁহার জীবনে কি আসিল বা কি আসিল না। বিচার করিলে দেখা যায় তাঁহাদের জীবনেও সবই আসে।

১৬। ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে কোন লোকেই গতি হউক না, তাঁহাদের জন্ম হইবে। কিন্তু আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে কাহাকেও জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কথাগুলির মধ্যে বহু গভীর প্রশ্ন জড়িত আছে। "যাঁহারা আত্মাকে লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্ম হয় না" এই কথা যদি সত্য হয় তবে "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথার মানে কি? ইহার অর্থ এই যে সমাজের উপর আসুরিক উৎপাত বৃদ্ধি হইলে বহু লোকের মনের উপর উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশেষ করিয়া যোগী মহাপুরুষদের মনে ইহার গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে উন্নত স্তরের আত্মাদের জন্ম হয়। এখানে "সম্ভবামি যুগে যুগের" অর্থ আত্মারই আবির্ভাব। কোন ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাব নাও হইতে পারে। চণ্ডীতেও এই কথা প্রথম মাহাত্ম্যে বলা আছে। চণ্ডীর ২য় মাহাত্ম্যে বলা আছে, অসুরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার তেজ সঞ্চার হইয়াছিল। এই সব তেজ সহ দেবতাদের তেজ মিলিত হইয়া দুর্গাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সংঘশক্তির নিকট মহিষাসুর পরাজিত হইয়াছিল। কাজেই কি ভাবে মহানের

সহস্র যুগ পর্য্যন্ত মহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তেঽহোরাত্র বিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অব্যক্তদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যাহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

আবির্ভাব হয় ইহার কোন সাধারণ নিয়ম নাই। অর্থাৎ উচ্চ স্তরের আত্মার স্থূলে জন্ম গ্রহণ এবং বা উচ্চ স্তরের চিন্তাশীলের একাগ্র ইচ্ছায় সংগঠন রূপে অসুরনাশক মহাশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে।

একদল ধর্ম্মব্যবসায়ী দুষ্ট লোকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে সব সময়ই হইয়াছে যাঁহারা কোন কোন মহাপুরুষকে অযোনী সম্ভব বা পিতার সংযোগ হীন হইয়া মাতৃ গর্ভে আসিবার কথা প্রচার করিতে চেষ্টা করে। অনেক সময় জন্মের ১০০ ২০০ বা ৫০০ বৎসর পরে এইরূপ মিথ্যপ্রচার আরম্ভ হয়। যাঁহারা এইরূপ করে তাহাদের ভেজালবৃত্তি শিশুর দুধে জলদানকারী দুষ্ট গোয়ালার দল হইতেও নিকৃষ্ট। শক্তিবাদীরা সব সময় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অবলম্বন করিবেন।

১৭। সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং সহস্র যুগ কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার এক রাত্রির পরিমাণ। যাঁহারা এই রাত্রি ও দিনের পরিমাণ জানেন তঁহারাই ঠিক ঠিক দিবা রাত্রি বেত্তা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সৃষ্টি ব্যক্ত হওয়া ও অব্যক্ত হওয়ার সময়কে ব্রহ্মার দিন ও রাত নাম দিয়া প্রকাশ করিলেন। এইরূপ বলিবার লক্ষ্য এই যে "সৃষ্টির এই দুই প্রকার গতির পরপারে পুরুষোত্তম স্তর বা শক্তিস্তর আছে উহাই আত্মার ঠিক ঠিক স্বরূপ।" তিনি অর্জ্জুনকে শীঘ্রই সেই স্তরের কথা বলিবেন। এই দিন রাত গতি অতিক্রম করিয়া পরম গতি লাভ হয়।

১৮। অব্যক্ত হইতে যখন ব্যক্ত সৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন উহার নাম হয়

ভূত গ্রামঃ সঃ এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমে ঽ বশঃ পার্থ! প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

"দিবাগমন", পুনঃ রাত্রির আগমনে সকলেই প্রলীন হয়। ইহারই নাম রাত্রির আগমন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পাঠকগণ ক্রমবিকাশ তৃতীয় ও ৪র্থ খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা দেখুন। কালীমূর্ত্তি রহস্য শক্তিবাদীয় উপাসনায় দেখুন। মহৎতত্ত্ব ও অব্যক্ত তত্ত্বকে এইরূপ দিবা রাত্রি নাম দিয়া এখানে গীতা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং অধিক ভাষ্য লিখিবার প্রয়োজন নাই। আসল কথা, এই গতি চক্রই অনাদি অক্ষর ব্রহ্ম।

১৯। ভূত সকল এই ভাবে বার বার উৎপন্ন হয় এবং বার বার প্রলীন হয়। ইহারা রাত্রি আগমনে অবশ হয় এবং দিবাগমনে সতেজ হয়॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই দিন রাত্রির পর পার স্থিত আত্মাকে লাভ করাই শ্রীকৃষ্ণের মতে "আত্মা লাভ" বা "আমাকে লাভ"। সাধক যতক্ষণ এই মহৎ ও অব্যক্তের আবরণ ভেদ করিবেন না ততক্ষণ আত্মাকে পাইলেন না। কালীমূর্ত্তির মধ্যে কাল রংই অব্যক্ত তত্ত্ব। কালীর নিম্ন অঙ্গে সৃষ্টি, মধ্য অঙ্গে পালন ও অসুর নাশ, মস্তক অংশে জ্ঞান ও প্রলয় ক্রিয়া দেখানো হইয়াছে। এই প্রলয়ের পর অন্ধকার রূপা অব্যক্ত শক্তি। এই অব্যক্তের পরপারে শবরূপ শিবই হইতেছেন নির্গুণ ব্রহ্ম। এই নির্গুণ শিব কখনও সৃষ্টির প্রেরণা দেন ("বিপরীত রতাতুরা" কালী ধ্যান দ্রঃ), আবার কখনও তিনি শবরূপ শিব। ইহাই সক্রিয় ও নিক্রীয় পুরুষোত্তম স্তর। পুরুষোত্তম স্তর কখনও নির্গুণ ব্রহ্ম; আবার এই স্তরই অষ্ট পরাশক্তির সহযোগে সৃষ্টি স্থিতি লয়ে প্রেরণা দানকারী স্তর। শক্তিবাদের মতে সৃষ্টি, পালন, লয়, তুরীয়া (অব্যক্ত) এবং ব্রহ্ম, সকলের সমষ্টিভূত আত্মাকে লাভই আত্মলাভ এবং আত্মা উপাসনা। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা। অথবা

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

যে কোন সিদ্ধ সাধকের আত্মার রূপ বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণ এই পুরুষোত্তম অংশকে লাভই আত্মা লাভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর কালীমূর্ত্তির ইহাই মর্ম্মকথা। আমাদের ও উহাই কথা যে যতক্ষণ সৃষ্টি ও প্রলয় চক্রকে সাধক অতিক্রম করেন নাই ততক্ষণ তাঁহার আত্মালাভ হয় নাই। আত্মার আশ্রিত সৃষ্টি স্থিতি লয় ও তুরীয় অংশ এবং তুরীয়ের পরপারস্থিত পুরুষোত্তম অংশ মিলাইয়াই আত্মার রূপ। তুরীয় স্তরের এ পারের অংশ পর্য্যন্ত বিকাশে আত্মলাভ বলা যায় না, কারণ ইহাতে সৃষ্টি চক্র অতিক্রম করা হয় নাই।

সৃষ্টি স্থিতি, লয় তুরীয় ও ব্রহ্মতত্ব বুঝাইবার জন্য কালমূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কালীর নিম্ন অঙ্গের সৃষ্টি, মধ্য অংশে পালন ও অসুরনাশ, উর্দ্ধ অংশে লয়; কাল রং অব্যক্ত এবং শব রূপ শিব নির্গুণ ব্রহ্ম। ইহাই প্রাচীন ভারতের মহাশক্তির উপাসনার মর্ম্ম দেবতা।

২০। অতএব ভাব এবং অব্যক্ত হইতে অন্য এক সনাতন আত্মা আছেন, যিনি সমস্তভূতের বিনাশে বিনাশ প্রাপ্ত হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্যক্ত সৃষ্টি অব্যক্তে বিলীন হওয়াকে তিনি বিনাশ বলিলেন। আমরা ইহাকে (ক্রম বিঃ দ্রঃ) "বিনাশ" বলি নাই। গীতা ইতি পূর্ব্বে ১৮ এবং ১৯ শ্লোকে ইহাকে পরিবর্তন মাত্রই বলিয়াছেন। এখানে বিনাশ শব্দটা "পরিবর্তন" অর্থেই ব্যবহার হইয়াছে।

২১। "অব্যক্ত অক্ষর" নামক যাহা বলা হইল, উহাকেই পরম গতি বলিয়া যানিবে। এবং উহাই আত্মার পরম ধাম জানিবে। ইহা লাভ করিলে সৃষ্টি চক্রে (ব্যক্ত অব্যক্ত চক্রে) আর পড়িতে হয় না।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২॥
যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরা এখানে শ্রীকৃষ্ণের কথাটী স্পষ্ট করিবার জন্য সৃষ্টি-চক্র শব্দ ব্যবহার করিলাম। ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ "আব্রহ্ম ভুবনা ল্লোকাঃ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এবার আমরা সেই কথার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ৪ শ্লোকের ভাষ্য বলিয়াছি। ক্রম বিকাশ ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

২২। হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ (পরমাত্মা) অনন্য ভক্তি দ্বারাই লভ্য হইতে পারে। যাঁহার অন্তরে সমস্ত ভূত (সমস্ত সৃষ্টিচক্র) অবস্থান করিতেছে এবং যিনি সর্ব্বব্যাপী।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে "অনন্য ভক্তির" কথা বলিয়াছেন। "ভক্তি" মানে হৃদয়ের টান। যতক্ষণ অন্তরের টান আত্মমুখী হইবেনা ততক্ষণ তাঁহাকে কেহই পাইতে পারেন না। অনেকে জ্ঞান মার্গী, যোগ মার্গী ও ভক্তি মার্গীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা বলেন। এখানে ভক্তি মানে সম্প্রদায় বিশেষের মালা তীলক ছাপযুক্ত মার্গ বিশেষ নহে। বেদান্ত পন্থায় "ইহ মুত্রার্থ ফলভোগবিরাগঃ" (অর্থাৎ ইহ লোক বা পরলোকান্তর্গত কোন প্রকার ফলে যাহার আকর্ষণ নাই) বুঝিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে "মুমুক্ষুত্ব" (মুক্তির ইচ্ছা)। এখানে "মুক্তির ইচ্ছা" মানে "হৃদয়ের সব টান আত্মার দিকে হওয়া চাই।" ইহাই গীতার "অনন্য ভক্তিঃ।" এখানে "দণ্ড কমণ্ডলু" বা "মালা তীলকের" প্রশ্ন নহে। এখানে প্রধান প্রশ্ন কি চাও—টাকা, বাড়ী, গাড়ী, চুড়ী, সাড়ী, বর বা বধূ? না কি সৃষ্টি চক্রের পর পর স্থিত "আত্ম প্রতিষ্ঠা।" এদিক চাও উহার নাম ভোগ, ঐ দিক চাও তো উহার নাম "ভক্তি"।

২৩। হে ভরতর্ষভ! এখন যে সময় শরীর ত্যাগ করিলে যোগীদের

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

পুনরাগমন হয় না এবং যে সময় শরীর ত্যাগ করিলে পুনরাগমন হয়, সেই কালের কথা তোমাকে বলিতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইতি পূর্ব্বে আমরা কালী মূর্ত্তির কথা বলিয়াছি। কালী মূর্ত্তিই ঠিক আত্মোপাসনা। এবার প্রয়াণ পথে আগমন ও পুনরাগমন বুঝিবার জন্য আমাদের শিব মূর্ত্তি ও গুরু পাদুকার (ক্রম বিকাশ ৪র্থ খণ্ড দ্রঃ) সাহায্য লইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে সিদ্ধ আনন্দ মঠের সাধক ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। যাঁহারা আনন্দ মঠের সিদ্ধ সাধনার ধারায় ভাল সাধক নহেন তাঁহাদের পক্ষে এই অক্ষয়ব্রহ্মযোগের অনেক কথাই অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে। অক্ষয় ব্রহ্ম যোগের যে সব ক্রিয়া ও সাধনার ধারা আমরা পাইয়াছি সে সব আলোচনা করা এখানে সম্ভব হইবে না।

২৪। যখন অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্ল ও ছয় মাস ব্যাপী উত্তরায়ণ হয় তখন ব্রহ্ম বিদ্ মহাপুরুষগণ শরীর ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্ম লাভের পথে ব্রহ্মজ্ঞানী যোগীগণ কিরূপ সন্ধিক্ষণে শরীর ত্যাগ করিয়া কিরূপ গতি লাভ করেন। এখানে গীতা সেই কথা বলিতেছেন।

অগ্নিপথ। ইহা তেজস্বীতার পথ। আচার্য্য শঙ্কর বেদোক্ত অগ্নি নামাভিমানিনী দেবতার কথা বলিয়াছেন। তত্ত্বতঃ তেজের সঙ্গে উহার ভেদ নাই। যাঁহারা তেজস্বী (শক্তিবাদী) নহেন, সেই সব যোগীগণ এই পথে যাইতে পারেন না। ক্রম বিকাশের ২য় ৩য় খণ্ড দেখুন। যেখানে ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত ও ঈশকোটীর জীবন্মুক্ত পুরুষের কথা বলা

হইয়াছে। যাঁহারা গণেশ ও শিব স্তর ভেদ করিয়া অব্যক্তে যান তাঁহারা ফিরেন না। তাঁহারা অব্যক্তগতি লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন। অব্যক্ত পর্য্যন্ত গতি লাভ করিলে আবার ফিরিতে হইবে। যাঁহারা পুরুষোত্তমে যান তাহারা সূর্য্য বিষ্ণু শিবের পথে শক্তিস্তরে যান। তাঁহারা ঈশ কোটীর মহাপুরুষ। তাঁহারা কর্ম্ম করেন। কিন্তু তাঁহারা লাভ করেন পুরুষোত্তম স্তর। শরীর ত্যাগের পর ইঁহারা আর ফিরেন না।

জ্যোতি। অগ্নিজ্যোতি রবিজ্যোতি ও চন্দ্র জ্যোতির কথা গুরুপাদুকা ধ্যানের ব্যাখ্যায় দেখো (ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড)। এখানে জ্যোতি মানে জ্ঞান। তেজস্বীতা থাকিবে জ্ঞান ও থাকিবে।

দিবা। সূর্য্যের দিকে পৃথিবীর যে অর্দ্ধ অংশ সংযোগ রাখে সেই অংশের নাম দিবা। যোগীর নিষ্ঠা আত্মারূপ রবির দিকে, ইহার নাম দিবা। আত্মনিষ্ঠ যোগী। গুরুপাদুকায় রবিজ্যোতি বুঝিতে চেষ্টা কর।

শুক্ল। মনের (চন্দ্রের) জ্যোতি যখন আত্মার (সূর্য্যের) আলো আনিয়া পৃথিবীকে আলোকযুক্ত ও স্নিগ্ধ রাখার অনুকূল থাকে উহার নাম শুক্ল। এখানে মনই চন্দ্রমা। গুরুপাদুকায় চন্দ্র জ্যোতি দেখো।

উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণ বুঝিতে হইলে মস্তিষ্কে শিবমূর্ত্তি স্থিত পীনেট বুঝিতে হইবে। শিব পিণ্ড স্থিত উত্তর দিকই মস্তিষ্ক স্থিত বুদ্ধি কেন্দ্র। পীনেটের দক্ষিণ দিকই মস্তিষ্কের মনো কেন্দ্র। পাঠক ক্রম বিকাশ দ্বিতীয় খণ্ডে সব জানুন। যখন মনের গতি বুদ্ধি বা বিবেকের দিকে তখন উহার নাম উত্তরায়ণ। যখন বুদ্ধির গতি মনের দিকে অর্থাৎ বিষয়ের দিকে থাকে তখন দক্ষিণায়ণ।

পৃথিবী সর্ব্বদা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই ঘুরার পথে পৃথিবী সব সময়েই একপ্রান্তে ধ্রুবের (সত্যের) সঙ্গে সংযোগ রাখে। পৃথিবী যখন ধ্রুবের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাহাকে উত্তরায়ণ গতি বলে। পৌষ

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫॥

সংক্রান্তিতে পৃথিবীর এই গতি আরম্ভ হয় বলিয়া মানা হয়। ছয় মাস পর অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পর পৃথিবীর দক্ষিণ গতি আরম্ভ হয়; সে তখন ধ্রুব হইতে দূরে আসিতে থাকে। পিতামহ ভীষ্ম পৃথিবীর উত্তর গতিতে শরীর ত্যাগ করিবেন বলিয়া শরশয্যায় তিন মাস অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যে মহান যোগী পুরুষ ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। মনের গতি বুদ্ধি মুখী না থাকিয়া বিষয় মুখী থাকা কালে মৃত্যু হইলে উহাকে ঠিক ঠিক উত্তরায়ণ মৃত্যু বলা যায় না। মনের গতিই আসল কথা, পৃথিবীর গতি গৌণ কথা। ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে গুরুপাদুকা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা চিত্র সহ করা হইয়াছে। পাঠক সেই অধ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করুন। অনেকে গুরুপাদুকা অর্থে গুরুর খড়ম দুইটী অর্থ করেন। গুরুপাদুকা মানে কোন মানববিশেষের পাদুকা নহে। ব্রহ্মজ্ঞানধারা মস্তিকের যে কেন্দ্রে বিকশিত হয় উহার নাম গুরুপাদুকা।

২৫। যখন ধূম্র, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং ছয় মাস ব্যাপী দক্ষিণায়ন থাকে, যাহার নাম চন্দ্র জ্যোতি, এমন সময় শরীর ত্যাগ করিয়া যোগী পুনরায় ফিরিয়া আসেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যেরূপ সংযোগে শরীর ত্যাগ করিলে যোগীরা ফিরিয়া আসেন সে সব লক্ষণ বলা যাইতেছে। যে সময় ধ্রুব হইতে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে থাকে সে সময়ের নাম দক্ষিণায়ণ। ইহাকে চান্দ্রমস জ্যোতি বলে। অর্থাৎ পিতৃলোক জ্যোতি বলে। যে সব যোগীদের সংসার সম্বন্ধে মোহ থাকে তাঁহারা পিতৃলোক অতিক্রম করিতে পারেন না। এই জন্য বার বার জন্ম গ্রহণ করেন।

ধূম্র মানে কম তেজস্বী যোগী। ধূম্র ও অগ্নি দুইই অগ্নিরই অঙ্গ। ধূম্র কম তো অগ্নি বেশী। অগ্নি কম তো ধূম্র বেশী।

শুক্ল কৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তি মন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

রাত্রি মানে সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর যে অংশ সংযোগ রাখে উহার বিপরীত অর্দ্ধাংশ। আত্ম সূর্য্য হইতে দূরে থাকা বুঝায়।

কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ পক্ষ। যখন চন্দ্র মন পৃথিবীতে আত্ম সূর্য্যের আলো প্রেরণ করা ব্যাপারে দিন দিন কমিতে থাকেন। সেই অবস্থার নাম কৃষ্ণ।

দক্ষিণায়ণের কথা পূর্ব্ব শ্লোকের ভাষ্যে বলা হইয়াছে। যোগীর মৃত্যু ব্রহ্মনাড়ীর পথে হইলে সাধারণতঃ তাঁহার শ্বাস নাকের পথে প্রবাহিত হয়। যোগী আসিবেন, কি আসিবেন না, সেটা তিনি তাঁহার নিজের স্বভাব দেখিয়াই স্থির করিবেন। বিশ্ব কল্যাণে তাঁহার আসাও মঙ্গল কর। আবার পরমধামে তাঁহার শেষ গতিও মঙ্গল কর।

২৬। শুক্ল এবং কৃষ্ণ গতী নামক জগতের এই দুইটী শাশ্বত পথ। ইহার একটীতে গমন করিলে যোগীগণ ফিরিয়া আসেন না, অন্যটীতে গমন করিয়া যোগীগণ ফিরিয়া আসেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ফিরিয়া আসা বা না আসা সেটা যোগীর নিজের মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে। মহাযোগী তুমি বিচার কর, এই বিশ্বের কল্যাণই শ্রেয়ঃ, না কি পরমগতিই শ্রেয়ঃ। আমরা বলি, যোগীর নিকট দুইই সমান।

২৭। হে পার্থ। এই দুই প্রকার গতির জ্ঞাতা যোগীগণ আর বিমুগ্ধ হন না। অতএব তুমি সর্ব্বদাই যোগযুক্ত হও॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। কোন গতিতে যোগী ফিরিয়া আসেন এবং কোন গতিতে ফিরিয়া আসেন না, ইহা বুঝা গেল। অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্ল ও

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতিচাদ্যম্ ।।২৮।।

উত্তরায়ণ বলিতে যেরূপ মনস্তত্ত্ব বুঝায় শক্তিবাদ সেই মনোবেগকে শ্রেয়ঃ মনে করে। তেজস্বীতা পূর্ণ যোগ, জ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত যোগ, সূর্য্যের আলোতে উদ্ভাসিত যোগ, চন্দ্রের আলোতে স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিপ্রদ যোগ এবং বিবেক ও নিবৃত্তি মুখী যোগই শক্তিবাদের ভিত্তি। আমরা এই পথেই চলিব। যদি ফিরিবার প্রয়োজন থাকে সেটা ক্ষুদ্র অহং গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া বিচার করিয়া লাভ নাই।

২৮। বেদে, যজ্ঞে, তপস্যাতে ও দানাদিতে যে সব পুণ্য ফল প্রাপ্তির আদেশ আছে সেই সমুদায় ফল অতিক্রম করিয়া মৎ কথিত এসব যোগবিধান জানিয়া যোগী সেই সনাতন পরমস্থান লাভ করেন॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। বেদ অধ্যয়ণ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি যাহাই কর ব্রহ্মনাড়ীর সঙ্গে মিল রাখিয়া এ সব অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিক যোগীদের নির্দ্দেশ চাও। বিকাশের জন্য বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানেরও প্রয়োজন আছে, আবার যোগেরও প্রয়োজন আছে। যোগই জীবনের লক্ষ্য। ব্রহ্মনাড়ীর সংযোগহীন আনুষ্ঠানিক জালে বেশী জড়াইবার প্রয়োজন নাই।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা স্বপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অক্ষরব্রহ্ম যোগো নাম অষ্টমো২ধ্যায়ঃ॥

ইতি শ্রী গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "শক্তিবাদ ভাষ্য"।

নবমো অধ্যায়ঃ

রাজযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্‌ জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ ॥১॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্‌।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম ॥২॥

১। শ্রীভগবান বলিলেন—তুমি অসূয়াহীন, এজন্য তোমাকে আমি বিজ্ঞানের সহিত অতীব গুহ্য জ্ঞান উপদেশ করিতেছি। ইহা জানিয়া তুমি মোক্ষলাভ করিতে পারিবে॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এবার শ্রীকৃষ্ণ রাজযোগের উপদেশ দিতেছেন। পূর্ব্বের অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে মৃত্যুকালে স্মরণীয় লয় যোগাত্মক গুহ্য উপদেশের কথা বলিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় আসিতে হইলে রাজযোগের অনুশীলন করা প্রয়োজন। সেই লয়যোগ যাহাতে কাল্পনিক না হয় এ জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ হইল। অষ্টম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আত্মার মধ্যে রহিয়াছে, এ কথা বলিয়া পরবর্ত্তী যোগগুলি লয় যোগের দিকে বলিতে থাকেন। এবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আত্মার মধ্যে অবস্থিত, ইহা কিভাবে ধারণা করা প্রয়োজন, সেইভাবে উপদেশ আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ের অনেক কথা এ অধ্যায়ে সহজ করা হইয়াছে। অসূয়াহীন নরনারী রাজযোগে প্রবেশের অধিকারী; অন্তে নহে। যাঁহারা শ্রেণী বিদ্বেষবাদীয় রাজনীতি করেন, তাঁহাদের রাজযোগ হয় না। যদি রাজযোগ না হয় তবে সেই মতবাদ অসুরবাদ মাত্র।

২। ইহা রাজবিদ্যা, ইহা রাজগুহ্য, ইহা পবিত্র, ইহা উত্তম বিদ্যা, ইহা সুখে করার যোগ্য ধর্ম্মীয় বিদ্যা, ইহা অব্যয় বিদ্যা।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি ॥ ৩॥

শক্তিবাদ ভাষ্য! "যোগবিদ্যা করিতে আরাম, প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য ও শান্তিপ্রদ" বলায় ইহাতে অনেকেই প্রবেশ করিতে উৎসাহ পাইবে। বিশেষ করিয়া যাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়িক শ্রমজীবি তাহাদের পক্ষে যোগবিদ্যা একটু সহজ হওয়া কর্ত্তব্য। ৬ষ্ঠ ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বর্ণিত যোগবিদ্যা আরম্ভ করা সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য হয় না। ঐরূপ বিদ্যা আয়ত্ব করিতে হইলে বেশ ভাল ভাবেই সংসার হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। এবার "রাজযোগ" অধ্যায়ে সেই যোগ বিদ্যাকে একটু সহজ ও সুখে অনুষ্ঠেয় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। রাজযোগ বিদ্যার সঙ্গে লয়যোগ বিদ্যা ওতঃপ্রোতঃ জড়িত। কর্ম্মের মধ্য দিয়া যোগবিদ্যা কতকটা অনুশীলন না করিয়া লইলে অধ্যাত্মবাদ মূলক সমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখা কঠিন। এ অধ্যায়টী কি ভাবে একটু সহজ অনুষ্ঠান গম্য করা যায় এ জন্য আমরাও চেষ্টার ত্রুটী করিব না।

৩। হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাকারী পুরুষেরা আমাকে লাভ না করিয়া মৃত্যু ও সংসার পথে প্রবর্ত্তমান হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে অর্জ্জুনকে পরন্তপ সম্বোধন করা হইয়াছে। অর্জ্জুন যে মহা তপস্বী পুরুষ ছিলেন ইহা মহাভরত পাঠ করিলে জানা যায়। যোগবিদ্যা ও অধ্যাত্মবাদে সিদ্ধ হইতে হইলে অনেক তপস্যা চাই। সহজ বিদ্যা বলিয়া যে বিদ্যার প্রসংসা করিলেন, সেই সহজ বিদ্যা গ্রহণের জন্য বেশ একটু তপস্যাও থাকা প্রয়োজন।

ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা সম্পন্নগণ রাজবিদ্যায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, এখানে একথাও স্পষ্ট বলিলেন। ধর্ম্ম অর্থে বিকাশের বা আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রগামী হইবার নীতি মানিয়া লওয়াই ধর্ম্ম। "কয়েকটা যুক্তিহীন বিশ্বাস বাদীয় নীতি মানিয়া লইলাম, আর ইসলামী ও খৃষ্টানদের মত

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূত স্থোয় চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫॥

বা কম্যুনিষ্টদের মত অন্য সকলকে উচ্ছেদ করিয়া দিলাম" ইহা কোন ধর্ম্মবাদ নহে। অসুরবাদীয় দুর্য্যোধন পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিরূপে যুক্তিযুক্ত ইহা বুঝাইতে ১৮টী অধ্যায়ে গীতা বলা হইয়াছে। এই ১৮টী অধ্যায়ের একটী শ্লোকেও যুক্তিহীন কথা নাই। এখানে "ধর্ম্ম" মানে "আধ্যাত্মিকতা"—তথা কথিত "বিশ্বাসবাদীতা নহে"। এখানে তিনটী শ্লোকে রাজবিদ্যা বলিবার পূর্ব্বে রাজবিদ্যার প্রসংসা এবং উহা গ্রহণে যোগ্যতার কথাও বলা হইল। এবার পরবর্তী তিনটী শ্লোকে রাজবিদ্যার অনুষ্ঠানের কথা হইবে।

৪। আত্মার (আমার) অব্যক্ত মূর্ত্তিদ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ আছে। আমাতে (আত্মাতে) সর্ব্বভূত অবস্থান করিতেছে, কিন্তু (আমি) আত্মা তাহাদের মধ্যে নেই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইহা একটী রাজযোগের ক্রিয়া। ক্রিয়াটী পরে আরও স্পষ্টভাবে বলিলেন। আমরাও ক্রিয়াটীকে ক্রমে স্পষ্ট করিব। আমি (আত্ম) তাহাদের মধ্যে নেই "অর্থে তাহাদের মনের মধ্যে নেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ জীব তাঁহার মধ্যেই থাকে কিন্তু (আত্মাকে) দেখে না।

৫। আমার (আত্মার) ঐশ্বরীয় যোগ (মায়া) দর্শন কর—ভূত সকল কিন্তু আমাতে (আত্মাতে) নাই; যদিও আমি (আত্মাই) ভূতগণের মূলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার একটী অব্যক্ত মূর্ত্তির কথা ৪র্থ শ্লোকে

যথাকাশ স্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বগতো মহান।
তথা সর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

বলিলেন। ঐখানে আরও বলিলেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীব সেই আত্মার মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও কাহার ও মন আত্মার দিকে নাই। ৫ম শ্লোকে বলিলেন—ইহাই ঈশ্বরীয় মায়া যে, জীবগণ আত্মাদ্বারা সৃষ্ট, আত্মায় অবস্থিত এবং আত্মাদ্বারা আবরিত থাকিয়াও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে।

৬। আকাশে মহান বায়ু যেমন সর্ব্বগ হইয়া রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীবগণ আমাতেই রহিয়াছে, এইরূপ ধারণা কর॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। শূন্য আকাশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, রাশি, নক্ষত্র এবং জীবগণ সকলেই এই আকাশে বিচরণশীল। প্রথম দুইটি শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশটি স্পষ্ট হয় নাই। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ উহা খুব স্পষ্ট করিয়া দিলেন। যে কোন বস্তু বা জীবই দেখ না, উহা একটু অন্তরদৃষ্টি শক্তিদ্বারা দেখিলে বুঝিতে পারিবে বস্তুটী আকাশেই আছে এবং আকাশ দ্বারাই ব্যাপ্ত। প্রথম প্রথম নিজেকে "আকাশে রহিয়াছি" এইরূপ ভাবে দেখিতে হয়। যোগসূত্রে ইহাকেই "কায়াকাশ" ধ্যান বলে। "নিজের শরীর আকাশের মধ্যে আকাশের সঙ্গে লাগিয়া আছে" এইরূপ ধ্যান করিতে হয়। ইহাতে অন্তঃকরণ রুগ্ন হইতে পারে, কারণ শূন্য বোধের সঙ্গে গণেশ কেন্দ্র সংযোগ রাখে। এ জন্য ইহার সঙ্গে ব্রহ্ম নাড়ীর ও ধ্যান করা কর্ত্তব্য। একবার কায়াকাশ ধ্যান এবং একবার ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান এই ভাবে করিলে রুগ্ন হইবে না। এই ক্রিয়ার সঙ্গে শক্তিবাদীয়

শুরু ও শক্তিশালী বীজ মন্ত্র (ওঁ হইলেও চলিবে) জপ করিলে আরও সুবিধা হইবে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লয় যোগের মধ্য দিয়া যে যোগক্রিয়ার কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন উহার সবগুলি ক্রিয়াই ব্রহ্মনাড়ী ও গুরুপাদুকা ধ্যানের সঙ্গে সংযোগ রাখে। শুধু ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানেও শূন্যবোধ আসিতে পারে। তাহা হইলেও আকাশকে আত্মা মানিয়া এই পথে অগ্রসর হইলে প্রথমটা সুবিধা হয়। প্রথমটায় আকাশকে আত্মা মানিয়া যোগক্রিয়া আরম্ভ করা ভাল। তাহার পর ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্দ্ধ প্রান্তস্থিত গুরু পাদুকার অবলম্বন সহ লয় যোগকে আশ্রয় করিয়া "প্রাণক্রিয়া" অভ্যাস সহ মহাশূন্য আয়ত্ব করিতে হয়। এই শূন্য বোধ অত্যন্ত উন্নত স্তরের শূন্য বোধ। ইহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ, ঠাণ্ডা ও আরামপ্রদ। গুরু পাদুকাস্থিত হ ল ক্ষ বিন্দুই অগ্নি জ্যোতি, রবিজ্যোতি ও চন্দ্রজ্যোতি। এই হ ল ক্ষ বিন্দুর পথে অগ্রসর হওয়াই অষ্টম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের অগ্নি, জ্যোতি, দিবা ও শুক্ল গতি। আনন্দমঠের সাধকগণ জানেন মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের নিম্ন অংশই আজ্ঞাচক্র। এবং ঊর্দ্ধ অংশই গুরুপাদুকা। আজ্ঞাচক্রের সামনের দিকে অর্থাৎ কপালের দিকে বুদ্ধিকেন্দ্র এবং পেছনের দিকে মনের কেন্দ্র বিদ্যমান। মন যখন বিবেক-মুখী হয় তখন উহার নাম হয় উত্তরায়ণ গতি। মন যখন বিষয়-মুখী হয় তখন উহার নাম দক্ষিণায়ণ গতি। বুদ্ধিযোগ মানে শূন্যগতি প্রাপ্ত মন। অর্থাৎ মন শূন্যগতি লাভ করিবে এবং পরে গুরুপাদুকা কেন্দ্রস্থিত হ, ল, ক্ষ, বিন্দু অতিক্রম করিবে। সর্ব্বদা গুরুপাদুকা ধ্যান সহ প্রাণ-ক্রিয়া করিয়া চলিতে হয়। ফলে মৃত্যুকালে অষ্টম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের গতিলাভ হয়। বিস্তারিত ক্রম বিকাশ ৪র্থ খণ্ডে দেখুন। যাহারা শক্তিবাদীয় আনন্দ মঠের ধারায় সাধক তাঁহাদের পক্ষে এ সব বুঝা তেমন কঠিন হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রাচীন যোগবিদ্যারই একজন

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

সিদ্ধযোগী ছিলেন। আচার্য্য শঙ্করও এই বিদ্যারই একজন সিদ্ধযোগী, ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি কেন যে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উপদেশ দিলেন না উহা আমরা বলিতে পারিনা। রাজযোগ, লয় যোগ, মন্ত্র যোগ ও হঠযোগ অনুশীলন সহ অধ্যাত্মপথে অগ্রসর না হইলে সাধারণ জীবন পূর্ণ সফলতা দিতে পারেনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চার প্রকার যোগবিদ্যার কথাই বলিয়াছেন। যোগবিদ্যার অনুশীলন না করিয়া গীতার দার্শনিকতা ঠিক ঠিক বুঝা কঠিন। আবার দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদ না বুঝিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করারও কোন যোগ্য মানে হয় না। অসুরবাদ হইতেও দুর্ব্বলবাদ ভয়ঙ্কর পতনের পথ, ইহা শক্তিবাদীরা সব সময় মনে রাখিবেন। দার্শনিকতা ও যোগবিদ্যা দুর্ব্বলবাদী বা অসুরবাদীদের জন্য নয়। এবং ইহা অনুষ্ঠান হীন বাক্যসর্ব্বস্ব মূর্খদের জন্যও নহে।

৭। হে কৌন্তেয়! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্পান্তে আমার (আত্মার) প্রকৃতিতে বিলীন হয়। যখন প্রলয় অবসান হয় তখন আমিই (আত্মাই) সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে প্রকৃতিকে অনাদি বলিয়া মানা হইয়াছে কাজেই আত্মার এক অংশকেই প্রকৃতি মানা হইয়াছে। আত্মারই এক অংশ নির্গুণ। এখানে প্রকৃতি ও স্রষ্টা আত্মা (ঈশ্বর), দুইকেই সগুণ মানা হইল। পাঠকের মনে রাখা প্রয়োজন এখানে রাজযোগের ক্রিয়া বুঝানো হইতেছে। ঠিক ঠিক দার্শনিক ভাষার মাপে কথা বলিলে যোগক্রিয়া অনুষ্ঠান যোগ্য থাকে না।

পূর্ব্ব শ্লোকে যে যোগক্রিয়া বলা হইয়াছে সেই ক্রিয়ার সঙ্গে এই শ্লোকের সম্বন্ধ আছে। "প্রাণ ক্রিয়া" অনুষ্ঠান একটু আয়ত্ত

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূত গ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥

হইলেই দেখা যাইবে—মন একদম ফাকা ও স্বচ্ছ হইয়া যাইবার পর আবার মনের মধ্যে নানা রূপ চিন্তার রেখা দেখা দিতেছে। "প্রাণ ক্রিয়ার" নিয়মের সংস্পর্শে আসিবা মাত্র সেইগুলি আবার বিলীন হইবে। আবার নূতন সূক্ষ্ম চিন্তাধারা অন্তরে দেখা দিবে আবার বিলীন হইবে। ইহারা কোথা হইতে আসে? উঃ ইহারা আত্মার আশ্রয়ে ছিল এবং আত্মা হইতেই আসে। ইহারা বিলীন হয় কোথায়? উঃ, প্রকৃতিতে বিলীন হয়। এই সব চিন্তাধারা গুলির শ্রষ্টাকে আত্মা বলা হইয়াছে, ইহার কারণ আত্মাতে সংস্কাররূপে ইহারা ছিল। ইহারা আত্মারই অন্য অংশ হইতে বিলীন হইয়া আত্মারই এক অংশে থাকিয়া যাইবে। প্রাণক্রিয়ার প্রভাবে এ সব কল্পনা রাশি একবার স্থান ভ্রষ্ট হইবার পর আর আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার পারে না। এই জন্যই বলা হইল এরা প্রকৃতিতে বিলীন হইবে।

৮। আমি (আত্মা) প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অবশ হইয়া বার বার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মনাড়ী বা গুরুপাদুকা কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া প্রাণক্রিয়ার সিদ্ধ অবস্থা আসিলে শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। সাধক সৃষ্টির যে স্তরে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হন নাই সেই স্তরের কথা অনুধাবন করিতে পারিবেন না। এ জন্য যোগক্রিয়ার মধ্য দিয়া সেই সব স্তর বুঝিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ এ অধ্যায়ে তত্ত্ব জ্ঞান বুঝাইবার বেশ কার্য্যকরী পন্থার অবলম্বন করিয়াছেন। বেদান্তের "নেতি", তন্ত্রমতে "শ্মশান বাসিনৈ্যা ধীমহি", সবেই রাজযোগের "প্রাণক্রিয়ার সিদ্ধাবস্থার মর্ম্মকথায় নিহিত। উপনিষদ বলে "যদিদং কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং প্রাণঃ এজতি নিঃসৃতম্।" "এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবই প্রাণ (আত্মা)

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীন মসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

ময়া ধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরা চরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।” সুতরাং ইহারা প্রাণেই (আত্মাতেই) বিলীন হইবে। এই বিলীন বিজ্ঞান যদি বুঝিতে পার তবেই শুদ্ধ প্রাণকে (আত্মাকে) পাইবে।

৯। হে ধনঞ্জয়। আমাকে ঐ সব বন্ধন দিতে পারে না, কারণ ঐ সব কর্ম্মে আমি উদাসীনবৎ এবং অশক্তবৎ আছি ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যে স্তরকে কেন্দ্র করিয়া এ সব সৃষ্টি ও লয় হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ উহা হইতেও একটু উচ্চ স্তরের ভিত্তিতে এই শ্লোকটী বলিলেন। উদাসীনবৎ এই প্রাণক্রিয়ার সৃষ্টি ও লয় দেখিতে চেষ্টা করিও না। তাহাতে ঐ স্তরেই থাকিয়া যাইবে। কেবল “প্রাণক্রিয়া” করিয়া যাও। “প্রাণক্রিয়া” একটা স্বাভাবিক আন্তর ক্রিয়ার সঙ্গে তোমাকে মিলাইয়া দিবে যেখানে আপনিই সৃষ্টি (কল্পনা) হয়, আপনিই কল্পনার বিলয় হয়। আরও সূক্ষ্মস্তরে আত্ম প্রতিষ্ঠ হইলে বুঝিতে পারিবে—“কল্পনা বা কল্পনার বিলয়ে” তোমার কোন হাতও নাই আসক্তি বা বিরক্তিও নাই। তুমি ঐ সব হইতে স্বতন্ত্রই আছ।

১০। হে কৌন্তেয়! আমার (আত্মার) দৃষ্টির সামনে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করিয়া থাকে। এই কারণই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য! সাধক প্রাণক্রিয়ার খুব উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। আত্মার দৃষ্টি যদি কল্পনা

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীংতনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিণীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

প্রসবের স্তর অতিক্রম করিয়া যায় তবে কল্পনাই থাকে না। যদিও বা থাকে সাধক তাহা জানিতেও পারেন না।

১১। অজ্ঞানীরা আত্মাকে (আমাকে) অবজ্ঞা করে, আমিই (আত্মাই) মানুষের শরীরে অবস্থিত। তাহারা (আত্মাকে শরীররূপী দেখে), আত্মার শ্রেষ্ঠরূপ (আত্মরূপ) জানে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য॥ আত্মাকে শরীররূপী দেখা এবং আত্মাকে ব্রহ্মনাড়ীরূপে ও আত্মারূপে দেখার ভেদ এখানে স্পষ্ট করিতেছেন। যত প্রকার আসুরিকতা গুণ্ডামী ও হীনকর্ম্মের মূলে থাকে আত্মাকে শরীররূপে দেখার মধ্যে। দেহাত্মবাদী খৃষ্টান, মুসলমান ও কম্যুনিষ্টগণ এবং অন্যান্য অসুরবাদীগণ কেন যে বিশ্বের অনর্থের কারণ তাহা এর পরই স্পষ্ট হইবে। এ সব শরীরবাদী ও ভোগবাদী মতবাদকে যাহারা চান্দা বা ভোটের লোভে প্রশ্রয় দিতেছে সেই সব দুর্ব্বলবাদীরা বাস্তবিক পক্ষে সব অসুরবাদীদের দাস ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না।

১২। এসব বিপরীত বুদ্ধিধারীগণ আত্মার মোহিনী প্রকৃতি (তামস প্রকৃতি) স্থিত রাক্ষস ও অসুর স্বভাবের আশ্রয় লয় এবং ব্যর্থ কর্ম্মে (যে সব কর্ম্মের দ্বারা নিজের কোনই কল্যাণ নাই) ও ব্যর্থ জ্ঞানে তৎপর হয়॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা আত্মাকে মানে না ও যাহারা শরীরবাদী মানব তাহারা কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ হয় তাহা এখানে বলা হইয়াছে। এদের জ্ঞান ও প্রচার যুক্তিহীন ধাপ্পাবাজীযুক্ত লীলা মাত্র।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

ইহারা বিশেষ ভয়ঙ্করও অকল্যাণকারী হইয়া থাকে। এ যুগের অনেক পত্রিকাই আজ এ পর্য্যায়ে আসিয়াছে। ইহারা নিজের, দেশের ও বিশ্ব কল্যাণের ধাপ্পা দেওয়া ভিন্ন অন্য কিছুই করে না।

১৩। যাঁহারা দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে সে সব মহাত্মাগণ আমাকে (আত্মাকে) সমস্ত জগতের আদি জানিয়া আমার (আত্মার) উপাসনা করেন ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীরবাদীয় ও ভোগবাদীয় ব্যর্থ কর্ম্মে ও ব্যর্থ প্রচারে সমস্ত দেশ ও বিশ্বকে মোহিত করিয়া নিজেদের সুখ সুবিধা আদায় করে এবং সকলের সর্ব্বনাশ করে। ইহারা সাম্যবাদের নামে টাকা জমী ও অন্যকে বিত্তহীন করিবার চিন্তা লইয়া দিন কাটায়। যাহারা দৈব প্রকৃতির আশ্রিত তাহারা আত্মার ধ্যান করে এবং আত্মার উপাসনা করে। ভোগবাদী ও অধ্যাত্মবাদীদের চরিত্র ও চিন্তাধারার ভেদ এখানে স্পষ্ট হইল। ধনসাম্যবাদ কখনও হয় নাই হইবেও না। স্বচ্ছলতাই মূল নীতি হওয়া প্রয়োজন। দুধ ও অন্নের প্রাচুর্য্যই ঠিক ঠিক অর্থনীতি। শিক্ষার মূলে থাকিবে শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুর-বাদ বুঝিবার শিক্ষার ধারা। সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হওয়া চাই শক্তিবাদের ভিত্তির উপর। অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদের ভয়ঙ্কর আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য।

১৪। তাঁহারা (পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ) দৃঢ়ব্রত হইয়া সর্ব্বদা আত্মার কথা আলোচনা করেন এবং সংযম অভ্যাস করেন। তাঁহারা নিষ্ঠা রাখিয়া উপাসনা করেন।

জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমেবাজ্য মহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। তুলনা মূলকভাবে আসুরিক ও দৈবী প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিতেছেন। আত্মবাদীরা সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রে ও দৈনন্দিন সমস্ত বিষয়ে আত্মাকে আকড়াইয়া রাখে। সমস্ত জটীল ও সহজ বিষয়ই আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচনা করে। ভোগবাদীরা ধনসাম্য ও মত-সাম্য বা মতাধিক্যবাদ লইয়া চিন্তা, কথা, কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা দিয়া থাকেন।

১৫। কেহ একত্ব বোধের দ্বারা কেহ পৃথকভাবের দ্বারা বহুরূপ স্থিত আত্মার (আমার) উপাসনা করেন॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আধ্যাত্মবাদীরা নানারূপে একই আত্মার উপাসনা করেন। তাঁহারা সকলেই দৈবী সম্পদকে ভিত্তি করেন। যাঁহারা দৈবী সম্পদকে ভিত্তি করিয়া'ছন তাহাদের মধ্যে একই উপাসনা ছিল, উহাই ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানসহ গায়ত্রী উপাসনা। সেই উপাসনা আবার ব্যাপকভাবে শুধু ভারতে নহে সমস্ত বিশ্বেই ছড়াইতে হইবে। এখানে নানা ভাবে নানা মতে দৈবী সম্পদবাদীরা কিভাবে একই আত্মার উপাসনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে সেই সব বলিতেছেন। পাঠক মনে রাখিবেন আমরা রাজযোগ অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছি। সমস্ত কর্ম্মে সমস্ত বিষয়ে "আত্মা" দেখিবার অভ্যাস রাজযোগেরই অংশ।

১৬। আমি ক্রতু স্বরূপ, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধি, আমি মন্ত্র, আমি আজ্য, আমি অগ্নি এবং হোমক্রিয়াও আমি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "ক্রতু" বেদের ক্রিয়া বিশেষ। "যজ্ঞ" মানে দৈবী সম্পদবাদী মনুষ্য ও দেবতাদের তৃপ্তির অনুষ্ঠান। "স্বধা" মানে

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্র মোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮॥

পিতৃ জগতের তৃপ্তির অনুষ্ঠান। "ওষধি" মানে এমন সব শস্যাদি যাহা একবার মাত্র ফলদান করিয়া মারা যায়। যজ্ঞের আহুতিতে শস্যাদির প্রয়োগ হয়। মন্ত্র অর্থে ধ্বনিশক্তি। "আজ্য" মানে যজ্ঞের ঘী। "অগ্নি" অর্থে আহুতি দিবার মধ্যম। "হুতম্" মানে আহুতি ক্রিয়া। এখানে "অহং" (আমি) মানে আত্মা।

যাহারা দৈবী সম্পদবাদী তাঁহারা আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া এসব কার্য্য করিবেন। তাহা হইলেই আত্মোপাসনার ফল পাওয়া যাইবে।

১৭। আমি (আত্মাই) এই জগতের পিতা, মাতা ও বিধাতা আত্মাই পিতামহ ব্রহ্মা আত্মাই একমাত্র জ্ঞেয় তত্ত্ব। আত্মাই পবিত্র ওঁকার এবং ঋক, সাম ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে এ সবের কোন একটীকে কেন্দ্র করিয়া উপাসনা করা যায়। রাজযোগের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে সমস্ত কার্য্যে ও সমস্ত চিন্তায় আত্মাকে অনুভব করিতে হয়।

১৮। আত্মাই গতি (আত্মার দিকে সকলেই অগ্রসর হইতেছে), আত্মাই ভর্ত্তা, আত্মাই প্রভু, আত্মাই সাক্ষী, আত্মাই আশ্রয়, আত্মাই শরণ, আত্মাই সুহৃদ, আত্মাই উৎপত্তির স্থান, আত্মাই বিলয়ের স্থান, আত্মাই আধার, আত্মাই নিধান, আত্মাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অব্যয় বীজ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য॥ সমস্ত সম্বন্ধেই আত্মাকে জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। রাজযোগ একটু পরিপক্ক হইলে এসব অভ্যস্ত পাকা

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎ সৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০॥

ভাবেই মনে আশ্রয় লইবে। যাহা দেখিবে, যাহা শুনিবে, যাহা মনে হইবে, যাহা বোধ হইবে, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্য, যাহা জ্ঞান, যাহা বিজ্ঞান, যাহা দুঃখ, যাহা আনন্দ সবই আত্মা।

১৯। হে অর্জ্জুন! আমি উত্তাপ (সূর্য্যরূপে) প্রদান করি। আমিই জল বর্ষণ করি, জল উর্দ্ধে আকর্ষণ (মেঘের আকারে) করি। আমি অমৃত (জীবন) এবং মৃত্যু। আমি "সৎ" আমিই "অসৎ"।

শক্তিবাদ ভাষ্য॥ আত্মাই সব এবং আত্মার কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা সংঘটিত হয় সবই আত্মারই কার্য্য। এইরূপ অনুভূতি রাজযোগের ফলে ক্রমেই গভীর ভাবেই আসিতে থাকিবে। সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু সবই আত্মারই বিভূতি।

২০। ত্রিবেদীপণ্ডিতগণ যজ্ঞদ্বারা আমাকে আত্মাকে পূজা করেন, সোমপায়িগণ পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গগমন প্রার্থণা করেন। তাঁহারা দিব্য সুরেন্দ্র লোক লাভ করিয়া তথন দেবভোগ্য সকল ভোগ করেন॥

শক্তিবাদ ভাষ্য॥ দৈব সম্পদ সম্পন্নগণ কি ভাবে নানা উপায়ে ও নানা ভাবে একই আত্মার উপাসনা করেন উহা দেখানো হইতেছে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

২১। সেই সব স্বর্গকামীগণ বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পূণ্য ক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। যাহারা বেদের কর্ম্ম কাণ্ড অনুশরণ করেন তাঁহারা বার বার এই ভাবে স্বর্গে ও মর্ত্তে গমনাগমন করেন ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য ॥ একবার যজ্ঞাদির প্রভাবে স্বর্গে গমন করা এবং পুনরায় মর্ত্তে আসা এবং পুনঃ যজ্ঞাদির ফলে স্বর্গে যাওয়া ও ক্ষীণ পুন্যে মর্ত্তে আসারূপ ধর্ম্মও আত্মবাদীতাবই ধর্ম।

কুরাণ ও বাইবেলে আল্লাহ্ বা গড্ লাভের উপাসনা দ্বারা অনন্ত-কালের জন্য বহিস্ত প্রাপ্তির কথা আছে। এখানে বলা প্রয়োজন, উপাসনার প্রভাবে কোন স্বর্গলোকে প্রাপ্তি হওয়া অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক। যাঁহার উপাসনা করা যায় তাহাকে লাভ করাই উপাসনার ফল। আল্লাহ্ বাদীরা আল্লাহ্ ভজিয়া হুর (বিবি) পান। ইহাদ্বারা কি বুঝা যাবে আল্লাহ ও হুর একই বস্তু? সুকর্ম্মের ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়? উপাসনার ফলে তাঁহাকে লাভ হয় যাঁহার উপাসনা হয়। আজ কাল একদল দুষ্ট লোক গীতা, বাইবেল ও কুরাণের সামঞ্জস্য করেন। কোন মূর্খ ও কুকর্ম্মবাদী মতবাদের সঙ্গে একটা যুক্তিবাদ ও দার্শনিক মতের সামাঞ্জস্য করা অত্যন্ত অন্যায়।

২২। যাঁহারা অনন্য চিন্তাযুক্ত হইয়া আমার (আত্মার) উপাসনা করেন তাঁহাদের যোগক্ষেম আত্মাই বহন করেন ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য ॥ সাধনার পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইবার পর

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অনেকের মনের স্থৈর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। তখন প্রাকৃতির নিয়মেই ইঁহাদের সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হইয়া যায়। নিতান্ত অসুরবাদী বর্ব্বর ও গুণ্ডা ভিন্ন ইঁহাদের প্রতিকূলে কেহ যায় না; অধিক কি বনের হিংস্র সর্প ও পশুরাও ইঁহাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখেনা।

২৩। হে কৌন্তেয়! যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করেন তাঁহারাও আত্মারই উপাসনা করেন তবে উহা অবিধি পূর্ব্বক উপাসনা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার উপাসনা সব চেয়ে বিধিপূর্ব্বক হইতেছে ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া করা। আত্মাকে ইন্দ্রাদি নামেও অভিহিত করা যায়। আত্মার উপাসনায় সব চেয়ে বড় কথা হইল দৈবী সম্পদের ভিত্তি। অসুরবাদীরা ও অসুরবাদীদের দাস দুর্ব্বলবাদীকে আত্মোপাসক মানা যায় না। এ সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানেই গীতার মত দেখাইব। দৈবী সম্পদ মানিলাম এবং ইন্দ্রাদি দেবতার উপসনা করিলাম; কিন্তু ইন্দ্রাদিগণকে আত্মার রূপ মানা হইল না; এইরূপ উপাসনা অবৈধ আত্মোপাসনা। এই কথা ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বেশ স্পষ্টভাবেই বলিবেন।

২৪। আত্মাই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। কিন্তু তাঁহারা আত্মার প্রকৃততত্ত্ব জানেন না বলিয়া তাঁহারা আত্মাকে পান না এবং বার বার জন্ম গ্রহণ করেন ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা, সগুণ ব্রহ্মোপাসনা, দেবতা

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

উপাসনা, পিতৃ উপাসনা, প্রেত উপাসনা, মহাপুরুষ উপাসনা ও অবতার উপাসনা কিভাবে একই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ধর্ম্ম শিক্ষায় করা হইয়াছে। যদি দুর্ব্বলবাদী বা অসুরবাদীগণকে উপাস্য না করা হয় এবং ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করা হয় তবে সব উপাসনাই আত্মার উপাসনার ফল দিবে। দুর্ব্বলবাদী ও অসুরবাদীকে আত্মা মানা যায় না। ইহার কারণ ইহারা নিজেরা আত্মাকে জানেনা এবং অহংকে কেন্দ্র করিয়া কেহ গুণ্ডামী এবং কেহ বা ভণ্ডামি করিয়া থাকেন। আত্মার মধ্যে দুর্ব্বলবাদীরা এবং অসুরবাদীরা থাকে না। এবং 'অহং' এর গণ্ডীর মধ্যে শক্তিবাদীরা স্থায়ী হন না।

২৫। যাঁহারা দেবতার উপাসক তাঁহারা দেবত্ব লাভ করেন। যাঁহারা পিতৃ উপাসক তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ভূত উপাসক তাঁহারা ভূত হয়। আর যাঁহারা আত্মার উপাসক তাঁহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে আর বেশী ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন সব উপাসনা ও উহার ফল এক নহে। কর্ম্মকাণ্ড অনুশরণ করিলে বিভিন্ন লোক প্রাপ্তি হয়। কিন্তু উপাসনা কাণ্ড অনুশরণ করিলে যাঁহার উপাসনা তাঁহাকে লাভ করিতে হয়। কিন্তু "আল্লাহ বাদীদের মতে আল্লাহ উপাসকগণ হুর (বিবি) প্রাপ্ত হইবেন।" কাজেই দেখা যায় "আল্লাহ এবং

২৬। যাঁহারা সংযতমনা তাঁহাদের ভক্তিসহ প্রদত্ত পত্র পুষ্প, ফল ও জল আত্মা গ্রহণ করেন॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্ম বন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামু পৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। জল ফুল দান কালে ভক্তি ও সংযম উপবাস ও চর্য্য পালন রাখা প্রয়োজন। যাঁহারা সংযম রাখেন নাই তাঁহারা জল ফুল ও প্রণাম নিবেদন করিতে দ্বিধা করিবেন না। এ সব পবিত্র কর্ম করিতে করিতে ক্রমে ভক্তির প্রকাশ্য সংযম প্রবৃত্তি ও আসিতে থাকিবে॥

২৭। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহাই করিবে, যে কোন সংযমাদি করিবে, যাহাই আহুতি দিবে, যাহাই দান করিবে, যে কোন তপস্যা করিবে সেই সবই আত্মাকে অর্পণ করিবে ॥ ২৭ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এক বার জ্ঞান ভূমির কোন একটা স্তর ফুটিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে সমস্ত কর্মে, ও সমস্ত ব্রতাদিতে একই আত্মা বিদ্যমান। এইরূপ দার্শনিকতাই 'ব্রহ্মার্পণম্'' নামে খ্যাত। কিছুদিন রাজযোগ অনুশীলন করিলে এইরূপ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ কঠিন হইবে না। অনেকে তাঁহাকে কার্য ফল বা কার্য অর্পণ করিলাম বলিয়া কল্পনা করেন বা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন; এইরূপ উপদেশ ভ্রান্তিপূর্ণ। কর্ম সমর্পণ অর্থে সমস্ত কার্য্যে, বিষয়ে এবং চিন্তায় আত্ম স্ফূরণ হওয়া। ইহাতে কল্পনার স্থান নাই।

২৮। এই ভবে সংন্যাসেযাগ-যুক্তাত্মাগণ শুভ বা অশুভ কর্ম্মফল এবং কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাই অন্তর ও বহির্জগতের স্বরূপ। এবং আত্মাই নির্গুণ ব্রহ্ম। এইরূপ জ্ঞানইসন্ন্যাস যোগের মর্ম্ম কথা এইরূপ যোগযুক্ত জ্ঞানে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে আর বন্ধন কোথায় থাকে?

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০॥

২৯। আত্মা সর্ব্বভূতে সমান ভাব আছেন এবং আত্মার দ্বেষ্য ও কেহ নাই আত্মার প্রিয়ও কেহ নয়। যাঁহারা আত্মাকে ভক্তি সহ উপাসনা করেন তাঁহারা আত্মাতেই থাকেন এবং আত্মাও তাঁহাতে থকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মা ব্যাপক, কাজেই তিনি সর্ব্ব বস্তুতেই অচ্ছেদ্য। কিন্তু অনেকের মন বহির্ম্মুখী, তাঁহাদের মন আত্মার মধ্যে থাকিয়া ও যেন নাই।

এখানে আত্মার দ্বেষ্য ও প্রিয় কেহই নাই বলা হয়েছে। কিন্তু কুরাণের মতে কাফেররা সব সময়েই আল্লাহ্র অপ্রিয় ও দ্বেষ্য। মূল কথা, [redacted] হচ্ছেন একজন উপদেবতা, কাজেই তাঁহাতে ঈশ্বর লক্ষণ থাকিতে পারেনা।

৩০। যদি অতিদুরাচারীও অনন্যমনে আত্মার উপাসনা করে তবে তাহাকে সাধু বলিয়াই মানিতে হইবে। যেহেতু সে তখন নিশ্চিত পথ গ্রহণ করিয়াছে॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। দুরাচারী ব্যক্তি যদি কিছুদিন রাজযোগ অনুশীলন সহ আত্মপর হয়, তবে তাঁহার স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হইবে। মহর্ষি বাল্মিকীর যৌবন জীবন এইরূপ ছিল। কিন্তু আত্মপর না হইয়া পিশাচপর হইলে তাহাদের বরং দুর্নীতি বৃদ্ধি হয়। কালাপাহাড়ের জীবনে এই নীতি স্পষ্ট হইয়াছিল। পিশাচপর হইলে এইরূপ বর্ব্বর জীবন যে কোন সৎ লোকের হওয়া অসম্ভব নহে। ইতিহাসে এইরূপ প্রমাণেরঅভাব নাই। পিশাচ বাদীদের চেয়ে বরং নাস্তিক বাদীরা ভাল।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে হপি স্যুঃ পাপ যোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

৩১। দুরাচার ব্যক্তিও যদি আত্মার উপাসনা করে তবে সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া থাকে। সে ক্রমেই অক্ষয় শক্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে আত্মার উপাসক কখনই বিনষ্ট হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কি ভাবে দৈব বৃত্তিগুলি অবস্থান করে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ১৬শ অধ্যায়ে করিব। আত্মাকে ধ্যান করিবার দরুণ ঐ সব দৈব বৃত্তিগুলি সাধকে প্রতিফলিত হয়। যাহারা অহংকারী এবং আত্মা মানে না এবং বিষয় ধ্যান করে তাহারা অসুর ও বর্ব্বর হইতে প্রশ্রয় পায়। যাহারা পিশাচ উপাসক তাঁহারা অত্যন্ত বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক হয়। ইহাদের চেয়ে নাস্তিকবাদ শ্রেষ্ঠ।

৩২। যাঁহারা আত্মাকে সম্যক আশ্রয় করিতে পারেন, তাঁহারা পাপ যোনি হইলেও অর্থাৎ স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি হইলেও পরমাগতি লাভ করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে পাপযোনী বলার ইহা অর্থ নয় যে ইহাদিগকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। স্ত্রী, বৈশ্য ও মজুরদের মধ্যে জ্ঞানের প্রবৃত্তি কম ও মোহের ভাব বেশী থাকে বলিয়া ও ইহাদের জ্ঞান তৃষ্ণা কম হয় বলিয়া সমাজের মধ্যে একটা সংস্কার আছে। ঐ সংস্কারকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পাপযোনি বলিয়াছেন। কর্ম্মভেদে জাতিভেদ বা জন্মভেদে জাতি যে যাহাই মানুন, কিন্তু উপাসনাকালে

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ও জ্ঞানকাণ্ডে সকলেরই অধিকার সমান, একথা শ্রীকৃষ্ণ বেশ স্পষ্ট বলিয়া দিলেন।

৩৩। আত্মার পরম ভক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের কথা কি বলিব। তাঁহারা অনায়াসেই পরমাগতি লাভ করিতে পারেন, অতএব তুমি এই অনিত্য ও অসুখময় এই সংসার লোক প্রাপ্ত হইয়া আত্মার উপাসনায় নিযুক্ত হও।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে পবিত্র ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের কথা বলিয়াছেন। বংশ পরাম্পরাগত ভাবে এই দুই বংশই ভারতের জ্ঞান প্রধান কর্ম্মযোগে জন নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের সমাজবাদ যুগযুগান্তর ধরিয়া জ্ঞানী প্রসব করিয়া আসিতেছে, ইহার মূল কারণ বংশ গত ভাবে ব্রাহ্মণ এবং রাজাগণ অত্যুচ্চ জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন। গীতার মতে অব্রাহ্মণ বা স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের মতই আত্মার আশ্রয় লইয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এবং তাঁহাদের অনেকে সমাজে অত্যন্ত উচ্চ সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সকলকেই নিজ কর্ম্ম অবলম্বন সহ জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া মহান হইতে বলি।

৩৪। তুমি সর্ব্বদা আত্মাকে মনন কর, আত্মার উপাসনা কর, আত্মার নিকট নত হও, এইরূপে আত্মাপরায়ণ হইয়া আত্মাকেই প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "বেদান্তে শম, দম, উপরতি, তিতীক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান" এইরূপ ৬ প্রকার সাধন সম্পত্তির কথা বলা হইয়াছে। প্রথমকার ৫টী লইয়া আলোচনার এখানে করিবার ইচ্ছা আমরা করিনা। আমরা সমাধানের কথাই বলিব। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্ম সবেরই সমাধান করিতে পারিলে উহার নাম হয় অধ্যাত্মবাদ। আবার ভোগও জড়বাদকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্মের যুক্তিতে মীমাংসার ভিত্তি করিতে পারিলে উহার নাম হয় জড়বাদ। এখানে আমার নিকট নত হওয়া মানেই আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সব কিছুর মীমাংসা করিয়া দেওয়া। গীতা অধ্যাত্ম কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসা শাস্ত্র। ইহা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সমাধান গ্রন্থ। জড়বাদ ও পিশাচ বাদে সমাধান নাই।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাসু উপনিষদ্‌সু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে

রাজবিদ্যা রাজ গুহ্য যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগীতার নবম অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "শক্তিবাদ ভাষ্য"।

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতি যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

১। শ্রীভগবান বলিলেন—হে মহাবাহো। তুমি পুনরায় আমার নিকট পরম কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রিয় এ কারণ তোমার হিতের জন্য আরও কথা বলিব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই অধ্যায়টীর নাম বিভূতিযোগ। অধ্যাত্ম বাদের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য যেরূপ বিষয়ের আলোচনা এখানে হইয়াছে উহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা। আত্মা সর্ব্বত্র সমান ভাবে অবস্থিত, কিন্তু সকলে একই প্রকার শক্তিশালী নহে। শক্তির যেখানে বিকাশ বেশী সেখানে অহঙ্কার দেখিবেনা এবং তাঁহার নামে মিথ্যা কথা বলিয়া বিদ্বেষ সৃষ্টি করাইবে না। যে দিন মুসলমান ও খৃষ্ঠ সভ্যতা এবং ইহার শাখা ডিমোক্রেসী, কম্যুনিজম আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে সেই দিন হইতে ভারতের বুকে উজ্জল রত্নের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিষ ছড়াইবার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এ বিদ্বেষ কিরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে উহা ভাবিতে ভয় হয়। খৃষ্টান পাদরীরা তো মিথ্যা ও বিদ্বেষ বাদের রাজগুরু হইয়াছে। এসব দুষ্টরা ভারতের এমন মহাপুরুষ নাই যাহার নিন্দা করে না। যিশুর শিক্ষাটা সৎ এবং শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাটা খারাপ। যিশুর শিক্ষাটা ভাল, মরংবুরু (সাওতালদের পূজ্য দেবতা) শিক্ষাটা অসৎ। বেদের শিক্ষাটা খারাপ এবং বাইবেলের (কচুর শিক্ষাটা) ভাল। মুসলমানদের তো কথাই নাই—যাহাদের লিঙ্গ কাটা হয় নাই তাহারা

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষিণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সকলেই অসভ্য। তাহাদের সবই খারাপ এবং তাহারা বধযোগ্য। ডেমোক্রেট ও কমুনিজমের তো ধর্ম্মই হইতেছে শক্তিমানের নিন্দা করা। অধ্যাত্মবাদের মতে অসুরবাদী বা পিশাচ বাদীদের মধ্যেও যদি শক্তিমান পুরুষ থাকেন, তাঁহাদেরও অবজ্ঞা করার আদেশ নাই। অসুরবাদ বিশ্বের অকল্যানকারী। পিসাচ উপাসকগণ যদি অসুর বাদকে আশ্রয় না করে তবে তাহাদের বিরুদ্ধেও আমাদের কিছু বলিবার নাই। অসুরবাদকে আমরা কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না। কারণ উহা একটা দলের ভোগের সুবিধা দেখে এবং অন্যের বিকশের পথ রুদ্ধ করে। আত্মা সকলের মধ্যে এক হইলেও সব স্থলে শক্তির বিকাশ সমান নহে। ইহা বুঝাইবার জন্যই এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

২। সুরগণ ও মহর্ষিগণ আত্মার প্রভাব জানেন না। আত্মাই সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিদের আদি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দেবতা ও ঋষিরা আত্মার বিভূতি জানেন না এইরূপ বলা ভয়ঙ্কর কথা, সন্দেহ নহে। অর্থাৎ আত্মাকে অনুভব করাই অধ্যাত্মবিদ্যার সব নহে। আত্মার কোথায় কিরূপ বিভূতি উহাও বুঝা প্রয়োজন। দেবত্ব এবং ঋষিত্ব লাভ করিলেই আধ্যাত্ম বিদ্যার সব নহে, সে সঙ্গের বিভূতি জ্ঞানও থাকা প্রয়োজন।

৩। যিনি আত্মাকে অজ, অনাদি ও সর্ব্বলোকের মহেশ্বর জানেন তিনিই এই পৃথিবীতে জ্ঞানবান এবং সমস্ত পাপ হইতে তিনিই মুক্তি লাভ করেন।

বুদ্ধিজ্ঞান মসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখ দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয় মেব চ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টি স্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা আত্মাকে জন্মমৃত্যুহীন জানেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র ঈশ্বর জানেন তাঁহাদের দেশে কি দুর্ব্বলতা ও অসুর বাদিতা থাকিতে পারে? এমন একদল মানুষ্য যদি সমাজে থাকে তবে অসুর ও অসুরেরের দাস দুর্ব্বলদের সাহস কি যে সমাজের সর্ব্বনাশ করে? এ সব সমাজের সর্ব্বনাশ কারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে অনেক সময় আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে হইতে পারে; এ জন্য পাপ হইল কিনা, সেই বিচারও মনে জাগিতে পারে। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহারা বিচার করেন তাহাদের নিকট শক্তিবাদ অসুরবাদও দুর্ব্বলবাদ বিচারই মূল কথা। লৌকিক আত্মীয়তার বিচার গৌণ কথা। তবে আজ কাল বিশ্বকল্যাণ ও সাম্যবাদের চাঁইদের মধ্যে উচ্ছৃখলতা চরিত্রহীনতা নাস্তিকতা ও অবাধ্যতাও আত্মীয়দের প্রতি অকর্ত্তব্যতা দেখা দিয়াছে। উহা কিন্তু শক্তিবাদীতা নহে। উহা যে সমর্থন যোগ্য নহে, সে সম্বন্ধে ইহার পরের দুইটী শ্লোকে স্পষ্ট বলিতেছেন।

৪-৫। বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম (বাহ্য ইন্দ্রিয় সংযম) শমঃ (অন্তঃকরণ সংযম), সুখ, দুঃখ ভব (সৃষ্টি), অভাব (প্রলয়), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশ, অযশ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি জীবের মধ্যে সবই আত্মা হইতে আসিয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিলে যে সব বিভূতি মানব চরিত্রে দেখা দেয় সেইগুলি খুব স্পষ্ট ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬ ॥

অসুরবাদীয় চরিত্রের মনোবৃত্তি ইহার বিপরীত। আত্মাকে জানিয়াছি বলিয়া প্রচার করিলেই আত্মাকে জানা হয় না। আত্মাকে জানিলে আত্মার বিভূতিও মানব চরিত্রে দেখা দিবে। এখানে অহিংসার কথা বলা হইয়াছে—অহিংসা মানে ইহা নয় যে অসুরকে প্রশ্রয় দিতে হইবে। অসুরগণ সমাজের শত্রু এবং বহু মানবের সর্ব্বনাশ ও হিংসার কেন্দ্রস্থল, এ জন্য অসুরনাশ দ্বারা সামজকে নিষ্কণ্টক করাও অহিংসার অঙ্গ। আমরা এ সম্বন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে বলিব। আত্মাকে জীবনের কেন্দ্র করিলে অসুর বাদ আসেনা, একথা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এখানে আত্মাকে কেন্দ্র করিলে যে সব মহান বিভূতি মানব চরিত্রে প্রতিফলিত হইবে সেই সব এই দুইটী শ্লোকে বলিলেন, পরে আরও বলিবেন।

৬। সপ্তমহর্ষি (ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ) এবং চারিজন মনু (১৪ জন মনুর মধ্যে সাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি এবং সাবর্ণ এই চার জন সাবর্ণ নামীয় মনুই চত্বার মনু) ইঁহারা আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং আত্মার মানস পুত্র। সমস্ত প্রজাই ইঁহাদের সন্তান॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেশক তাঁহারা সকলেই আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত। এখন গণমতকে শ্রেষ্ঠ মানা হইয়াছে। এই জন্যই বিশ্বে শান্তি বা সুখের দিন লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। যতটা জ্ঞান, অন্তরদৃষ্টি ও ভবিষ্যদৃষ্টি থাকিলে সমাজবাদ স্থাপনা করা বা সমাজ পরিচালনা চলে, উহা কখনও গণতন্ত্রে আসিতে পারে না। উহা আসিবে আত্মপ্রতিষ্ঠগণ দ্বারা।

এতাং বিভূতিংযোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৭ ।।

এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রায় ৩৫ চোর প্রবেশ করে এবং সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। গৃহে মাত্র ১০, ১২ জন লোক ছিল। ১২ জনের সম্পত্তি ৩৫ জন গ্রহণ করিলে গণবাদের মতে দোষের কি ?

একজন বিচারক একজনকে চোর বলিয়া। সাব্যস্ত করিল, জনতা সভা করিয়া প্রস্তাব পাশ করিল যে "লোকটা নির্দ্দোষ"। এখানে কোনটা সমর্থন যোগ্য হইবে ?

এখানে ৭জন ঋষি ও ৪ জন মনুকে বংশ প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। কাজেই বিশ্বের মানবগণ সকলেই জ্ঞানী ও শক্তিবাদীদের সন্তান। এখানে ভেদ বা বিদ্বেষের ভিত্তিকে শ্রেষ্ঠ মানা যায় না। যাহাতে বিশ্বের যে কোন অংশেই একই শক্তিবাদীয় নীতি চলিতে পারে এজন্য বংশ প্রবর্ত্তকগণকে সকলের আত্মার শ্রেষ্ঠ বিভূতি ইহা বলা হইল। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, ভাষায় ভাষায় মানুষ ভেদ সৃষ্টি করে এবং মারামারি কাটাকাটি করে। গীতায় উহার সমর্থন নাই। গীতা অসুরবাদ চায় না। অধিক কি আত্মীয়গণও যদি অসুরবাদী হয় গীতায় তাঁহারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বলা হইয়াছে। অসুরবাদ দুর্ব্বলবাদ ও শক্তিবাদ বুঝা এবং দুর্ব্বলবাদ ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদ ধারণ করা গীতার কর্ম্মবাদের মূল নীতি। ভারতে ভোটবাদী নেতারা আজ ভোটবাদের লোভে অসুরবাদ দুর্ব্বাদ শক্তিবাদ মিশ্রনে এক শক্তিবাদ ভারত গড়িতে চায়। আমরা বলি, উহা মৃত্যুরই পথ। শক্তিবাদের সকলকে একতা বদ্ধ কর, তবেই যে কোন দেশের কিংবা জাতির কল্যাণ সম্ভব।

৭। আত্মার বিভূতি এবং আত্মার যোগ যিনি তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারেন তিনি যোগ লাভ করিবেন। ইহাতে সংশয় নাই।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যান্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন বা সমাজ গঠন করিলে যে সব দৈবী বৃত্তি স্বভাবে প্রতিফলিত হয় সেইগুলি ৪, ৫, শ্লোকে বলিয়াছেন। আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব-বিভূতি সপ্তঋষি এবং চার মনু, এবং ইঁহাদের বংশ সমস্ত মানব। কাজেই মানব মাত্রেই একই শক্তিবাদীয় আত্মনীতিতে সমাজ রাষ্ট্র ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিবে। এইরূপ নীতি বুঝাই ঠিক ঠিক যোগীর লক্ষণ। ইহা যাঁহারা বুঝেন নাই তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ যোগী বলিলেন না।

৮। আত্মাই সমস্ত জগতের উৎপত্তির হেতু, আত্মা হইতেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রক্ষিত পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট হইতেছে। পণ্ডিতগণ ইহা জানিয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত আত্মার উপাসনা করেন।

৯। তাঁহারা আত্মার সঙ্গে চিত্ত (চিত্ত মানে ভালবাসা) মিলাইয়া লন। আত্মার সঙ্গে এক প্রাণ হন এবং পরস্পরকে ও ঐভাবে গ্রহণ করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা আত্মার কথা বলেন এবং আত্মার ভাবে আনন্দিত ও সুখী হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা বেদান্তবাদী ভক্তিবাদী তাঁহারা যদি মনে করেন যে আত্মা বা ভক্তির আলোচনা মাত্রই এই শ্লোকের লক্ষ্য তবে ভুল করিবেন। আত্মবাদের ভিত্তিতে কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, ও তিনিই অবস্থিত। কাজেই সমাজবাদ রাষ্ট্রবাদ ও ধর্ম্মেও তাঁহারা আত্মনীতির আলোচনা করেন। আত্মার শ্রেষ্ঠ বিভূতি ঋষিগণ মনুগণও তাহাই করিয়াছেন। সমাজখানা ও রাষ্ট্রখানাকে যখন

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপ যান্তি তে ॥ ১০ ॥

তেষামেবানু কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

বর্ব্বর ও অসুরের হাতে তুলিয়া দিয়া ভক্তি ও দার্শনিকতায় যাঁহারা গদ গদ থাকিতে চান তাঁহারা নিশ্চয়ই গীতার নীতি বুঝেন নাই। তোমরা বলিতে পার—কিন্তু আত্মনীতির কথা শুনিবেকে? কে শুনিবে বা শুনিবে না, ইহা তো কথা নয়। কথা হইতেছে আত্মবাদী দেরও সমাজ ও রাষ্ট্রবাদ আছে। তাঁহাদের উহা বলিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, বুঝাইতে হইবে। কেহ শুনিল বা শুনিল না, ইহা লইয়া ভাবিবার সময় তাঁহাদের নাই।

১০। যাঁহারা এভাবে সর্ব্বদা আত্মাকে যুক্ত থাকেন এবং আত্মার উপাসনা করেন, আত্মা তাঁহাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যাহার প্রভাবে তাঁহারা আত্মা লাভ করেন॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। 'বুদ্ধি যোগ' এক প্রকার যোগক্রিয়া ইহা রাজ-যোগের অন্তর্গত যোগক্রিয়া। 'বুদ্ধি' সাধককে ক্রমেই বিষয়সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মাসংযোগ করিয়া দেয়। কর্ম্ম কোনই দোষের নহে; দোষ হইতেছে "আসক্তি ও ভোগ"। "ভোগ" মানুষকে নিস্তেজ করে। এবং "আসক্তি" মানুষকে বদ্ধ করে। ভোগ ও আসক্তির সংযোগ কাটিয়া সর্ব্ব ব্যাপারে আত্মনিষ্ঠ হওয়াই বুদ্ধি যোগ।

(ক্রমবিকাশে "শুদ্ধবোধ" দ্রষ্টব্য)

১১। তাহাদের উপর দয়া করিয়া আত্মাই তাঁহাদের অজ্ঞান সম্বন্ধিয় অন্ধকারকে জ্ঞানের দীপ্তিতে নাশ করিয়া দেন॥

অর্জ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা কর্ম্ম বা উপাসনা করেন তাঁহাদের অজ্ঞান সমূহ (ভোগবৃত্তি, মোহ, অহংকার) আত্মার প্রভাবেই নাশ হইয়া যায়। সাধক কর্ম্মীরা যতই আত্মার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন ততই আত্মার প্রভাব তাঁহাদের চরিত্রেও প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। আত্মা ও আত্মজ্ঞগুরু ঠিক একই তত্ত্ব। এজন্য পরমগুরু শ্রীকৃষ্ণ নিজের শিষ্যকে সব স্থানেই আত্মতত্ত্ব বুঝাইতে "আমি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্জ্জুনও গুরুকে পরমব্রহ্ম ও পরমাত্মা জ্ঞানে বহুস্থানেই স্তুতি করিয়াছেন।

১২। অর্জ্জুন বলিলেন—আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, আপনি শাশ্বতপুরুষ, আদি পুরুষ, পরম দিব্য এবং অজ ও ব্যাপক তত্ত্ব ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম স্বরূপ, ইহা অর্জ্জুন এতক্ষণে বুঝিলেন। আত্মতত্ত্ব ও আত্ম-বিভূতি তত্ত্ব সহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়। অনেক নামী ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত সাধুকে আমরা অন্য সাধুদের উপর বিদ্বেষ পোষণ করিতে দেখিয়াছি। মতবাদের ভিত্তিতে যে কোন মতবাদের সমালোচা চলে কিন্তু মহাপুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সাধুতার লক্ষণ নহে। যে সব সাধুচরিত্র দুর্ব্বল-স্তরের তাঁহাদিগকে লইয়া যাঁহারা নাচানাচি করেন, তাঁহারা পৃথিবীর ভয়ঙ্কর দুঃখ ও অশান্তির কারণ হইবেন। কারণ, ইহাদের দ্বারা অসুরবাদ প্রশ্রয় পায়। এখানে অর্জ্জুন যে প্রশংসা করলেন উহা আত্মারই প্রশংসা। এইরূপ প্রশংসা শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিবাদী গুরুকেই করা চলে।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষি নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

১৩। আপনার এইরূপ মহত্ত্ব সব মহর্ষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং অসিতঃ দেবলঃ ব্যাস আর দেবর্ষি নারদ ও বলিয়াছেন। আর আপনি নিজেও বলিতেছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন মানব চরিত্র কিরূপ হয় উহা অনেক ঋষিগণই বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐরূপ একজন পূর্ণ-চরিত্র মহাপুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাও মহর্ষিগণ বলিয়াছেন।

১৪। হে কেশব! আপনি যেরূপ বলিলেন, আমি উহা সত্য বলিয়া মানি। হে ভগবান! আত্মার ব্যক্তিত্ব দেবতা বা দানব কেহই জানিতে পারে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহার বিকাশ যতটুকু তিনি আত্মাকে ততটুকু জানেন। যাঁহার বিকাশ পূর্ণস্তরে তিনি আত্মার পূর্ণত্বের সবটুকুই বুঝেন। সুতরাং দেব বা দানব কেহই আত্মতত্ত্বের সবটুকু জানিতে পারেন না। এই গীতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া যে কত মতবাদীর টীপ্পণী হইয়াছে উহার সংখ্যা নাই। ইহার কারণ আত্মতত্ত্বকে বা আত্মজ্ঞ মহাপুরুষকে আমরা আমাদের বিকাশের স্তরের মধ্য দিয়া জানিতে পারি। দুর্ব্বলবাদী অসুরবাদী এবং বিভিন্ন স্তরের বিকাশশীল মানব, গীতার এক এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তবে শক্তিবাদই গীতার মূল কথা। অর্জ্জুন দুর্ব্বলবাদ ত্যাগ করিয়া অসুরবাদের বিরুদ্ধে শক্তিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের উহাই শিক্ষা ছিল।

স্বয়মেবত্মানমাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূত ভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎ পতে॥ ১৫।॥
বক্তুর্মহস্য শেষেণ দিব্যা হ্যাত্ম বিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতি ভি র্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্ত তিষ্ঠসি॥ ১৬॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পিরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবান্ময়া॥ ১৭॥

১৫। হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে সমস্ত ভূত পরমেশ, হে দেবদেব, হে জগৎ পতে, আপনি স্বয়ংই আপনাকে জানিতে পারেন॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে অর্জ্জুন ও বুঝিলেন, যতটা বিকশিত হইলে শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক বুঝা যায় এতটা বিকাশ অর্জ্জুনের হয় নাই। এখন ক্রমেই দেখা যাইতেছে, অর্জ্জুন বুঝিতে পারিতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণ অনেক উচ্চ স্তরের মহাপুরুষ।

১৬। যে সব বিভূতি দ্বারা আপনি এই বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন সে সব দিব্য বিভূতি সকলকে আপনি সমগ্রভাবে প্রকাশ করুন॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন এবার বিভূতি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে চাহিতেছেন। মহান বস্তুর উপর মানুষের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করা এবং মহান বস্তুকে নিন্দা করিয়া মানুষকে হীন ও বিদ্বেষী করিয়া দেওয়া, এইরূপ দুই প্রকারের জন শিক্ষার পদ্ধতি আছে। শক্তিবাদ মহান বস্তুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ চায় না, আবার দুর্ব্বল ও অসুরের শ্রদ্ধা ও চায় না।

১৭। হে যোগিন্। সদা আপনাকে (আত্মাকে) ধ্যান করিয়া কি ভাবে আপনাকে জানিতে পারিব? এবং কোন্ কোন্ ভাবে আপনি আমার চিন্তনীয় হইতে পারেন॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। সাধারণ মানুষ এবং উচ্চবিকশিত স্তরের মানুষ এক নহে। জ্ঞান শক্তি (মহাসরস্বতী), ধনশক্তি (মহালক্ষ্মী), কর্ম্মশক্তি

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

(মহাকালী) সকলের মধ্যে সমান বিকশিত নয়। যেখানে বিকাশ বেশী এবং যেখানে শক্তি বেশী উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা দূরদর্শিতার লক্ষণ নহে। এ সব শক্তিমানগণও যদি শক্তিবাদের আশ্রয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আধ্যাত্মবাদীয় কর্ম্মনীতি প্রচার ও সংরক্ষণের চেষ্টা না করেন তবে অসুরবাদীয় নীতির বণ্যায় বিশ্বের ভয়ঙ্কর অকল্যাণ হইবে। কায়কর্ম্মী শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়া বিশেষ এক ভয়ঙ্কর আত্মধ্বংসী কর্ম্মবণ্যা (কম্যুনিজম) দেখা দিয়াছে। আমরা শোষণবাদীয় অসুরবাদকে ভাঙ্গিতে যাইয়া শ্রমবাদীয় অসুরবাদ সমর্থন করিতে পারিনা। কিন্তু জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ধনী শ্রেণীরা যদি শক্তিবাদীয় কর্ম্মনীতি গ্রহণ না করেন তবে সকলের মধ্যেও কায়কর্ম্মীদের মধ্যে শক্তিবাদীয় নীতির প্রচার সম্ভব নহে। যাঁহারা বলেন শক্তিবাদের উচ্ছেদ করিলে বিশ্বের মঙ্গল হইবে, তাঁহারা শক্তিবাদের মতে অসুরবাদী ভিন্ন কিছুই নয়। এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী কায়কর্ম্মীদের নাচাইয়া শাসনতন্ত্র হাতে করিয়া রাজ্য করিতে চান; কিন্তু বিশ্বের মঙ্গল এ পথে সম্ভব নহে। বিভূতিবাদ ও বিদ্বেষবাদ তুমি বুঝ। দুই এর ফল এক নহে। বিভূতিবাদ কল্যাণের পথ বিদ্বেষবাদ সর্বনাশের পথ। তুমি যাহা গ্রহণ করিবে জাতিগত ভাবে তোমার নিকট উহাই আসিবে।

১৮। হে জনার্দ্দন! আপনি আত্মার বিভূতির কথা পুনঃ বিস্তার পূর্ব্বক বলুন, আমি আত্মার সেই অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিব ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার কথা ও আত্মনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজও ধর্ম সত্যই অমৃততুল্য। ভোগবাদ ও বিদ্বেষ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

শ্রীভগবান উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্ম বিভূতয়ঃ।
প্রধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্যমে ॥ ১৯ ॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহ মাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

সমাজবাদ ও ধর্ম্ম ইহা বিষতুল্য। ইহা একটু আলোচনা করিলে যে কোন লোক বুঝিতে পারিবেন। শীঘ্রই সময় আসিতেছে, যখন মানুষ পাশ্চাত্য কর্ম্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজবাদের সব ধাপ্পাই বুঝিতে পারিবে এবং ঐরূপ রাজনীতি ও সমাজবাদকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। কিন্তু তুমি ঘৃণার চক্ষেই দেখ বা গদীর মজাই লুট, জাতির ভাগ্যে যে দুর্দ্দশা আসিবে উহার ফল তোমাকে ভুগিতেই হইবে।

১৯। শ্রীভগবান বলিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ। আত্মার (আমার) দিব্য বিভূতি সকল প্রধানতঃ তোমাকে বলিতেছি। কারণ আত্মার বিভূতির অন্ত নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সমস্ত জীবই আত্মার বিভূতি। যেখানে অসুরবাদীতা নাই কিন্তু শক্তিমত্তা আছে সেখানেই তাঁহার বিভূতি বলিয়া মানা হইয়াছে।

২০। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের আসয়ে আমি "আত্মা"। আমি তাঁহাদের আদি তাঁহাদের মধ্য এবং তাঁহাদের অন্তঃও আমি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সর্ব্বভূতের আসয়ে আত্মাই যদি, তিনি তবে অসুরবাদীদের আত্মাও তিনি। তবে কি আত্মাও অসুরবাদী? উঃ না। কোন আত্মাতেই অসুরবাদ থাকে না। অসুরবাদ জীবের "অহং" কেন্দ্রে অবস্থান করে। এ সম্বন্ধে অনেকস্থানে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিয়াছেন। আমরাও বলিব।

আদিত্যানাং অহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণা মহং শশী ॥ ২১॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষ রক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

২১। দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিঃগণের মধ্যে আমি অংশুমান্ রবি। মরুৎ দেবতার আমি মরীচি দেবতা। নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রেষ্ঠ স্থানে আত্মশক্তির বিশেষ বিকাশ জানিতে হইবে। আমরা এ সব শ্লোকের বিশেষ বিস্তার ব্যাখ্যা করিব না। যেখানে বিশেষ প্রয়োজন বুঝা যাইবে সেখানে সামান্য বলিব।

২২। আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ। দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন। জীবের মধ্যে আমি চেতনা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। চেতনা অর্থাৎ সজীবতা। নিস্তেজ ও নির্জ্জীবগণ যে অপদার্থ তাহাই বলিলেন।

২৩। রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর। যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি বিত্তেশ কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি। পর্ব্বতের মধ্যে আমি সুমেরু।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মা সকলের মধ্যে এক, ইহা সত্য কথা, কিন্তু শক্তির বিকাশ সবস্থানে সমান নহে। যেখানে শক্তির বিকাশ বেশী সেখানে আত্মবিকাশ বেশী, জানিতে হইবে। ইহাই বিভূতি-

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

যোগের মর্ম কথা। ধনেশ কুবেরকে কম্যুনিষ্টরা নিশ্চয়ই নিন্দা করিবেন তো? টাকা থাকিলেই সে অসুর কি?

২৪। হে পার্থ। পুরোহিতগণের মধ্যে আমাকে মুখ্য বৃহস্পতিরূপে জানিবে। আমি সেনানীদের মধ্যে কার্ত্তিকেয়। জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র।

২৫। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে প্রণব, যজ্ঞের মধ্যে জপ যজ্ঞ, এবং স্থাবরের মধ্যে হিমালয়।

২৬। সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, আমি দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে আমি কপিলমুনি।

২৭। অশ্ব সকলের মধ্যে আমাকে অমৃত হইতে উদ্ভব উচ্চৈঃশ্রবা জানিবে। গজেন্দ্রের মধ্যে আমি ঐরাবৎ। আমি মানুষের মধ্যে রাজা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। রাজার নাম শুনিলে কম্যুনিষ্টরা যেন শ্রীকৃষ্ণের উপর খাপ্পা না হইয়া যান। একজন প্রেসিডেণ্ট একজন ডিক্টেটর ও রাজা বা নরাধীপের শাসন বিচার করিলে দেখা যাইবে যে

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্‌।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

প্রেসিডেন্ট ও ডিক্টেটরী শাসন সদাই আসুরিক কিন্তু রাজা যদি ঋষির নির্দ্দেশ মানিয়া শাসন করেন তবে সে শাসন সদাই শক্তিবাদীয় ও জনকল্যাণের বেশী অনুকূল।

২৮। অস্ত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগনের মধ্যে কামধেনু সৃজন করীদের মধ্যে আমি কন্দর্প এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকী।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পাশুপৎ, জৃম্ভন, বজ্রাদি অস্ত্রগণের নাম দিব্যাস্ত্র। দিব্যাস্ত্রের কথা রামায়ণ, মহাভারত ও চণ্ডীতে আছে। ইহারা যে এ যুগের এ্যাটমিক অস্ত্রের মত শক্তিশালী অস্ত্র ইহাতে সন্দেহ নাই। অসুর বাদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের এই অস্ত্র প্রয়োগের কথা বেদের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আমরা অনেক স্থানেই বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ 'আত্মা' শব্দের পরিবর্ত্তে আমি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এখানেও দেখা যায় কামধেনু গাভীর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ "আমি" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আত্মা বাচক বলিয়াই স্ত্রী জাতীয় গাভীকে "আমি" বলিতে পারিয়াছেন। সমস্ত জীবের স্ত্রী পুরুষে ভোগের আকর্ষণের দেবতাই কন্দর্প। ফলতঃ মৈথুনিক সৃষ্টির মূলে ঐ কামরসই বিদ্যমান। কামরস জাগ্রত হইলেই স্ত্রী ও পুরুষে সৌন্দর্য্য রস সতেজ হয়। সব জাতীয় স্ত্রী পুরুষ ঐ রসেই একে অন্যের মধ্যে ডুবিয়া যায়, ফলে সৃষ্টি হয়। যে সম্ভোগে সমস্ত জীব মত্ত আছে, শ্রীকৃষ্ণ উহার নিন্দা করিলেন না। সম্ভোগের দুইটী পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহার একটী সৃষ্টি অন্যটী ক্ষয়। সৃষ্টিকে (জন্মকে) দুঃখের কারণ বলিয়াছেন, দ্রঃ গীতা ১৩ অঃ, ৮ শ্লোঃ। ক্ষয়কে রুদ্ধ করিতে না পারিলে ব্রহ্ম বিদ্যার অনুশীলন অসম্ভব। আমাদের মনে হয়,

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ।। ২৯ ॥

ক্ষয় এবং সৃষ্টিকে বশীভূত রাখিয়া কন্দর্প উপাসনা যদি সম্ভব হয় তবে কন্দর্পকে আত্মায় বিভূতি বলিতে বাধা থাকে না। দ্রঃ ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগ। অনন্ত ও বাসুকী দুইই সর্প জাতীয় জীব। ইহাদের চরিত্রে নিশ্চয়ই কোন শক্তিবাদীয় নীতি আছে। বিষধর সর্পগণ ও বনের পশুরা যে যোগীদের উপর শ্রদ্ধা ও স্নেহশীল ইহা আমরা নিজ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

২৯। নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগনের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং সংযতভাবে বিচারকারীদের মধ্যে আমি যম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অত্যন্ত সংযত ভাবে বিচার করিয়া কর্ম্মফল দান সম্বন্ধে যমরাজের সুনাম আছে। যমের কর্ম্মফল দানের সঙ্গে ক্রোধ বা অবিচারের নাম গন্ধ ও নাই। কুরাণের বক্তা অল্লাহ্‌র বিচার অদ্ভুত রকমের। যেখানে কাফেররা হাজার সৎকার্য্য করিলেও ক্রোধের ভাজন হইবে এবং দুজকই পাইবে। ইমানদারেরা কাফেরদের উপর যত প্রকারের বর্ব্বরতা ও গুণ্ডামী করিলেও বেহেস্তই পাইবে এবং ৭২ বিবির স্বামী হইবে। ইমানদার নারীগণের ভাগ্যেও ৭২টী স্বামীর ব্যবস্থা আছে কিনা উহা আমরা জানি না। অল্লাহ্‌র বিচার সাময়িক স্বর্গ বা সাময়িক নরকের ব্যবস্থা না থাকায় সুবিচারের নিয়ম আছে বলিয়া মানা যায় না। কিন্তু আল্লাহ্‌র উপাসনায় তবুও তাঁহাকে সুবিচারের কর্ত্তা বলিয়া স্তুতি করিবার নিয়ম আছে। (দ্রঃ সুরাঃ ফাতেহা)। যম রাজার বিচারে সাময়িক স্বর্গ, সাময়িক নরক ও পরে জন্মান্তরের নিয়ম মানা হইয়াছে।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০ ॥

৩০। দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, প্রলয়কারীদের মধ্যে আমি কাল, পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড়।

শক্তিবাদী ভাষ্য। দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ নিজের পিতার দুর্নীতির প্রতিবাদে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া একনিষ্ঠ শক্তি-বাদীতার প্রমাণ দেন। প্রহ্লাদের পিতা নির্দ্দোষ পুত্রকে বর্ব্বরের মত অত্যাচার করিতে যাইয়া দৈব নিয়মে বিপদ গ্রস্থ হন; নৃসিংহ নারায়ণ স্ফটিক স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। কালের পূজাই হিন্দুদের ঈশ্বর পূজা। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও সাম্য কালের পূজাই মহাকাল বা মহাকালীর পূজা। ভারত তীব্বত চীন প্রভৃতি দেশে এখনও মহাকালের পূজাই ঈশ্বর পূজা রূপে বিদ্যমান আছে। মহাকালই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং কালের লীলাহীন নির্গুন ব্রহ্মই সমস্ত প্রকার হিন্দু উপাসনার লক্ষ্য। কালী মূর্ত্তিতে ও কালী পূজায় সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সব তত্ত্বই মূর্ত্তিরূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে (দ্রঃ শক্তিবাদীর উপাসনা)। সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। শুনিতে পাই সিংহ অত্যন্ত হিংস্রজীব হইলেও নিতান্ত ক্ষুধার উদ্রেক ভিন্ন কখনও কোন জীবকে হত্যা করে না। মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীকে সিংহবাহন বলা হয়। ইহার কারণ শক্তিবাদের মূলনীতির ইহাই চরম লক্ষ্য যে অসুর ভিন্ন অন্য কোথাও পশুশক্তির প্রয়োগ করিবে না। গরুড়জাতীয় পক্ষীর প্রসংশা অনেক স্থানে পাওয়া যায়। রাবণ যখন সীতা হরণ করিয়া বিমান জাহাজে লইয়া যাইতেছিলেন তখন গরুড় জাতীয় পক্ষী তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় শক্তিবাদীর নীতি এই পক্ষীদের স্বভাবে বিদ্যমান।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

৩৬। আমি ছলদের মধ্যে "জুয়া"। তেজস্বীদের তেজ, আমি জয় স্বরূপ, আমি ব্যবসায় স্বরূপ এবং বলবানের বল ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা ছলনা করে তাহাদের মধ্যে জুয়াড়ীগণ বেশী বুদ্ধিমান ইহাতে সন্দেহ কি? ইহাতে লোকের বিশ্বাসও থাকে এবং চোরের চৌর্য্যবৃত্তিও চলে। জয়লাভ করাই ঝগড়ার গোড়ার কথা ছলে বলে কলে কৌশলে জয়ী হইতে হইবে। এবিষয়ে কুরাণ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির শিক্ষা দিয়াছে। যুদ্ধ করিতে গিয়া বোকামিতে হিন্দুরা বোধ হয় বেশী পাকা, কিন্তু গীতা বলে জয়ী হওয়াই আসল কথা।

৩৭। আমি বৃষ্ণি বংশের মধ্যে কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয় মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস, কবিদের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য ॥

৩৮। আমি শাসকের দণ্ডস্বরূপ। আমি জিগীষুদিগের নীতি, আমি গুহ্যের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানবানের জ্ঞান ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। মৌন বলিতে অনেক স্থানে নির্গুণ ব্রহ্মকে বুঝায়। উহা যে গুহ্যতত্ত্ব ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক যদি তুমি কোন কিছু গোপন করিতে চাও তবে তুমি সেই বিষয়ে একদম মৌন থাকিবে। কথা বলিলেই উহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতিনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।
তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

৩৯। হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভূতের যাহা কিছু বীজ তৎ সমুদায়ই আমি। এই চরাচর বিশ্বে এমন কিছুই নাই, তাহাতে আমি (বা আত্মা) নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিভূতিবাদের মধ্যে দিয়া এবার শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিভূতিবিজ্ঞানও বলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

৪০। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, তোমাকে কত বলিব? সংক্ষেপতঃ কিছু মাত্র বিভূতি-বিস্তার করিলাম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া যেখানে যেখানে শক্তির বিকাশ উহাই দিব্য বিভূতি। অসুর বাদীরা দিব্য বিভূতির নিন্দা ভিন্ন কি করিতে পারে?

৪১। যাহা কিছু বিভূতিবান লক্ষ্মীমান, ও তেজোবন্ত পদার্থ দেখিবে, সবই আত্মার তেজঃ অংশে সম্ভূত আত্মার বিভূতি বলিয়া জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তেজহীন দুর্ব্বলবাদকে আত্মবিভূতি বলা হয় নাই, মনে রাখিবে। অসুর বাদীরা যে আত্মার বিভূতি নয় এবং সেখানে যে 'অহং' এর অজ্ঞানতা প্রবল সে সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।

বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

যদি দুর্ব্বলবাদীরা সমাজে না থাকে তবে অসুরবাদ দাঁড়াইতে পারিবে না।

৪২। অথবা, হে অর্জ্জুন। আর বহু জানিয়া কি হইবে? সংক্ষেপে এই জান—আমার (আত্মার) একাংশে এই বিশ্ব স্থিত আছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে দ্রঃ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতাসু উপনিষদসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে।

বিভূতি যোগঃ নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥ ইতি শ্রীগীতার দশম অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "শক্তিবাদ ভাষ্য"।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপ দর্শন যোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমাধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

১। অর্জ্জুন বলিলেন—আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনি যে গুহ্য ও অধ্যাত্ম বিদ্যা বলিলেন, তাহা দ্বারা আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। মোহ না কাটিলে আত্মা ও শক্তিবাদ গ্রহণ সম্ভব নহে। অর্জ্জুন বুঝিলেন ইহা অধ্যাত্মবিদ্যারই দ্বারা, ভোগ মোহ অহংকার আকড়াইয়া রাখিলে এই বিদ্যার বিকাশ হয় না। অর্জ্জন যে বিভূতির কথা শুনিলেন, এবার অর্জ্জুন উহা দর্শন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন।

ওঁ মন্ত্রের দীক্ষা অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছেন। মন্ত্র জাগরণের পথে এবার অর্জ্জুন মধ্যমা স্তরে আসিবার পথ করিতেছেন। যখন দীক্ষা হয় তখন মন্ত্র "বৈখরীতে" থাকে। উহা প্রথম জাগ্রত হয় মধ্যমাতে। মধ্যমাতে মন্ত্র চৈতন্য হইলে বিশ্বরূপ দর্শন হয়। সাধক মাত্রেরই মন্ত্র জাগরণ হইলে বিশ্বরূপ ফুটিবে। তবে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন যেরূপ ব্যাপক ততটা লাভ নাও হইতে পারে। (ক্রমঃ বিঃ দ্রঃ)।

২। হে পদ্মপলাশ লোচন! আপনি (আত্মা) হইতেই যে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়াদি হইয়া থাকে, তাহা আমি বিস্তার

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছি। আপনার অব্যক্ত মাহাত্মও শ্রবণ করিয়াছি॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন আজ যোগ্য শিষ্য। গুরু তাঁহাকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবেন। এই কথা ভাবিতে আমাদের আনন্দ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জ্জুনেরই গুরু নহে তিনি এ বিশ্বের অধ্যাত্ম বিদ্যার একজন শক্তিবাদী ও শক্তিশালী গুরু। এমন মহান গুরু যে দেশের সমস্ত নরনারীর প্রাণের দেবতা, সে দেশে যবন, ডেমোক্রেট, কম্যুনিজম ও অসুর বাদের তাণ্ডব নৃত্য এবং সমস্ত দেশ দুর্ব্বল বাদীয় তামস নিশায় আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিবাদী মহাপুরুষকে যাঁহারা শান্ত, দাস্য, সৌখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে আপনার করিয়াছেন তাঁহারা সত্যই কি এই পরমপুরুষকে ভালবাসেন? তবে কেন এই পরম পুরুষের শক্তিবাদীয় চরিত্র দেশের জনসাধারণে ও জননেতায় প্রতিফলিত হয় নাই? জানিয়া রাখিও, ব্রহ্মনাড়ীই আমাদের হৃদয় দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। সমস্তটী ব্রহ্মনাড়ী ও উহার শক্তি যদি বুঝিতে পার তবেই শ্রকৃষ্ণ চরিত্র বুঝিবে। যদি ব্রহ্মনাড়ীর প্রবাহ ধরিতে পার তবে জানিতে পারিবে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় এবং তাঁহার আদেশ কি? এবং গীতাইবা কি। যে কোন মানব যে কোন ভাবে তাঁহাকে ভালবাসিবে, তাঁহার চরিত্রে নিশ্চয়ই তাঁহার শক্তিবাদীয় প্রভাব প্রতিফলিত হইবে। সতী শিবকে ভালবাসিয়া দুর্ব্বলবাদী হন নাই। শক্তিমানকে ভালবাসিলে মানুষ কেন দুর্ব্বল হইবে। দুর্ব্বলবাদীয় মহাপুরুষরা সত্যই ভারতের বুকে ভয়ঙ্কর সমস্যা। তাঁহারা ভ্রান্ত প্রচার করিয়াছেন।

৩। হে পরমেশ্বর! হে পুরুষোত্তম! আপনি আপনার

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪॥

(আমার) সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, আমি সেই ঈশ্বরীয় রূপটী দেখিতে ইচ্ছা করি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের (গুরুর বা আত্মার) দেহরূপ দেখিয়া তৃপ্ত নহেন, তিনি ঈশ্বরীয় রূপ দেখিতে চান। গুরু, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তি আমাদের খুবই প্রিয়। কিন্তু সাধনার পথে এ পর্য্যন্ত মনেক বাঁধন দেওয়া যায় না। যেন ব্যাপক দর্শন না পাইলে মনের তৃপ্তি হয় না। ইহা সত্য ঘটনা যে ছবির আকারে দর্শন খুব তৃপ্তিপ্রদ হয় না। কারণ মন বেশ ব্যাপক। তাহার পর ছবি বা মূর্ত্তি দর্শনে আমাদের তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তির ছবি মোটেই তৃপ্তি দিবে না, যদি তাহার স্পর্শ ভোগ না হয়। এ জন্য মূর্ত্তি বা ছবি লইয়া সাধনা বিশেষ কাজ দেয় না, যদি অন্ততঃ ভালবাসা স্তরের অনুভূতি না ফোটে। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সখ্য ভাবে তাহাতেই অর্জ্জুনের তৃপ্তি থাকিলে তিনি বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিতেন না। যাহারা ছবিবাদী সাধক, যাহারা জীবনে প্রিয়তমের স্পর্শ পায় নাই তাঁহাদের তৃপ্তি অত্যন্ত কম। একটু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞান না থাকায় অনেকেরই সাধনা ঠাকুর ঘরে বসিয়া সময় কাটানোর তুল্য হয়। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ সন্ধ্যা পূজাদির অনুষ্ঠান করুন, বেশী ফল পাইবেন। আজ কাল নব্য মঠ-বাসীদের সাম্প্রদায়িক সাধনা দেখা দিয়াছে যথাবিধি সন্ধ্যানুষ্ঠান ও যথাবিধি শিব পূজা এ সব হইতে অনেক তৃপ্তিপ্রদ সাধনা।

৪। হে প্রভো! যদি আমার দ্বারা আপনার ঐ রূপ দর্শনযোগ্য হইতে পারে তবে হে যোগেশ্বর! আমাকে উহা দর্শন করান।

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থরূপাণি শত শোঽথ সহস্রশঃ।
নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণা কৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূনদৃষ্ট পূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

৫। হে পার্থ! তুমি আমার বহু প্রকার দিব্য রূপ সকল নানা বর্ণে, শতশত প্রকারের এবং সহস্র সহস্র প্রকারের রূপ দর্শন কর ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার মধ্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। আত্মার সগুণ স্তরে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি স্তর অবস্থিত। প্রথম গণেশ স্তরের বোধ আসিবার যে কোন দৃশ্যই আকাশাকার আত্মার মধ্যে আছে এবং আত্মায় বিলীন হইতেছে বুঝা যায়। সূর্য্যস্তরের দর্শন ফুটালে ভালবাসায় অরুণ রূপে রঞ্জিত এক ব্যাপক সত্তার মধ্যে স্থূল দৃশ্যও মানস দৃশ্য অতি মধুরতাময় হইয়া দর্শনীয় হয়। বিষ্ণুস্তরের অনুভূতি আসিলে অত্যন্ত সুখময় অনুভূতি ফোটে, এখানে স্থূল বা মানস স্তরের কোনও দার্শনিক বিষয়ই আর আকার লয় না। ইহা সোনার ঢালা সুখজগতে একটু লালচে রেখার দৃশ্যে উদ্ভাসিত হয়। অর্জুন যতটা দর্শন করিয়াছেন উহার সীমা ইহা হইতে উন্নত স্তরে যাই নাই। বিস্তারিত ক্রম বিকাশে দ্রঃ।

৬। হে ভারত! আদিত্যগণকে দেখো, বসুগণকে, রুদ্রগণকে অশ্বিনীদ্বয়কে, মরুৎ দেবতাগণকে (৪৯ জন) এবং অনেককে যাঁহাদিগকে পূর্ব্বে দর্শন কর নাই, সেই সব আশ্চর্য্য সকলকে দর্শন কর ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। গুরুর অন্তরে যে সব দর্শনের অনুভূতি আছে এবং সূর্য্য ও বিষ্ণু স্তরে সে সব ঘটনা রাশি আছে সবই

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

দর্শনীয় হইতে পারে। গণেশ সূর্য্য ও বিষ্ণু জগৎই দৈব জগৎ। বিষ্ণু স্তরে বহু জন্মের দৃশ্য জমা থাকে, সেই সমস্তও দর্শন হইয়া যাইবে।

৭। হে গুড়াকেশ! এই আমার দেহে যুগপৎ সমস্ত চরাচর বিশ্ব এবং অন্য যাহা তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর, সেই সমুদয় এখন দর্শন কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা যোগপথে অগ্রসর হন তাঁহাদের দীক্ষার কিছু দিন পরেই বিশ্বরূপ দর্শনের অনুভূতি আসিয়া যায়। সাধকদের নিজের মনের স্বাভাবিক স্থিতি এবং বিশ্বরূপের অনুভূতি মিলিয়া এই অনুভূতি হয়। মনের স্তর এবং সূর্য্যস্তরের অনুভূতি মিলিয়া প্রাথমিক বিশ্বরূপ উন্নত স্তরের সাধক মাত্রেরই অনুভূত হয়। বিস্তারিক ক্রম বিকাশের প্রথম ভাগে দেখুন। প্রথম গণেশ স্তরের শূণ্য বোধ স্পষ্ট হয় ইহার পরই সূর্য্যস্তরের আভাব আসিলেই বিশ্বরূপ স্পষ্ট হয়। এই বিশ্বরূপের সঙ্গে যদি মনের স্তরের সংযোগ হয় তবে অর্জ্জুনের মত অস্বস্তিকর বিশ্বরূপ দর্শন হইবে। যদি ভালবাসা বা প্রেমের সংযোগ হয় তবে এই বিশ্বরূপ অতীব আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিপ্রদ হয়।

৮। কিন্তু তুমি তোমার সাধারণ চক্ষে আমাকে (আত্মাকে) দর্শন করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বরীয় রূপ দর্শন কর॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অনেক বক্ত্র নয়নমনেকাদ্ভুত দর্শনম্।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

দিব্য মাল্যাম্বর ধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্য ময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী স স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতেছিলেন, অর্জ্জুনকে যাহা বলা হইয়াছিল অর্জ্জুন উহা দর্শন করিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহাকে দিব্য চক্ষু দান করিলেন। দৃষ্টি শক্তিকে অন্তরমুখী করিয়া গণেশ সূর্য্য বা বিষ্ণু স্তরে লইয়া আসিবার জন্য ক্রিয়া এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। উহাই দিব্য চক্ষুদান। গণেশ কেন্দ্র বা ভ্রূমধ্য কেন্দ্রই দিব্য চক্ষুর কেন্দ্র। ইহা সূক্ষ্ম বোধের কেন্দ্র।

৯। সঞ্জয় বলিলেন—হে রাজন্। মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া, পার্থকে নিজের (আত্মার) পরম ঐশ্বরীয় রূপ দর্শন করাইলেন।

১০। উহাতে অনেক মুখ, অনেক নয়ন, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য আবরণ এবং দিব্য অনেক অনেক অস্ত্রাদি ছিল।

১১। উহা দিব্য মালা ও বস্ত্র সম্পন্ন দিব্য গন্ধাদিলিপ্ত সর্ব্ব আশ্চর্য্য ময়, অনন্ত এবং বিশ্ব গ্রাসকারী ছিল।

১২। যদি সহস্র সূর্য্য আকাশে এক সময় উদিত হয়, তাহা হইলে সেই মহান্ আত্মার তেজ, এর সদৃশ হইতে পারে।

তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩॥

ততঃ স বিস্ময়া বিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলি রভাষত॥ ১৪॥

১৩। সেখানে পাণ্ডব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ভাগে ভাগে একই দেব-দেব-শরীরে দর্শন করিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে রূপটী দর্শন করাইলেন উহা আত্মারই রূপ। অর্জ্জুন এতদিন শ্রীকৃষ্ণের স্থূল রূপটীই দেখিয়াছেন, শরীরের অন্তরালে আত্মরূপ দেখেন নাই। সিদ্ধযোগী মহাপুরুষগণের তুষ্টি ও ইচ্ছা হইলে আত্মরূপের কতটা অংশ শিষ্যের মধ্যে ফুটাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু শিষ্য যদি অনুভূতির ক্রমবিকাশে 'অহং' এর অজ্ঞান গ্রন্থি ভেদ না করেন তবে এ দর্শন স্থায়ী জ্ঞান দিবে না। অনেকের বিশ্বরূপ দর্শনের জ্ঞান কুণ্ডলিনী জাগারণের পথে হয়, কাহারও বা শূন্যবোধ আসিবার পর প্রকাশিত হয়। যে পথেই হউক সিদ্ধ গুরুর যথেষ্ট স্নেহ ও অনুকম্পা থাকা প্রয়োজন। শিষ্য প্রবোধিনীশক্তি সব গুরুর থাকে না। আবার সিদ্ধগুরুকে তুষ্ট করিবার কলাবিদ্যাও সব শিষ্যের থাকে না। যেখানে দুই এর সমঞ্জস্য হয় সেখানে এরূপ দর্শন মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

১৪। ইহার পর অর্জ্জুন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রোমাঞ্চিত দেহে নত শিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলী হইয়া বলিতে লাগিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধের আরম্ভে অর্জ্জুনের রোমাঞ্চ হইয়াছিল (১ঃ ২৯ শ্লোকঃ)। সেই রোমাঞ্চ ও এই রোমাঞ্চ একরূপ নহে। অর্জ্জুন সেখানে দেহাত্মবুদ্ধি ও মোহে অভিভূত ছিলেন, এখানে অর্জ্জুন আত্মভাবে তৃপ্ত ও প্রফুল্ল। অর্জ্জুন এবার তাঁহার মুখে

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূত বিশেষ সংঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বামুরাগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রম্ পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিম্ পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥

বিশ্বরূপের বর্ণনা দিবেন। ১৩ শ্লোকে, ভাগে ভাগে দর্শন দিবার কথা আছে, অর্জ্জুনও ভাগে ভাগে বিশ্বরূপ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৫। অর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব! তোমার দেবদেহে আমি সব স্তরের জীবগণকে দর্শন করিতেছি। দিব্য ঋষিগণকে দিব্য সর্পগণকে এবং কমলাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বর ব্রহ্মাকে দর্শন করিতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন স্তরে স্তরে বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন। "আমার বিশ্বরূপ দর্শন হইতেছে" মনে করিয়া কেহ যেন মাথা গরম করিবেন না। এ সবই ব্রহ্মনাড়ী ও সুষুম্না পথের বর্ণনা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব এই ষট্ শিবই ষট্ চক্র। ইঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুনের স্তবেতে প্রথম তিন শিবের বর্ণনা আছে। ইহা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুরের বর্ণনা।

১৬। হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ! অনেক বাহু অনেক উদর অনেক বক্ত্র, অনেক নেত্র সম্পন্ন আপনাকে অনন্ত রূপে দর্শন করিলাম। আপনার রূপটী অন্ত মধ্য ও আদিহীন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। একই ব্যাপক রূপের মধ্যে অনেক মূর্ত্তি থাকিলেও ইঁহারা যে একই মহানরূপের অংশ, অর্জ্জুনের এইরূপ জ্ঞান স্পষ্ট ছিল।

১৭। সর্ব্বদিকে তেজোময় কিরীটধারী গদাধারী চক্রধারীগণকে

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্ ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য মনন্তবাহুং শশি সূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্ স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯ ॥

দর্শন করিতেছি। সেই তেজ অত্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং প্রদীপ্ত বহ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও অপরিমিত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ১৭, ১৮ এই দুই শ্লোকে স্বাধিষ্ঠান চক্রের বর্ণনা আছে।

১৮। আপনি অক্ষর ব্রহ্ম, আপনি পরম বোদ্ধব্য পরমাত্মা, আপনি বিশ্বের পরম আশ্রয়, আপনি অব্যয়, আপনি সনাতন পুরুষ এবং আপনি সনাতন ধর্ম্মরক্ষক।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইতি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে যে যে ভাবে আত্ম পরিচয় দিতেছিলেন, অর্জ্জুনের স্তুতিতে সেই সব কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আত্মা, গুরু, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম আমার দার্শনিক দৃষ্টিতে তত্ত্বতঃ এক। আমরা সাধক মাত্রকেই মন্ত্র যোগের পথে অগ্রসর হইতে বলি এবং শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে বলি। এ সব ব্রহ্ম নাড়ীরই বিবরণ।

১৯। উঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, উঁহা অত্যন্ত বীর্য্য সম্পন্ন। উঁহার অনন্ত বাহু, শশি এবং সূর্য্য উঁহার নেত্র স্বরূপ। আমি আপনার অগ্নির মত আহুতি দীপ্ত মুখ দর্শন করিতেছি যাহা বিশ্বকে নিজের তেজে দগ্ধ করিতেছে॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। শশি, সূর্য্যনেত্র ও অগ্নিমুখ ইহারা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নারই জ্যোতিঃ। এখানের অগ্নিই মণিপুর স্থিত "রুদ্র"। এই "রুদ্র" পর্য্যন্তই গীতার বিশ্বরূপ। বাকী সবগুলি স্তুতিই এই রুদ্র দেবতার স্তুতি।

দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়েকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রম্।
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥২১॥

রুদ্র পর্য্যন্ত দার্শনিক জ্ঞান কাহারও জন্যই শান্তিপ্রদ নহে। আজ কাল অনেকে মনে করেন "বিশ্বরূপ দর্শন" স্তুতি গান করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন। আমরা বলিয়া রাখি, মনোবিকাশের অত্যন্ত চঞ্চল স্তরে বিশ্বরূপ দর্শন হয়। এই তিনটী চক্রের মধ্যে বরং মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের দার্শনিক জ্ঞানে তৃপ্তি কিছুটা আছে। তবু বলা যায়, মণিপুর পর্য্যন্ত তিনটী চক্রে তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তি অধীক।

২০। হে মহাত্মন্। এই পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মধ্যে অবস্থিত আকাশ আপনার দ্বারা ব্যাপ্ত এবং সমস্ত দিক গুলিও আপনার দ্বারা ব্যাপ্ত। আপনার এই উগ্রতর অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া ত্রিলোক স্থিত প্রাণিগণ যেন ভীত ভাবে অবস্থান করিতেছে।

ভাষ্য রুদ্র চক্র বা মণিপুর চক্র কোন শান্তির স্থান নহে। কাজেই ভীতি।

২১। এই সব (দেহধারী) সুরবীরগণ যেন আপনার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, আবার কেহ কেহ যেন ভীত ভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনার স্তুতি করিতেছেন। আবার সিদ্ধ মহর্ষিগণ যেন স্বস্তি বাক্য বলিয়া অতি সুবিস্তৃত স্তুতির সহিত আপনাকে দর্শন করিতেছেন।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুর সিদ্ধ সংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২ ॥

রূপং মহৎতে বহুবক্ত্র নেত্রম্ মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রা করালম্ দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যখন রুদ্ররূপে তিনি অসুর নাশের আয়োজন করেন তখন মহর্ষিগণ "মঙ্গল হউক" বলিয়া স্তুতি ভিন্ন আর কি করিতে পারেন? তাঁহারা ভাল ভাবেই জানেন এই উগ্ররূপ বেশীদিন থাকিবে না। যুদ্ধ যখন বাঁধে তখন ভাল ভাবেই বাঁধে। কিন্তু একদিন ইহার সাম্য হইবেই। ঋষিগণ উহা জানেন। অসুর বাদে অসুরাবাদে যখন টক্কর হয় তখন যুদ্ধের পর আর শান্তি হয় না। বরং যুদ্ধের পর আরও একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বীজ প্রস্তুত হইয়া কিছুকাল যুদ্ধ বিরাম থাকে। দেবাসুর যুদ্ধের পর আবার নূতন সৃষ্টি হয়। ঋষিগণ আবার সৃষ্টি করিবেন। যতদিন অসুরবাদের প্রভাব বিদ্যমান ততদিন ঋষিদের কাজ বিশেষ থাকেনা।

২২। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ উষপা প্রভৃতি পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, সুরগণ এবং সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতেছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই সব দেবতারা তো সকলেই যুদ্ধেরই দেবতা। অনেক যুদ্ধ এবং অনেক সন্ধি এঁরা করিয়াছেন। যুদ্ধের ফলও এরা জানেন কাজেই এরা বিস্মিত ভাবে আত্মার 'রুদ্র' রূপ দর্শন করিতেছেন।

২৩। হে মহাবাহো! আপনার এই অসংখ্য বক্ত্র, নেত্র, উরু, পাদ, উদর এবং দংষ্ট্রাদ্বারা অতীব ভয়াবহ আকৃতি সন্দর্শন করিয়া সমস্ত লোক যেন ভীত হইয়াছেন, আমারও অত্যন্ত ত্রাস হইয়াছে।

নভঃ স্পৃশং দীপ্ত মনেক বর্ণম্
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যুদ্ধ যখন বাঁধে তখন এক জনের সঙ্গে এক জনের যুদ্ধ হয় না। তখন দুই দলের অসংখ্য দেবতা ও মানবের মধ্যে রণের অগ্নি জ্বালিয়া উঠে কাজেই অসংখ্য বক্ত্র, অসংখ্য নেত্র ইত্যাদি।

২৪। হে বিষ্ণো! আপনার নভঃস্পৃশ (গগণ স্পর্শ) দীপ্ত অনেক বর্ণ বিশিষ্ট বিস্তৃত মুখ দীপ্ত বিশাল নেত্র দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা বিচলিত হইয়াছে। আমি এখন ধৃতি শূন্য হইয়া পড়িতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কতটা ভয়ঙ্কর অগ্নি, দেবতা ও মানুষের মনে পুঞ্জিভূত হইয়া একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, এখানে উহারই বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুদ্ধস্পৃহা এক জনের নয়, ইহা লক্ষ লক্ষ দেবতা ও মানবের মনের তেজ। অনন্ত আত্মার এক অংশকে এই যুদ্ধস্পৃহা রূপ অগ্নি উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। এ সব ভয়ঙ্কর রূপ জীব বেশীক্ষণ দেখিতে চায় না, সেই কথাই অর্জ্জুন বলিতেছেন, "আর ধৈর্য্য ধরা যায় না।"

২৫। হে দেবেশ! তোমায় অগ্নির মত ভীষণ দংষ্ট্রা বিশিষ্ট অসংখ্য মুখ দেখিয়া আমি দিক হারা হইয়াছি, আমি সুখ লাভ করিতে

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপাল সংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥

বক্ত্রাণিতে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

পারিতেছি না। হে দেবেশ, জগতের নিবাস স্থল! আপনি প্রসন্ন হউন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অসুরবাদীরা যতই প্রবল হইতে থাকে শক্তিবাদীদের মনে ততই অগ্নি জ্বলিতে থাকে। অসুরের বিরুদ্ধে তেজের প্রভাবে লক্ষ লক্ষ দেবতাও মানব যে দাঁতের কড়মড়ি দেখাইয়া ছিল। এসব উহারই দৃশ্য।

২৬। ২৭। সমস্ত অবনীপাল গণের সহিত দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ এবং আমাদের প্রধান যোদ্ধাগণ আপনার করাল দ্রংষ্ট্রা মধ্যে অতি দ্রুত প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ আপনার দশন মধ্যে বিলগ্ন হইয়া দন্ত নিষ্পেষণ দ্বারা বিচূর্ণিত মস্তক হইয়া যাইতেছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকে বিশ্বরূপের যে বর্ণনা ছিল, উহা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্তী মনোভাব। এখনে (২৬, ২৭) যে বর্ণনা দেওয়া হইল উহা যুদ্ধের পরিণতির কথা। এই যুদ্ধ কি ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল উহার পূর্ব্ব লক্ষণ পূর্ব্ব শ্লোকে ছিল। এবার যুদ্ধের পরিণতির কথা ও অর্জ্জুনের অজ্ঞাত রহিল না। একটা যুদ্ধে অসুর পক্ষই মরে না, দৈব পক্ষও মরে; যুদ্ধে দুই দিগেরই ক্ষতি, ইহার কোনই প্রতিকার নাই। অসুর পক্ষ অত্যাচারের পর অত্যাচার করে। দুর্ব্বলবাদীরা উহাকে প্রশ্রয় দেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়। এই যুদ্ধের কিরূপ ভয়ঙ্কর পরিণতি উহার বিবরণ পরবর্ত্তী শ্লোক গুলিতে বিদ্যমান।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্র মেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোক বীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাসায় সমৃদ্ধ বেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগাঃ ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রম্ ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যম্ ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

২৮। নদী সমূহের স্রোত যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে সেইরূপ এই নরলোকবীরগণও আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছেন।

২৯। পতঙ্গপাল যেমন আপনার বিনাশের জন্য জলন্ত অগ্নিমধ্যে সবেগে প্রবেশ করে, সেইরূপ এইসব মানবগণও আত্মবিনাশের জন্য আপনার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

৩০। হে ভগবন্ বিষ্ণো! আপনি প্রদীপ্ত মুখ সমূহের দ্বারা বারম্বার গ্রাস করিয়া অবলেহন করিতেছেন। আপনার অত্যুগ্র তেজ-সমূহ প্রভাদ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিপূর্ণ করিয়া সন্তপ্ত করিতেছে।

৩১। হে দেববর! এই উগ্ররূপধারী আপনি কে? আমাকে বলুন। আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি আপনাকে জানিতে চাই। আপনার কি কার্য্য উহা আমি জানিতে পারিতেছি না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন এই উগ্ররূপী দেবতাকে জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা বলি, ইহা লক্ষ লক্ষ দৈবী মানবের অন্তরস্থ বহ্নি যাহা দুর্য্যোধনদের অনীতি ও অসুর প্রকৃতির জন্য বহু বৎসর ধরিয়া পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্‌সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যে ঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

৩২। শ্রীভগবান বলিলেন—লোকক্ষয় কারণ উদ্দীপ্ত কালরূপ আমি হইয়াছি। আমি মনুষ্যগণকে সংহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমা ভিন্ন, এই সমস্ত লোক যাঁহারা তোমার নিকট উপস্থিত আছেন, তাঁহারা কেহই থাকিবে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তিনি কেন কাল হইলেন? উঃ অসুরবাদীর গুণ্ডামীতে যাহারা দিশেহারা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আন্তরিক চাওয়া পূর্ণ করিবার জন্য। ইহা অসুরবাদীয়তার উত্তর প্রতিশোধ। বিশ্বাত্মা আজ কালমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ কালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লাভ কি? কালমূর্ত্তি ধারণ করিতেই হইবে কারণ অসুরবাদ প্রবল হইয়াছে। এই কালরূপ যে ভয়ঙ্কর রূপ সন্দেহ নাই। ইহাতে অর্জ্জুনও ভীত হইয়াছেন। এখানে ভীত হইবার কিছুই নাই। যখন অসুরবাদ প্রবল হইয়াছে তখন ধ্বংশকে কে রুদ্ধ করিবে? এই ধ্বংশ তো ঠিক ঠিক ধ্বংশ নয়! কারণ আত্মা মরেন না। আবার সৃষ্টি হইবে। যখন বিশ্বে জীব ছিল না, মানব ছিল না, তখন কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তখন তো আত্মা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছিল! মঘা নক্ষত্রের বর্ষা যদি খুব প্রবল হয় তখন দেখা যায়, মাছি মশা নির্ম্মূল হইয়াছে। কিন্তু মঘা নক্ষত্রের ১৩ দিন কাটিবার পরই আবার দেখ মশা, মাছি, কৃমী কীট কোটী কোটী দেখা দিয়াছে। নক্ষত্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষ করিয়া, একবৎসর কৃমী, কীট ও ঘাস সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেও; দেখিতে

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্‌ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ৩৩ ॥

পাইবে, এক এক নক্ষত্রে এক এক প্রকার কীট, কৃমী ও ঘাসের আবির্ভাব হইতেছে এবং অন্য নক্ষত্রে উহা নিঃশেষে বিলীন হইতেছে। এতে কি সৃষ্টি শেষ হইয়াছে? আমরা বলি, সৃষ্টির শেষ নাই। মহাভারতের প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ বিরাট ধ্বংস আনিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে কি সৃষ্টি নির্ম্মূল হইয়াছে? মহাভারতের মত দেবাসুর সংগ্রাম অনেক হইাছে। সেই যুদ্ধের পর বিরাট ধ্বংসস্তুপের মধ্যে মানব সভ্যতার বীজ থাকিয়া যায়। গীতা ও মহাভারত সেইরূপ সভ্যতার একটী বীজ। নক্ষত্র বিশেষের আবির্ভাবে যখন নূতন সৃষ্টি হয় এবং পুরাতন বিদায় লয় তখন কি কেহ বলিতে পারে যে পুরাতনরা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে? সংগ্রাম নিশ্চয়ই উচ্চ সভ্যতার লক্ষণ; কিন্তু দেবাসুর সংগ্রাম হওয়া চাই। অসুরবাদের সঙ্গে অসুরবাদের টক্কর কোন সভ্যতা নহে। দুর্ব্বলবাদের দ্বারা অসুরবাদকে প্রশ্রয় দেওয়াও কোন সভ্যতা নহে। ইহা বিশ্বের নর্দ্দমায় কাঁদা সৃষ্টি করে। অসুরবাদও কোন সভ্যতা নহে কারণ উহাতে বিকাশ এবং জ্ঞান পদদলিত। বেদ, চণ্ডী, গীতা, রামায়ণ মহাভারত সবই দেবাসুর সংগ্রাম।

৩৩। তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও শত্রু দিগকে জয় করিয়া যশ লাভ কর এবং রাজ্য ও সমৃদ্ধ উপভোগ কর। ইঁহারা পূর্ব্বে আমাদ্বারা নিহত হইয়াছে। হে সব্যসচিন্‌! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরা বলি, তবে নিমিত্ত মাত্র হইবারই বা প্রয়োজন কি? যখন তিনি কালরূপ হইয়াছেন তখন আবার

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

নিমিত্তের প্রয়োজন কি। অসুর যাহার উপর অত্যাচার করে এমন এক জনেরেই নিমিত্ত হইতে হয়। নয় তো ঝগড়ায় নীতিবাদ থাকে না। চণ্ডীর যুদ্ধে অসুর নাশের জন্য অত্যাচারিত দেবতাদের তেজে সভ্য শক্তি দুর্গার উদ্ভব হইয়াছিল। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার আবির্ভাব আবার কখন হইবে? আরও জিজ্ঞাসা করি, নিমিত্ত মাত্র হইতে আপনি রাজী আছেন কি? আপনি তেতালার উপরে খাটে শুইয়া দিন কাটাইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চক্র ধারণ করিবেন, ইহাই কি নীতি নাকি? সমাজের উপর আসুরিক অত্যাচার কালে সমাজের প্রত্যেকটী মানুষেরই কর্ত্তব্য থাকে, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন।

৩৪। হে পার্থ! পূর্ব্বে আমাকর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্য অন্য বীরগণকে এখন যুদ্ধ করিয়া নিহত কর। তুমি নিশ্চয়ই শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিবে। ইহাদের নিমিত্ত তুমি অনুতাপ করিও না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে অনুতাপ না করিবার অনুরোধটী সত্যই মর্ম স্পর্শী। সমাজ কল্যাণে শক্তিবাদকে কত উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে এখানে উহা স্পষ্ট হইয়াছে। নিজের বংশ নিধন কালেও শ্রীকৃষ্ণের এই মহান মনোবৃত্তি স্পষ্ট লিখিত হইয়াছিল। বিশ্ব ধ্বংশ হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু শক্তিবাদ থাকিবে। জ্ঞানের চরম অনুশীলন এবং অসুরনাশই হইল মানব সভ্যতার মূল কথা। এই সভ্যতা রাখার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন :—গুরু, পিতামহ, আত্মীয় বিচার গৌণ কথা। এই মহান সভ্যতার রক্ষার জন্য বিশ্ব ধ্বংশ হউক। নির্জন বিশ্বে আবার নবীন সৃষ্টি ব্রহ্মা করিবেন। শক্তিবাদের রক্ষা ও

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমান কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এ বাহ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং ভীত ভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

অসুরবাদের ধ্বংশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আজ অটল নিষ্ঠায় দণ্ডায়মান। এখানে অসুরে অসুরে যুদ্ধ নয়, ইহা মান রাখিও।

গীতাকে তোমরা জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ মূলক বা যে কোন মতবাদ মূলক গ্রন্থই বল; অথবা দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদই বল, ইহা লইয়া এখন বিচার না করিয়া তোমরা ইহাই স্থির কর, গীতা শক্তিবাদ চায়, না কি অসুরবাদ চায়, না কি দুর্ব্বলবাদ চায়। আমরা জানি গীতা বহু মতবাদের সামঞ্জস্য পূর্ণ বিরাট গ্রন্থ; কিন্তু গীতার মূল কথা শক্তিবাদ; ইহা দুর্ব্বাদ এবং অসুরবাদ সমর্থন করেন নাই।

৩৫। সঞ্জয় বলিলেন—হে মহারাজ! কেশবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় বিকম্পিত ভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক ভীত ভাবে প্রণত হইয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন এইরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। কিন্তু এই ভীতি বেশীক্ষণ থাকিবে না। রুদ্ররূপের দর্শনে ভীত হওয়া স্বাভাবিক। উত্তেজনা বা ভীতির ভাবে থাকিলে সমর চলে না। সমর সাম্য মনেই করিতে হইবে। কাজেই অর্জ্জুন মনকে সাম্য করিবার জন্য এবার অগ্রসর হইবেন।

৩৬। অর্জ্জুন বলিলেন—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া জগদ্বাসিগণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করে এবং তোমার প্রতি

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে ।
অনন্তদেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

তাহাদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়, রক্ষোগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ তোমাকে প্রণাম করেন। ইহা স্বাভাবিক।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে 'মাহাত্ম' মানে ঈশ্বরীয় চরিত্র। ঈশ্বরীয় চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব যে উহা অসুরবাদ সহ্য করে না, সুতরাং তাঁহার চরিত্রের কথা মানবের আনন্দের কারণ এবং এ জন্যই মানবের শ্রদ্ধা। রক্ষোগণ ঈশ্বরীয় চরিত্রের নিকট ভীত, বলা হইতেছে। তবে কি ঈশ্বর রক্ষোগণের ঈশ্বর নহেন? এখানে রক্ষো মানে আসুরিক প্রকৃতিকে বুঝায়। যে কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম আত্মা আসুরিকতা ত্যাগ করিলে আর ঈশ্বরীয় চরিত্রের নিকট ভয় থাকে না। সিদ্ধগণ ইহাই চান যে অসুরগণ নির্ম্মূল হউক এবং বিশ্বে সর্ব্ব মানবের বিকাশপথ নিষ্কণ্টক হউক, সুতরাং ঈশ্বরীয় চরিত্রের কথা শুনিলে তাহারা মাথা নত করেন। যাঁহারা স্তুতি পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা এখান হইতে স্তুতি পাঠ করিতে পারেন। বিশ্বরূপ স্তুতির পূর্ব্ব অংশ মোটেই শান্তিপ্রদ নহে। কিন্তু এই অংশ ধীরে ধীরে শান্তির দিকে অগ্রসর করাইবে।

৩৭। হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি যখন সদসদের অতীত, অক্ষয় পরমাত্মা স্বরূপ এবং ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা এবং পরম গুরু তখন কেনই বা তোমাকে প্রণাম করিব না?

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মনাড়ীকে ধ্যান করিয়া এইভাবে স্তুতি করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মনাড়ীই গুরু, আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী স্বরূপ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নি র্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০॥

অক্ষর ব্রহ্ম যোগ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ খুব স্পষ্টভাবেই সব উপদেশ দিয়াছেন।

৩৮। তুমি আদি দেবতা, পুরাতন পুরুষ, তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি বেত্তা, তুমি বেদ্য, তুমি পরম ধাম। হে অনন্তরূপ! এই বিশ্ব তোমা দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

৩৯। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, কশ্যপাদি প্রজাপতি এবং ব্রহ্মার পিতা। তোমাকে সহস্রবার প্রণাম, তোমাকে আবার প্রণাম এবং বার বার প্রণাম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যে কোন স্তুতি পাঠ কালে মন ব্রহ্মনাড়ীতে সংযোগ করিবে। বিভূতি যোগ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে তিনি "সমস্ত ভূতের আশয়স্থিত আত্মা"। এখানে অর্জ্জুন বলিতেছেন তিনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শিব, ব্রহ্মা সব। কাজেই যে কোন উপাসনায় ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিবে।

৪০। তোমার অগ্রে প্রণাম, তোমার পশ্চাতে প্রণাম, তোমার

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

যচ্চাব হাসার্থমসৎ কৃতোহসি
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু।
এ কোহথ বাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎ ক্ষাময়েত্বামহম প্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

সকল দিকেই প্রণাম। হে অনন্ত বীর্য্য! তুমি অমিত বিক্রম! সমস্তই তোমাদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং তোমা হইতেই সব হইয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিভূতি যোগে এসব কথা অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছিল। এবার অর্জ্জুন সেইরূপ দর্শন করিতেছেন এবং আত্মার রূপের বর্ণনা করিতেছেন।

৪১। আমি তোমার এইরূপ মহিমা জানিতে পারি নাই। তাই তোমাকে প্রণয় ভরে বা সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে সখা, হে যাদব বলিয়াছি।

৪২। হে অচ্যুত! বিহার, শয্যা, আসন, ভোজনআদি কালে, তোমার অনুপস্থিতিকালে উপহাস চ্ছলে তোমাকে অসৎকার করিয়াছি। এবং প্রত্যক্ষেও অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে কত অনুপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছি, আমি সেই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জ্ঞান ইহবার পূর্ব্বে একজন শক্তিশালী গুরুকে যতটা সাধারণ মনে হয় জ্ঞান প্রাপ্তির পর ততটা সাধারণ ভাবে আর থাকে না। তবে শ্রীকৃষ্ণের মত কর্ম্ম ও জ্ঞান শক্তিতে পূর্ণ বিকশিত

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্‌ ॥ ৪৪ ॥

গুরু এ বিশ্বে অসম্ভব। এজন্য অর্জ্জুন সত্যই ভাগ্যবান। এখানে যেরূপ হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারের কথা অর্জ্জুনের ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ শক্তি ও জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ অধিকারী হইয়াও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার কত সাধারণ ছিল। নিজে দাঁত কট্‌মট্‌ করিয়া করিয়া সিংহাসনে বসিলাম এবং দর্শনার্থীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ব্যবহার করিয়া নিজেকে মস্তবড় জ্ঞানী মনে করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম, এইরূপ ব্যবহার কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছিল না।

৪৩। হে অপ্রতিম প্রভাব। তুমি চরাচর জগতের পিতা, তুমি গুরু, তুমি পূজ্য, তুমি শ্রেষ্ঠ। এই লোকত্রয়ে তোমা হতে অধিক কেহ শক্তিশালী তো নাইই; তোমার সমকক্ষ মহিমাশালীও কেহ নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরাও অর্জ্জুনের সঙ্গে একমত হইয়া বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ শক্তিবাদীবিশ্বের শ্রেষ্ঠ পিতা, শ্রেষ্ঠ গুরু ও শ্রেষ্ঠ পূজ্য ব্যক্তি। অসুরবাদীরা যদি এমন ব্যাক্তিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে তবে তাঁহাদের অসুরভাব থাকে না। দুর্ব্বলবাদীরা যদি এঁকে শ্রদ্ধা করেন তবে দুর্ব্বলবাদিতা থাকিতেই পারে না।

৪৪। হে দেব। অতএব আমি শরীর অবনত করিয়া তোমার নিকট তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করি। পিতা যেমন পুত্রের এবং

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥
কিরিটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্র বাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

সখা যেমন সখার এবং প্রিয় ব্যক্তি যেমন প্রিয়ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করেন তুমিও আমার অপরাধ সেইরূপই ক্ষমা কর।

৪৫। হে দেবেশ! আমি তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইয়াছে। হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও এবং তুমি তোমার সৌম্যরূপ দর্শন করাও।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জগন্নিবাস নামে অনেক স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন দ্বারা স্তুত হইয়াছেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় আত্মা, ইহা অর্জ্জুন অনেক স্থানেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই আত্মাই শ্রীকৃষ্ণ।

ইতি পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি বিশ্বরূপ দর্শনে যে রূপ অর্জ্জুন দর্শন করিয়াছেন উহা নাভিচক্রের রূপ। ইহা রুদ্ররূপ। অষ্টমূর্ত্তি শিবের পূজায় রুদ্রমূর্ত্তি বলিতে যাহা বুঝায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সেই স্তরের রূপ দর্শন করিয়াছেন। এইরূপ দর্শনে শান্তি হইতে পারে না, এইজন্য অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাম্যরূপ দর্শন করিতে চাহিতেছেন।

৪৬। আমি তোমার মুকুটধারী এবং শঙ্খ-পদ্ম-চক্র ও গদাহস্ত রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। অতএব হে সহস্র বাহো! হে বিশ্বরূপ! তুমি চতুর্ভুজরূপ ধারণ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুদ্ররূপ দর্শনে শান্তি হয় না। হৃদয় কেন্দ্রে সংযোগ রাখে এইরূপ দর্শন হওয়া প্রয়োজন। এখানে অর্জ্জুন চতুর্ভুজ কিরীটধারী নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন করিতে চাহিয়াছেন। বিষ্ণুস্তরের দার্শনিকবোধ ফুটিলেও অর্জ্জুনের অশান্তি

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্ট পূর্ব্বম্॥ ৪৭॥

থাকিত না। নারায়ণ মূর্ত্তি ও বিষ্ণুস্তরের দার্শনিক ব্যাপক রূপ একই স্তরের দর্শন নহে। নারায়ণ মূর্ত্তি সূর্য্যস্তরের দর্শন। এই মূর্ত্তির সীমা অতিক্রম করিয়া বিষ্ণু স্তরের দার্শনিক ও ব্যাপক রূপ উদ্ভাবিত হয়। সূর্য্যস্তর ও বিষ্ণুস্তর দুইই হৃদয় কেন্দ্রে সংযোগ রাখে। এই জন্য দুইটী স্তরই শান্তিময়। শ্রীকৃষ্ণ যদি বিষ্ণুস্তরের বোধ ফুটাইয়া দিতেন তাহাতেও অর্জ্জুনের শান্তি ও তৃপ্তি হইয়া যাইত। যুদ্ধের উত্তেজনা ও যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দৃশ্য মনে জাগাইয়া যুদ্ধ করা চলে না। যুদ্ধ অত্যন্ত সাম্যমনে করিতে হয়। যে সব ঘাত প্রতিঘাতের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয় বা যুদ্ধের ব্যাপারে যে সব সংঘাত সমুপস্থিত হয় সেইসব মনে জাগাইয়া উত্তেজিত মনে যুদ্ধ করা চলে না।

৪৭। শ্রীভগবান বলিলেন—আমি প্রসন্ন হইয়া আত্মযোগ হইতে তোমাকে এইরূপ তেজোময় ও অনন্ত বিশ্বরূপ দর্শন করাইলাম। এই রূপ রূপ তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পূর্ব্বে দর্শন করে নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন যেরূপ ব্যাপক ভাবে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন এইরূপ কেহই দর্শন করেন নাই, ইহা সত্য কথা; কিন্তু এই বিশ্বরূপ যে স্তরের কথা সেই স্তরের আংশিক জ্ঞান অনেক সাধকেরই কিছু না কিছু হয়। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত এবং আশা আকাঙ্খা এই বিশ্বরূপের এক অংশ। এই আশা আকাঙ্খা ও ঘাত প্রতিঘাতময় বিক্ষুব্ধ মানস বিশ্বরূপ অনেককে বিচলিত ও ভীত করে। কোন সাধারণ মানুষ যদি সত্য সত্যই জানিতে পারে যে "সে এই বিশ্বে একা থাকিবে এবং সন্তান ও পরিবারবর্গ মারা যাইবে" ইহাতে

ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

তাহার মনে শান্তি থাকে কি? কেহ যদি এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যাহাতে সে জানিতে পারে যে সে অতি শীঘ্র নিঃস্ব হইয়া যাইবে, তাহলেও তাহার মনে শান্তি থাকে কি? এইরূপ বহু ঘটনা বা জন্ম-জন্মান্তরের এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতময় অনেক ঘটনা যদি তাহার চক্ষের সামনে যুগপৎ ভাসে তবে সে কি বিচলিত হইবে না? শ্রীকৃষ্ণ নিজের ঐশী শক্তির বলে নিজের ও অর্জ্জুনের মনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত-ময় একটা বিরাট রূপ অর্জ্জুনকে দর্শন করাইলেন। আসুরিক অনাচারে ঐশীজগৎ কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল ইহাতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহা তেজোময় রূপ। ক্রমবিকাশের পূর্ব ভাগে নাভি চক্র দেখুন।

৪৮। হে কুরু প্রবীর। বেদঅধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া বা উগ্র তপস্যা কিছুতেই কেহ এই পৃথিবীতে তুমি যেরূপ রূপদর্শন করিয়াছ উহা দর্শন করিতে পারেনা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইহাও সত্য ঘটনা যে অসুর বিরোধিতা যদি মনে না থাকে এবং সমাজকল্যাণ যদি জীবনের নীতি না হয় তবে এইরূপ তেজময় বিশ্বরূপ দর্শন করিবার সুযোগ কোথায়? যাহাদের সমাজাত্মবুদ্ধি নাই, তাহাদের মনের পরিধি কতটুকু যে তেজের বিশ্বরূপ দর্শন করিবে?

৪৯। আমার এইরূপ ঘোররূপ দর্শনে তোমার যাহাতে অস্বস্তি না হয় এবং মোহ না থাকে এবং যাহাতে তুমি বিগত ভয় ও

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০॥

প্রসন্ন চিত্ত হইতে পার, এ জন্য তুমি পুনর্ব্বার আমার সৌম্যরূপ দর্শন কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গীতার বিশ্বরূপটী মনের অত্যন্ত চঞ্চল অংশের দার্শনিকতা। ইহা অত্যন্ত শক্তি-হীন স্তর। এ সম্বন্ধে অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন, আমাদের উহা হইতে অধীক বলিবার নাই। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কিরীট ধারী শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মশোভিত বিষ্ণু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে তুষ্ট করিলেন। পার্থসারথীই যে বিষ্ণুমূর্ত্তি, ইহা বুঝা গেল। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিবাদীয় রূপ। ইহা সাম্য, শান্তি, সুন্দর ও অসুরনাশক। শঙ্খ যুদ্ধবোধক, চক্র ও গদা অসুর নাশক, পদ্ম শান্তি বোধক। এই সৌম্যরূপেও তিন ভাগ অসুর নাশক এবং এক ভাগ মাত্র শান্তি।

৫০। সঞ্জয় বলিলেন—মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পূর্ব্বরূপ দর্শন করাইলেন এবং সেইরূপে সৌম্যবপু হইয়া ভীত অর্জ্জুনকে শান্ত করিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। উগ্ররূপ ও সাম্যরূপ সবই আত্মারই রূপ। অসুর নাশের জন্যই তাঁহার উগ্ররূপ। সাম্যরূপের মধ্যেই সেই অসুরনাশক উগ্ররূপটী লুকাইত ছিল। যিনি আত্মার উগ্ররূপ দর্শন করিয়াছেন তিনিই সৌম্যরূপ দেখিবেন এবং যিনি সৌম্যরূপে তন্ময়, তাঁহারও অসুরনাশের উগ্রতা ফল্গু নদীর মত অন্তর প্রবাহিত। অর্জ্জুন সৌম্যরূপ দর্শন করিয়া কি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ছিলেন? কাজেই দেখা যায় শান্তিরূপ কেবল উত্তেজনাহীন যুদ্ধ রূপ মাত্র।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শন কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

৫১। অর্জ্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন! তোমার এই মানবীয় সৌম্যরূপ দর্শন করিয়া আমি এখন স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গুরুকে যদি আমরা উগ্ররূপে দেখি সে আমাদের ভাল লাগে না। অর্জ্জুন বিশ্বরূপের আকারে এতক্ষণ গুরুর উগ্ররূপটী দর্শন করিতেছিলেন। সাম্যরূপেও দুই প্রকারের রূপ আছে; একটী ব্যাপক, অন্যটী মানবীয় রূপ। দুইটীই সুন্দর, দুইই মহান। সাধকের দুই প্রকার রূপেরই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দুই প্রকারের রূপেরই রস আছে। সেই রস ভোগ করিবার শক্তি থাকা চাই। তবে কথা এই যে শক্তিবাদীতা না থাকিলে কাহারও চরিত্র পুষ্ট হয় না। পরিপুষ্ট শক্তিবাদীয় চরিত্র সম্বন্ধে "দৈবী সম্পদ" অধ্যায় দেখুন।

৫২। শ্রীভগবান বলিলেন—তুমি আমার যেরূপ রূপ দর্শন করিলে, দেবগণও সর্ব্বদা এইরূপ রূপ দেখিতে অভিলাষ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অসুরবাদ সহ্য না করাই দেব চরিত্রের নীতি। কাজেই অসুর ভাবের বিরুদ্ধে বিশ্ব আত্মার স্বাভাবিক প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ নীতি দেখিবার জন্য দেবতাগণ যে সদাই ইচ্ছা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্যঃ এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতু, দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গ বর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

৫৩। তুমি আমার যেরূপ রূপ দর্শন করিয়াছ, সেইরূপ রূপ বেদ-অধ্যায়ন, তপস্যা, দান বা যজ্ঞদ্বারা দর্শন সম্ভব নয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুনের অকপট সখ্যতাময় ভালবাসা, অসুর বিরোধীতা, ও শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিশালী গুরুলাভ ক'জন লোকের ভাগ্যে সম্ভব? এই সব মহান চরিত্রবলই প্রধান কথা। বেদ, তপস্যা, দানাদি গৌন কথা। এই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটীতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

৫৪। হে অর্জ্জুন! অনন্য ভক্তিদ্বারা আমি এই ভাবে অনুভূত হইতে পারি। হে পরন্তপ! এই ভাবে আমি জ্ঞাত হইতে পারি এবং এই ভাবে তাঁহাদ্বারা প্রবিষ্ট হইতে পারি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে অনন্যভক্তি কথাটী অতীব গম্ভীর। তোমার হৃদয়ের টান আত্মার দিকে? নাকি শরীর, ভোগ ও মোহের দিকে? বিচার কর। যখন হৃদয়ের সমস্ত আকর্ষণ আত্মার হয়, উহার নাম অনন্যভক্তি। আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় লক্ষণ পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন। উহাও অনুধাবন করা প্রয়োজন।

৫৫। যিনি আমার (আত্মার) জন্য কর্ম্ম করেন; আমিই (আত্মাই) যাঁহার শ্রেষ্ঠ মঙ্গল, যিনি আমার (আত্মার) ভক্ত, যিনি সংগ জিত, যিনি সমস্তভুতে বৈরীতাহীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্বশ্লোকটীকে এখানে আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে। তুমি শরীরের সুখের জন্য কর্ম্ম কর? না কি আত্মবিকাশ ও আত্মকেন্দ্রীয় হইয়া কর্ম্ম কর? ইহার বিচার কর। আত্মার কল্যাণই তোমার কল্যাণ নাকি শরীর ও ভোগসুখ তোমার কল্যাণ? তুমি শারীরিক ভোগকে ভালবাস না কি আত্মাকে ভালবাস? "অসুরবাদ ধ্বংশ করায় বিশ্বের কল্যাণ ও আত্মকল্যাণ নিহিত" এই নীতিতে তুমি যুদ্ধ কর না কি কাহারও উপর শত্রুতা আছে বলিয়া তাহাকে অসুর বল? নির্ব্বৈর হইয়া যুদ্ধ করা কিন্তু অত্যন্ত উন্নত স্তরের মনুষ্যত্বের লক্ষণ ইহা মনে রাখিবে। অসুরকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবে না, এবং তাহাকে সুযোগও দিবে না। ভাল্য হইলেও তাহার উপর বৈরীতা রাখিবে না।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বনি শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিশ্বরূপ দর্শন যোগঃ নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীগীতার একাদশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "শক্তিবাদ ভাষ্য।"

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

অৰ্জ্জুনউবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

১। অর্জ্জুন বলিলেন—যাঁহারা এইরূপ কর্ম্মযোগ তৎপর হইয়া ভক্তি সহকারে আপনার উপাসনা করেন, তাঁহারাই অধীক যোগী, না কি যাঁহারা অব্যক্ত পরমাত্মার উপাসনা করেন তাঁহারা অধিক যোগী ?

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে অর্জ্জুন দুই প্রকারের যোগী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার একটী হইতেছে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা এবং অন্যটী হইতেছে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা। এখানে স্পষ্ট বলা প্রয়োজন সমাধিই ঠিক ঠিক নির্গুণ উপাসনা। সেইরূপ সমাধি অবস্থায় সোজা প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন।

হৃদয়ের টান ভোগ, মোহ ও শরীরের দিকে না হইয়া আত্মার দিকে হইবে, ইহার নাম ভক্তি। এইরূপ ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অসুর-নাশ ও আত্মবিকাশের লক্ষ্যে কর্ম্মকরাই সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। এই কর্ম্মের সঙ্গে তেজময় বিশ্বরূপ ধ্যান অথবা সাম্যরূপ বিষ্ণু ধ্যান (হিরণ্য গর্ভ ধ্যান) দুইই চলিতে পারে। এইরূপ ধ্যানসহ অনন্তভক্তি সহকারে কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ, অথবা অব্যক্ত পরমাত্মার সমাধির অভ্যাস শ্রেষ্ঠ ? অর্জ্জুনের ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা ক্রমবিকাশের তৃতীয় খণ্ডে করিয়াছি। আমাদের মতে কর্ম্মের মধ্যে দিয়া সগুণ ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এই উপাসনাই পরিপক্ব হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মস্তরে বিকশিত হইবে। কর্ম্মসহ উপাসনার পথে না চলিলে অধিকাংশ যোগীর পক্ষেই অক্ষর ও অব্যক্ত

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

তত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ অত্যন্তই কঠিন হইবে। মনকে সোজা ততটা উন্নত স্তরে আনা যায় না। মন প্রাকৃতিক নিয়মে একবার খুব উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হয় আবার স্থূল ভোগ মোহের দিকে সক্রিয় হয়। মনের এই ভোগমুখী ও আত্মমুখী গতি বুঝিবার জন্য কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের অনুষ্ঠানময় জীবন যাপন করিতে হয়। মন ধীরে ধীরে জপাদি অনুষ্ঠান দ্বারা সূক্ষ্ম হইবে, এবং ভোগ ও মোহের গ্রন্থির বাহিরে থাকাই যে মনের পক্ষে বেশী সুবিধাকর, ইহা মন স্পষ্ট বুঝিতে থাকিবে। যাঁহারা প্রথমেই অব্যক্ত ও অক্ষর উপাসনার পথ ধরেন তাঁহারা পুরুষোত্তম স্তর পর্য্যন্ত যান না; এ সব কথা আমরা ক্রম বিকাশের ৪র্থ খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণও এখানে কর্ম্মের অবলম্বনে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিলেন।

২। শ্রীভগবান বলিলেন—যাঁহারা আমাতে মন আবেশিত করিয়া আমাতে নিত্যযুক্ত হইয়া এবং আমাতে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা রাখিয়া উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন আত্মার দিকে থাকিবে অর্থাৎ মনটা ব্রহ্ম-নাড়ীর বা আত্মার অধীন, শরীরের অধীন নহে, এইরূপ ভাবে রাখিতে হইবে। আত্মার সঙ্গে অর্থাৎ ব্রহ্মনাড়ীর সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ হৃদয়ের পবিত্র টান আত্মার (ব্রহ্মনাড়ীর) দিকে রাখিয়া, যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ যোগী বলিলেন। পূর্ব্ব শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নে "এবম্" (এইরূপে) কথাটি ছিল। সেই কথাটি কি? সেই কথাটি হইতেছে "কর্ম্ম সহ" উপাসনার অনুষ্ঠান।

ব্রাহ্মণ সমাজে জ্ঞানের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দিবেন এবং আত্মার উপাসনা করিবেন; ক্ষত্রিয় অসুর নাশ ও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন এবং আত্মার উপাসনা করিবেন। বৈশ্য সমাজ পালন ও সমাজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবেন এবং আত্মার উপসনা করিবেন। কায়শ্রমীও শরীর ও সমাজের রক্ষার জন্য শরীর খাটাইবেন এবং আত্মার উপাসনা করিবেন। ব্রাহ্মণ পৌরহিত্যবাদ (আমার ধর্ম্মে অধিকার ও তোর অনধিকার বাদ) চালাইবে না; ক্ষত্রিয় অসুরবাদ চালাইবেনা, বৈশ্য বেশ সংঘবদ্ধ হইয়া শোষণ, ভেজাল ও কালাবাজার চালাইবেনা, কায়শ্রমীও কথায় কথায় ষ্ট্রাইক বা কর্ম্মহীন আলস্যবৃদ্ধি চালাইবেনা। এই ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া আত্মার উপাসনাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও শ্রীকৃষ্ণের কথার প্রধান লক্ষ্য।

মানুষ মাত্রেই উক্ত চার প্রকারের একটী বা দুইটী বা তিনটী বা চারটী কর্ম্মই গ্রহণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন ও সমাজসেবা করেন। ইহার সঙ্গে তাঁহার মন, তাঁহার শ্রদ্ধা ও ধ্যান আত্মার দিকে থাকিবে; ইহা শ্রেষ্ঠ, না অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা শ্রেষ্ঠ? সমাজটা হইতেছে আত্মার সগুণ মূর্ত্তি। এ জন্যই তাঁহার নাম "নারায়ণ" "জনার্দ্দন" ইত্যাদি। সুতরাং সমাজসেবা আত্মারই উপাসনা। অর্জ্জুনের অক্ষর ও অব্যক্ত উপাসনা বিষয়ক অন্য প্রশ্নটার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কি উত্তর দিলেন, ঐ বিষয়ে আমরা পরবর্ত্তী শ্লোকে আলোচনা করিব। দুই প্রকারের উপাসনায় খুব বেশী ভেদ নাই। তবুও অর্জ্জুন যখন প্রশ্ন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন উত্তরও দিয়াছেন, তখন আমরাও কথাগুলিকে স্পষ্ট করিব।

বিদ্বেষবাদীরা ব্রহ্মণ্যবাদ উপেক্ষা করিয়া সমাজে "তোর অধিকার নাই, তুই নীচ, তুই অপদার্থ; আমি ও আমার বংশের মূর্খটাও ব্রহ্মজ্ঞানী" এইরূপ নীতি ধরিয়া রাখিয়া কৃষ্ণ ভক্ত সাজিলে উহা গীতা-

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূত হিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

বাদ হয় না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য গণও অসুরবাদ ও শোষণ চালাইয়া গীতা ও কৃষ্ণভক্তির বিলাসিতা চালাইলে উহাকে কৃষ্ণের উপর শ্রদ্ধা বলা চলিবে না। এইরূপ কায়শ্রমীরাও যদি আত্মলক্ষ্য ত্যাগ করিয়া স্বার্থ ও ট্রাইক লইয়া মত্ত হয় তবে তাঁহাদের কৃষ্ণ ভক্তিকে আত্মার ভক্তি না বলিয়া শরীর ও স্বার্থভক্তিই বলিতে হইবে। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন যাপন ও উপাসনাই কৃষ্ণভক্তি। শরীরকে কেন্দ্র করিয়া স্বার্থমুখীতা, বিদ্বেষবাদ, আসুরিকতা, শোষণ ও কর্ম্মহীনতা অসুরবাদ বা কৃষ্ণবিদ্বেষ মাত্র; ইহাকে কৃষ্ণভক্তি বলা যায় না। আজ কাল ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দুর্ব্বলবাদিতা অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইয়াছে। ইহার ব্যাপক সংশোধন হওয়া আবশ্যক। আমরা ভক্তিপন্থিগণকে শক্তিবাদীয় গীতা দেখিতে বলি।

৩। যাঁহারা অক্ষর অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য সর্ব্ব ব্যাপক অচিন্ত্য কূটস্থ অচল ও নিশ্চল আত্মাকে উপাসনা করেন।

৪। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন এবং ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছেন সেই সব সর্ব্বভূতহিতেরত মহাপুরুষগণও আমাকে (আত্মাকে) লাভ করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ৩, ৪ শ্লোকে যেরূপ উপাসনার কথা বলিলেন ইহাকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বলে। বিশ্বরূপে আত্মার যেরূপ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে উহার নাম সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। সগুণ ব্রহ্মোপাসনার অনেক স্তর আছে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তরের সগুণ

ব্রহ্মোপাসনার কথা আমরা "ক্রমবিকাশে" আলোচনা করিয়াছি। সেখানে ইহাই দেখানো হইয়াছে—মানুষের বিকাশের স্তর আছে। যিনি যে স্তরে বিকশিত, তাঁহার প্রকৃতি কর্ম্ম ও অনুভূতি সেই স্তরে থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা মানে নিজের চরিত্র নির্গুণ করিয়া লওয়া। ইহা একবারে বা একদিনে হয় না। সাধক ক্রমে বিকশিত হন এবং পূর্ণবিকারের স্তরে নির্গুণ আত্মার সন্ধান পান। বিকাশের পথে ক্রমেই অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। সগুণ ব্রহ্মের ৫টী স্তর সকলকেই অতিক্রম করিতে হইবে; কাজেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ভেদ করিয়া দেখার কোনই অর্থ হয় না। এখানে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণকেও সর্ব্বভূত-হিতে-রত থাকার কথা বলিতেছেন। অর্থাৎ এখানেও কর্ম্মের অবলম্বন মানা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, একই চরিত্রে সগুণ ও নির্গুণ দুই নীতিই মানা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে মহাযোগেশ্বর বলা হইয়াছে, তিনি আবার বিশ্বরূপ ধারী হইয়া অর্জ্জুনকে অসুরনাশের প্রবৃত্তি দাতাও বটেন। কাজেই দেখা যায়, সগুণ ভক্তি ও নির্গুণ ভক্তি ভক্তের মনোবিকাশের স্তরভেদ মাত্র। একই আত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তুরীয় ও নির্গুণ ব্রহ্মস্তরে ব্যাপ্ত। গীতার ভক্তিবাদের প্রধান কথা হইল হৃদয়ের আকর্ষণ আত্মার দিকে হওয়া চাই। শরীর ও ভোগ মোহের ভালবাসাকে ভক্তি বলা হয় নাই। যখন মানবের হৃদয়ের টান আত্মার দিকে হয় তখন তাঁহার অসুরপ্রবৃত্তি কমিতে থাকে এবং অসুরনাশের দিকে তাঁহার মনে তেজ সংচার হয়। "সর্ব্বভূতহিতরতা"র মানে ইহা নয় যে অসুরকেও প্রশ্রয় দিলাম, আবার শক্তিবাদীরও শ্রদ্ধা আহরণ করিলাম; অসুর বাদ থাকিবে না এবং সকলের বিকাশের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, সাধনা, স্বাস্থ্য, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম সকলের অনুকূল হইবে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতহিতেরত মহাপুরুষ।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬।

৫। যাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মের আসক্তি পোষণ করেন, তাঁহাদের কঠিনতা অধীক কারণ দেহধারীদের পক্ষে অব্যক্ত গতিকে প্রাপ্ত হওয়া কঠিন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সাধনা যে স্তরেই আরম্ভ হউক না, উহা নির্গুণ হইতেই পারেন না। উহা সগুণ স্তরের হইবেই; কিন্তু পূর্ণ বিকাশের স্তরে কেহই সগুণ থাকিবেন না। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, শক্তিস্তর বা শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শিত বিশ্বরূপ; ইঁহারা যতই ব্যাপক ও বিরাট হউন না, ইঁহারা সগুণ ও সক্রিয় ব্রহ্মের অন্তর্গত। অনেকে মনে করেন মূর্ত্তি উপাসনাই বুঝি সগুণ ব্রহ্ম, এইরূপ ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় দেখুন। কোন একটী স্তরের অনুভূতিকে আকড়াইয়া রাখিয়া উহাকেই আত্মা মনে করা অপেক্ষা ব্রহ্মনাড়ীকেই আত্মা মনে করা ভাল। কারণ ব্রহ্মনাড়ী সবগুলি সগুণ স্তরে ও নিগুণ স্তরে ব্যাপ্ত আছেন।

৬। যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আত্মাতে ("আমাতে) সংন্যস্ত করিয়া অনন্য যোগে মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ("আত্মাকে) ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "সমস্ত কর্ম্ম আত্মাতে সংন্যস্ত করা" মানে কি? কর্ম্ম থাকিলেই, কর্ম্মের বাহিরে কেহই যাইতে পারেন না। এই কর্ম্ম শরীরকে কেন্দ্র করিয়া হইলে উহাতে নানা প্রকার ভ্রান্তি এবং

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম ॥ ৭ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

আসুরিকতা দেখা দিবে; কিন্তু ঐ কর্ম্ম আত্মা বা ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া হইলে উহাতে ভ্রান্তি বা আসুরিকতা বাধা পাইবে। আত্মাকে আশ্রয় করিয়া দৈব সম্পদগুলি ক্রিয়াশীল থাকে, অহংকে কেন্দ্র করিয়া অসুর সম্পদগুলি সঞ্জীবিত হয়। এ কর্ম্ম আমার নয়, ইহা ব্রহ্মনাড়ীর; এইরূপ ধ্যান থাকা প্রয়োজন। মৃত্যুর পর সব কর্ম্মই ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রিত সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে চলিয়া যায়। যখন জন্ম হয়, তখন অনেক কর্ম্মসংস্কারে জড়িত একটি জীবত্মাই গর্ভে আগত হয়। কর্ম্মের সঙ্গে জীবাত্মারই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। শরীরের সঙ্গে কর্ম্মের সম্বন্ধ গৌন।

৭। হে পার্থ! আমাকে (আত্মাতে) আবেশিত চিত্ত, সেই সব লোককে আমি (আত্মা) সংসাররূপ সাগর হইতে অচিরাৎ সমুদ্ধরণ করিয়া থাকি (থাকেন)।

শক্তিধার ভাষ্য। আত্মধ্যান সহ ও আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন ও কর্ম্মবেগ কমিয়া যায়। বিষয় ধ্যান সহ, অহং ও শরীরসুখকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মনাড়ীকে ধ্যান কর, এবং ঐ ধ্যানকেও ছাড়িয় দাও এবং মনকে একেবারে ফাকা করিয়া দাও, ইহাই আত্মধ্যানের প্রধান সংকেত। মন নিশ্চিন্ত হইবা মাত্র মন ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করে।

৮। মন আমাতে (আত্মাতে) স্থির কর, বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট কর, এভাবে মন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট করিলে মৃত্যুকালেও মন ও বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট থাকিবে, ইহাতে সংশয় নাই।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম পরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন ও বুদ্ধি যদি একবার আত্মায় নিবিষ্ট হয় তবে মন ও বুদ্ধি বৈষয়িক জগতে বেড়াইয়া আনন্দ কম পায়। মন আত্মায় নিবিষ্ট হইলে যে আনন্দ উহার তুলনা হয় না। বিষয় মনকে সেই সুখ দিতে পারে না। কাজেই একবার আত্মসঙ্গ সুখ পাইলে মৃত্যুকালেও উহার স্মৃতি থাকিবে।

৯। হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কিছুকাল চেষ্টা করিয়া সাধনা করিলে মনের গতি বদলাইয়া যাইবে। একবার গতি বদলাইয়া গেলে তখন সাধারণ রকমের সাধনা করিলেও চলে। এবং শেষ পর্য্যন্ত মন আত্মমুখীই থাকিয়া যাইবে।

১০। অভ্যাসেও তুমি অসমর্থ হও তবে আত্মার হইয়া কর্ম্ম কর। আমার জন্য (আত্মার জন্য) কর্ম্ম করিলে পরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিশ্বরূপ দর্শনে ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে আত্মা অসুরবাদ ক্ষমা করেন না। নিজের চরিত্রে অসুরবাদ অনুশীলন করিবে না এবং সমাজেও অসুরবাদ প্রশ্রয় দিবেনা। এবং যতটা সম্ভব ব্রহ্মনাড়ী বা আত্মজ্ঞান পরায়ণ হইবে, ইহাই আত্মার কর্ম্ম। অনাশক্তি বা কর্ম্ম-ফল ত্যাগ কোন কাল্পনিক ব্যাপার নহে। তবে শূন্যবোধ না আসা পর্য্যন্ত ইহা বুঝা যায় না।

অথেতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১১ ॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্ম ফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২ ॥

১১। যদি আমাতে (আত্মাতে) যুক্ত থাকিয়া কর্ম্ম করিতে অশক্ত হও, তবে সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ করিবে এবং সংযত হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "কর্ম্ম করিবার পর নিশ্চিন্ত হইয়া যাওয়াই ফল ত্যাগ"। যোগাভ্যাস ভিন্ন ইহা কি ভাবে সম্ভব? অনেকে কর্ম্মও করেন, আসক্তির দাসত্ব করেন, আবার "কর্ম্মফল ত্যাগ" করিলাম, এই-রূপ কল্পনাও করেন। ইহাকে কর্ম্মফল ত্যাগ না বলিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা বলা যায়। "অনাসক্ত হইতে হইবে এবং কর্ম্মও করিতে হইবে", ইহারই নাম কর্ম্মফল ত্যাগ। শক্তিবাদ গ্রন্থাবলি পাঠ করুণ, নিত্য গীতা পাঠ করুন এবং নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ উপাসনা করুন। ইহারই ফলে ক্রমে "অনাসক্তির" মর্ম্ম বুঝা যাইবে। শরীর রক্ষার প্রেরণায়, সমাজ রক্ষার প্রেরণায় এবং রাষ্ট্র ও ধর্ম্মরক্ষার প্রেরণায় আমরা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হই। কর্ম্মের এই স্বাভাবিক প্রেরণাকে আমরা বলপূর্ব্বক রুদ্ধ করিতে পারি না। কাজেই দেখা যায়, কর্ম্ম আমাদের করিতেই হইবে। কিন্তু কর্ম্ম করিবার পরই মন একেবারে ফাঁকা থাকিবে। ইহাই কর্ম্মফল ত্যাগ। ঘড়ীতে দম যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ঘড়ী চলে। দম শেষ হইলে ঘড়ী বন্ধ হইয়া যায়। দম থাকা কালে ঘড়ী বন্ধ থাকা সুস্থ ঘড়ীর লক্ষণ নহে। ঠিক এইরূপ শরীরধারীরা কর্ম্ম করিবে না, ইহাও সুস্থ ব্যক্তির লক্ষণ নহে। কর্ম্মের পরই মন নিশ্চিন্ত ও ফাঁকা হইয়া যাইবে। ইহাই পুষ্ট ও আত্মস্থ মনের লক্ষণ।

১২। "অভ্যাস" হইতে "জ্ঞান" শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান হইতে "ধ্যান"

শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। ত্যাগের পর শান্তি লাভ হয়।

শঙ্করাচার্য ভাষ্য। এখানে জ্ঞান মানে কি? উঃ জ্ঞান মানে "কর্তব্য জ্ঞান"। ক্ষুধার তাড়নায় আমি চুরি বা আসুরিকতা করিতে পারিনা। ক্ষুধার তাড়নায় আমাকে সমাজ রক্ষার অনুকূল বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্য কর্ম, ক্ষাত্র কর্ম, বৈশ্য কর্ম বা শ্রমজীবী কর্ম অবলম্বন করিতে হইবে। ক্ষুধার তাড়নায় আমি চৌরবৃত্তিবাদ, অসুরবাদ, শোষণ এবং ছ্রাইক লীলা দ্বারা সমাজ জীবনকে বিশৃঙ্খল করিতে পারি না। কর্মেরই স্বাভাবিক বিজ্ঞান যদি আমার জানা থাকে এবং ব্রহ্মনাড়ী সম্বন্ধে আমার মোটামুটি ধারণা থাকে, পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত অভ্যাস যোগ না করিলেও চলিবে।

"কর্তব্য জ্ঞান" হইতে "ধ্যান" শ্রেষ্ঠ। [জড়] জগৎ, অক্ষর জগৎ এবং শুদ্ধ আত্মা ইঁহারা একই আত্মার [বিভিন্ন] রূপ। এইরূপ ধারণা সর্বদা জাগ্রত থাকিবে। ইহার নাম ধ্যান।

এইরূপ ধ্যান প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে কর্মফল ত্যাগ করিবার শক্তি আয়ত্ব হয়। কর্মের প্রেরণা থাকা শরীরধারীদের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু কর্ম, কর্তা এবং করণে যখন একই আত্মার বিকাশ রহিয়াছে যোগদ্বারাও যখন ইহা আয়ত্বে আসিয়া গিয়াছে তখন কর্ম শেষে মন স্বভাবতঃ একেবারে ফাঁকা ও নিষ্ক্রীয় হইয়া যাইবে অর্থাৎ শুধু আত্মা ভিন্ন যখন কিছুই থাকিবে না তখন সত্যই কর্মফল থাকেনা। কিন্তু ভারতে আজ কাল ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজমের নামে বিকৃত ধ্যান ভিত্তিতে কর্মযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। আমরা বলি, ইহার ফল অশান্তি ও দুঃখ এবং ভারতের সর্বনাশ।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্য্যো মেভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

১৩। যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি বিদ্বেষহীন, সকলের প্রতি মিত্রভাব সম্পন্ন, সকলের প্রতি দয়াবান এবং যিনি "আমার আমার" ভাবহীন ও নিরহঙ্কার এবং যিনি সুখ ও দুঃখে সমতা সম্পন্ন এবং ক্ষমাশীল।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা কুরাণের বক্তা আল্লাহর উপাসনা করে না, কুরাণের বক্তা আল্লাহ্ তাহাকে বিদ্বেষ ও হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছেন। শক্তিশালী সমাজ ত্রঃ। যাহারা দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া খায় কম্যুনিষ্টরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ শিক্ষা দেয়। খৃষ্টান পাদ্রীরা তো এমন হিন্দু মহাপুরুষ নাই যাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ শিক্ষা দেয় না। গীতা ও হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকারের। গীতা দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ চায় না ইহা সত্য কথা, কিন্তু গীতা কোথাও বিদ্বেষ শিক্ষা দেয় না। গীতা অত্যন্ত আশ্চর্য্য প্রকারের নীতিবাদ মূলক শক্তিবাদীয় গ্রন্থ।

১৪। (এবং) যিনি সন্তুষ্ট সদাযোগী, দৃঢ় ও নিশ্চিন্তভাবে সংযমশীল। যাঁহার মন ও বুদ্ধি আমাতে (আত্মাতে) অর্পিত। যিনি আমাকে (আত্মাকে) ভালবাসেন তিনি আমার (আত্মার) প্রিয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই অধ্যায়টির নামই ভক্তিযোগ। আমরা বহুস্থানেই বলিয়াছি আত্মাকে ভালবাসাই ভক্তিযোগ। আত্মাকে যিনি ভালবাসেন, তিনি বিশ্বকে ভালবাসেন। অসুরনাশ একজই ধর্ম্মের অঙ্গ। যেহেতু অসুররা জীবের পীড়নের কারণ। আত্মা সর্ব্বজীবে সমান,

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অসুরগণ এই নীতি মানে না বলিয়াই বারবার বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

সন্তুষ্ট মানে তৃপ্ত। যাহার এক লক্ষ আছে সে দশলক্ষ চায় এবং ঐজন্য আসুরিক নীতি গ্রহণ করিতে ইতঃস্তত করে না। মোটা অন্নে মোটা বস্ত্রে ও মোটা গৃহে সন্তুষ্ট থাকিতে হইলে আত্মধ্যান পরায়ণ হইতে হইবে এবং বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে। মতাধীক্যের নামে শোষণবাদী ধনীরা রাজ্য করিতেছে। ভারতে শোষণবাদীদের রাজ্যাধীকারের সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও জমীদার উচ্ছেদ দ্বারা ভোটের প্রার্থীদের সীমা ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহারা জনতাকে শিক্ষা দিয়াছে:—মতাধীক্য বাদই শ্রেয়ঃ। অধীকের ভোট পাইতে হইলে যে পরিমাণ ধনব্যয় প্রয়োজন উহা রাজা জমীদার বা ব্যবসায়ীদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। এই সব কালকাম-বাদীর দল ভারতে সিংহাসনে বসিয়া প্রথমেই জমী ও রাজাদের উচ্ছেদ করিয়া নিজের প্রতিদ্বন্দ্বগণকে উচ্ছেদ করিয়াছে। এখন ধনসাম্যের নামে (কম্যুনিষ্ট) বিষয় ধ্যায়ীরা রাজ্য করিবার চেষ্টা করিতেছে। যাঁহারা আত্মধ্যান পরায়ণ ও সংযত নহে তাঁহারা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য লোক নহে। বিষয় ধ্যায়ী ব্যাবসায়ী, এবং বিষয় ধ্যানী কম্যুনিষ্টদের শাসন কাহারও সুখ বা শান্তি দিতে শক্তি রাখে না। ইহাদের শাসন অসুর-বাদীয় ক্ষত্রিয় শাসন হইতেও নিকৃষ্ট ধরণের শাসন হইবে। যাহা আত্মার প্রিয় নয় উহা কাহারও প্রিয় নয় উহা কাহারও প্রিয় হইবে না।

১৫। যাঁহার নিকট কেহই উদ্বেগ বা সংকোচ বোধ করে না

অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

এবং যিনি জগতের কাহার নিকট সংকোচিত নহেন। যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় হইতে মুক্ত তিনি আমার (আত্মার) প্রিয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে ভালবাসিলে তাঁহার সঙ্কোচ কোথায় থাকিবে? আত্মাকে যিনি ভালবাসেন তাঁহার নিকট লোকের সংকোচ না থাকাই স্বাভাবিক। যদি আত্মার প্রিয় ব্যক্তিকে কেহ সংকোচ করেন তাঁহাকে অসুর বা অপুষ্ট লক্ষণ ভিন্ন কি বলা যায়?

১৬। যিনি অপেক্ষাহীন, যিনি পবিত্র, যিনি কর্ম্মদক্ষ, যিনি উদাসীন, যিনি ব্যথাহীন, কর্ম্মারম্ভত্যাগী এবং যিনি আমার (আত্মার) ভক্ত তিনি আমার প্রিয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অনপেক্ষ মানে, মানুষের, সাহার্য্যের বা দ্রব্যাদির অভাববোধ না করা। দক্ষ মানেই কর্ম্মদক্ষ; কর্ম্মকাতর ব্রহ্মজ্ঞান কোন মুক্তির লক্ষণ নহে তাই ইঁহাদের প্রতিপদে অপেক্ষ হইতে হয়। ইঁহারা সেবকেরও দাসতুল্য। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী কথাটী গভীর উদ্দেশ্য ব্যাপক। ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষগণ নূতন কর্ম্ম আরম্ভ করেন না। তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের আরম্ভকৃত কর্ম্মের শেষ করেন। এই কথার মর্ম্ম সাধারণ লোকে বুঝিবে না। তাঁহার সব কর্ম্ম সবই প্রেরণার কর্ম্ম। এবার শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মার উপর যাঁহাদের হৃদয়ের টান আছে তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছেন। যাহারা অসুর লক্ষণ লইয়া থাকিতে চায় তাহাদের কথাও মাঝে মাঝে বলা হইতেছে। বিস্তারিক অসুর লক্ষণ ১৬শ অধ্যায়ে বলিবেন।

১৭। যিনি আনন্দ বা বিদ্বেষ করেন না, যিনি দুঃখ বা আশা করেন

সম শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্য নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।
অনিকেতঃ স্থির মতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

না। যিনি শুভ এবং অশুভত্যাগী যিনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমার (আমার) প্রিয়।

১৮। তিনি শত্রু ও মিত্রে, যশ ও অযশে শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে সমান এবং যিনি আসক্তি হীন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শত্রু মিত্রে সমানে কথার অর্থ কি? শত্রু কে যদি মিত্রের আসন দেওয়া হয় তবে শত্রু কি তাহাকে ছাড়িয়া দিবে? শক্তিবাদীরা সকলের সঙ্গে শক্তিবাদীয় নীতি অবলম্বন করিবেন। ইহাই শত্রু মিত্রে সমান দেখা। শত্রু মিত্রে সমান দেখার ইহাই অর্থ নয় যে অর্জ্জুন স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধন পক্ষে অনুধাবণ করিবেন। দুর্ব্বলবাদীরা বলিবেন—"আমরা শক্তিবাদী ও দুর্ব্বল বাদীদের বাড়ী যাইয়া চাঁদা আদায় করিব এবং অসুর বাদীদের বাড়ী যাইয়া সাহায্য দিব, শত্রু মিত্র সমান দেখার ইহার অর্থ। শক্তিবাদী ও দুর্ব্বলবাদীরা তো আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলিবেন না, কারণ আমরা কোন না [illegible]
~~কোন [illegible] (?) খুঁটি ধরিয়াছি। [illegible]~~
যাইবে না, কারণ যদিও তাহারা কিছু দেয় না, কিন্তু অনেক পায়। তাহারা চাঁদা দাতাদের বা সমাজের মাথা ভাঙ্গুক, তাহাতে আমাদের কি হয়? আমরা চাঁদা গ্রহণ করি ইহা সত্য কথা, কিন্তু তাহাতেও আমাদের আসক্তি নাই।

১৯। যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে অবিচলিত, জ্ঞানের কথা ভিন্ন অন্য

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

কিছু বলেন না, যিনি অনিকেত যাঁহার মতবাদ স্থির এবং যিনি আত্মাকে ভালবাসেন তিনি আত্মার প্রিয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ অথবা শক্তিবাদ যে কোন মতবাদই তুমি গ্রহণ কর না, উহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড় করিতে হইলে নিন্দাস্তুতির মাথাটী খাইতেই হইবে। নিন্দাস্তুতির কথাটী বাদ দিলে বাকী সবগুলি লক্ষণই শক্তিবাদীয় লক্ষণ। বেদে জাতীয় লোকদের বাড়ী ঘর নাই ইহা সত্য কথা, কিন্তু ওদের পুটলা পুটলীই ওদের বাড়ীঘর। একটুকরা ন্যাকড়া পর্য্যন্তও ওরা ত্যাগ করিতে পারে না। আসল বাড়ীঘর হইতেছে "মোহ"। মোহ না থাকিলে বাড়ীঘর থাকিয়াও থাকে না।

২০। যাঁহারা এ সব অমৃতময় ধর্ম্মকে যথা যত ভাবে অনুসরণ করেন, আত্মায় শ্রদ্ধা (ভালবাসা) রাখেন এবং আত্মপরায়ণ হন, তাঁহারা আমার (আত্মার) অত্যন্ত প্রিয় হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে সত্য সত্যই জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করিলে এ সব গুণগুলি তাঁহার চরিত্র প্রতিফলিত হইবে। যাঁহারা ভক্তির নামে আত্মপ্রবঞ্চনা চাহেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই আত্মার (কৃষ্ণের) প্রিয় হইয়া যে কত সুখ উহার স্বাদ বুঝিতে পারিবেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বনি শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ভক্তি যোগঃ নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "শক্তিবাদ ভাষ্য"।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ মেবচ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব॥ ১।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ২॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ ৩॥

১। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কেশব। প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান এবং জ্ঞেয় কি? আমি এসব জানিতে ইচ্ছা করি।

২। শ্রীভগবান বলিলেন—হে কৌন্তেয়! এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে। এই শরীরের যিনি জ্ঞাতা, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন।

৩। হে ভারত! সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকেই (আত্মাকেই) ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান আমার মতে উহাই ঠিক ঠিক জ্ঞান।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শুধু শরীর লইয়া যে জ্ঞান উহা আংশিক জ্ঞান। আবার শরীর হীন শুধু আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান অসম্ভব। ভারতীয় জ্ঞান ধারাতে উভয় প্রকারের জ্ঞানকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় জ্ঞান ধারা ও কর্ম্ম বিজ্ঞানে জড়জ্ঞান ও চৈতন্তজ্ঞান দুইই স্থান পাইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্মে না আছে শরীর জ্ঞান, না আছে অধ্যাত্ম-

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪॥

জ্ঞান। আধুনিক ভোগবাদী মতবাদে শরীর জ্ঞানের সামান্য অংশ স্থান পাইয়াছে। মনো বিজ্ঞানের দ্বারা এঁরা আলোচনার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। মনো বিজ্ঞানের কথা বুঝিবার জন্য আমরা সকলকে ক্রমবিকাশ পড়িতে বলি। শরীরজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এ দুইএর সামাঞ্জস্য হীন সমাজবাদ মানবের মঙ্গলের কারণ হয় না। আমরা ডেমোক্রেট ও কম্যুনিষ্টগণকে শক্তিবাদ বুঝিতে বলি। আত্মজ্ঞানের অভাবে ডেমোক্রেট ও কম্যুনিষ্টদের কর্ম্মদ্বারা বিশ্বের কোনই মঙ্গল হয় নাই। এ জন্যই শক্তিলাভের পূর্ব্বে এরা যাহা বলেন শক্তিলাভের পর উহারাই নিজেরা উহার বিপরীত আচরণ করেন। রাজ্য করিবার জন্য ইসলাম্ আল্লাহ্‌র রাজ্য করিতে বলে এবং কুরাণে অবিশ্বাসীগণকে হত্যা ও উৎসন্ন করিতে বলে। ডেমোক্রেটরা ধনীর রাজত্ব স্থাপনার জন্য প্রগতির নামে রাজা ও জমীদার উচ্ছেদ করিয়া নিজেরা নিষ্কণ্টকে ধন ও রাজ্য ভোগ করে। কম্যুনিষ্টরা সাম্যবাদ ও বিশ্বকল্যাণের নামে ধনীর উচ্ছেদ করিয়া কিছু মানুষ শাসন সুখভোগ করে। বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহাকে পরকালের পথে পাঠাইয়া দেয়। ডেমোক্রেটরা বিরুদ্ধ দলীয়ের প্রতিবাদ করিবার শক্তি দেয়। ইহার কারণ এরা ভাল ভাবেই জানে যতটা অর্থব্যয় করিলে ভোটে জয়ী হওয়া যায় উহা ব্যয় করিবার শক্তি ধনী ভিন্ন অন্য দলের নাই। বিশ্বকল্যাণের নাম করিয়া লজ্জাও মনুষ্যত্বের মাথা খাইয়া রাজ্য করা ও পীড়ন সেই দিন শেষ হইবে যে দিন জড়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবাদ, সমাজবাদ ধর্ম্ম এই বিশ্বে স্থান পাইবে।

৪। সেই ক্ষেত্রটা কি, উহার বিকার কিরূপ, ঐ সংক্রম কিরূপ

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

এবং উহার প্রভাব কিরূপ, সব আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবন কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের বিকার, বিকারের সংযম এবং উহার প্রভাব কিরূপ, এ সব জানিলে ক্ষেত্রকে জানা হইবে। বিস্তারিক আলোচনা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই করিতেছেন। শরীর ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই অধ্যায়টী যেরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানকে সেখানে পৌছিতে হইলে তাহাকেও আত্মধ্যানে মন দিতে হইবে।

৫। ঋষিগণ অনেক প্রকারে, অনেক মন্ত্রে (বৈদিক মন্ত্রে) এই তত্ত্ব গান করিয়াছেন। ব্রহ্ম সূত্র পদে সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ইহা সূত্রকৃত করিয়াছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ শরীর তত্ত্ব বলিতেছেন, কিন্তু এই তত্ত্ব সম্বন্ধে ঋষিগণ বেদের মন্ত্রে ও ব্রহ্ম সূত্র পদে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই, যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন তাঁহারা উক্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করিবেন, পৃথিবীর মধ্যে এক মাত্র হিন্দুরাই বলিতে পারেন, তাহাদের ধর্ম্ম যুক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। "যুদ্ধ করা পাপ নয়" এই নীতিকে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্ববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা দান করিলেন, পৃথিবীর কোন গ্রন্থেই উহার তুলনা নাই। জার্ম্মানী যে দুইটী বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ করিয়াছিলেন, উহাতে জড় শক্তির অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছিল। মহাভারতের যুদ্ধের রূপে গীতাকে আমরা পাইয়াছি। গীতার শক্তিবাদ কর্ম্মবিজ্ঞান পৃথিবীকে সত্যই শান্তি ও তৃপ্তি দিতে পারে। জড় শক্তির এমন শক্তি নাই যে বুদ্ধি ও মনের খাদ্য দিয়া

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্ত মেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

মানবকে পূর্ণমানব গড়িতে পারে। গীতার সেই শক্তি আছে। মহাভারতের যুগ দিব্যাস্ত্র ও গীতার জ্ঞান দুইই দিয়া গিয়াছে। হিন্দুরা দিব্যাস্ত্র ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু গীতা ভুলে নাই। আমরা ভারতকে বলি, দিব্যাস্ত্র ও গীতার শক্তিবাদীয় নীতি তোমাকে ও বিশ্বকে তৃপ্তি দিতে পারে। বিশ্বের খৃষ্টান রাজ্যগুলি খৃষ্টধর্মকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য প্রতি বৎসর শত শত কোটী টাকা ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুরা নবীন বিশ্বকে কি দিয়াছ? তোমরা আজ অহিংসার কথা বলিতেছে, উহার মূল্য কি? তোমরা অহিংসার অনুসরণ করিয়া প্রতি শত ২০ জন বর্ব্বরের নিকট মাথানত করিয়া দেশ ভাগ করিয়াছ ও দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছ। তোমরা কথায় কথায় ভুভুক্ষিত জনতায় বন্দুক চালনা করিয়া অহিংসা যে অকেজো নিজেরাই উহার প্রমাণ করিতেছ ও নির্লজ্জের মত বিশ্বে অহিংসার কথা প্রচার করিতেছ। তোমাদের এ সব কথার মূল্য কি? গীতার ধর্ম্ম, গীতার সমাজ ও গীতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রবাদ অখণ্ড ভাবে স্থাপনা কর এবং বিশ্বকে মহাভারতের দিব্যাস্ত্র (এটম বম) ও গীতার ভিত্তিতে দেবাসুর সংগ্রামের নীতি প্রচার কর। ফলে বিশ্বের মঙ্গল আসিবে। তোমরা যে নীতি গ্রহণ করিয়া প্রতি শত ২০টী বর্ব্বরের নিকট মাথা নত করিয়াছ, ভারতকে নরক করিয়াছ, এ বিশ্বে উহার মূল্য কি আছে?

৬। (পঞ্চ) মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চ বিষয়॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। মহাভূত = ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং ॥ ৭ ॥

অহংকার=ব্যক্তিবোধ। একই আত্মা ব্যাপ্ত; কিন্তু জীব নিজেকে স্বতন্ত্র বোধ করে, ইহার মূলে ঐ "অহং" বিদ্যমান। অহং গ্রন্থি ভেদ হইলে ব্যাপক আত্মজ্ঞান স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধি=বিচার শক্তি, বিবেক। অব্যক্ত=অব্যক্ত একটী তত্ত্ব। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় নাম অব্যক্ত। বিস্তারিত ক্রমবিকাশে দ্রষ্টব্য। দশ ইন্দ্রিয়=বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ ও গুহ্য; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। ইন্দ্রিয় গোচর=গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। এখানে সাংখ্যের ২৪ তত্ত্বের মধ্যে ২৩টীর কথা আছে। 'চিত্ত' তত্ত্বটী হইলে ২৪ তত্ত্ব হয়। এখানে বুদ্ধি মানে বুদ্ধি+চিত্ত। এখানে ২৪টী তত্ত্বের সমষ্টিভূত জীব শরীর বা ঈশ্বরীয় রূপ প্রায় এক কথা। অহং তত্ত্ব যখন কর্তৃত্ব করে তখন উহার নাম হয় জীব শরীর। এই ২৪টী তত্ত্বের উপর অহংহীন চেতনা (আত্মা) কর্তৃত্ব করিলে উহার নাম হয় মায়া উপহিত চৈতন্য। শরীর বা ক্ষেত্র বলিতে শ্রীকৃষ্ণ এখানে যাহা বলিলেন, উহাকে বুঝিতে হইলে প্রচুর তপস্যার প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে, ক্ষেত্রজ্ঞান ঈশ্বর দর্শনেরই একটা বিরাট অংশ পরবর্তী শ্লোকে জীবজ্ঞানের সীমা যেন তাল ভাবেই সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। আমরাও পরে সব বলিতেছি।

৭। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চৈতন্য, ধৃতি; এ সব ক্ষেত্র লক্ষণ সংক্ষেপে ও বিকার সহিত বলা হইল।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকে যে সব ক্ষেত্র লক্ষণ বলা হইয়াছিল উহাদের সঙ্গে এই শ্লোক বর্ণিত ক্ষেত্র লক্ষণকে জীবক্ষেত্র লক্ষণ বলা যায়। এখানকার ৭টী লক্ষণ বাদ দিলে পূর্ব্ব

শ্লোকে বর্ণিত ২৩টী লক্ষণ ঈশ্বরীয় লক্ষণ মাত্র। সে অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত ২৩টী লক্ষণের মধ্যে "অহং" তত্ত্বকে ঈশ্বরাশ্রিত "অহং" ধরিতে হইবে। এই অহং এর কর্ত্তৃত্ব অতীব সীমাবদ্ধ। যাহা হউক অহং এবং এই শ্লোকে বর্ণিত ইচ্ছা দ্বেষ আদির সমষ্টিই জীবত্ব। এই দুইটী শ্লোকের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অনেক দিন ধৈর্য্য ধরিয়া সাধনা করিতে হইবে। গীতার মতে ইহাদের জ্ঞানই ক্ষেত্রজ্ঞান। ইহাদের জ্ঞানই (ইহাদের স্বরূপ উপলব্ধি) আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞান। যাঁহাদের সেই জ্ঞান হইয়াছে বা হইতে পারে তাঁহাদের লক্ষণ এর পরের ৫টী শ্লোকে বলিতেছেন।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি ইহা জীবত্বের ধর্ম্ম। ইহারা কেবল ব্যাক্তি জীবনেই সীমাবদ্ধ নাই; ইহারা সমাজ জীবনেও রহিয়াছে। কারণ সমাজ ব্যাক্তিদের সমষ্টি। ইচ্ছা মানে আশা; দুই একজন জ্ঞানী ভিন্ন ইহা সব মানবেই বিদ্যমান। এই সুখ ও আশার নেশা এবং দুঃখ ও বিদ্বেষের উস্কানী দ্বারাই ডেমোক্রেশীর দল রাজার শাসন উৎসন্ন করিয়াছে। কাফেরের ধনে ধনী হইবার ইচ্ছা এবং কাফের আল্লার শত্রু এইরূপ বিদ্বেষ উস্কানী দ্বারা ইসলামীরা বিশ্বজয় করিয়াছিল। কম্যুনিষ্টরাও ধন বৃদ্ধির আশা এবং উহাতে সুখ বৃদ্ধি এবং এবং ধনীদের উচ্ছেদ ও সুখীদের বিদ্বেষের ভিত্তি গ্রহণ করিয়া আজ বিশ্বজয়ে বহির্গত হইয়াছে। একদল মানুষকে, আমরা যদি জীবত্বের এই প্রাকৃতিক মনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া লই এবং ডেমোক্রেট শাস্ত্র, এবং কুরাণ বা কম্যুনিষ্টবাদের ভিত্তিতে প্রচার ও সংগঠন চালাইতে থাকি, তবে শীঘ্রই সমাজে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। তাহারাও সক্ষম হউক বা না হউক আত্মরক্ষার পথ বাহির করিবে, এইভাবেই সংঘাত সৃষ্টি হয়। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও সংঘাত

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

কে বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তিকে জাগ্রত রাখাই "চেতনা"। ধৃতি মানে ঘটনার পরম্পরা ও সংঘাতের উত্থানপতনের স্মৃতিকে চিত্তে ধরিয়া রাখার শক্তি। এই ধৃতি না থাকিলে সংঘাত চলে না। যখন ব্যাক্তিতে ব্যাক্তিতে ঝগড়া হয় তখন সংঘাত ও ধৃতির পরম্পরা বুঝিতে চাও তো দুই পক্ষেই আলোচনা কর। দেখিতে পাইবে দুই, দিকেই বিরাট ঝগড়া ও মন কষাকষির কথা বিদ্যমান।

স্বামী স্ত্রীতে যখন মন কষাকষি হয় তখন ধৃতিস্থিত শত শত ঘটনার জাগরণ দুইএর মনের মধ্যেই জাগ্রত হইতে থাকে এবং সংঘাতও ভয়ঙ্কর হইয়া হইয়া উঠে। জীবত্বের হীন ধর্ম্মকে রাষ্ট্রবাদে রূপান্তরিক করিবার জন্য যে সব অসুরবাদ বিশ্বে প্রচলিত আছে, উহাদের মধ্য ইসলাম, ডেমোক্রেশী ও কম্যুনিজম শ্রেষ্ঠ। জীবত্বের মধ্যে উচ্চতর ও মহান ধর্ম্মকে রাষ্ট্রবাদে রূপান্তর করিবার যে সংঘাত, বেদ উহার প্রতিষ্ঠাতা। গীতা সেই মহান মতবাদের ব্যাখ্যাতা। শক্তিবাদ আজ সেই মতবাদের ভিত্তি দান করিয়াছেন। এসো ভারত, এসো বিশ্ব, শক্তিবাদ বুঝ, গ্রহণ কর, ইহাতে প্রবেশ কর, ইহাকে স্থাপনা কর; নিজের লৌকিক কল্যাণ ও আত্মকল্যাণ গ্রহণ কর।

৮। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জবম্, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে যাহারা জীবন কেন্দ্রে স্থাপনা করিয়াছেন তাহাদের স্বভাবে ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ এই পাঁচটী শ্লোকের গুণ বিদ্যমান। অসুর চরিত্র ইহার বিপরীত হয়। আমি একটা প্রকাণ্ড মানুষ, আমাকে মান দিতে হইবে। যে দিবে না, সে আমার

শত্রু এবং বিশ্বের শত্রু। অনেকের বাড়ীতে আত্মীয় বিশেষকে বা ব্যক্তি বিশেষকে উৎপীড়ন করিবার জন্য আবার বিশেষ আইন আছে। অনেক ব্রাহ্মণবাড়ীর ধার দিয়া জুতা পরিয়া যাওয়া অব্রাহ্মণের পক্ষে অপরাধ জনক। অনেক স্থানে অব্রাহ্মণের জন্য ভিন্ন পথ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতেছে। পল্লীর পাঁচটা ছোকড়া একটা প্রতিষ্ঠান করিলে উহাতে তৎক্ষণাৎ কিছু আইন করা হয় এবং উহার বিবরীত আচরণ লইয়া ভীষণ মল্লযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। অনেক সাধুর সামনে কোন গৃহী যদি পা তুলিয়া বসেন তবে সাধু তাহাতে অপরাধ নেন। সাধুর সম্মান ও আশ্রমের পবিত্রতা হিন্দুদের ধর্ম্মের অঙ্গ। হিন্দুমাত্রেই উহা পালন করিবেন। ইহা লইয়া "অমানিত্ব" ফলাইবেন না।

অহিংসা। সমস্ত জীবে আত্মা বিদ্যমান। কাজেই সকলের প্রতি হৃদ্যতা থাকা প্রয়োজন। কেহ মাংস আহার করে বলিয়া নিষ্ঠুরতা সহ হত্যা অবাঞ্ছনীয়। শস্য ও বৃক্ষাদিরাও জীব। এ জন্য হিংসা ভিন্ন শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। সাত্ত্বিক আহার শরীরের পুষ্টির জন্য বেশী উপযুক্ত। একই দেশের রাজস ও তামাস আহারীদের অপেক্ষা সাত্ত্বিক আহারীদের শরীর বেশী সুস্থ ও পুষ্ট এবং তাঁহাদের ধৈর্য্য ও কর্ম্মপটুতা বেশী। বৌদ্ধ হিন্দুদের সাত্ত্বিক রাজস ও তামস বিচার কম। তাহারা গোহত্যা না করিলেও কষাই কাটা ও মৃত গরুর মাংস আহার করিতে ইতস্ততঃ করে না। অহিংসাবাদী বৌদ্ধদের অপেক্ষা সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে নিরামিষ আহারীর সংখ্যা অনেক বেশী। বঙ্গবাসীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত কচ্ছপ জাতীয় জীবকে হত্যা করিয়া তাহার মাংসাহার করে। মুসলমান ও খৃষ্টানগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত পেচাইয়া পেচাইয়া খাদ্য জীবগণকে হত্যা করে। চীনারা তো নিষ্ঠুর হত্যায় বিশ্ববিখ্যাত। আত্মচিন্তায় অত্যন্ত হিন্দুদের চিন্তাশীলতা ও মনুষ্যত্ব অন্যান্য সমস্ত মানব হইতে উচ্চস্তরের। পৃথিবীর সব মানবের ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ক্ষান্তি=কোন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অশান্তি হইলে উহা মিটাইয়া লওয়াই ক্ষান্তি। কিন্তু অসুরবাদীরা ঝগড়াকে বাঁচাইয়া রাখিতে ভালবাসে। এ জন্য কোন ঘটনার মীমাংসা ও ক্ষান্তি হইলেও উহা লইয়া উস্কানী দিতে ছাড়ে না। কোন কোন অসুর অন্যায় করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাল মানুষ সাজে এবং উহাতে ক্ষান্তি আনয়ন করে। কিছুদিন বাদ ওরা আবার অন্য একটা অন্যায় করিয়া বসে। ওরা এভাবেই আসুরিক শক্তিতে শক্তিমান হয়। কাজেই অসুর-বাদীতার প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষান্তির উৎকর্ষ করা বিপজ্জনক হইবে।

আর্জ=সরলতা। অসুরবাদীরা কখনও সরল হয় না কাজেই অসুরের সঙ্গে সরলতা বিপজ্জনক। গুরুর নিকট সরল না হইলে জ্ঞান হয় না।

আচার্য্যোপাসনা=গুরুসেবা। শক্তিবাদী গুরুসেবা ভিন্ন জ্ঞান লাভ অসম্ভব। বহুদিন শক্তিশালী গুরুর সংশ্রবে না থাকিলে অসুর চেনা যায় না এবং কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি হয় না।

শৌচ=পবিত্রতা। পৃথিবীতে হিন্দু ভিন্ন কোন জাতিতেই শৌচ ব্যবস্থাই বৈজ্ঞানিক নহে। অসুরবাদীরা শৌচ মানে না।

স্থৈর্য্য=হঠাৎ একটা কিছু করিতে নাই। ভাবিয়া ও শক্তির গভীরতা বুঝিয়া অসুরের বিরুদ্ধে কাজ করা প্রয়োজন। জ্ঞানের পথে সময় সময় ভয়ঙ্কর জটিলতা দেখা দিবে, সে সময় ধৈর্য্য হারাইয়া চঞ্চল হইলে জটিলতা বৃদ্ধি হয়। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহা সময় কাটিলে আপনিই সহজ হয়। অসুরবাদীদের ধৈর্য্য কম। দুর্ব্বল-বাদীদের স্থৈর্য্যের অভাব নাই, কারণ ইহারা ভাল ভাবেই জানে তাহাদের ইহকাল ও নাই পরকালও নাই। ইহারা তামসিকতা ও আত্ম প্রবঞ্চনায় মহাসিদ্ধ।

আত্মবিনিগ্রহ=সংযম। যবনবাদী অসুরদের সংযম রাখার বালাই

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্॥ ৯॥

নাই। নারীকে আয়ত্বের মধ্যে পাইলে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে এদের বেশী সময় লাগে না। রাবণের বাড়ীতে সীতা ৩ মাস ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সতীত্ব যায় নাই। যবনবাদীরা যদি দেখে চুরি করা নারী অসম্মত তবে তাহারা অন্য যবনের সাহায্যে হাত পা আটকাইয়া এক জনের পর অন্য জন পশুত্ব করে। পশুত্বের জন্য যবনবাদীয় অসুররা সব চেয়ে বিখ্যাত।

জ্ঞানের এই লক্ষণগুলির মধ্যে আচার্য্য সেবাই প্রধান কথা। মানবের প্রকৃতিতে ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি (৭ শ্লোঃ দ্রঃ) থাকিবেই। কিন্তু মানুষ যদি এ সব বহির্মুখী বৃত্তিতে জড়ায় তবে মানুষের সমাজ নরক ভিন্ন কি হইতে পারে। গুরু গৃহ, গায়ত্রী উপাসনা ও ব্রহ্মচর্য্যকে ভিত্তি করিয়া মানবকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আমরা আরও সহজভাবে শিক্ষার ভিত্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা বলিতেছি, সকলকে গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দাও এবং সিভিক্সে শক্তিবাদ অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদ বিজ্ঞান পড়াইয়া দাও। যাহার যে মত সে তেমন গ্রহণ করিবে, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তি শক্তিবাদের উপর থাকিবে। জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজ গড়িতে হইলে শিক্ষা বিভাগ ও রাষ্ট্রকে শক্তিবাদের পথ লইতে হইবে।

৯। ভোগে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখ ও দোষকে বার বার পর্য্যালোচনা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে জীবন কেন্দ্র ধরিলে সংসারের অসারতা স্পষ্ট হয়। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি শরীরের সহিত সদাই সম্বন্ধ যুক্ত। যাহারা শরীরবাদী তাহারাও এ কথা বুঝেন, তাহাদের ধারনা শরীর

অসক্তির নভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারণী।
বিবিক্ত দেশ সেবিত্ব মরতির্জনসংসদি॥ ১০॥

অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্ব জ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং অজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১১॥

যাইবে কিন্তু সমাজ জীবন থাকিবে। আমরা বলি, যদি তোমরা আত্মা নাই মানো তাতে শক্তিবাদের বিশেষ ক্ষতি নাই; কারণ নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ করা কিছু মানবের স্বভাবে বিদ্যমান থাকা প্রকৃতিক নিয়ম। কিন্তু অসুবাদীয় সমাজ বা দুর্ব্বল বাদীয় সমাজ গড়িয়া তোমাদের কি লাভ? শক্তিবাদীয় সমাজই প্রতিষ্ঠিত কর না? "শরীর যাইবে, কিন্তু সমাজ থাকিবে। এ সম্বন্ধে কমুনিজম ও শক্তিবাদ এক মত। "বিশ্বের কল্যাণ" শক্তিবাদ চায়। কম্যুনিজমও এই কল্যাণেরই ধাপ্পা দেয়। শক্তিবাদ বলে, কম্যুনিজম দ্বারা কল্যাণ অসম্ভব। তোমরা একবার শক্তিবাদ পর্য্যালোচনা করিয়াই দেখো না? তোমরা বিশ্বকে নরক সৃষ্টি করিতেছ কি স্বর্গ করিতেছ, বুঝিতে পারিবে।

৯। পুত্র দার এবং গৃহাদিবিষয়ে অনাশক্তি, অনভিস্বঙ্গ ইষ্ট অনিষ্ট ঘটনাতে সর্ব্বদা সমচিত্ততা।

১০। আমাতে (আত্মাতে) অব্যভিচারিণী ভালবাসা, নির্জ্জন স্থান সেবন, জনতায় বিরক্তি।

১১। অধ্যাত্মজ্ঞানই নিত্য এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোতে বিষয় দর্শন। এই সব জ্ঞানই জ্ঞান এবং ইহার অন্যথা আচরণ অজ্ঞান নামে খ্যাত॥

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বা মৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। ৭ম্ হইতে ১১ শ শ্লোকে জ্ঞান লক্ষণ বর্ণিত হইল। এইরূপ জ্ঞানলক্ষণ একদিনের তপস্যার ফলে হয় না। বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী যোগীদেরই এইরূপ জ্ঞান লক্ষণ হওয়া সম্ভব। এইরূপ মানুষ ভিন্ন বিশ্বকল্যাণের কথা কে ভাবিতে পারে? ভারতীয় রাষ্ট্রবিধানে এ জন্যই ঋষিদের মত গ্রহণ করিয়া শাসন পরিচালিত হওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যবন বাদীয় রাষ্ট্রবাদকে (ডেমোক্রেশী, কম্যুনিজম, ইসলাম) ভিত্তি করিয়া বিশ্বকল্যাণের কথা যাহারা বলেন তাহারা নিজের পেটের সুবিধা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতে পারেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সাম্যবাদ অসম্ভব। আত্মাকে কেন্দ্র না করিলে সাম্যবাদ অসম্ভব। আত্ম বিকাশের লক্ষ্যে মানুষ মাত্রই অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সুবিধা লাভ করিবে; ইহাই ঠিক ঠিক সাম্যবাদ। বিষয়সাম্য ও ধনসাম্য জনতাকে ধাপ্পা দিয়া দুষ্ট ও অযোগ্য লোকের রাষ্ট্র ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করার চেষ্টা মাত্র। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অভাবে আত্ম কেন্দ্রীক জীবনের এ সব লক্ষণ এখন খুবই কম মহাপুরুষে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিশ্বের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল লক্ষণ।

১২। যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি। একমাত্র অনাদি পরং ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তাঁহাকে 'সৎও বলা যায় না, অসৎ ও বলা যায় না। তাঁহাকে জানিলে অমৃত লাভ হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মা, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একার্থ বোধক। কিরূপ তত্ত্ব জ্ঞান হইলে আত্ম জ্ঞান হইল তাহা এখন ৬টী শ্লোকে বলা হইবে।

সর্ব্বতঃ পাণি পাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩॥

এখানে আত্মাকে সৎও (চেতনা ও) বলা হয় নাই অসৎ ও (জড়ও) বলা হয় নাই। চণ্ডীতে শক্তিকে সৎ (চেতনা) এবং অসৎ (জড়) এর সমষ্টি বলা হইয়াছে। চণ্ডী ১ম মাহাত্ম্য ৭৮ মন্ত্র দ্রঃ)। তন্ত্র শাস্ত্রে ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্মকে "সৎ চিৎ একং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ "সৎ বা চেতনা একই ব্রহ্ম"। মহানির্ব্বাণতন্ত্রদ্রঃ। (সৎ শব্দ কোন শাস্ত্রে চেতনা অর্থে এবং কোন শাস্ত্রে সূক্ষ্মতম জড় বা শক্তি নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা তত্ত্ব বুঝিতে চাই; কিন্তু শব্দ লইয়া কাটাকাটি করিতে চাই না। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি একই তত্ত্বকে অনেক নামে প্রকাশ করিয়াছেন।)

ইতিপূর্ব্বে বিশ্বরূপ দর্শনে যেরূপ আত্মরূপ দর্শিত হইয়াছিল তাঁহাতে এবং এই জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বে ভেদ আছে। এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম তত্ত্বের এক অংশে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বরূপী "করাল পুরুষ" বিদ্যমান। সেইরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের শান্তি হয় নাই, বরং অর্জ্জুন উহাতে ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে ব্রহ্মতত্ত্বকে "অমৃত" বলা হইয়াছে। আমাদের মতে এখানে উল্লিখিত জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব, শেষ "ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। তবে এখান হইতেই সেই তত্ত্বের উন্মেষের আরম্ভ। ব্রহ্মতত্ত্ব আরও সূক্ষ্মতম। এখানে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের যেরূপ দার্শনিক লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, সাধককে ইঁহাকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এখানে যে সব শ্লোক বলা হইয়াছে উহাতেও ক্রমে ক্রমে গভীর স্তরের আভাষ বিদ্যমান।

১৩। তিনি ব্যাপক হস্ত, তিনি ব্যাপক পদ, তিনি ব্যাপক চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মস্তক, মুখমণ্ডল, শ্রবণ, অবস্থিত। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত আছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইতিপূর্ব্বে এই অধ্যায়েই 'ক্ষেত্র' বা 'জীব' লক্ষণে (শ্লোঃ ৬ দ্রঃ) ইন্দ্রিয় ও চক্ষু কর্ণাদির কথা আছে। এখানেও ব্রহ্মলক্ষণে ইন্দ্রিয় মস্তক ও মুখাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এখন জীব লক্ষণের ইন্দ্রিয়গুলির ও ব্রহ্মলক্ষণের ইন্দ্রিয়গুলির তত্ত্বে ভেদ কি, উহা জানা প্রয়োজন।

সাংখ্যের তত্ত্ব দর্শনের অভ্যাস করিলে এই ভেদ স্পষ্ট করা সহজ। ইন্দ্রিয়গুলি বা যে কোন তত্ত্বেরস্বরূপই ব্যাপক। এই ইন্দ্রিয় বা তত্ত্বগুলি কেবল যন্ত্র বিশেষে থাকে না। ইহা সমস্ত শরীরে এবং মনে ব্যাপক-ভাবে বিদ্যমান। আরও সূক্ষ্মস্তরে ইন্দ্রিয়গুলি অহংকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। অস্মিতা অনুভব কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে ইন্দ্রিয়-গুলি অস্মিতার মধ্যে বিভিন্নরূপ শক্তিক্রিয়ারূপে অবস্থান করিতেছে। অস্মিতার অনুভূতিও ব্যাপক (অবশ্যই আত্মার মতন ব্যাপক নহে)। অনুভূতির ক্রমবিকাশে অস্মিতার কেন্দ্র ভেদ সাধক হইলে জীবাত্মবোধের সীমা অতিক্রম করিবে। জীবক্ষেত্রস্থিত ইন্দ্রিয় আদি তত্ত্ব সকল অহংকে (অস্মিতাকে) কেন্দ্র করিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। আত্মার আশ্রয়েও চক্ষু প্রভৃতির ইন্দ্রিয়শক্তি বিদ্যমান। সেইগুলি অহংকে কেন্দ্র করিয়া ক্রিয়াশীল হইলে উহাদের ব্যাপকত্ব কমিয়া যায়।

জীব জ্ঞান, অস্মিতা জ্ঞান এবং আত্মা সব স্তরেই ইন্দ্রিয়গুলি একই থাকে। জীবজ্ঞানের সীমার মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলি যন্ত্র বিশেষে বিশেষভাবে প্রকাশশীল থাকে। যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়, চক্ষু-যন্ত্রে বিশেষ কার্য্যকরী থাকে। মনের মধ্যে এই চক্ষুই দর্শন শক্তিরূপে থাকে। অন্ধকার গৃহে রাত্রিকালে আমরা চক্ষু দিয়া দিয়াশলাইটী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না, তখন মনে দর্শনশক্তিকে অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া পরিচালিত করে এবং মন স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় বিছানার কোণ হইতে দিয়াশলাইটী উদ্ধার করে। দিয়াশলাইতে কাটী আছে কিনা উহা দেখিবার জন্যও

মন চক্ষুর সাহায্য লয় না দিয়াশলাইটী ঝাকিয়া শব্দ দ্বারা বুঝিয়া লয় দিয়াশলাই এর মধ্যে কাটি আছে কি না। শরীরের মধ্যে চক্ষু ইন্দ্রিয় কেবল যে চক্ষুতে সীমাবদ্ধ ইহা বলা যায় না। ইহা মনের মধ্যে ব্যাপক ভাবে অবস্থিত। সাধকের আত্মবোধ জীবসীমা অতিক্রম করিয়া মনে, চিত্তে ও অহংকারে (অস্মিতায়) প্রতিষ্ঠিত হইলে ইন্দ্রিয়গুলিও বিভিন্ন প্রকারের শক্তিরূপে সেই স্তরে থাকিয়া যায়। প্রত্যেক স্তরেই তাহাদের কার্য্যধারা বিদ্যমান। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে ইন্দ্রিয়গুলি এবং ২৪ তত্ত্বের (সাংখ্যের) সবগুলি থাকে। অহং কেন্দ্র ভেদ হইবার পর তত্ত্বগুলি আত্মার মধ্যে বিভিন্ন শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে।

পানি=হস্ত। ইহাকে গ্রহণ শক্তি, দান শক্তি বা করণ শক্তি বলা যায়! আমরা হাতে একটা বস্তু ধরিতে পারি। কিন্তু গো মহিষগণ হাতে কোন বস্তু ধরিতে পারে না। তাহারা জিহ্বা ও মুখের সাহায্যে গ্রহণ শক্তির কাজ করে। সর্পেরও গ্রহণ শক্তি মুখে বিদ্যমান। গ্রহণ শক্তি কেবল যে হস্তে আছে তাহা নহে, গ্রহণ শক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়ে কিছু না কিছু বিদ্যমান। গ্রহণ শক্তি মনে, বুদ্ধিতেও রহিয়াছে। গ্রহণ শক্তি চিত্তেতে প্রচুর পরিমানে রহিয়াছে বলিয়াই চিত্ত যে কোন ঘটনাকে ধরিয়া রাখে। চিত্তে জন্ম জন্মান্তরের বহু ঘটনাই জমা থাকে। পক্ষীদের গ্রহণ শক্তি ঠোটে এবং কিছুটা পায়ে বিদ্যমান। আমরা যে অঙ্গটাকে গ্রহণ শক্তিরূপে ব্যবহার করি তাহারা সেই সেই অঙ্গকে (ডানা) উড়িবার কার্য্যে ব্যবহার করে। অন্ততঃ বিষ্ণুস্তরের (ক্রমবিকাশ দ্রষ্টব্য) অনুভূতি না থাকিলে এ সব "তত্ত্ব দর্শন" বিচার করা সুবিধাজনক হয় না। আমরা এ সম্বন্ধে এখন খুব মোটামুটী একটু আভাষ দিব মাত্র।

পাদ=গমন শক্তি। গমন শক্তি আমাদের পায়ে বিদ্যমান। গমন শক্তিকে বুদ্ধির কৌশলে আমরা ট্রেণ ও বায়ুযান আবিষ্কারে লাগাইতে পারি। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, গমনশক্তি প্রচুর পরিমানে মনে

রহিয়াছে। পাখীদের গমনশক্তি পাখাতে বিদ্যমান। তাহাদের পাখা আমাদের হাতের সামঞ্জস্য অঙ্গ। সর্পের গমন শক্তি বুকে রহিয়াছে। সর্পের শ্রবণ শক্তি চক্ষুতে বিদ্যমান। পশুদের গমন শক্তি চার পায়ে রহিয়াছে। চার পায়ের দুইখানা আমাদের হাতের মতন কিন্তু অধিকাংশ পশুই হাতের কাজ মুখে করে। সিংহ ব্যাঘ্রাদিগণের হাতের কার্য্য হাত ও মুখে হয়। তাহাদের হাত দুইখানা গ্রহণ এবং গমন উভয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অনেক খঞ্জ ব্যক্তি গমনের কার্য্য হাতে করে।

অক্ষি=দর্শন শক্তি। চক্ষুতে দর্শন শক্তির সর্ব্বাধিক বিকাশ; কিন্তু দর্শন শক্তির বিকাশ মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষে অত্যন্ত বেশী। দর্শন শাস্ত্রে ও দার্শনিকতা সবই দর্শনশক্তির অন্তর মুখিতার কথা মাত্র। আত্মাতে দর্শন শক্তির এত বেশী বিকাশ যে মনে হয় আত্মা মানেই দর্শন শক্তি। দর্শন শক্তি যখন আত্মাতে প্রতিফলিত হয় তখনই আমরা যেকোন তত্ত্বকে বা ইন্দ্রিয়কে আত্মার মধ্যে ব্যাপক ভাবেই অনুভব করিতে পারি।

শিরঃ=মস্তিষ্ক শক্তি। শরীর পরিচালনায় বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি, অহং, জ্ঞান, কর্ত্তৃত্ব, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় সবই মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত। এখানে মস্তিষ্ক শক্তির প্রধান কথা কর্ত্তৃত্ব শক্তি। আত্মাতে এই শক্তি কি ভাবে ব্যাপকরূপে অবস্থান করে ইহা বুঝিতে হইলে অব্যক্ততত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। অহং তত্ত্বের (অস্মিতায়) কর্ত্তৃত্ব শক্তির কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু এই কর্ত্তৃত্ব অজ্ঞানাচ্ছন্ন কর্ত্তৃত্ব।

মুখ=খাদ্য গ্রহণ ও বাক্য প্রকাশ মুখের প্রধান কথা। কিন্তু মুখই খাদ্য গ্রহণ করে, এবং অন্য অঙ্গ করে না, ইহা বলা যায় না। গায়ে তেল বেশী মালিশ করিলে আহার কমিয়া যায় ইহার কারণ শরীরের

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণ ভোক্তৃচ ॥ ১৪ ॥

রোম কূপ আহার গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। ভোজন গ্রহণের কালে চোখ ও কাণ বাঁধিয়া দিলে আহারের রুচি কমিয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় খাদ্য গ্রহণ কেবলই মুখই করে না অন্যান্য অঙ্গও সেই কার্য্যের ভাগ লয়। বোবারা হাত পা নাড়িয়া ভাব প্রকাশ করে। মৌনী সাধুরাও ইসারা ইঙ্গিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের সহায়ক হন। আত্মার সবটাতেই মুখ অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ শক্তি আছে। এ জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধায় নৈবদ্য দান করিলে বা তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি দান করিয়া সুফল পাওয়া যায়। আত্মমগ্ন মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া ব্যপক আত্মাই আত্মতত্ত্বের সব তত্ত্ব প্রশ্নের মীমাংসা করেন।

শ্রুতি=শ্রবণ শক্তি যে ব্যাপক ইহা তো বেতার জগৎই প্রমাণ করিয়াছেন। এখানে একটী শব্দ তরঙ্গ উঠিলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে উহা শ্রবণ করা যায়।

সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি=তিনি সবকে আবরণ দিয়াছেন। ত্বচা আমাদের শরীরের আবরণ রূপে বিদ্যমান। সর্ব্বত্র তাঁহার স্পর্শবোধ বিদ্যমান। আত্মা আকাশের মত সব বস্তুকে আবরণ দিয়া অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞান, যে কোন একটী তত্ত্বকে (ইন্দ্রিয় আদি কে) কেন্দ্র করিয়া কিছুদিন অভ্যাস করিতে হয়। শেষকালে স্পষ্টই বুঝা যায় আত্মায় ব্যাপকভাবে ২৪ই তত্ত্বই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের যে কোনও একটীকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় এবং আত্মজ্ঞান লাভ হইলে যে কোন তত্ত্বকে আত্মার মধ্যে ব্যাপক ভাবে দর্শন করা যায়। প্রত্যেকটী জ্ঞানও কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করিয়া এবং যে কোন তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানানুশীলন কি ভাবে করিতে হয় উহার বিস্তারিত বা সংক্ষেপ আভাষ দিতে হলে অনেক লিখিতে হইবে।

১৪। তাঁহাতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়শক্তি রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাতে কোন

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেবচ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রিয়ই অবস্থিত নয়। তিনি সর্ব্বাধার, কিন্তু নির্লিপ্ত। তিনি নির্গুণ কিন্তু ত্রিগুণের ভোক্তা॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে বেশ স্পষ্টভাবে দুইটা স্তরের কথা বলা হইয়াছে। একটা সগুণ ব্রহ্ম এবং অপর একটী নির্গুণ ব্রহ্ম। একটী স্তরে তিনি সর্কেন্দ্রিয় শক্তি সমন্বিত; আবার আরও সূক্ষ্ম স্তরে তিনি ইন্দ্রিয় শক্তির ক্রিয়া দ্বারা স্পন্দিত নহেন। তিনি সর্ব্বাধার, আবার তাঁহার মধ্যে কোন সৃষ্টির বা স্পন্দনেরই অস্তিত্ব নাই। সগুণ স্তরটী ধরা পড়িলে এবং সেটা ধরিয়া রাখিলে নির্গুণ স্তরেরও অনুভূতি আসিবে। সগুন ব্রহ্মের প্রথম স্তর গণেশ, দ্বিতীয় সূর্য্য, তৃতীয় বিষ্ণু; এ পর্য্যন্ত অহং ও মোহ থাকে। ইহার পরের স্তরে শিব; ইনিও সগুণ ব্রহ্ম, এখানে অহং থাকে না। ইহার পর শক্তিস্তর; এখানে অহং ও মোহ তো থাকেই না, অসুরের উপর দুর্ব্বলতাও থাকে না। ইনিও সগুণ ব্রহ্ম। এখানের কথাই এই স্তরের লক্ষ্য। এই সগুণ ব্রহ্মের শেষ স্তরে কিভাবে নির্গুণ চেতনা অবস্থিত সে সম্বন্ধে কিছু আভাষ ক্রম বিকাশে দেখুন।

১৫। তিনি ভূতের বাহিরে এবং অন্তরে বিদ্যমান, তিনি চর এবং অচর। তিনি অতীব সূক্ষ্ম, এজন্য তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি দূরে এবং তিনি অতি নিকটে॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু স্তরের অনুভূতিতে তাঁহাকে অন্তরে ও বাহিরে মনে হইবে। কারণ এ সব স্তরে দেহাত্মাবোধ কিছু কিছু থাকে। শিবস্তরের অনুভূতিতে অন্তর-বাহ্য জ্ঞান ফোটে না। শক্তি স্তরের প্রকাশেও অন্তর-বাহ্য বোধ থাকে না। ইঁহারা সবই

সগুণ ব্রহ্ম। এই সব স্তরেই স্পন্দন বা ক্রিয়া রহিয়াছে। এ জন্য এসব স্তর "চর"—নামে খ্যাত, এই সব স্তরের পরে অচল বা নিশ্চল ব্রহ্মের বিকাশ হয়। নিশ্চল ব্রহ্ম মানে ইহা নহে যে তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোন স্থানে নিশ্চল রূপে আছেন। তিনি ব্যাপক; এই ব্যপকত্ব যখন স্পন্দনহীন হইয়া ধরা দেন, তখনই তিনি ঠিক ঠিক ব্যাপক। তিনিই একাধারে স্পন্দনময় পরমেশ্বর এবং তিনিই নিস্পন্দ ও নির্গুণ ব্রহ্ম।

গণেশ স্তর সাধককে বিষয়জগৎ হইতে অনাশক্ত করে। সূর্য্য ও বিষ্ণু অত্যন্ত ভালবাসাময় স্তর। সূর্য্য স্তরের ভালবাসা হইতেও বিষ্ণু স্তরের ভালবাসা গভীর। এই ভালবাসা আত্মারই ভালবাসা। স্থুল সম্বন্ধে ইহারই লীলা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু মানুষ ভালবাসার মধ্যস্থিত আত্মাকে জানে না। এজন্য স্বামী-স্ত্রী, পিতা, পুত্র, কন্যা, বন্ধু বান্ধবগণ ভালবাসায় আঘাত পায় এবং ক্ষত বিক্ষত হয়। ক্রমে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর সাধকের সব ভালবাসাই আত্মায় অর্পিত হয়। গণেশ (বুদ্ধি) দ্বারা আত্মার অনুভূতি। ইহা ৫ কলার অনুভূতি। ভালবাসার দ্বারা অনুভূতি হইলে আত্মার ৬, ৭ কলার অনুভব হয়। শিবে (শান্তিতে) ৮ কলা। শক্তি স্তরে (তেজস্বীতায়) ষোড়শ কলা। আজকাল আত্মাকে ভালবাসিয়া একদিন মানুষ কাপুরুষ হইতেছেন! ইহার কারণ ইহারা ঈশ্বরকে ব্রহ্মনাড়ীতে দেখেন না। চিত্রকারের মূর্ত্তিকে ইহারা ঈশ্বর মনে করেন। কাজেই ঈশ্বরীয় কোন গুণই এ সব ভক্তে প্রতিফলিত হয় না। কেহ মনে করিবেন না যে আমরা মূর্ত্তিবাদ বিরোধ করিতেছি। আমরা মূর্ত্তি বিরোধ করি না। বরং সমর্থন করি। ঈশ্বরকে ব্রহ্মনাড়ীরূপে না দেখিলে আত্মপুষ্টি কম হয়। খুব ভালবাসিলেই আত্মা নিকটে অনুভূত হন। আবার ভালবাসা আত্মাতে না হইয়া লৌকিক বস্তুতে হইলেই মানুষ দুঃখ পায় এবং ক্ষতবিক্ষত

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তদ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৭॥

হয় অর্থাৎ আত্মা দূরে হইয়া যান। আত্মাকে শান্তি, জ্ঞান ভালবাসা, প্রভৃতির মধ্য দিয়াই পাইতে হয়।

১৬। তিনি জীবগণের সঙ্গে অবিভক্ত ভাবে অবস্থিত। আবার তিনি জীবগণ হইতে নিরালা। তাঁহাকে জীবগণের রক্ষক, সৃষ্টি কারক এবং প্রলয় কারক জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সব স্থানেই দেখা যাইবে, সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণব্রহ্ম-রূপে জ্ঞেয় ব্রহ্মের কথা বলা যাইতেছে। সগুণ ব্রহ্মই নির্গুণ রূপে প্রকাশিত হন। এবং কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির রূপ উদ্ভাসিত করে।

১৭। তিনি অনন্ত জ্ঞানময়, তিনি অজ্ঞান অন্ধকার হইতে পরপারে (অনেক দূর)। তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানগম্য এবং তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিশ্বরূপে আত্মার যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল এখানের আত্মার স্বরূপ কিন্তু সেইরূপ নয়। এই তত্ত্ব অব্যক্ত অন্ধকার পরপার স্থিত পরমাত্মার তত্ত্ব (ক্রম বিকাশের অব্যক্ত ও পুরুষোত্তম দেখুন)। সকলের হৃদয়ের থাকা মানে ব্রহ্ম নাড়ীতে থাকা বুঝায়। ব্রহ্ম নাড়ীতে অবস্থিত সব মর্ম্মতেই তিনি প্রকাশিত আছেন। মূলাধার হইতে সহস্রারের সব কেন্দ্রেই তিনি অবস্থিত। সব মর্ম্মেই তিনি প্রস্ফুটিত। তবে জ্ঞান ভিন্ন তাহাকে জানা যায় না। 'অহং গ্রন্থি ভেদের পর জ্ঞানের ঠিক ঠিক প্রকাশ হয়। (ক্রম বিকাশ দ্রঃ)

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

১৮। এই ভাবে আমি ক্ষেত্র লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ, জ্ঞেয় লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণণা করিলাম। আত্মার (আমার) ভক্তগণ ইহা জানিয়া (আমার) আত্মার ভাব লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জীবভাব ও আত্ম ভাবের ভেদ না বুঝিয়া এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝা যাইবে না। দেহাত্ম বুদ্ধি সম্মত জীব ভাব এবং দেহ, মন, বিজ্ঞান সহ আত্মভাব এক নহে। তুমি নিজেকে দেহাত্ম বুদ্ধির গণ্ডিস্থিত জীবই ভাব বা আত্মার আশ্রিত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ও শরীর সমষ্টিভূত জীবই ভাব, তোমাতে শরীর ও আত্মা দুই বিদ্যমান। তুমি নিজেকে শরীর জানিলে আত্মভাব জানিবে না। কিন্তু যদি তুমি নিজকে আত্মা জানো তবে তোমার বুদ্ধি, কর্ম্ম, এবং জ্ঞান অন্যরূপ হইবে এবং তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভাবটী জানিতে পারিবে। প্রধান কথা, আত্মভাবে বা ব্রহ্মনাড়ীরূপে নিজেকে কিছু দিন ধ্যান করিয়া গীতার অনুশীলনকরা কর্ত্তব্য। যাহারা নাস্তিকবাদী তাহারাও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিবেন কারণ ব্রহ্মনাড়ী হইতেছেন শরীর মধ্যস্থিত সমস্ত শক্তির কেন্দ্রস্থান।

১৯। হে মহাবাহো! প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি জানিবে। ত্রিগুণের বিকাররূপী সৃষ্টিকে প্রকৃতি-সম্ভব জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। প্রকৃতি, পুরুষ ও সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশে দ্রষ্টব্য। প্রকৃতি, বিকার, ভোক্তা পুরুষ ও পরম পুরুষ

কার্য্য কারণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতু রুচ্যতে ॥ ২০ ॥

এই চারটী তত্ত্বের স্পষ্ট আভাস জানিলে এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝা যাইবে। ৪টী শ্লোকে প্রকৃতি ও পুরুষকে বুঝানো হইয়াছে। আমরাও ধীরে ধীরে মর্ম্মভেদ করিব।

২০। কার্য্য, কারণ এবং কর্তৃত্বে প্রকৃতিকে কারণ (মূল) বলা হইয়াছে। সুখ ও দুঃখভোগের হেতু পুরুষ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কার্য্য কি? সৃষ্টির কার্য্যই কার্য্য। সৃষ্টির কারণই কারণ। এবং সৃষ্টির কর্তৃত্বই এখানে কর্তৃত্ব। সৃষ্টি কিভাবে পরা প্রকৃতির স্তরের অষ্ট শক্তিদ্বারা ক্রমে বিবর্ত্তিত হয়, এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ক্রমবিকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। সৃষ্টির এই ক্রমবিকাশের কারণ প্রকৃতি অর্থাৎ অষ্ট পরাশক্তি। এখানে পুরুষকে সুখ ও দুঃখ ভোগের হেতু বলা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, এই পুরুষ কে? এই পুরুষ কিন্তু পরম পুরুষ নহেন। পরম পুরুষ সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন না। পরম পুরুষ মহতে প্রতিবিম্বিত হন, ফলে জীব-বীজ সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবিম্বিত পুরুষই সুখ দুঃখের ভোক্তা। এই প্রতি-বিম্বিত পুরুষের অন্তরালে দেহ মধ্যেই পরম পুরুষও রহিয়াছেন। তিনি সুখ দুঃখ ভোগ করেন না। তিনিই পুরুষোত্তম। সুখ দুঃখের ভোক্তা পুরুষের অন্তরালে পরম পুরুষ থাকিলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়! ভোক্তা পুরুষ কিন্তু বহু। কোটী কোটী ভোক্তা পুরুষের কেন্দ্রস্থ এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ আছেন। প্রতিবিম্বিত পুরুষ জীবের অজ্ঞানাচ্ছন্ন 'অহং'। জ্ঞানের বিকাশে এই অজ্ঞান গ্রন্থী ভেদ হইলে এই "অহং বীজ" দগ্ধ বীজবৎ হইয়া যান। এঁর আর জন্ম হয় না। প্রতিবিম্বের আর অস্তিত্বই বা কি? যাহা হউক প্রকৃতিই সৃষ্টি কার্য্যের কারণ, সৃষ্টির

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু ॥ ২১ ॥

নিমিত্তের কারণ এবং সৃষ্টিকার্য্যের কর্ত্তা। পরম পুরুষ ইহার কোনটাতেই থাকেন না। এই তো মূল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এবার বিকৃতি সৃষ্টির গোড়ার কথাও ধরা যাক, যাহা ২০শ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই বিকৃতি সৃষ্টির কর্ত্তাও প্রকৃতি। পরম পুরুষ তো বিকৃতি সৃষ্টির মূলে নাই-ই প্রতিবিম্ব পুরুষও বিকৃতি সৃষ্টির কোন কার্য্য করেন না। তবে প্রতিবিম্বিত পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ করেন। প্রতিবিম্বিত পুরুষ নিজের অজ্ঞানতা গ্রন্থি (অহং গ্রন্থী) ছিন্ন হইবার পর প্রকৃতির সব কার্য্য ধারাই জানিতে পারেন। তখন তিনি আর প্রকৃতির গুণের অধীন থাকেন না এবং কোন সুখ দুঃখও ভোগ করেন না। এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট কথা শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন। পাঠক ভাল ভবে ক্রমবিকাশ পাঠ করুণ।

২১। প্রকৃতিস্থ পুরুষই প্রকৃতিজাত গুণ সকল ভোগ করেন এই গুণসঙ্গের কারণ তিনি সদ্ বা অসদ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে প্রকৃতিস্থ পুরুষ মানে প্রতিবিম্বিত পুরুষ। এই পুরুষই প্রকৃতিস্থ সত্ত্ব (জ্ঞান), রজঃ (কর্ম্ম) তমঃ (অজ্ঞান অর্থাৎ বিষয় ভোগ) ভোগ করেন এবং ইহার ফলে সদ্ ও অসৎ যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি জ্ঞানের ভোক্তা তিনি উত্তম কূলে যান, যিনি রজঃগুণের ভোক্তা তিনি কর্ম্মীকূলে (ক্ষত্রিয় বৈশ্য) যান। যিনি তমঃগুণ ভোগ করেন তিনি মূর্খ কূলে যান। অথবা যিনি যেমন ভোগ করেন তিনি তেমন উপাদান সহ জন্ম গ্রহণ করেন। অথবা যিনি যেমন অনুশীলন করেন তিনি তেমন হইয়া যান। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে পরমপুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির কোনও প্রকার গুণ ভোগেরই

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন পুরুষঃ পরঃ॥ ২২॥

সম্বন্ধ নাই। তিনি সদা নিরালা, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি নিজের ভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন; আবার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন। অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত স্তরের বিভিন্ন ধামে সৃষ্টি বিকশিত হয়। আবার ব্যক্ত হইতে ধীরে ধীরে প্রলয়ের পথে সৃষ্টিটা অব্যক্তের দিকে যায়। সৃষ্টির এই ব্যক্তও অব্যক্ত গতির পর পারে পরমপুরুষ ও পরা প্রকৃতির স্তর। পরা প্রকৃতি এই স্তরে অষ্টশক্তিরূপে অবস্থিতা। এই আট শক্তির সাম্যাবস্থাই পরম পুরুষ। এই পরম পুরুষের প্রতিবিম্ব মহৎ এ পতিত হইয়া জীববীজ হয়। এই বীজরূপী জীবই জীবাত্মা। এই জীবাত্মাগণ একই পরম পুরুষ ও পরা প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকিয়া ভোক্তা পুরুষ। এই ভোক্তা পুরুষের জন্ম জন্মান্তর ভোগ হয়। ভোক্তা পুরুষ জন্ম জন্মান্তর ভোগ করিলেও পরমপুরুষ হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন নহেন। আবার যেহেতু পরম পুরুষ এই ভোক্তা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র এ জন্য তিনি জীবদেহে থাকিয়া উপদ্রষ্টা, অনুমতি দাতা, ভোক্তা ও ভর্ত্তা; তিনি আবার মহেশ্বর এবং পরামাত্মা। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকে আরও স্পষ্ট বলিতেছেন।

২২। এই দেহে অবস্থিত থাকিয়াই সে পরম পুরুষ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ভর্ত্তা ও ভোক্তা এবং এই দেহেই তিনি মহেশ্বর ও পরমাত্মা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এবার ভাল ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক বুঝিতে পারিবেন। মানব শরীরস্থিত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রও কিছুটা বুঝিতে পারিবেন। তিনি একাধারে সাধারণ জীব এবং পরম পুরুষ পুরুষোত্তম। যে কোন জীব একাধারে সাধারণ জীব এবং তিনিই বিকাশের চরম স্তরে পরম পুরুষ পুরুষোত্তম। জীব এক কলায় বৃক্ষ,

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে॥ ২৩॥

দুই কলায় কৃমী কীট, তিন কলায় পক্ষী, ৪ কলায় পশু, ৪ • কলায় সাধারণ মানুষ, ৫ কলায় গণেশ স্তরের মানুষ। ৬ কলায় সূর্য্যস্তরের মানুষ, ৭ কলায় বিষ্ণু স্তরের মানুষ, ৮ কলায় ঋষি এবং জ্ঞানী, ৯ হইতে ১৪ কলায় অবতার কলার মানুষ।

২৩। যিনি এই পুরুষ এবং প্রকৃতিকে ত্রিগুণের সহিত জানিতে পারেন, তিনি যে কোন অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তাঁহার আর জন্ম হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তুমি যুদ্ধ কর, কর্ম্ম কর বা ধ্যান কর অথবা অন্য কোন অবস্থাই থাক না এই ভাবে পুরুষ জ্ঞান ও প্রকৃতি জ্ঞান তোমার হওয়া প্রয়োজন। কি পথে এই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে সে কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিবেন। ত্রিগুণ বিচার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ একটী অধ্যায় পরে বলিতেছেন। কাজেই এখন আমরাও ঐ স্থলে আলোচনা করিব। পাঠক জানিয়ে রাখুন শুধু যোগধ্যায়নই আত্মজ্ঞান নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়শ্রমও আত্মজ্ঞানের অবলম্বন। এই ভাবেও প্রকৃতি জ্ঞান লাভের পর সাধক আপন ও সমাজ কল্যাণের ঠিক ঠিক বিজ্ঞান বুঝিতে পারেন। কি ভাবে এই সব উন্নত স্তরের মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় স্থান দিতে হইবে ইহা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র প্রবর্ত্তকগণ জানিতেন। রাজকুমারগণকে বাল্যকাল অবধি ঋষির তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচার্য্য নিয়মে গড়িয়া তোলা এবং পঞ্চায়েৎ রাষ্ট্রে ঋষির স্থান উচ্চ করিয়া দেওয়া, এবংরাজা ও ঋষির কর্তৃত্বকে প্রধান মানিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করা রূপ রাষ্ট্রবাদই যে শ্রেষ্ঠ ইহা বিশ্ব শীঘ্রই বুঝিবেন।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতি পরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥

২৪। কেহ ধ্যানদ্বারা আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করেন। কেহ কেহ আত্মাদ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। অন্যান্যগণ সাংখ্য যোগদ্বারা দর্শন, কেহ কর্ম্মযোগদ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মদর্শনের এ সব বিখ্যাত পথ। যাঁহারা কর্ম্মযোগের পথে আত্মাকে বুঝিতে চাহেন তাঁহারা ক্রমবিকাশ পাঠ করুন। সাত্ত্বিক কর্ম্মযোগী ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরাজস কর্ম্মযোগী ক্ষত্রিয়, রজঃ তামস কর্ম্মযোগী বৈশ্য, তামস কর্ম্মযোগী শূদ্র এবং তমঃপ্রধান রাজস কর্ম্মী অসুর। নিম্ন শিবস্তরের কর্ম্মী, গণেশ স্তরের কর্ম্মী, সূর্য্য স্তরের কর্ম্মী, বিষ্ণু স্তরের কর্ম্মী, উন্নত শিব স্তরের কর্ম্মী এবং শক্তি স্তরের কর্ম্মী, এঁরা সকলেই স্বাভাবিক বিকাশে বিকশিত কর্ম্মী। আসুরিকগণ ও অপুষ্ট আসুরিকগণ আত্মকল্যাণ ও সমাজ কল্যাণের প্রতিকূল। চার প্রকার বৃত্তির মধ্যে কি ভাবে অসুরবাদীগণ পরিপুষ্ট হন এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা "শক্তিশালী সমাজে" দ্রষ্টব্য। অসুর বিকাশের নীতি ত্যাগ করিলে মানব ধীরে ধীরে আত্মার অনুকূল কর্ম্ম আত্মার উপাসনা ও আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন। আসুরিকগণ আত্মবিকাশের পথে কণ্টক স্বরূপ। ইহা গীতার অনেক স্থানেই স্পষ্ট বলা হইয়াছে।

২৫। কেহ কেহ আবার এ সব উপায় জানেন না, তাঁহারা অন্যের নিকট (তত্ত্বদর্শীগুরুর নিকট) শ্রবণ করিয়া আত্মার উপাসনা করেন। তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। হিন্দুধর্ম্মের বহু শাখার কথা শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে বলিয়াছেন এখানেও উচ্চ দার্শনিকতা ও জ্ঞানের উচ্চ উচ্চ মার্গের কথা বলিতেছেন। এ সব মার্গের মূল কথা আসুরিক ভাবকে বুঝিয়া উহা ত্যাগ করা বা উহার বিরোধ করা এবং আত্মধ্যানের পথকে গ্রহণ করা। তাহা হইলে সকলেই একই স্থান লাভ করিবেন। অসুরবাদ, দুর্ব্বলবাদ এবং শক্তিবাদ বিচার না করিয়া সব মতবাদকে এক বলিয়া গ্রহণ করা ভয়ঙ্কর মূর্খতার লক্ষণ। শক্তিবাদীরা ঐ সব মূর্খগণ হইতে সাবধান থাকিবেন। অসুরবাদকে ভিত্তি করিয়া বিকাশ কিছুতেই ৭॥• কলার স্তর (অস্মিতা) অতিক্রম করে না।

২৬। ভরতর্ষভ। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির নিয়মকে খুব ভাল ভাবে বুঝাইবার নীতি দেখাইতেছেন। শরীর তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া তিনি শরীরস্থিত আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন এবং শুদ্ধ আত্মা ভিন্ন শরীরস্থিত অন্নময় প্রাণময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ ও উহাদের ক্রিয়া গুলিকে তিনি প্রকৃতি মধ্যে ফেলিয়াছেন। আনন্দময় কোষকে আমরা ক্রম-বিকাশে শক্তিস্তর বলিয়াছি। এই স্তরের সঙ্গে বিশুদ্ধ চেতনা বা আত্মার সংযোগে কি ভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরগুলি সৃষ্ট হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রম বিকাশ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব বা পুরুষ তত্ত্ব এবং প্রকৃতি তত্ত্ব বা ক্ষেত্র তত্ত্ব সব কিছুর জ্ঞানই শরীরকে কেন্দ্র করিয়া ভাল ভাবে বুঝিতে হয়।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

২৭। সমস্ত ভূতে পরমেশ্বর সমান ভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি সব বিনাশী বস্তুর মধ্যে অবিনাশী ঈশ্বর। যিনি তাঁহাকে এইরূপ দেখেন তিনিই সত্য দ্রষ্টা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে বিনাশী বস্তুর মধ্যে আত্মাকে অবিনাশী বলা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে বিনাশী বস্তু কি? জীব ও জগতের মূল উপাদান সৎ এবং চিৎ। জড় অর্থাৎ বস্তুর সূক্ষ্মতম পরিণতির নাম "সৎ"। এই 'সৎ' সত্ত্বা অবিনাশী। বিশুদ্ধ চিৎ অর্থাৎ চেতনার নাম চিৎ সত্ত্বা। এই চিৎ 'সত্ত্বা ও অবিনাশী। এই চিৎ সত্ত্বার বিকার নাই। ইনি সদা একরূপ। 'সৎ' সত্ত্বার স্থূলতম পরিণতি আছে এবং স্থূল 'সৎ' সত্বার সূক্ষ্মতম পরিণতি হয়। সৎ এর এইরূপ দুই প্রকার পরিণতিকেই বিনাশ বলা হইয়াছে। 'চিৎ' এর কোন পরিণতি হয় না। একটা বৃক্ষস্থিত বিশুদ্ধ আত্মার সঙ্গে বুদ্ধের বিশুদ্ধ আত্মার কোনই ভেদ নাই। "সৎ এবং চিৎ" তত্ত্বতঃ এক। এই তত্ত্ব বুঝিলে চরম তত্ত্বজ্ঞান জানা হইল। ব্রহ্মমন্ত্রে এইজন্যই "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। এই চরম ও পরম তত্ত্ব না জানিলে, বিনাশের মধ্যে অবিনাশী তত্ত্বকে জানা হয় না। চরম তত্ত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে কতগুলি মূল্যবান লক্ষণ পরবর্ত্তী আরও শ্লোকে বলিতেছেন।

২৮। যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে ঈশ্বরকে দেখেন তিনি আত্মা যে আত্মাকে হনন করেন না ইহাও দেখিতে পান এবং ইহার ফলে তিনি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তদাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ২৯॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। কর্ম্মের পথে সমাজ রক্ষা ও আত্মরক্ষা এবং সকলের বিকাশের পথ মুক্ত রাখা এবং নিজের বিকাশের পথ নিষ্কণ্টক রাখা মানবের স্বভাবজ প্রকৃতি। অসুরগণ ইহার বিপরীত করেন। তাহারা নিজেদের বিকাশ পথ রুদ্ধ করেন এবং গুণ্ডামী ও অবিচার দ্বারা সমাজের বহু লোকের বিকাশ পথ কণ্টকিত করেন। অসুর নাশ ভিন্ন বিকাশ পথ কিছুতেই মুক্ত রাখা যায় না। দুর্ব্বলবাদীতার অবলম্বনে অসুর তোষণ দ্বারা কোন ফল হয় না, কারণ অসুর কিছুতেই আসুরিকতা ত্যাগ করে না। কাহার ও মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হয় না। এবং অসুরবাদ নাশের জন্য অস্ত্র ধারণও আত্মদর্শনের নীতিকে আহত করে না। এই কথা শ্রীকৃষ্ণ খুব স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিলেন। আত্মজ্ঞ পুরুষে যদি অসুর তোষণ দেখা দেয় তবে সেটা তাঁহার আত্মজ্ঞানের লক্ষণ নহে, এ কথার উপর গীতা বিশেষ জোর দিতেছেন।

২৯। প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়; এবং আত্মা সদাই অকর্ত্তা, যিনি এইরূপ দেখেন তিনিই ঠিক ঠিক আত্ম দ্রষ্টা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। প্রকৃতির ক্রিয়া বিস্তার পূর্ব্বক বুঝিতে হইলে গীতার শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। আত্মাকে জীবনের কেন্দ্র করিলে একজনের প্রকৃতি কিরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিবে এবং "অজ্ঞান অহং" কে জীবনের কেন্দ্র করিলে একজনের প্রকৃতি কিরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিবে, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা গীতার মধ্যে আমরা দেখাইয়াছি। অসুরগণ কোন মানবে বা কোন বস্তুতে আত্মভাব সহ্য করিতে পারে না। সতীর সতীত্ব ও নারীর মর্য্যাদা ইহারা কখনও দান করিতে পারে না। ইহাদের

যদা ভূত পৃথগ্ ভাব মেকস্থমনুপশ্যতি।
ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

এইরূপ হীন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ইহাদের প্রকৃতিগত স্বভাবে দাঁড়াইয়া যায়। দৈব বিকাশ সম্পন্নগণও এইসব আসুরিক প্রবৃত্তি সহ্য করেন না। ফলে যুদ্ধ হয়। এখানে দেখা যায়, যুদ্ধ হয় দুইটা প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে। আত্মা কিন্তু এই সব প্রকৃতির নিয়মে বশীভূত নহেন। যতদিন শরীর বিদ্যমান ততদিন প্রকৃতির যাহা নিয়ম উহা জীবে থাকিবেই। এইরূপ অবস্থায় কেহ যদি মনে করেন যে অসুরকে প্রশ্রয় দিয়া দুর্ব্বলতা দেখানোই আত্মজ্ঞতার লক্ষণ, তবে তাঁহাকে অসুরেরই গুপ্তচর জানা প্রয়োজন। ইহার ফলে অসুর ভাব প্রবল হয় এবং আত্মবিকাশ কমিয়া যায়। ক্ষুধার তাড়নায় বা সুখের আশায় আমরা কর্ম্ম করি। ক্ষুধার তাড়ণা ও সুখের নেশা দুইই প্রকৃতির কার্য্য। এবং এই জন্য কার্য্য করাও প্রকৃতির কার্য্য। এইভাবেই সমস্ত কর্ম্মে আত্মা সদাই নির্লিপ্ত আছেন। যদি ক্ষুধার তাড়না না থাকে তবে অনেকেরই কর্ম্ম থাকে না আবার সুখের নেশা না থাকিলেও কর্ম্ম থাকে না। বিশুদ্ধ আত্মায় কর্ম্ম নাই; আবার প্রকৃতি ক্ষেত্রে কর্ম্মের শেষ নাই। একই আত্মার আশ্রয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির জীবের মধ্যে সংঘাত হয়। এই সংঘাতে আত্মার কোনই কর্তৃত্ব নাই। বিস্তারিত ২২ শ্লোকে দেখুন।

৩০। যখন পৃথক্ পৃথক্ জীবগণকে একই আত্মায় স্থিত আছেন দেখা যায় এবং একই আত্মা হইতে তাহাদের বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই দ্রষ্টা ব্রহ্মকে লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। একই মূল হইতে আত্মাগণ বিকশিত হইয়া বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া কি ভাবে বিভিন্ন স্বভাবে পরিণত হইয়াছে এ সম্বন্ধে ২২ শ্লোকের ভাষ্য দেখুন।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১ ॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২ ॥

৩১। পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ এবং তিনি অব্যয়। হে কৌন্তেয়! তিনি শরীরস্থ হইলেও তিনি করেন না বা লিপ্তও হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীরের মধ্যে আত্মার এইরূপ স্থিতি অনেক সাধনার পর জানা যায়। দেবাসুর সংগ্রাম যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে। অসুরে অসুরে যুদ্ধও এই বিশ্বে শেষ নাই। কিন্তু এই বিশ্বে এইরূপ আত্মজ্ঞানী দুর্ল্ভ যিনি অসুরের নিকট মাথা নত না করিয়া আত্মজ্ঞানের মহিমা দ্বারা গীতার কর্ম্ম নীতির মহিমা উজ্জ্বল রাখিয়াছেন। আজ ভারতের আকাশ বাতাস দুর্ব্বল বাদীর ভণ্ডামীতে আচ্ছন্ন; যে ভণ্ড সমাজকে অসুরের নিকট মাথা নত করিতে শিক্ষা দেয় সে ভয়ঙ্কর দুরাচারী, কি মহাত্মা, উহার বিচার করা প্রয়োজন।

৩২। যেমন সর্ব্বগত আকাশ সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন কোথাও লিপ্ত হন না; ঠিক সেইরূপ আত্মাও সর্ব্ব দেহগত হইলেও কোথাও লিপ্ত হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে আকাশকে তুলনা মূলক ভাবেই দেখানো হইয়াছে। আকাশ ও শূণ্যবোধ ঠিক এক স্তরের কথা নহে। শূণ্যবোধের স্তরে অবস্থিত হইয়া যতটা বিচার করা যায় তাহাতে আত্মাকে অনেকটা আকাশের মত ব্যাপক ও নির্লিপ্ত মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা এত অল্প বিকাশের স্তর যে ইহা দ্বারা নির্লিপ্ততার আনন্দ পাওয়া অসম্ভব। কাজেই উপমাকে মূল তত্ত্বের সঙ্গে তুল্য বিবেচনা না করাই ভাল।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোক মিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞয়ো রেবমন্তরং জ্ঞান চক্ষুষা।
ভূত প্রকৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

৩৩। হে ভারত! যেমন এক রবি সমস্ত লোককে প্রকাশিত করেন ঠিক সেইরূপ একই আত্মা (ক্ষেত্রী) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। রবি এক, জগৎ অনেক। ক্ষেত্র অনেক অর্থাৎ জীব অনেক ক্ষেত্রী বা আত্মা এক। আকাশ ও সূর্য্যের উপমা দিলেও অন্তর দৃষ্টি ও জ্ঞান চক্ষু দ্বারাই জীবস্বভাব, প্রকৃতিরহস্য ও মোক্ষবিজ্ঞান বুঝিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকে উহাই বলিতেছেন।

৩৪। যাঁহারা অন্তর ও জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা), জীব, প্রকৃতি এবং (প্রকৃতি হইতে জীবের) মোক্ষ জানিতে পারেন তাহারা পরমকে লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা সাধনা ও যোগে প্রবেশ করেন না এবং পাণ্ডিত্য দ্বারা গীতা বুঝিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে গীতার এই অধ্যায় দুর্ভেদ্যই থাকিয়া যাইবে। আমরা গীতাপাঠী মাত্রকেই ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান সহ অন্ততঃ প্রথমিক উপাসনায় প্রবেশ করিতে বলি।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ-ভগবৎ গীতাসু উপনিষদ্সু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগোনাম ত্রয়োদশোঽ ধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "শক্তিবাদ ভাষ্য"।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয় বিভাগ যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১॥

ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্মমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২॥

১। শ্রীভগবান বলিলেন আমি তোমাকে অত্যন্ত উন্নত স্তরের জ্ঞানের কথা বলিব, যে জ্ঞান সমস্ত প্রকার জ্ঞান হইতে উত্তম এবং যাহা জানিয়া মুনিগণ শ্রেষ্ঠ পূর্ণসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব অধ্যায়ের ২২ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সব কথা বলা হইয়াছিল, এ অধ্যায়ে সেই সব কথা বিস্তার পূর্ব্বক বলিবেন। কি ভাবে জীবের সৃষ্টি হয় এবং কি ভাবে জীব বদ্ধ হয়, জীব কি ভাবে জ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করেন, এখানে সে সব কথা বিস্তার পূর্ব্বক আলোচিত হইবে।

২। এই জ্ঞানের আশ্রয় লাভ করিয়া সাধকগণ আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারা কল্পারম্ভে জন্ম গ্রহণ করেন না এবং প্রলয় কালেও বিলীন হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে "মম সাধর্ম্ম্য মাগতাঃ" অর্থাৎ "আমার স্বাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া" বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ হইতেছে "পুরুষোত্তম স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া"। জীবের এক অংশ অহং কেন্দ্র ভেদ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। অহংই

মম যোনি র্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতনাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

জীব বীজ, যাহা পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্বরূপ মহতে প্রতিফলিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। জীবের এক অংশ জীবত্ব; যাহা জীবরূপী অহংকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াশীল। অন্য অংশ জীবত্বের গণ্ডীতে সীমা বদ্ধ নহে। এই উর্দ্ধ অংশস্থিত সবগুলি স্তরের জ্ঞান যাহার হইয়াছে তিনিই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিজের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। গীতার অক্ষর ব্রহ্ম যোগের ২০শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এক সনাতন পুরুষের কথা বলিয়াছেন। এই সনাতন পুরুষ কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হন না।

এই শ্লোকে "সর্গেঽপি নোপ জায়ন্তে" অর্থাৎ "কল্পারম্ভে জন্ম গ্রহণ করেন না" বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের সঙ্গেও অক্ষর ব্রহ্ম যোগের (১৮ শ্লোঃ দ্রঃ) কথার সূত্র রহিয়াছে। সেখানে রাত্র্যাগমে "প্রলয়" ও দিবাগমে "সৃষ্টির" কথা আছে। "রাত্র্যাগমে" (অর্থাৎ কল্পক্ষয়-কালে) প্রলয়, পুরুষোত্তম স্তরে প্রতিষ্ঠিতদের হয় না। দিবাগমে সৃষ্টি তাহাদেরই হয় যাহারা কল্পক্ষয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'অহং' কেন্দ্র ভেদ করিয়া পুরুষোত্তম স্তরে আসেন নাই। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ক্রম বিকাশ তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৩। মহদ্ ব্রহ্ম আত্মার গর্ভ কেন্দ্র। আত্মা তাঁহার গর্ভে গর্ভাধান করেন। ইহার ফলে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পরাপ্রকৃতি হইতে কিভাগে মহৎ তত্ত্ব সৃষ্টি হয়, উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ক্রমবিকাশের তৃতীয় খণ্ডে দেখুন। মহত্তত্ত্বই মহদ্‌ব্রহ্ম। এই মহৎ ব্রহ্মে পুরুষোত্তম প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিবিম্বিত হন, ইহার ফলে জীববীজ সৃষ্টি হয়। এই মহতে পরাপ্রকৃতির বিভিন্ন

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

শক্তি বিবর্ত্তিত হইয়া কি ভাবে পঞ্চতন্মাত্রার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে দেখুন। জীবদেহ ও স্থূল বিশ্বসৃষ্টির উপাদানের সূক্ষ্মতম উপাদানই তন্মাত্রা। এবং জীবের অহংই বীজাবস্থায় পুরুষোত্তম প্রতিবিম্ব, যাহা মহতে প্রতিফলিত হয়।

৪। হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে বিভিন্ন প্রকার আকৃতির সৃষ্টি দেখিতেছ তাহাদের সকলের উৎপত্তিস্থান মহদ্ ব্রহ্ম এবং আমি (পুরুষোত্তম) তাহাদের বীজদাতা পিতা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মহতে জীব বীজ সৃষ্টির কথা ক্রম বিকাশে দেখুন। এবং বিভিন্ন কলায় প্রতিবিম্বিত বীজ কি ভাবে বিভিন্ন প্রকারের জীব হয় সে স্তরের বিস্তারিত আলোচনা ক্রম বিকাশে আলোচিত হইয়াছে। সে সব বীজগুলিই নিজ নিজ কলার শক্তি অনুসারে বিভিন্ন স্তরের জীবের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে। মহতে প্রতিবিম্বিত জীব বীজগুলির কিছুটা মানস সৃষ্টির নিয়মে প্রথম ব্রহ্মার ইচ্ছা শক্তিতে এই বিশ্বে সৃষ্টি হয়। পরে মৈথুনিক সৃষ্টিতে সৃষ্টি হয়। নানা পথে জীব বীজগুলির বিশ্বে উৎপন্ন হইবার পথ খোলা আছে।

৫। হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটী গুণ আছে। তাহারা অব্যয় দেহীকে দেহেতে আবদ্ধ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। প্রকৃতি আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করেন, ইহা সত্য কথা কিন্তু প্রকৃতিই আত্মাকে মুক্ত করিয়া দিবারও পথ করেন। তিন গুণের ক্রিয়া জীবের শরীরে, প্রাণে, মনে, বুদ্ধিতে, চিত্ত ও অহংকারে অত্যন্ত জটীল ও বিচিত্র গতিতে ক্রিয়া করিতে থাকে। মনের সাত্ত্বিকতার সময় হয় তো বুদ্ধিক্ষেত্রে রাজস ক্রিয়া দেখা দিল। বুদ্ধির সাত্ত্বিকতার সময় হয় তো চিত্তে তামসিকতা দেখা দিল। এ সব বহু কারণে প্রত্যেকটী জীবের প্রকৃতি জটীল হইতে জটীলতর হইয়া উঠিতেছে বা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এইরূপ নানা প্রকার জটীলতায় মানব সদাই প্রকৃতির নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত। প্রকৃতির এই জটীল নিষ্পেষণ অতিক্রম করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান ও নিশ্চিন্ততার অভ্যাস করা প্রয়োজন। কি ভাবে প্রকৃতির এই নিষ্পেষণ চক্র এক গুণকে অতিক্রম করিয়া অন্যগুণকে শক্তিশালী করে সে সম্বন্ধে আলোচনা এই অধ্যায়ে আছে। প্রকৃতির ক্রিয়াশীল হইবার অনেক ঘাটী রহিয়াছে। এক সময়েই কোন ঘটিতে সত্ত্ব, কোনটায় রজঃ কোনটায় তমঃ প্রবল হয়।

প্রকৃতি কি ? ইহার এক কথায় উত্তর "আত্মার ক্রিয়া শীলতাই প্রকৃতি"। আবার অন্য কথায় আত্মার "নিষ্ক্রীয়তাই পুরুষ"। আত্মা "সৎ চিৎ একং ব্রহ্ম"। অর্থাৎ "সৎ এবং চিৎ একই ব্রহ্ম"। সৎই প্রকৃতি। প্রকৃতি বিভিন্ন স্তরে নিজের রূপকে বদলায়। কিন্তু এই বদলাইবার পথে তাহার সীমা আছে। ইহার একদিকে ক্রিয়াত্মক শক্তি কণা এবং অন্যদিকে জড়াত্মক বিশ্ব। প্রকৃতি এই উভয় বিধ ক্রিয়ার ক্রিয়াশীল তত্ত্ব। আমাদের মতে ইহা আত্মারই এক অংশ। প্রকৃতি সূক্ষ্মতম স্তরে আট মূল শক্তিতে পরিণত হন। বিস্তারিত ক্রম বিকাশে দেখুন। জীবের মধ্যে চেতনাই—পুরুষ। জীবের দেহ, প্রাণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহং, জ্ঞান (মহৎ), কর্ত্তৃত্ব (অব্যক্ত) সবই প্রকৃতি।

এই সব প্রকৃতির ক্ষেত্রগুলিকে পরিচালিত করিবার জন্ম প্রত্যেক স্তরেই প্রকৃতির মধ্যে ত্রিবিধ ক্রিয়াধারা আছে, ইহারাই ত্রিগুণ। প্রকৃতি, বিকৃতি ও ত্রিগুণের কার্য্য ধারা বুঝিতে চেষ্টা করিলে মানুষের মাথার চুল পাকিয়া যাইবে। কাজেই ব্রহ্ম নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া স্থিরতার সন্ধানে আত্মধ্যানই শ্রেয়ঃ। আত্মার ক্রিয়াশীলতাই শান্তির পরিপন্থী এবং নিষ্ক্রীয়তাই শ্রেয়ঃ। আমরা ব্রহ্ম নাড়ীই যে আত্মা এ কথা অনেক স্থানে বলিয়াছি। ইহার এক প্রান্ত মূলাধারে এবং অন্ত প্রান্ত মস্তিষ্কের ব্রহ্ম রন্ধ্রে বিদ্যমান। ব্রহ্ম নাড়ী বুঝিতে হইলে পাঠকের ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগ পাঠ করা প্রয়োজন। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না পথ অবস্থিত। এই পথে বজ্রা প্রবাহিত হইলে সুষুম্নার পথ খুলিয়া যায়। বজ্রা সুষুম্নাকে ভেদ করিলে চিত্রিণী নাড়ী উদ্ভাসিত হয়। চিত্রিণীর কেন্দ্র স্থলে ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যমান। এই ব্রহ্মনাড়ীই নির্গুণ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া মূলাধার আদি চক্র কেন্দ্র ও বহু নাড়ী অবস্থিত। এই নাড়ীগুলির অনেকগুলি উর্দ্ধ মুখী গতি সম্পন্ন এবং অনেকগুলি নিম্নমুখী গতি সম্পন্ন। এ সব উর্দ্ধ এবং নিম্ন গতিসম্পন্ন নাড়ীগুলি আমাদের শরীর, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান আদির সমস্ত প্রকার ক্রিয়াকে পরিচালিত করে। এই সব নাড়ীতে যে সব ক্রিয়া ধারা প্রবাহিত হয় ইহারাই প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের ক্রিয়া। ব্রহ্ম নাড়ীর সঙ্গে এ সব ক্রিয়ার সংযোগ আছে। কিন্তু ব্রহ্মনাড়ী নিজে স্থির ও নির্গুণ আত্মা। আমরা আত্মার এক অংশকে নির্গুণ এবং অন্ত অংশকে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াছি। শাস্ত্রও সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ আছে "মাতরিশ্বা দধাতি"। (ঈশোপনিষদ্)। যোগ পথ ও নাড়ীদ্বারা এ সব তত্ত্বের মীমাংসা না করিয়া যদি দার্শনিকতার ভিত্তিতে আলোচনা করা যায় তবেই সুন্দর হয়। নাড়ীগুলির অনুভূতিই দার্শনিকতা।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম সঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

অনুভূতিকে ভিত্তি না করিয়া নাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা করিলে অনেক স্থলেই আলোচনা কাল্পনিক হইয়া যায়। ক্রিয়াশীলতার তিনটী প্রধান প্রকার ভেদ পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন।

৬। সেই তিনটী গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া অনাময় আত্মাকে প্রকাশ করেন। হে অনঘ! ইহা সাধককে সুখের সঙ্গে এবং জ্ঞানের সঙ্গে আবদ্ধ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সত্ত্বগুণের ক্রিয়ার ক্ষেত্র শিবস্তরে বেশী। সময় সময় শিব স্তর হইতে এই ধারা আসিয়া বিষ্ণু, সূর্য্য, মন, প্রাণ ও শরীরকে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। এই জন্যই প্রকৃতির রহস্য বেশী বুঝিবার দিকে ঝোক না দিয়া ব্রহ্ম নাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া সাধনা ও শান্তি বৃদ্ধির দিকে মন দিতে হয়। ব্রহ্মনাড়ীকে ধ্যান করিবে, মন, ফাকা রাখিবে এবং ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্দ্ধ প্রান্ত হইতে শান্তিময় শিবধারা কি ভাবে নামিয়া আসিতেছে, উহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে। সত্ত্বগুণের ক্রিয়া সব সময়ই শিবস্তরে বিদ্যমান। অনুশীলন না করিলে ইহার প্রবাহ সর্ব্বদা পাওয়া যায় না।

৭। হে কৌন্তেয়! রজোগুণকে অনুরাগময় জানিবে। ইহা হইতে তৃষ্ণা ও আসক্তির বিকাশ হয়। এই জন্যই রজো দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। রজোগুণের কেন্দ্র হৃদয়। ভালবাসা ও আসক্তির টান যাঁহারা বুঝেন নাই তাঁদের এই গুণটীর শক্তি বুঝিবেন না। হৃদয়

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্ব দেহিনাম্।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

হইতে যে সব নাড়ী মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে, সেইগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পাঠক ক্রমবিকাশের ৪র্থ খণ্ডে দেখুন। এই সব নাড়ীই রজোগুণের প্রবাহে রঞ্জিত হয়। মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধ প্রান্তস্থিত নাড়ীতে রজোঃ গুণের ক্রিয়া যথেষ্ট প্রভাব করিতে পারে না, কাজেই সাধকের অভ্যাস দৃঢ় হইলে যে কোন সময় সত্ত্বগুণের ধারায় স্নিগ্ধ থাকিতে পারিবেন। গণেশ সূর্য্য বিষ্ণু স্তরের অনুভূতির মধ্যে ততটুকুই শান্তি যতটা শান্তি শিব স্তর হইতে আসিয়া এই সব নাড়ীতে জমা হয়। গণেশ সূর্য্য বিষ্ণুর নিজস্ব কোন শান্তি ধারা নাই। ইহারা বেশীর ভাগ সময়ই হৃদয়ের রজোধারায় প্লাবিত থাকে। এই রজো-ধারাই জীবকে কর্ম্মে নামাইয়া দেয়। সংস্কারটা এই রাজোধারাই খেলা।

৮। হে ভারত! তমঃ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন গুণ জানিবে। ইহা দেহীকে মোহমুগ্ধ করে। এবং দেহীকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্রিতে আবদ্ধ রাখে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তমো গুণের কেন্দ্র হইতেছে মস্তিষ্ক স্থিত অহং কেন্দ্রে। অহং কেন্দ্র মস্তিষ্কস্থিত শিবকেন্দ্রে অবস্থান করে। এখান হইতে একটী নাড়ী নামিয়া স্বাধিষ্ঠান কেন্দ্রকে সংযোগ করিয়াছে। এই নাড়ী ভোগ নাড়ী। ইহা সৃষ্টির প্রবৃত্তি দান করে। এই নাড়ী কম্পিত হইলে নিজের শরীর ও মন নিজের নিকট ক্লেদ যুক্ত মনে হইবে। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রম বিকাশের চতুর্থ খণ্ডে দেখুন। তমঃ শুধু অজ্ঞান বৃদ্ধি নহে ইহা ভোগবৃদ্ধি ও বটে। এই অহংকে কেন্দ্র করিয়া রজোগুণের চাষ করিলে মানুষ অসুর হয়। এই অহং

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তম সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

কেন্দ্র ভেদ করিলে শিবের শান্তি ধারা আমাদের মন ও শরীরকে প্লাবিত করে। অহং শিবের তটস্থানে অবস্থিত, এ জন্ম ইহাতে আলস্য, তন্দ্রা ও নিদ্রালুতা অত্যন্ত বেশী।

৯। হে ভারত! সত্ত্ব, দেহীকে সুখের সঙ্গে মিলায়। রজো, দেহীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে। তমো, দেহীর জ্ঞানকে ঢাকিয়া দেয় এবং প্রমাদে (উল্টা বুঝায় পথে) মিলাইয়া দেয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সব ভাল কথাই উল্টা বুঝা প্রমাদের লক্ষণ। ইহা একটা জাতি, একটা সমাজ এবং একটা ব্যক্তিকে অতি সহজে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায়। ভোট বাদ ও ইহার পরিণতি কম্যুনিজম এই প্রমাদেরই শক্তিশালী রূপ। ভারত ইহার কুফল ভাল ভাবেই ভোগ করিবে। ভারতের কর্ম্মনীতিতে ঋষির জ্ঞান (সাত্ত্বিকতা) ও রাজার কর্ম্ম শক্তির (রাজসিকতার) মিশ্রণের চেষ্টা হইয়াছিল। যে মতবাদ বিশেষই চালাও না সাত্ত্বিকতার সঙ্গের রাজস শক্তির মিলন না হইলে উহা বিশ্বের মঙ্গলকারক হয় না। অহিংসার ভণ্ডামী ভারতের বুকে তামস ভাবের বন্যা আনিয়াছে ; অসুরদের সঙ্গে এই দুর্ব্বল মতবাদ প্রতিপদে পদাঘাত খাইয়াছে ; কিন্তু প্রচার করিয়াছে, সে পরাজয়কে জয়লাভ বলিয়া।

১০। হে ভারত! সত্ত্ব গুণ রজো ও তমঃ কে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়, রজোগুণও সত্ত্ব ও তমঃ কে অভিভূত করিয়া প্রবল হয় এবং তমঃ গুণও রজো ও সত্ত্বগুণ কে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

লোভ প্রবৃত্তিরারম্ভ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। তিন গুণের মধ্যে কোন গুণই একক ক্রিয়াশীল থাকে না। তিনটীগুণের মধ্যে একটী সব সময়ই প্রবল থাকে এবং অন্য দুইটী দুর্ব্বল হয়। জ্ঞানীগণ সর্ব্বদা সাত্ত্বিকতার অনুশীলন করেন এ জন্য রজঃ ও তমঃ জ্ঞানীদের নিকট বেশীক্ষণ প্রবল থাকে না। কর্মীরা রাজসিক অনুশীলনে বেশীক্ষণ কাটান এ জন্য সত্ত্ব ও তমঃ ইহাদের নিকট খুব কম সময়ই প্রবল থাকে। অল্প বুদ্ধি মূর্খদের নিকট তামসিকতা বেশী প্রবল থাকে। সত্ত্ব ও রজঃ সেখানে সুপ্ত প্রায়। এই সব লোককে ভাল কথায় প্রলুব্ধ করা কঠিন ; কিন্তু বিদ্বেষ, ধন, ছলনা, চৌর্য্য ও হীন স্বার্থে ইহাদের মন সহজে কর্ম্মশীল হয়।

১১। যখন শরীরের সমস্ত দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ প্রবাহিত হয় তখন জানিতে হইবে সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধি হইয়াছে ॥ ১১ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। সাত্ত্বিকতা আত্মার ভাবকে সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে জাগাইয়া দেয়।

১২। লোভ, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, কর্ম্মের অসম স্পৃহা, এ সব রজঃ বৃদ্ধি হইলে প্রবল হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। হৃদয়ের ভাব দ্বারা সমস্ত শরীর ও মন এবং বুদ্ধি যখন চালিত হয় তখন রজঃ প্রবল, তমঃ প্রধান হইয়া এ সব রজো লক্ষণ প্রবল হইলে আসুরিকতার বৃদ্ধি হয়। রজঃ রক্তকে কেন্দ্র করিয়া ক্রিয়াশীল হয়। সত্ত্ব মস্তিষ্কস্থিত স্নিগ্ধতা দ্বারা জীবকে শান্তির পথে পরিচালিত করে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম সঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ় যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

১৩। হে কুরু নন্দন। যখন জ্ঞানের প্রকাশ থাকে না এবং কর্ম্মেরও স্পৃহা থাকে না, যে সঙ্গে প্রমাদ (উল্টা বুদ্ধি) ও মোহ প্রবল থাকে, তখন তম গুণ প্রবল জানিতে হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যে সব মানুষ অল্প বিকাশ সম্পন্ন তাহাদের মধ্যে তমঃ ভাব প্রবল। ইহাদিগকে উল্টা বুঝাইয়া ভোট লওয়াই ভোটবাদ অর্থাৎ ডেমোক্রেশী এবং ইহাদিগকে স্বার্থ ও আরামের কথায় মোহগ্রস্থ করিয়া স্বমতে রাখিয়া গদী দখল করাই কম্যুনিজম। ইহাদিগকে পরকালের বিধির লোভে উত্তেজিত করিয়া কাফেরদের ধন, নারী ও রাজ্য হাতে করাই মক্কাবাদ।

১৪। সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধিকালে যদি শরীর ত্যাগ হয় তবে জ্ঞানীরা যেরূপ নির্ম্মল জগৎ প্রাপ্ত হন তাঁহাদেরও সেই স্থান প্রাপ্তি হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহাতে মৃত্যু কালে সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি হয় এরূপ ব্যবস্থা সকলেরই করা প্রয়োজন। শক্তিবাদীরা মৃত্যু সন্নিকট বুঝিলে ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যানসহ সমবেত উপাসনা করিয়া সাত্ত্বিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবেন। কারণ ইহাই উত্তম মৃত্যু।

১৫। রাজোগুণ প্রাবল্য কালে মৃত্যু হইলে মানুষ কর্ম্মী কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তমঃ বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে মূর্খ কুলে জন্ম হয় ॥

কর্ম্মনঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তামসঃ ফলম্॥ ১৬॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। মৃত্যুকালের মনোবৃত্তি দ্বারাই মানুষের প্রারব্ধ হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রম বিকাশের ৪র্থ খণ্ডে দেখুন।

১৬। যাঁহারা সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা নির্ম্মল সুখ ভোগ করেন। যাঁহারা রাজস ভাবে কর্ম্ম করেন তাঁহারা দুঃখ ভোগ করেন। যাঁহারা তামস ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহারা অজ্ঞান ফল প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সত্ত্ব, রাজস ও তামস কর্ম্মের ফল সঞ্চিত কর্ম্মক্ষেত্রে (স্মৃতিকেন্দ্রে) জমা থাকে। তিন প্রকার কর্ম্মের ফল মানুষের নিকট তিন ভাবে আগত হয়। এই সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে কর্ম্মফল কি ভাবে মানুষের জীবনে ফলোন্মুখ হয় উহার বিস্তারিত আলোচনা ক্রম বিকাশে দেখুন। এই অধ্যায়ের ৫ম্ শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চলিয়াছেন। পাঠক ৫ম্ শ্লোকটীর ভাষ্য দেখুন। কর্ম্মফলকে এবং কর্ম্মকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বিভাগে ভাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বৈজ্ঞানিক ভাবে কর্ম্মের ভাগ করিলেন উহা অতীব উপাদেয় হইয়াছে। সাত্ত্বিকতা জ্ঞান ও শান্তি প্রধান, রাজসিকতা প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা প্রধান, তামসিকতা অজ্ঞান ও বিষয়ভোগ প্রধান। সাত্ত্বিকতার কেন্দ্র মস্তিষ্কে, রাজসিকতার কেন্দ্র হৃদয়ে, এবং তামসিকতার কেন্দ্র যৌন কেন্দ্রে। যৌন ভোগ ব্যাপারে, কখনও হৃদয়ের আবেগ প্রবল হয়। ইহার ফলে ভোগ হইলে ভোগটা রজতামস ভোগ হয়। হৃদয়ের আবেগহীন ভোগে যে সুখ উহা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সুখ। ভোগ শরীর ও প্রাণ শক্তিকে শক্তিদান করিতে পারে যদি ভোগটা ক্ষয়হীন হয়। যাঁহারা তামস ভোগ এবং পরিবার পোষণ মাত্র জীবনের নীতি

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এবচ।
প্রমাদ মোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

উৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

ধরিয়াছেন, তাঁহারা ভোগ জগতের ব্যাপারে ক্রমে হৃদয়ের আবেগের সুখ-হইতেও বঞ্চিত হন। ইহাদিগকে ঘোর তামস বলা যায়। সাত্ত্বিক সুখ জগৎ হইতে এ সব মানব অনেক দুরে, জানিতে হইবে। ভোগের সঙ্গে হৃদয়ের আবেগ যতদিন জাগ্রত থাকে ততদিন ভোগে রজঃ তামস ভাব বিদ্যমান থাকে। সাধনা, জ্ঞানের অনুশীলন ও ব্রহ্মচর্য্যই সাত্ত্বিকতার মূল। শক্তিবাদীয় কর্ম্মই রাজসিকতার উৎস্য, এই রাজসিকতার সঙ্গে সাত্ত্বিকতা থাকিলে শ্রেষ্ঠ জীবন হয়। ভোগ তামসিকতারই অনুষ্ঠান। ভোগ সাত্ত্বিকতার শত্রু। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন।

১৭। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রজঃ গুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। তমঃ গুণ হইতে প্রমাদ (উল্টা বুদ্ধি), মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকে প্রচুর বলা হইয়াছে। অধিক টীপ্পনী অনাবশ্যক।

১৮। যাঁহারা সত্ত্ব গুণের আশ্রিত তাঁহারা উৰ্দ্ধ গতি প্রাপ্তহন। যাঁহারা রজঃ গুণকে আশ্রয় করেন তাহারা মধ্য স্থানে স্থিত হন। যাঁহারা তমো গুণকে আশ্রয় করেন তাহারা অতীব জঘন্য গুণ ও বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং অধোগতি লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কেবল ব্যক্তিগত চরিত্রেই এইরূপ গুণের ধারা

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ।। ১৯ ॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ সমুদ্ভবান্।
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ।। ২০ ॥

বিকশিত হইবে না, ইহা সমাজনীতি এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৯। যখন দ্রষ্টা (সাধক) ইহা বুঝিতে পারেন যে প্রকৃতির গুণ ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তা নাই এবং ত্রিগুণের পরপার স্থিত আত্মাকে তিনি অনুভব করেন তিনিই আমার (আত্মার) অবস্থা প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি আত্মার সক্রিয় অংশই প্রকৃতি। এবং আত্মার নিষ্ক্রীয় অবস্থাই চেতনা। আত্মার সক্রিয় অংশই শক্তি এবং জড় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থাই চেতনা। আত্মার সক্রিয় অংশ সব করেন, নিষ্ক্রীয় অংশ চিরস্থির। অনেক টীকাকার প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন। আমাদের মতে, বিকাশের শেষ স্তরে প্রকৃতি, ক্রিয়া, বা জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যতক্ষণ সেই নিষ্ক্রীয় স্থিতি লাভ হয় নাই ততক্ষণ আত্মার এক অংশকে সক্রীয় ও অন্য অংশকে নিষ্ক্রীয় মানিলে প্রকৃতির কার্য্যধারা বুঝা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুবিধা হইবে।

২০। যে দেহী দেহস্থিত এই তিনগুণকে অতিক্রম করেন তিনি জন্ম মৃত্যু জরা এবং দুঃখ হইতে মুক্ত হন এবং অমৃত লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আত্মার সক্রিয় অংশই প্রকৃতি। কাজেই স্থৈর্য্যের দিকে অন্তরলক্ষ্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যত স্থিরতা, যত সাম্য তত আরাম বেশী। এই আরামের আস্বাদন বৃদ্ধি করিয়া তিনগুণের সব ক্রিয়াই অতিক্রম করা যায়।

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈ স্ত্রীন্ গুনানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সং প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানিকাঙ্ক্ষতি॥ ২২॥

২১। অর্জ্জুন বলিলেন—হে প্রভো! যাঁহারা তিন গুণের গণ্ডীর বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহাদের লক্ষণ কি? তাঁহাদের আচার কিরূপ? এবং কি প্রকারে এই তিন গুণের সীমাকে অতিক্রম করা যায়, বলুন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা তিন গুণের গণ্ডীর বাইরে গিয়াছেন, তাঁহাদের লক্ষণ জানিতে চাহিয়া অর্জ্জুন বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্ররিচয় দিয়াছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তরটী দিতেছেন তাহাতে বাহ্য কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। সবই অন্তর দৃষ্টির কথা।

২২। শ্রীভগবান বলিলেন—হে পাণ্ডব! যাঁহার প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ ইহার কোনটাতেই দ্বেষ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ইচ্ছা করেন না;

শক্তিবাদ ভাষ্য। জ্ঞানের প্রকাশ, কর্ম্মের প্রবৃত্তি এবং ভোগের মোহ, জীবদেহে কম হোক বা অধিক হউক ইহা স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই ইহাদের কিছু না কিছু ক্রিয়া হইবেই। যে ব্যক্তির ইহার কোনটাতেই প্রবৃত্তি নাই, ইহার কোনটাতেই নিবৃত্তির ইচ্ছা নাই এবং ইহার কোনটাতেই বিদ্বেষ নাই তিনি ত্রিগুণাতীত পুরুষ। কাহার মন ও শরীরের উপর দিয়া কখন কোন গুণের প্রভাব হয় ইহা সে ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জানে না। শরীর ও মনের উপর দিয়া যখন

যে স্রোত বহিবার বহিয়া যায়। একবার স্থির আত্মার সন্ধান পাইবার পর তিন গুণের স্রোত যেরূপ প্রবাহিত হইবার হইয়া যায়। তাহাতে সেই সাধকের মনের উপর বিশেষ কোন দাগ দিতে পারে না। স্থির আত্মার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনগুণের ক্রিয়ার সাম্যতা রক্ষা করা যায় না। গুণের ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পর কিছুক্ষণ পরই উহা সাম্য হয়। কাজেই গুণের আরম্ভ দেখিয়া উল্লাস বা নিরানন্দের কিছুই নাই। দিন রাত গুণের উদয়, অস্ত ও সাম্য অবস্থার চক্র চলিয়াছে। যিনি ইহা দেখিতে জানেন তিনিই ত্রিগুণাতীত পুরুষ। মনের মধ্যে কোথাও আকর্ষণ বৃত্তি জাগিল, তুমি উহা দেখিতে পাইতেছ, আর ভাবিতেছ এই যে দেখিতেছি, ইহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা। এইরূপ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। যখন কোন আকর্ষণ মনে জাগ্রত হয় তখন সেটা মনের তামস অবস্থা। যতক্ষণ উহা জাগ্রত আছে, ততক্ষণ তোমার অস্বস্তি থাকিবেই। উহাতে বাধা দিলে উহা আরও প্রবল হইবে। উহা সময় মত আপনিই সাম্য হইবে। সেই সাম্য অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত তুমি বলপূর্ব্বক উহা করিবার চেষ্টা করিলে, উহাতে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং তোমার ক্রোধ বৃদ্ধি হইবে। মাথা খাটাইয়া ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয় না। গুণের উদয়কালে সাবধান থাকিতে জানিলে কোন গুণের ধারা আর পীড়ন দিবেনা।

আমরা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ক্রিয়ার কেন্দ্রের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সব ক্রিয়া নিজ নিজ কেন্দ্র হইতে সদাই বিকির্ণ হইতেছে। কোন ক্রিয়া কখন অন্য দুই টীকে অতিক্রম করিয়া প্রবল হইবে ইহা কেহই জানে না। আত্মার স্থিরতার কেন্দ্রে একবার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই সব ক্রিয়াজনিত সুখ দুঃখ অনেক সময়ই বুঝা যায় না। যদি বুঝাও যায় তাতেও ব্যস্ত হইবার কোন কারণ থাকে না।

আত্মার স্থিরতর কেন্দ্রে আত্মপ্রতিষ্টার পূর্ব্বে কেহ যদি চেষ্টা করিয়া

উদাসীন বদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

ত্রিগুণাতীত অবস্থায় স্থিত হইবার ভান দেখান, তাহাতে তাঁহার কোন সুবিধা হইবে না, বরং উহার ফলে মনে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হইবে এবং আপনাতে অত্যন্ত ক্রোধ দেখা দিবে। মনে করুন, দুইখানা গীতার টীপ্পনী পাঠ করিয়া আপনি মনে মনে ভাবিতে থাকিলেন যে আপনি সাধু হইয়াছেন এবং ছেলে মেয়েগণকে বা স্ত্রীকে ২৪ ঘণ্টাই কেবল মতলবের উপদেশ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। তাহারা আপনার কথায় কান দিতেছেনা, ইহাও আপনি বুঝিতেছেন, ইহার ফলে আপনি ভিতরে ভিতরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িবেন। এবং সেই গরমের ঝড় হঠাৎ আপনার ব্যবহারে প্রকাশিত হইয়াই পড়িবে। কি ভাবে ত্রিগুণের ক্রিয়া উদয় হইয়া উহা আপনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইহা আপনি বুদ্ধি কেন্দ্রে দাঁড়াইয়াও কতকটা বুঝিতে পারিবেন এবং এই স্রোতের প্রতিক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষাও করিতে পারিবেন। যতক্ষণ আপনি আত্মার স্থিরতম স্তরের সন্ধান পান নাই, ততদিন তিনগুণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আপনাকে বাধিয়াই রাখিবে।

২৩। যিনি উদাসীনবৎ অবস্থান করেন এবং গুণের উদয়ে যিনি বিচলিত হন না। গুণ সকল নিজের কাজ করিতে থাকে, কিন্তু তিনি অবিচলিত ভাবে স্বতন্ত্র থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হউক আর না হউক কর্ম্মক্ষেত্রে মোহ, প্রবৃত্তি ও প্রকাশের আবেশে ভাবান্তর ঘটিলে কর্ত্তব্য করা চলে না। স্ত্রীর অসুখের তার বার্ত্তা আসিল; আর ষ্টেটের কার্য্য অত্যন্ত জরুরী বলিয়া আমি ছুটী পাইলাম না। এই অভিমান দেখাইয়া পদত্যাগ করিয়া বাড়ী গিয়া দেখিলাম স্ত্রী মারা গেছেন। ফলে কর্ম্মও

সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়া প্রিয়ো ধীর স্তুল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

গেল, স্ত্রী তো গেলেনই। এ সব কোন কাজের কথা নহে। সমাজকে শক্তিবাদীয় ভিত্তিতে গড়িতে ও প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে ত্রিগুণের তাড়নায় বিচলিত হওয়া চলে না। ত্রিগুণাতীত অবস্থা কেহ লাভ করুন আর না করুন, কর্ম্মক্ষেত্রে ত্রিগুণাতীত অবস্থার আদর্শ ভিন্ন কর্ত্তব্য ও কর্ম্ম চলে না।

২৪। যাঁহারা সুখে এবং দুঃখে সমভাব, লোষ্ট্র এবং কাঞ্চনে যাঁহার সমজ্ঞান প্রিয় ও অপ্রিয়ে যাঁহার তুল্যভাব, যিনি ধীর এবং যিনি নিন্দা স্তুতিতে তুল্য;

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তিবাদের পথে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম করিয়া চলিতে হইবে। দুর্ব্বলবাদী মূর্খ ও অসুরবাদী বর্ব্বরদের স্তুতিতে বা নিন্দায় বিচলিত হইবে না। শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ বিশেষ ভাবে সমালোচনার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিবে। নিজের ও সমাজের পক্ষে শক্তিবাদই যে শ্রেষ্ঠ, ভাল ভাবে বুঝিয়া উহা অনুসরণ করিবে এবং কাহারও নিন্দা স্তুতিতে বিচলিত হইবে না। পশুবাদীরা অসুরবাদ এঅনুসরণ করিয়া গুণ্ডামী লুণ্ঠন ও সতীনির্য্যাতন করে এবং কাহারও সমালোচনার ধার ধারেনা বলিয়া তাহারা কিন্তু ত্রিগুণাতীত পুরুষ হয় নাই। দুর্ব্বলবাদীরা অসুরতোষণ করিয়া আত্মতৃপ্ত হয়। ইহারাও শক্তিবাদীদের নিন্দায় বিচলিত হয় না। কজেই দেখা যায় শক্তি ও সংগঠন ভিন্ন শুধু নিন্দা স্তুতিতে সমজ্ঞানের কোনই অর্থ হয় না। তোমাকে এক বর্ব্বর পুলিশ বিনা দোষে নির্য্যাতন করিল আর তুমি ঐ বর্ব্বরতার কোন প্রতিবাদ না করাটাকেই ত্রিগুণাতীত লক্ষণ মনে করিলে গীতাবাদ হইবে না। তোমাকে শক্তি অনুসারে

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

বর্ব্বরতার প্রতিশোধের পথ করিতেই হইবে এবং সেটার ফল ভাল বা মন্দ যাহাই হউক উহাতে তুষ্ট থাকিতে হইবে। নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান মানে নপুংসকত্ত্বা নহে।

২৫। যিনি মান অপমানে তুল্য, যিনি মিত্র অরি এবং পক্ষীয়গণে তুল্য, যিনি সর্ব্বপ্রকার আরম্ভ পরিত্যাগী, তিনি ত্রিগুণাতীত পুরুষ।

শক্তিবাদ ভাদ ভাষ্য। মান, অপমান, মিত্র, অরি, স্বপক্ষ, বিপক্ষ সর্ব্বত্র একই শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী" কথার অর্থ, যেখানে দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ নাই সেখানে তোমার কর্ম্মের সূচনাও নাই। যেথানে অসুরবাদ বা দুর্ব্বলবাদ রহিয়াছে সেখানে তাহারাই তোমার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে গড়িতেছে, এবং তুমি যতটা পার কাজ করিয়া চলিবে।

২৬। যিনি অব্যভিচারিত ভক্তিদ্বারা আমাকে (আত্মাকে) সেবা করেন তিনি পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার সেবা এবং শরীর ও ভোগের সেবা এক কথা নয়। এইটীর ভেদ বুঝিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, যে শক্তিবাদই আত্ম সেবা, ভোগবাদই অসুর সেবা এবং দুর্ব্বলবাদ হইতেছে, অসুরের দাসত্ব। আত্মায় স্থির অংশের অনুসরণ কর এবং শক্তিবাদীয় ভিত্তিতে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, শরীর ও সমাজ রক্ষার জন্য কার্য্য কর। ইহাই তিগুণাতীত ও ব্রহ্মজ্ঞতা এবং ব্রহ্মকর্ম্মের লক্ষণ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭॥

২৭। আমি (আত্মা) ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত—যাহা অমৃত, অব্যয়, নির্ব্বিকার ও শাশ্বত ধর্ম্মের স্বরূপ, এবং যাহা ঐকান্তিক সুখের স্বরূপ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরা আত্মার এক অংশে ক্রিয়াশীল প্রকৃতি মানিয়াছি এবং অন্য অংশকে স্থির পুরুষ (পুরুষোত্তম) বলিয়াছি। যদি স্থির অংশের সন্ধানে পাও তবে অমৃত ও ঐকান্তিক সুখ প্রাপ্ত হইবে।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতাসু উপনিষদসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগের নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

ইতি শ্রীগীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীন ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "শক্তিবাদ ভাষ্য"।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তম যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

১। ঊর্দ্ধে মূল, অধঃদিকে শাখা, এইরূপ এক অব্যয় অশথ বৃক্ষ আছে। ছন্দোগুলি ইহার পাতা; যিনি এই বৃক্ষকে জানেন তিনি বেদবিদ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়া সৃষ্টিটা বুঝাইবেন এবং অশ্বত্থ রূপী সৃষ্টি টীকে জানিয়া কিভাবে এই সৃষ্টির নিয়ম অতিক্রম করিতে হয় উহাও শিক্ষা দিবেন।

"ঊর্দ্ধদিকে মূল" অর্থে নির্গুণ ব্রহ্মই এই সৃষ্টির মূল। সৃষ্টিরূপ এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে অব্যয় বৃক্ষ বলা হইয়াছে। ইহার কারণ সৃষ্টির ক্ষয় নাই। সৃষ্টি একবার ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে যাইতেছে, আবার অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইতেছে। এই ভাবে সৃষ্টি ব্যক্ত হওয়া ও অব্যক্তে মিলাইয়া যাওয়াই অক্ষর পুরুষের স্বরূপ।

ছন্দগুলি হইতেছে এই অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্র স্বরূপ। এখন দেখিতে হইবে ছন্দগুলি কি? বেদের মন্ত্রগুলি সবই ছন্দে লিখিত। ছন্দ মানে তালবদ্ধ ভাবে স্পন্দনের প্রবাহ। গানে সুর ও তাল আছে। এই সুর ও তালের কম্পন প্রবাহই ছন্দ। এই ছন্দ হইতেছে সুখের লহর। সুখের লহরে এই সৃষ্টির নিয়ম সমস্ত জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই সুখের ধারাটী আছে বলিয়াই সৃষ্টিরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ কাহারও নিকট তীক্ত বা বিষাক্ত বোধে পরিণত হইতে দেয় না। শত আঘাতে শত

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয় প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসংততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

অপমানে শত কষাঘাতেও জীব এই সৃষ্টির সুখে নিমজ্জিত আছে। যিনি এই সৃষ্টিরূপী অশ্বথ বৃক্ষ এবং এই বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধনকারী পত্র বা আকর্ষণীয় ছন্দগুলি বুঝিতে পারেন তিনিই বেদবিদ। বেদবিদ হইবার জন্য আর তোমাকে বেদ পড়িতে হইবে না, যদি তুমি সৃষ্টির এই নিয়মকে বুঝিতে পার। জীবমাত্রই কতগুলি ছন্দসূত্রে সৃষ্টির নিয়মে জড়াইয়া আছে। ঐ ছন্দ গুলি জীবকে সৃষ্টি চ.ক্রর পরাপর স্থিত নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে দেয় না।

অব্যক্ত জগৎ, মহৎ জগৎ তন্মাত্র জগৎ, জীববীজ জগৎ, দৈব জগৎ, প্রাণ জগৎ ও স্থূল জগৎ পর্য্যন্ত এই সৃষ্টিরূপ বৃক্ষ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটী স্তরেই আকর্ষণীয় ছন্দের সমাবেশ রহিয়াছে। কেহ কোন স্তরে বদ্ধ, আবার কেহ অন্য স্তরে বদ্ধ। স্থূল বিষয়ের স্তর (মনের স্তর) হইতে আরম্ভ করিয়া গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব স্তর পর্য্যন্ত এই অব্যয় ছন্দের শাখা নানা প্রকার ছন্দে সাধারণ জীব ও অসাধারণ জ্ঞানীগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

২। উহার শাখা সকল গুণ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধ এবং অধঃ ভাগে প্রসৃত হইয়াছে, বিষয় গুলি হইতেছে ইহার প্রশাখা। ইহার শাখা নিম্ন দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য জগতের কর্ম্মবন্ধনরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। উর্দ্ধ এবং অধোভাগে এই বৃক্ষের শাখা প্রসারিত থাকার অর্থ কি? এই বৃক্ষের শাখা মোহিনী শক্তি সম্পন্নও ি ম্ন স্তরের সাধারণ মানুষ এবং উন্নত স্তরের দেবতা, ঋষি ও জ্ঞানী প্রত্যেককেই এই বৃক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। অধঃভাগেও যে শাখা প্রসার লাভ

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ় মূলং অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ ॥

করিয়াছে উহা মনুষ্যলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া মানুষকে কর্ম্মরূপ বন্ধনে আরম্ভ রাখিয়াছে।

৩। এই সংসারে ইহার রূপ বুঝা যায় না। ইহার আদি ইহার, অন্তঃ এবং ইহার স্থিতি যে কোথায় উহাও বুঝা যায় না। এইরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলকে অসত্র রূপ শস্ত্র দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ছিন্ন করিয়া পরমপদে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকে বলিলেন "এই বৃক্ষের শাখা উর্দ্ধ ও অধো দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইত্যাদি"। এখানে বলিতেছেন, "ইহার রূপ বুঝা যায় না"। অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে—সংসার (স্থষ্টিরূপ) যে বৃক্ষ দেখিতেছ, ইহাকে যতই বুঝিতে চেষ্টা কর, ইহার কুল বা কিনারা পাইবে না। মস্তিষ্ক চালাইতে চালাইতে শেষ কালে পাগল হইয়া যাইবে, তবুও ইহার কোন তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। ইহার রূপ কি? ইহার আদি কি? ইহার মধ্য কি? ইহার অন্ত কি? ইত্যাদি কোন কথারই মীমাংসা স্থষ্টির মধ্যস্তরে দাঁড়াইয়া হইবে না। এ সব কথার মীমাংসা জানিতে হইলে অন্য পথ ধরিতে হইবে। যদি তুমি ইহাতে সুখ, আনন্দ, শান্তি কিছু পাও তবে তুমি ইহাকে লইয়া জীবন ও জন্মান্তর কাটাইতে পারে। কিন্তু যদি তুমি এই আদিও অন্তঃ-হীন বিকটাকার মায়ার পরপারে যাইতে চাও তবে অসঙ্গ রূপ শাস্ত্র তোমাকে ধারণ করিতে হইবে। এবং সে সঙ্গে পরবর্ত্তী শ্লোকে যেরূপ বলিয়াছেন সেই ভাবে 'তৎ পদং' ব্রহ্মপথে বিচরণ করিতে হইবে। এখানে তৎপদ মানে পুরুষোত্তম পদ। পূর্ব্ব শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন "গুণদ্বারা বিষয়রূপ প্রশাখা" সংসার বৃক্ষকে বিস্তৃত করিতেছে।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্ যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

বিষয় মানে "ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপাদান সমূহ"। এই তৃপ্তির উপাদানে পুরুষ+স্ত্রী ঘটিত আকর্ষণ সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী। এই আকর্ষণে যদি তুমি না জড়াইয়া যাও এবং আত্মধ্যান পরায়ণ হও তবে তোমার জন্য এই সৃষ্টিরূপ মায়া বৃক্ষ অতিক্রম করিবার পথ আছে। বীরাচারী তন্ত্র শাস্ত্রে এবং বঙ্গীয় বৈষ্ণব দর্শনে এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করিয়া অত্যন্ত উচ্চ স্তরের সাধনার কথা আছে। কিন্তু এই আকর্ষণের ও লক্ষ্য ভোগ নহে। সংযমে প্রতিষ্ঠা এবং ভোগকে অতিক্রম করাই এইরূপ ভাব সাধনায় (ভোগ সাধনার নহে) ভিত্তি। ভোগকে অতিক্রম করা এবং আকর্ষণে অসঙ্গ হইয়া আত্মধ্যানে তন্ময় হওয়া ভিন্ন অন্য পথ নাই।

এখানে "অসঙ্গ" মানে বিষয়ের আকর্ষণে "অসঙ্গ" হওয়া। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট বলিতেছেন।

৪। তাহার পর, সেই পুরুষোত্তম পদ প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। যিনি সেখানে গিয়াছেন তিনি আর ফিরিয়া আসেন না। হে মহাবাহো! "আমি সেই আদি পুরুষের পদ অনুসরণ করিয়াছি," যাহা হইতে এই অনাদি সৃষ্টি-প্রবৃত্তি প্রসৃত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। পুরুষোত্তম স্তর হইতে কি ভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরগুলি সৃষ্ট হইয়াছে এবং পুরুষোত্তমের অঙ্গীভূত অষ্টশক্তি কে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরগুলি অবস্থিত আছে, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রম বিকাশ ৩য় ও ৪র্থ ভাগে দ্রষ্টব্য। অব্যক্ত তত্ত্বের একদিকে সৃষ্টি ও লয় চক্র এবং অন্যদিকে অষ্ট শক্তির সমাহার ভূত পুরুষোত্তম স্তর অবস্থিত। এই পুরুষোত্তম স্তর হইতেই সৃষ্টির এই চক্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই আদি পুরুষোত্তম স্তরের ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।

নির্ম্মাণ মোহা জিত সঙ্গদোষা অধ্যাত্ম নিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখ দুঃখ সংজ্ঞৈর্গজন্ত্য মূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

ইতি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য জানা যায় না।" এখানে বলিতেছেন "এ সৃষ্টি যেখান হইতে প্রসৃত হইয়াছে"। এই দুই প্রকার কথার ইহাই অর্থ এই যে যতক্ষণ সৃষ্টি চক্রের মধ্যে আছ ততক্ষণ সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তঃ জানা যাইবে না। কিন্তু পুরুষোত্তম স্তর প্রতিষ্ঠিত হইলে সৃষ্টি চক্রের সব রহস্যই জানা যাইবে।

৫। যাঁহার অহং এবং মোহ নাই, যাঁহার বিষয় ভোগের আকর্ষণ নাই, যিনি সর্ব্বদা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, যাঁহার প্রবৃত্তি গুলি বিশেষ ভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, সুখ ও দুঃখ নামক দ্বন্দ্বে যিনি বিশেষ ভাবে মুক্ত, এমন ব্যক্তি সেই পদ প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ভোগেচ্ছা, মোহ এবং অহং এর তিনটী গ্রন্থীই ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থী। এই গ্রন্থী তিনটী যিনি ভেদ করিয়াছেন তাঁহার সমস্ত লক্ষণ ক্রম বিকাশের ২য় ভাগে বলা হইয়াছে। গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুস্তর অতিক্রম করিবার পর অহং গ্রন্থী (আসুরিক গ্রন্থী) ভেদ হয়। অহং গ্রন্থী ভেদ হইবার পর পুরুষোত্তম স্তর খুব বেশী দূরে থাকে না। কারণ অহং রূপ অজ্ঞানতার বাধা না থাকিতে দিলে উন্নত শিবস্তর (মহৎ) ও অব্যক্ত তত্ত্বের পথে বাধা কমিয়া যায়। অব্যক্ত ও মহৎ চক্রই সৃষ্টি চক্র। ইহার পরই পুরুষোত্তম স্তর।

৬। সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি সে স্থান প্রকাশ করে না। সে স্থান প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আসিতে হয় না। সেই অবস্থাই (আমার) আত্মার পরম ধাম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অষ্টম অধ্যায় হইতে যে সব গভীর স্তরের কথা আরম্ভ হইয়াছে সেই স্তরের প্রধান তত্ত্ব হইতেছে পুরুষোত্তম স্তর। আমরা শক্তিবাদের দৃষ্টিতে গীতাতত্ত্ব আলোচনা করিতেছি। আমরা এ কথা বারবারই বলিতেছি আত্মার এক স্তরে সৃষ্টি চক্র এবং অন্যস্তরে পুরুষোত্তম স্তর অবস্থিত। জীব ভোগে, মোহে অহংকারে বা আসুরিকতায় কোন স্তরেই থাকুন না, আত্মার বাইরে কেহই নাই। আত্মার সৃষ্টিচক্রঅংশ ভেদ করিলে পুরুষোত্তম স্তর পাওয়া যায়। এ স্তরের প্রতিষ্ঠাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। এখানে আসিলে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এখানে আসিলে জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকশে বিকাশিত হয়। এ স্তরের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া বিচার করিলে কেবল মাত্র অসুর বিকাশ ও অপুষ্ট বিকাশ ভিন্ন কোন স্তরের বিকাশকে আর নিন্দা করিবার কিছুই নাই। অসুরবিকাশ ও অপুষ্ট বিকাশীরা আত্মবিকাশের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহাদের প্রভাবে বহু মানুষ আত্মবিকাশের পথ হারায়। পুরুষোত্তম স্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ (১) আত্মজ্ঞানের সুসংবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক উপদেশ এবং (২) অসুরবাদের উচ্ছেদ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই মহান তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। অসুরবাদকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবেন। পরমগুরু আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার ব্যাখ্যার সঙ্গে কোন কোন স্থানে এক মত হই নাই। আমরা সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর মানিয়াছি। এ সব স্তর আত্মারই বিভিন্ন স্তর। আচার্য্যদেব সৃষ্টি মানিতে চান নাই। তিনি গীতার উপদেশে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রূপ শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি— শ্রীকৃষ্ণ কোন মার্গী ছিলেন? এবং অর্জ্জুনই বা কোন্ মার্গী ছিলেন? অর্জ্জুন যদি প্রবৃত্তিপন্থী তবে নিবৃত্তির উপদেশের স্থান এখানে

মামৈ বাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭॥

কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ যদি উভয়মার্গী ছিলেন এবং অর্জ্জুনকে উভয় মার্গের উপদেশ দিয়া থাকেন, তবে সকলের জন্যই সে উপদেশ কার্য্যকরী না হইবার কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণ তো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী এবং সুনীচ সকলের জন্যই আত্মোপাসনা ও গীতা তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে কোন স্তরের কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন ও পূর্ণসিদ্ধি নিশ্চিত। ফলতঃ গীতার আসল কথা—কর্ম্মাবলম্বনে শরীর রক্ষা; আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া এবং অসুরবাদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া। ফলতঃ ইহাই বেদের উপদেশ এবং ইহাই শক্তিবাদের উপদেশ। গীতা ও শক্তিবাদ অভিন্ন মতবাদ। আমরা উপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্য করিয়া ইহা খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখাইয়া দিব যে কেবল বেদই শক্তিবাদ নহে, উপনিষদও শক্তিবাদ।

৭। আমার (আত্মার) অংশ এই জীবলোকে অমর জীবআত্মারূপে অবস্থিত সে প্রকৃতির অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়গণে বিচরণ করে যাহার মধ্যে মন হইতেছে ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে জীবগণকে আত্মার অংশ বলা হইয়াছে। আত্মায় (ঈশ্বরে) যে সব শক্তি আছে জীবে খুব সীমাবদ্ধভাবে সেই সব শক্তি রহিয়াছে। জীব সৃষ্টি করে, পালন করে, অনেকের শরীর ধ্বংশ করে। ইত্যাদি শক্তি যে ঈশ্বরীয় শক্তি ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জীব আত্মার মতনই অমর; যদিও ইহার জন্মান্তর হয়। এই জীবকে আমরা ইতিপূর্ব্বে পুরুষোত্তম প্রতিবিম্ব বলিয়াছি। বাস্তবিক অহং' ভূমি পর্য্যন্তই জীবত্ব এই অজ্ঞান ভূমি ভেদ হইলে। জীবের

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিবাসয়াৎ॥ ৮॥

জীবত্ব শেষ হয়। ততক্ষণ এই অহংরূপী অজ্ঞান গ্রন্থী ভেদ হয় নাই ততক্ষণই জীব এবং ততক্ষণই ইহাকে আত্মার অংশ বলা হইয়াছে। জীব গন্ধ, রস, রূপ স্পর্শ ও শব্দরূপ পাঁচটী ইন্দ্রিয় বিষয়ে এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের আশা ও কল্পনায় বদ্ধ। এই জন্যই জীবের জন্মান্তর হয়। জীব-তত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিতেছেন।

৮। শরীরের প্রভু (জীবাত্মা) যখন শরীর ত্যাগ করেন তখন তিনি ইন্দ্রিয় ও মনকে নিজের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং বায়ু যেরূপ পুষ্প-গন্ধকে বহন করিয়া গমন করে, ঠিক সেইরূপ তাহাদিগকে সঙ্গে গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কি ভাবে শরীর ত্যাগ করিয়া জীবাত্মা শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ও মন বুদ্ধি আদি সমস্ত শক্তিকে সংহরণ পূর্ব্বক চলিয়া যান, এখানে সে কথা বলা হইল। এই যে সংহরণ কার্য্য এবং দেহত্যাগ ঘটনা ইহা কি ভাবে সম্পন্ন হয়, উহা কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না। জীবাত্মা নিজের অন্তীম সময় বুঝিয়া এই কার্য্যটী সম্পন্ন করেন। জীব শরীর ত্যাগকালে কি ভাবে শরীর ত্যাগ করেন এবং কি ভাবে জীবের প্রারব্ধ হয়, এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশের ৪র্থ খণ্ডে দেখুন।

কুরাণ ও বাইবেলে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয় নাই। আল্লাহ্ এবং গড্ ঐ মতে দয়াল। কিন্তু উহারা, দয়ালের সৃষ্টিতে ধনী গরীব বা কানা, খোঁড়া, লুলা ও জন্মান্ধ এবং সুস্থজীবের জন্ম হয় কেন, ইহার মীমাংসা করিতে পারে না। ধর্ম্মের নামে এই দুইটী গ্রন্থ যে সব

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্যনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান পশ্যন্তি চক্ষুষঃ॥ ১০॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্॥
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১॥

মূর্খতার ও যুক্তিহীন বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা শক্তিশালী সমাজ গ্রন্থে বিস্তারিত বলিয়াছি।

৯। জীব শ্রবণ, স্পর্ষ, চক্ষু, রসনা ঘ্রাণ এবং মনের উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিষয়ের উপভোগ করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জীবই অহংরূপ অজ্ঞান গ্রন্থী ভেদ করিলে আত্মজ্ঞ হন। জীবশরীর স্থিত ২৪টী তত্ত্বই আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। জীব এই ২৪ তত্ত্বের গৃহটী লইয়া কর্ত্তৃত্ব করেন। আত্মাকে জানার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এসব ইন্দ্রিয় ও মনাদি সম্বন্ধে এবং জন্ম মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে জীবের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

১০। শরীরত্যাগ, শরীরে অবস্থান, গুণাশ্রিত অবস্থায় সুখ দুঃখের ভোগ করা সত্ত্বেও অজ্ঞানী গণ নিজেকে (জীবাত্মাকে) দেখিতে পান না, কিন্তু জ্ঞানিগণ সবই দেখিতে পান।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিমূঢ় মানে "ভোগ, মোহ ও অহং বদ্ধ" মানব। শুধু দর্শন শাস্ত্র পাঠ বা নামী গুরুর শিষ্য হইলেই বিমূঢ় স্বভাব যায় না। কঠোর সাধনা ও অনুশীলন ভিন্ন এ সব সূক্ষ্ম জ্ঞান অসম্ভব।

১১। যোগরত যোগীগণ আত্মস্থ হইয়া ইহা দর্শন করেন। কিন্তু যাঁহারা আত্মাকে প্রাপ্ত করেন নাই এবং অল্পবুদ্ধিমান্ যোগী, তাঁহারা ইহা দেখিতে পান না।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যাচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধিমাখিম্॥ ১২ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। কি ভাবে আত্মার উৎক্রামন হয়, কি ভাবে তিনি শরীরে অবস্থান করেন এবং কি ভাবে তিনি ত্রিগুণাশ্রিত হইয়া ভোগ করেন, এসব তত্ত্ব কম বুদ্ধিমান্ এবং আত্মজ্ঞানে অপ্রতিষ্ঠ যোগী দেখিতে পান না। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

গীতার সব তত্ত্ব সকলে জানিবে, তবেই গীতাবাদী বা শক্তিবাদী হইবেন, এইরূপ কোন কথা নাই। গীতাবাদ বা শক্তিবাদ একটী উচ্চ-স্তরের সমাজবাদ। এই সমাজবাদের প্রধান কথা আত্মবিকাশের নীতি মানিয়া চলা ও অসুরবাদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া। কেহ বিকাশের ৪৷৹ কলার স্তরে থাকিবে, কেহ বা ১৬ কলায় থাকিবে। সমাজ কল্যাণের অনুকূলে থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ কর। যতটা পার আত্মজ্ঞানের অনুশীলন কর এবং অসুরবাদ ভাঙ্গিয়া দাও। কেহই ইহা আশাই করিতে পারেনা যে একজন ৪৷৹ কলায় বিকশিত মানুষ এক জন্মেই ১৬ কলায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১২। যে তেজ আদিত্য হইতে উত্থিত হইয়া অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে, যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে বিদ্যমান, উহাকে (আমারই) আত্মারই তেজ জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সূর্য্য জ্যোতিঃকে কেন্দ্র করিয়া গায়ত্রী উপাসনা প্রবর্ত্তিত আছে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং কালীন সূর্য্যতেজে কিরূপ শক্তি বিদ্যমান এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা "ধর্ম্ম শিক্ষা"ও "শক্তিশালী সমাজে" দ্রষ্টব্য। সূর্য্যতেজের মধ্য দিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি, কর্ম্ম ও লয়ের শক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রাতঃকালীন তেজ সৃষ্টির শক্তি দান করে, মধ্যাহ্ন তেজ কর্ম্মশক্তিদাতা, সায়ং তেজ সৃষ্টির প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করিয়া জীবের

গমাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ ১৪॥

চিন্তধারা জ্ঞানমুখী করে। প্রাতঃ রবি যে শস্যাদির গায়ে লাগে না সেগুলি ভাল ফলে না। মধ্যাহ্ন রশ্মি গায়ে না লাগিলে জীবনীশক্তি নিস্তেজ হয়। সায়ং রশ্মি গায়ে লাগিলে মাথা ধরে। ত্রিসন্ধ্যায় বিশ্ব প্রকৃতিই এই তিন প্রকার রশ্মিতে ভরিয়া যায়। সে সময় মন অন্তঃমুখী হইলে এসব শক্তির বৃদ্ধি হয়। আত্মা হইতেই এসব রশ্মি আসিতেছে। কাজেই ব্রহ্মনাড়ী বা আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া গায়ত্রী উপাসনা করিলে সাধনার সুবিধা হয়।

১৩। আমার (আত্মার) শক্তি দ্বারাই এই পৃথিবী সমস্ত বস্তুকে ধারণ করিয়া আছেন। আত্মাই সোমরূপে রস হইয়া সমস্ত শস্যাদিকে পুষ্টি করিতেছেন!

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সব আন্তর ও বাহ্য বিজ্ঞান বুঝা প্রয়োজন। আত্মার সংযোগহীন জ্ঞান ও বিজ্ঞান মানুষকে পশু হইতেও নিকৃষ্ট স্তরের স্বার্থান্ধ ও বর্ব্বর করে।

১৪। আত্মাই বৈশ্বানর রূপে প্রাণিদের শরীর আশ্রয় করিয়া আছেন এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে আশ্রয় করিয়া চারি প্রকার (চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়) অন্নকে হজম করিতেছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার আশ্রয়ে কি ভাবে প্রাণাপানাদি কার্য্য করেন এবং অন্ন কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া শরীরে পরিণত হয়, এসব বিদ্যাও আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বুঝা প্রয়োজন। মনকে কি ভাবে ধীরে ধীরে স্থূল শরীর-জ্ঞানের সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬ ॥

এ সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রে বিষদ আলোচনা আছে। দুই পাতা অদ্বৈত তত্ত্ব কণ্ঠস্থ করিয়া যে জ্ঞান, উহা দ্বারা গীতার মর্ম্ম বুঝা যায় না। গীতার জ্ঞানে শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, মহৎ, অব্যক্ত পরা প্রকৃতি ও পুরুষোত্তম সব স্তরের বিষদ জ্ঞান বিদ্যমান। ইহা আবার রাজনীতি সমাজনীতি, ধর্ম্ম ও ব্যবহার বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উপদেশ গ্রন্থ। শুধু শরীর জ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া যে সব গভীর জ্ঞানের আলোচনা ইহাতে আছে, তাহাতে প্রবেশ না করিয়া আত্মজ্ঞান অসম্ভব।

১৫। আত্মাই সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। আত্মা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান হয় এবং ইহাদের অভাবও হয়। আত্মাই বেদ, এবং আত্মাই বেদ্য, এবং আত্মাই বেদান্তের প্রণেতা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। স্মৃতি ও জ্ঞানের ধারা কখনও সমান ভাবে দিন রাত প্রবাহিত হয় না। স্মৃতির প্রবাহ এক বার জাগ্রত হয় এবং একবার স্মৃতিতে বিলীন হয়। জ্ঞানের ধারাও সমানে জাগ্রত থাকে না। ইহা একবার উদয় হয় আবার জ্ঞান কেন্দ্রে বিলীন হয়। এইরূপ উদয় ও বিলয় অবস্থা প্রাকৃতিক নিয়ম। কাজেই ইহা আত্মারই নিয়ম।

১৬। সৃষ্টিতে দুই প্রকারের পুরুষ আছেন। ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ। সমস্ত জীবই ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ পুরুষ হইতেছেন অক্ষর পুরুষ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অহং তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া জীবত্ব বিদ্যমান।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অহং ভেদ হইলে জীবত্বের সীমা ভেদ হয়। এ জন্য ইহা ক্ষর (ক্ষয় যোগ্য) পুরুষ। সৃষ্টির গতিতে একবার সৃষ্টির প্রকাশ হয় এবং অন্যবার প্রকাশিত সৃষ্টি বিলয় প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টির এই অনাদি চক্রই অক্ষর পুরুষ। অক্ষর পুরুষের উপাদানে পরা প্রকৃতির উপাদানভূত অষ্টশক্তি (পরা প্রকৃতি) অনাদি; এজন্য এই কূটস্থ পুরুষকে অক্ষর বা অক্ষয় পুরুষ বলা হইয়াছে। জীবই ক্ষয় পুরুষ। স্থূল সৃষ্টি ক্রমে সূক্ষ্ম বা দৈব ও বিজ্ঞান জগতের মধ্য দিয়া সংকুচিত হইয়া অব্যক্তে বিলয় হয় এবং কল্পারম্ভে অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি আবার ব্যক্ত হয়। এসব ব্যক্ত ও অব্যক্ত হওয়া রূপ পরা প্রকৃতির সনাতন কার্য্য পরম পুরুষের অধীক্ষতায় নিষ্পন্ন হয়। পরা প্রকৃতির এই উভয় প্রকার ক্রিয়াই অক্ষয় পুরুষ।

অনেক টীকাকার ক্ষর মানে "জড় বর্গ" অর্থ করিতে চান। আমরা তাঁহাদের সঙ্গে এক মত নহি। আমাদের মতে জড় ও চেতনা উভয়ই অনাদি। এবং উভয়ই তত্ত্বত এক। জড় বর্গের মূল উপাদানই প্রকৃতি। প্রকৃতি যে অনাদি ইহা গীতা স্বীকার করিয়াছেন।

১৭। অন্য এক পুরুষ আছেন। তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত। তিনি ত্রিলোক ব্যাপ্ত থাকিয়া সকলকে পালন করিতেছেন। তিনি অব্যয় এবং তিনি ইশ্বর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে পুরুষোত্তম তত্ত্বের দার্শনিকতার আলোচনা হইল। এই পুরুষোত্তম ক্ষর হইতে এবং অক্ষর হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইনি আমাদের নিকট হইতে দূরে নহেন। তিনি সৃষ্টির সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত এবং তিনি আমাদের প্রত্যক্ষ প্রতিপালক অব্যয় ঈশ্বর।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

১৮। যেহেতু আমি (আত্মা) ক্ষর পুরুষ হইতে অতীত এবং অক্ষর পুরুষ হইতেও উত্তম, এ জন্য আমি (আত্মাই) লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অহং গ্রন্থিদ্বারা ভ্রান্ত ও সীমাবদ্ধ আত্মাই জীব (সূক্ষ্ম শরীরী জীবও জীব)। অহং গ্রন্থি ভেদ হইবার পর আত্মা যে ক্ষর হইতে অতীত, ইহাতে কি সন্দেহ আছে? অক্ষর পুরুষ মানে "ব্যক্ত ও অব্যক্ত" সৃষ্টি চক্র। অহং গ্রন্থি বিশিষ্ট আত্মাগণ কল্লান্তে অব্যক্তে বিলীন হন এবং পুনঃ কল্লারম্ভে সৃষ্ট হন। অহং গ্রন্থিহীন আত্মা এই সৃষ্টি চক্রের নিয়মে বদ্ধ নহেন; কাজেই তিনি অক্ষর পুরুষের নিয়মের অতীত। সুতরাং তিনিই পুরুষোত্তম। অনাদি পুরুষোত্তম এবং অহং গ্রন্থিহীন আত্মা ততত্ত্বঃ এক।

১৯। যিনি আমাকে (আত্মাকে) সম্পূর্ণরূপে মোহহীন হইয়া পুরুষোত্তম জানেন, সেই সর্ব্ববিদ্ আমাকে (আত্মাকে) সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "অহং গ্রন্থিহীন" সাধকই অসংমূঢ় বলিয়া খ্যাত। 'অহং গ্রন্থিহীন' সাধকই সর্ব্ববিদ এবং আত্মবিদ। এই ভাবে আত্মাকে যিনি জানেন তিনি আত্মাকে যে সবচেয়ে বেশী ভাল বাসিবেন, ইহা স্বাভাবিক। এ জন্যই বলা হইতেছে যে তিনি সর্ব্ব-ভাবে ভজনা করেন।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃত কৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০॥

২০। হে অনঘ! এই গুহ্যতম শাস্ত্র তোমাকে বলা হইল; ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃত কৃত্য হইয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পুরুষোত্তমবাদই শক্তিবাদ। পুরুষোত্তমবাদের দার্শনিকতা এ অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে। "কৃত কৃত্য" মানে "আমার যাহা কর্ত্তব্য উহা করিয়াছি"। দুর্ব্বলবাদীয় কর্ম্ম মানুষের কর্ত্তব্য নহে, অসুরবাদীয় কর্ম্মও মানবে শোভা পায় না। মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য শক্তিবাদীয় নীতি ধরিয়া জীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবন পরিচালনা করা।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমৎ ভগবদ্ গীতাসু উপনিষদ্সু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে পুরুষোত্তম যোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীগীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "শক্তিবাদ ভাষ্য"।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দেবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জ্জবম্॥ ১

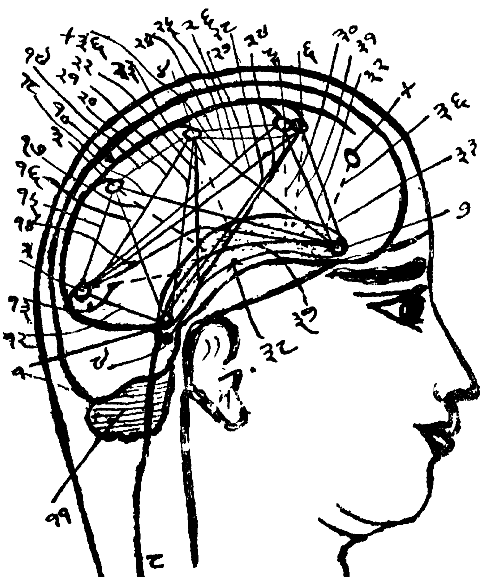
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্ব লোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রী রচাপলম্॥ ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত॥ ৩॥

১।২।৩। শ্রীভগবান বলিলেন—হে ভারত! যাঁহারা দৈবী সম্পদের শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের চরিত্রে অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ, আর্জ্জব, অহিংসা, সত্য, অক্রোধঃ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোভ, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপলা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ এবং নাতিমানিতা, এসব লক্ষণ থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবনের ভিত্তি গঠন করিলে দৈবী চরিত্র প্রতিফলিত হয় এবং 'অহং' কে কেন্দ্র করিয়া জীবন গঠিত হইলে অসুর ভাবগুলি চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে গীতা অনেক স্থানেই বলিয়াছেন। আমরাও ভাষ্যতে সে সব দেখাইয়াছি।

পাঠক মস্তিষ্ক চিত্র দেখুন এবং গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব কেন্দ্র ও শক্তিনাড়ীটীর সংস্থান বুঝুন এবং কোন স্তরে কোন কোন দৈবী চরিত্র বিকশিত হয় উঁহার আলোচনা করুন। অসুর সম্পদ গুলির কেন্দ্র হইতেছে 'অহং'কার। এই অহংকারকে কেন্দ্র করিয়া অসুরভাবগুলি সমস্ত অন্তর ও চিন্তা জগৎকে বিষাক্ত ও মলিন করিয়া দেয়।



১। মনের কেন্দ্র। দৈবী বৃত্তির প্রাধান্য যুক্ত মনই দেবত্বের আধার। অসুর বৃত্তির প্রধান্য যুক্ত মনই আসুরিকতার আধার।

২। সূর্য্যকেন্দ্র। (৮) স্বাধ্যায়, (১০) আর্জ্জব, (১২) অহিংসা, (১৮) মার্দ্দব, (২৫) শৌচ, (২৯) অদ্রোহ, এ কয়টী দৈবী সম্পদ সূর্য্য স্তরের।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্য মেবচ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪॥

৩। বিষ্ণু কেন্দ্র। (৫) দান, (৬) যজ্ঞ, (১৭) দয়া, (১৮) মার্দ্দব, (১৯) হ্রী, (২১) অচাপল্য, (২৩) ক্ষমা, (২৬) ধৃতি।

৪। ৫। শিবকেন্দ্র। (১) অভয়, (১৩) সত্য, (১৪) অক্রোধ, (২৪) তেজ।

৭। গণেশ কেন্দ্র। (১) অভয়, (৭) দম, (৯) তপঃ, (১৩) সত্য, (২০) ত্যাগ, (২৮) নাতিমানিতা।

'অহং' টী ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রের একটু অংশকে মলিন করিয়া অবস্থান করে। জ্ঞানের বিকাশে এই 'অহং' শুদ্ধ হইয়া যায়। দৈবী ও অসুর বিকাশ সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের ৪র্থ ভাগে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছে। পাঠক ক্রমবিকাশ দেখুন।

৪। হে পার্থ! যাহারা অসুর সম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের চরিত্রে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও পারুষ্য বৃত্তি গুলি থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য! 'অহং'কে কেন্দ্র করিয়া অসুর বৃত্তিগুলি প্রত্যেক মানবেই থাকে। যাহারা দৈববৃত্তির অনুশীলন করে তাহাদের এ সব বৃত্তিগুলি দুর্ব্বল থাকে। রুদ্র গ্রন্থি ভেদ হইবার পর এই অজ্ঞান গ্রন্থি ভেদ হয়। অজ্ঞান গ্রন্থি ভেদ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষে আসুরিক ভাব থাকে। যে অসুর সে আত্মাহীন নয়। আবার যে দেবতা সেও অহংহীন নয়। কাজেই কে কখন দেবত্ব বরণ করিবে এবং কে কখন অসুর হইবে, ইহা বলা কঠিন। রাষ্ট্র ও সমাজ যদি দুর্ব্বলবাদ অনুসরণ না করে তবে অসুর ভাব দুর্ব্বল হইয়া যায়। যদি দুর্ব্বল বাদীয় ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে সমাজ দুর্ব্বল হইবেই

দৈবীসম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

এবং অসুরবাদও প্রবল হইবেই। দেখা যায়, দুর্ব্বলবাদীদ ধর্ম্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রই অসুর, অসুর সমাজ ও অসুর ধর্ম্মকে গড়িয়া উঠিতে পথ করিয়া দেয়।

কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে অহিংসাবাদের চাষ বেশ সুন্দর ভাবেই চলিয়াছে। ইহার ফলে বিগত ৫৫ বৎসর ভারতের উপর চৌর্য্য, গুণ্ডামী, সতীর অপমান, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, দেশভাগ ইত্যাদি দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয়ও খুব চলিয়াছে। এ সব দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয় দাতা দুর্ব্বলবাদীরা এখন নিজেরাই এই সব দুষ্কার্য্যকে নিজেদের নিত্য কর্ত্তব্যে পরিণত করিয়াছে। ২৯টী দৈবী বৃত্তির মধ্যে আমরা শক্তিবাদে ৫ টীকে শ্রেষ্ঠ মানিয়াছি। যথা—সত্য, প্রেম, শান্তি, অভয়, তেজ।

৫। দৈবী সম্পদ মোক্ষের কারণ। অসুর সম্পদ বন্ধের লক্ষণ। হে পাণ্ডব! তুমি ভাবিও না, তুমি দৈবী ভাবের বিকাশ সহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তিবাদীয় ভিত্তি ও অসুরবাদীয় মনস্তত্ত্ব এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে স্পষ্ট করা হইয়াছে। কে আত্মাকে ভালবাসে এবং কে ভোগ ও বিষয়কে ভালবাসে, তাহা এই অধ্যায়ে খুব স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

৬। হে পার্থ! এই কল্পে দুই প্রকারের সৃষ্টি বিখ্যাত আছে। দৈব সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইয়াছে, আসুরিক সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্যক্ত সৃষ্টি অব্যক্তে বিলীন হয় এবং পুনঃ অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি ব্যক্ত হয়। এইরূপ সৃষ্টির আরম্ভকে কল্পারম্ভ বলে। এখানে বলা হইতেছে, এই কল্পে দুই প্রকার সৃষ্টিই আসিয়াছে। অর্থাৎ ইহার পূর্ব্ব কল্প যখন বিলীন হইয়াছিল তখনও দৈব ও অসুর প্রকৃতির মানুষ ছিল। সদ্য প্রতিবিম্বিত জীববীজ এবং পূর্ব্ব কল্পের জীববীজ কি ভাবে সৃষ্টিতে আসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিক আলোচনা ক্রমবিকাশের ৩য় ভাগে দেখুন।

সদ্য প্রতিবিম্বির সৃষ্টিতে কেহই অসুর হয় না। কিন্তু এই বিশ্বের পরিস্থিতি অসুর ভাবে গড়িয়া উঠিতে অনেক মানুষকে প্রলুব্ধ করে। সমাজ ও রাষ্ট্র যদি দুর্ব্বলবাদীয় ভিত্তিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তবে সমাজে আসুরিক বিকাশ আরম্ভ হয়। এই বিশ্ব কাহারও জন্য নহে। এখানে জীব আসে বিকাশের জন্য এবং যতটা সম্ভব সে বিকাশিত হইয়া চলিয়া যায়। দুর্ব্বলবাদীরা মনে করে আমরা অনেক দিন বাঁচিব। এবং যুগান্তর বাঁচিব। তাঁহারা সমাজকে অহিংসাবাদের লোভ দেখায়, ফলে প্রকৃতি বহু লোকের মধ্যে অসুরবিকাশের পথ করিয়া দেয়। অসুররা যত চায় দুর্ব্বলবাদীরা ততই ছাড়িতে থাকে। তবুও যুদ্ধ করিয়া মরিতে বা মারিতে সাহস পায় না। ফলে একদল লোকের দুষ্ট প্রবৃত্তি দেখা দেয়। চৌর্য্য, গুণ্ডামি আরম্ভ হয়।

চোর! তুমি চুরি করিবে বলিয়া আসিয়াছ? চোর "হ্যাঁ" বলিবার পূর্ব্বেই সে "বলিবে ভাই! লইয়া যাও সব, আমার গায়ে হাত দিও না"। তাহার পর দিন চোর আসিয়া আবার হাজির। সে চোর দেখিয়াই "হরে কৃষ্ণ" জপ আরম্ভ করিল। চোর বলিল, "তোমার স্ত্রীকে লইতে আসিয়াছি"। দুর্ব্বলবাদী বলিল, "আচ্ছা লইয়া যাও কিন্তু ওঁর গায়ে গায়ে হাত দিও না"। চোর বলিল, "আচ্ছা মহাশয়, তাইই হইবে"।

চোর গোবেচারার স্ত্রী লইয়া চলিয়া গেল। গোবেচারা স্ত্রীর জন্য অনেক কাঁদিল। ঠাকুরের আসনের পাশে বসিয়া অনেক চক্ষের জল ফেলিয়া স্থির করিল "সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা"। পরদিন চোর আবার আসিল; বলিল "তুমি চল"। সে গোবেচারা পেছনে পেছনে চলিল। সে দেখিল, তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া অন্যের রাজ্যে আসিয়াছে। গোবেচারা সেখানে চোরের বাড়ীর বিনাবেতনে চাকর হইল। তাহার স্ত্রী এখন চোরের স্ত্রী হইয়াছে। সে দেখিল, সেটা চোর ও গুণ্ডারই রাজ্য। পার্শ্বপর্ত্তী রাজ্যের ধন, স্ত্রীলোক লইয়া তাহারা বেশ সুখের দিন কাটায়। সে আরও বুঝিল, একদিন এ চোর ও গুণ্ডার দল তাহার নিজের অতি সুখের অহিংসবাদী রাজ্যটী অধিকার করিয়া সকলকেই চাকর করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার স্ত্রী এখন আর তাহাকে চিনিতেই পারে না। চাকরের সেবা তাহার অপ্রিয় হইলে সে তাহার চোর স্বামীকে দিয়া গোবেচার উপর জুতার ব্যবস্থা করিতেও আর ইতঃস্ততঃ করে না।

যখনই সমাজ ও রাষ্ট্র দুর্ব্বলবাদকে উপাদেয় মনে করে তখনই অসুরবাদ প্রবল হয়। প্রকৃতি সমাজে দুর্ব্বলবাদ চায় না। কাজেই অসুরবাদ দুর্ব্বলবাদীতায় প্রাকৃতিক প্রতিশোধ। অদ্যকার চোরের দল, কালই ডাকাত হইবে। পরশু সে সুযোগ বুঝিয়া রাজ্যাধিকার করিবে। এভাবেই অসুর প্রবল ও শক্তিশালী হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে করিতেছেন। দুর্ব্বল বাদীতাই অসুর সৃজন করে। বিস্তারিত আলোচনা শক্তিবাদ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বিশ্বে দুর্ব্বল বাদীরা এই ভাবে অসুর জাত সৃষ্টি করে। কল্প ক্ষয়ে এ সব অসুররা অব্যক্তে প্রবেশ করে এবং কল্পকালে পুনরায় আবির্ভূত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"দ্বৌ ভূত সর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈব আসুর এব চ"!

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনাঃ ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরণীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কাম হৈতুকম্॥ ৮ ॥

৭। অসুরগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি জানে না। তাহাদের মধ্যে শৌচ বা আচার বা সত্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীর ও পরিবার রক্ষার জন্য কর্ম্ম সকলেরই করিতে হয়। সমাজজীবনের সুখ, শান্তি, স্বচ্ছলতা, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও অসুর বিরোধিতাকে সঞ্জীবিত রাখিয়া কর্ম্মাবলম্বনই প্রকৃত ধর্ম্ম। নিবৃত্তি ধর্ম্মের মূল হইতেছে, অনাশক্তির উৎকর্ষ সাধন। মন্ত্র যোগসহ রাজযোগের অনুশীলন করিলে মন স্বতঃই আসক্তিহীন হইতে থাকিবে। তবে দৈবী ভাবের অবলম্বন থাকা প্রয়োজন। দৈবী ভাব না থাকিলে আসক্তি কমিবে না। যাহারা দুর্ব্বলবাদী তাহারা অত্যন্ত আসক্তিবান পুরুষ। ইহারা সর্ব্বাবস্থায় আসুরিক হইতে অধম।

শৌচ মানে শুদ্ধতা। মনের মধ্যে তেজেয় (অসুর বিরোধিতা) ভাব যাহাদের খেলে না তাহাদের মন কখনও স্বচ্ছ হয় না। আচার মানে ব্রহ্মচর্য্য। অসুরদের ব্রহ্মচর্য্যের বালাই নাই। এদের জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই, কাজেই ব্রহ্মচর্য্যের ও প্রয়োজন নাই।

৮। অসুরদের মতে অসত্যই সব, বিশ্বের মূলে কোন সত্যও নাই ঈশ্বরও নাই। সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে স্ত্রীপুরুষের কামের ফল। এবং কামই সব, ইহা ভিন্ন কিছুই নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অসুরগণ যাহা বলিতে চায়, ইহার কোন উত্তর দিয়া লাভ নাই, প্রয়োজনও নাই। ইহাদের একমাত্র উত্তর গুণ্ডামীর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ দেওয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। জগতের মূলে তথা

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যু গ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ।। ৯ ।।

কথিত ঈশ্বর মানিয়াও গুণ্ডামী করা যায়। ইহার ভাল প্রমাণ আছে (শক্তিশালী সমাজ দ্রঃ)। যাঁহারা ঈশ্বর ও আত্মা না মানিয়া অসুরবাদ বুঝিতে চান তাঁহারা কম্যুনিজম পাঠ করুণ। দৈবী সম্পদের ভিত্তিতে যদি বিশ্ব সংঘবদ্ধ না হইতে পারে, ব্রহ্মনাড়ীকে ধ্যান করিয়া যদি মনকে আত্মমুখী করিবার জন্য বহু লোক চেষ্টা না করে তবে অসুরবাদকে দোষ দিয়া কোনই লাভ নাই। এ বিশ্ব সঙ্ঘবদ্ধতারই কর্ম্ম ক্ষেত্র। যদি তুমি অসুরবাদীগণকে বক্তৃতাদ্বারা বুঝাতে চাও তবে তাহারা অনায়াশে তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তোমার স্ত্রী ও কণ্যাকে অপমান ও নির্য্যাতন করিয়া এবং তোমার জীবন ধারণের সমস্ত উপাদান অগ্নিতে ভস্মিভূত করিয়া তোমাকে সব কিছু বুঝাইয়া দিবেন। তাহারা কি করিবেন, উহা বেশ স্পষ্ট ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন।

৯। এইরূপ দৃষ্টি কোণকে কেন্দ্র বলিয়া এ সব অল্পবুদ্ধি সম্পন্নগণ আত্মাকে নাশ করে। এ সব বিশ্বের শত্রুগণ অত্যন্ত উগ্র কর্ম্মের অবলম্বন করিয়া বিশ্বকে ধ্বংশ করিবার কার্য্যে অগ্রসর হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে আত্মাকে নাশ করার অর্থ আত্মাকে ভিত্তি করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে না দেওয়া বুঝায়। অর্থাৎ অধ্যাত্ম বাদকে ধ্বংশ করাই ইহাদের লক্ষ্য। পূর্ব্বোক্ত ভাবে দৈবীবৃত্তি গুলিকে না মানাই আত্মা বা ঈশ্বরকে না মানা বুঝায়। কারণ দৈবী সম্পদগুলি সবই আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া বিকশিত হয়। যাহারা তেজকে (অসুরবিরোধিতা) না মানিয়া বা ব্রহ্ম নাড়ীকে ধ্যান না করিয়া দেবী সম্পদের অনুশীলন করেন তাহারা অত্যন্ত অদুরদর্শী, স্বার্থী ও মুর্খ হন। জানিয়া রাখিবে, তেজহীন মানুষ সত্যবাদী হইতে পারেনা, ত্যাগী হইতে পারেনা যোগীও হইতে পারে না।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমান মদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে হ শুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বকে আত্মাহীন করিবার জন্য যাঁহারা কর্ম্ম বিজ্ঞান দাঁড় করিয়াছে তাঁহাদের নিন্দা করিয়া শক্তিক্ষয় করা অপেক্ষা ব্রহ্ম নাড়ীকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র উপাসনার প্রবর্ত্তন করা এবং শক্তিবাদ দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদের স্বরূপ ও উহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করা শ্রেয়ঃ। আমরা অনেকস্থানেই বলিয়াছি, ডেমোক্রেশী একটী ভয়ঙ্কর অসুরবাদ। এই অসুরবাদটী হইতেছে কম্যুনিজমের পিতা। শক্তিবাদীয় ভিত্তিতে রাজা, ঋষি ও পঞ্চায়েৎ গঠনবিজ্ঞান শক্তিশালী সমাজে দেখুন। উহার প্রবল প্রচার করুন। ১১ অক্ষৌহিনীর বিরুদ্ধে তুমি ৭ অক্ষৌহিনী সৈন্যও দাঁড়করাও; তবেই তোমার প্রতিরোধ কার্য্যকরী হইবে। যাহারা এখনও মনে করে যবনবাদী ও নাস্তিক বাদীরা তাহাদের অন্ন বস্ত্র ও গৃহের স্বচ্ছলতা আনিয়া দিবে, তাহারা ভালভাবই জানিয়া রাখ, কোন স্তরের লোকের জন্যই ঐ সব অনাত্ম-বাদীদের দরদ নাই। তাহারা গদী চায়। একবার গদী পাইলেই তাহাদের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে। ইহারা দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রত্যেকটী মানুষকে নরক প্রভৃতির পথে পা দিতে শিখাইতেছে। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন, দেখুন।

১০। তাহারা অসম্ভব কামনাকে আশ্রয় করে, তাহারা দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হয়। মোহাচ্ছন্ন হইয়া তাহারা অসৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং অশুদ্ধ ভাব প্রতিষ্ঠার কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মক্কার বিপ্লব, মস্কোর বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব যে ভাবের আশার বন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল, ইতিহাসে উহা দেখুন; আর বিশ্বের কি ভয়ঙ্কর দুঃখ ও দুর্দ্দশা হইয়াছে, উহাও বিচার করুন। শ্রীকৃষ্ণের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ
কামোপভোগ পরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

১১। তাহারা অপরিমেয় চিন্তাকে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। কাম এবং ভোগই শ্রেয়ঃ এবং ইহাই সব এরূপ মনে করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মক্কায় বিবিবাদের বণ্যা আরম্ভ হয়। আল্লাহর উপাসনা কর পরকালে বিবি পাইবে। কাফের হত্যা, তাদের নারীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ গ্রহণ, তাহাদের ধন লুণ্ঠন ও বিত্তগ্রহণ পূণ্য কার্য্য। সে সঙ্গে এই বিশ্বকে আল্লাহর রাজ্য ও আল্লাহর চেলা করিতে হইবে। ইহাই বিবি বাদীদের মর্ম্ম কথা (বিশেষ শক্তিশালী সমাজ গ্রন্থে দ্রঃ)। এ ভাবে তাহারা মিথ্যা কথায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে হাতে আনিয়া রাজ্য, ভোগ ও বিলাসিতায় মত্ত হয়। ফরাসীবিপ্লবে ডেমোক্রেশীর যুগ আরম্ভ হয়। রাজতন্ত্র শেষ হইলে জনতায় সুখ, স্বাধীনতা, মৈত্রী ও স্বচ্ছলতা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবে। এই আশায় ইহারা জনতাকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করেন এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এখন তো পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ডেমেক্রেশীর লীলা খেলা চলিয়াছে। কিন্তু সুখ সাচ্ছন্দ্য এই বিশ্ব হইতে কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে। একদল ধনী ও চোরা কারবারীর কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন ডেমোক্রেশী বিশ্বকে আর কিছুই দেয় নাই। তাহার পর আসিল কম্যুনিজম। ইহাদের মতে যাহার কিছু আছে তাহাকে উচ্ছেদ করিলেই জনতায় দুঃখ দারিদ্র্য থাকিবে না। এই ভাবে এক দল লোক রাজ্য ও সুখ আয়ত্ব করে এবং দুঃখ দারিদ্র্যের কথা কেহ বলিলেই তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ফলে দুঃখ দারিদ্র্যের কথা বলিবার আর মানুষও থাকে না। এ সব বিবিবাদী ও ভোগবাদীরা বিশ্বে কি করে, এ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। পূর্ব্ব

আশা পাশ শতৈর্বদ্ধাঃ কাম ক্রোধ পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কাম ভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"এরা বিশ্বে অশুচিতা পূর্ণ মতবাদ স্থাপনা করে"।

১২। তাহারা শত শত আশার বন্ধনে আপনাদিগকে বদ্ধ করে কাম ও ক্রোধ পরায়ণ হইয়া—কাম ও ভোগের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যখন প্রথম ডেমোক্রেশী আসে তখনকার বড় বড় প্ল্যান ও কর্ম্মসূচী দেখুন এবং ফলে কি হইয়াছে, উহাও দেখুন। যখন কম্যুনিজম প্রথমে পৃথিবীতে আসে সেই প্ল্যান ও কর্ম্মসূচী দেখুন, এখন কি হইতেছে বা হইবে, উহাও দেখুন। সব চেয়ে বাহাদুরী হইতেছে মক্কাবাদের। তাহারা এ বিশ্বে কাফেরনাশ ও আল্লাহর রাজ্য ভিন্ন অন্য কোনই আশার কথাই শুনায় নাই। তাহারা—বিবি, মদ ও ভোগমত্ততা, যাহা কিছু দিবে বলিয়াছে, উহা দিবে পরকালে। সেও টাটকা দিবার কথা নাই। মৃত্যুর ৫০০০০ হাজার বৎসর পর সেটা দিবার কথা আছে। ডেমোক্রেশী (গণতন্ত্র) রাজা ও জমিদার উচ্ছেদেই বিশ্বকল্যাণ, এই কথা বলে। কম্যুনিজম ধনী উচ্ছেদে বিশ্ব কল্যাণের উক্তিতে পরিপূর্ণ। মক্কার চেলারা, কাফের উচ্ছেদে বিশ্ব কল্যাণ হউক বা না হউক পরকালের মদ, বিবি, ও ভোগমত্ততায় তাহারা পরিপূর্ণ। ডেমোক্রেশী ও কম্যুনিজম আইনের বলে প্রতিদ্বন্দী-গণকে উচ্ছেদ করিয়া দেয়। মক্কাবাদের চেলাদের জন্য আইন থাকিলেও চলে, না থাকিলেও চলে। তাহারা প্রত্যেকটী কাফের বিরোধী কার্য্যের জন্য আল্লাহর সমর্থন ও পরকালে বিবির সংস্পর্শই যথেষ্ট মনে করে। পাঠক জানিয়া রাখুন এই ভাবে মানুষকে খেপাইয়া কয়েকজন লোক

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ॥ ১৫॥

গদী হস্তগত করে এবং সকলকে ও বিশ্বকে অশ্বডিম্ব দেখাইয়া দেয়।

১৩। অদ্য আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, আমার মনে এই আশা আছে, ইহাও পাইব। আজ আমার নিকট এতটা আছে, পুনঃ এই ধন (পরের ধন) ও আমার হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অসুর বাদীরা কি ভাবে অসৎ পথে ধনী হয় সেটা কেবল বিভিন্নপ্রকারের অসুরবাদ গুলি বিশেষণ করিলেই বুঝা যাইবেনা, এ জন্য ব্যক্তিগত চরিত্রও বুঝা প্রয়োজন। যাহারা মানুষ খেপাইয়া অসুরবাদী হয় তাহারা বেশী শক্তিশালী, ইহাতে সন্দেহ নাই।

১৪। এই আমার দ্বারা নিপাত হইল, কাল আরও একটীকে নিপাত করিব। আমিই ঈশ্বর, আমিই-ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান এবং আমিই সুখী।

শক্তিবাদ ভাষ্য। একবার শক্তি আয়ত্ব হইলে তখন সে মানুষ রাতারাতি সর্ব্বকর্ম্মে দক্ষ হয়। যুদ্ধ, শাসন, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন, জীবনে সে যে সবের মুখও দর্শন করে নাই, সব কার্য্যেই তিনি সভাপতিত্ব করেন। এবং সর্ব্বজ্ঞের মত কথা বলেন।

১৫। আমি ধনবান, আমি জনবান, আমার তুল্য অন্যে কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আনন্দ করিব, এইরূপ

অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

আত্ম সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া এবং অনেক প্রকার বিভ্রান্তিতে চিত্তকে সে বিমোহিত করিয়া লয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনের ক্রিয়া সেই খানেই স্তব্ধ হয় যেখানে আত্মা আছেন। তাহারা আত্মারধ্যান করে না তাহাদের মন যে পাগলা কুকুরের মত মতিচ্ছন্ন হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি আছে?

১৬। তাহারা অনেক প্রকার চিত্ত বিভ্রান্তি ও মোহ জালে সমাবৃত হয় তাহারা কাম ও ভোগে কেবলই আসক্ত হইতে থাকে এবং তাহারা নরক তুল্য অশুচিতে পতিত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অসুরবাদীদের মন কিরূপ ক্লেদ যুক্ত হয় ও ব্যবহার কিরূপ নিম্ন স্তরে নামিয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ সেই সব বলিতেছেন। ইহাদের হাতে যদি রাষ্ট্র নায়কত্ব যায় তবে রাজ্যটাই নরক তুল্য হইবে না কি? শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যক্তিগত অসুরবাদের কথা নিশ্চয়ই বলেন নাই; কারণ ঐরূপ অসুরকে দমন করিবার জন্য যে কোন রাজ্যের হাতে ক্ষমতা থাকে। কাজেই এখানে যে অসুরবাদের কথা বলা হইতেছে উহা হইতেছে, ক্ষমতাশালীর অসুরবাদ। যাহারা সত্য মানে না, ধর্ম্ম মানে না, পরকাল মানে না, পিতা মাতা মানে না, তাহারাই জনতার নিকট ভোটে সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মনিষ্ঠকে পরাজিত করেন, দেখা যায়। ইহা দেখিয়াও কি তুমি মনে করিতে পার যে পশ্চিমের সমাজ ও রাষ্ট্রবাদ ভারতের কল্যাণ করিতেছে? ও করিবে?

১৭। স্বার্থ চিন্তায় সদা মগ্ন নম্রতাহীন, ধনমান ও অহংকারে মত্ত হইয়া ইহারা বিধিহীন ভাবে নাম মাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। সমাজ কর্ত্তৃত্ব বা রাষ্ট্র হাতে রাখিতে হইলে লোকের মনও রাখিতে হয় এবং মানুষকে মাঝে মাঝে ধর্ম্মের আড়ম্বরও দেখাইবার প্রয়োজন হয়। একটা কিছু করিয়া প্রচার ও পত্রিকায় ছাপিবার ব্যবস্থাই এ সব দুষ্টদের ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। বাস্তবিক ইহাদের ধর্ম্মকার্যের পেছনে কোন শ্রদ্ধার স্থান নাই। শ্রদ্ধা আত্মা হইতে প্রতিফলিত দিব্য ভাব। অসুর আত্মার ধ্যান করিলে তাহার অসুরত্ব থাকে না।

১৮। তাহারা অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়া উহাদের দেহ মধ্যস্থিত আত্মাকে হিংসা ও বিদ্বেষ করিয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অহংকার ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠস্থান দিলে আত্মাকে হিংসা করা হয়। অসুরবাদকে প্রশ্রয় দিলেও আত্মাকে হনন করা হয়। অসুরবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া তো অসুরবাদী হওয়া অপেক্ষাও আত্মনাশকর দুষ্কার্য্য। এই শ্লোক হইতে অসুরবাদীয় ভিত্তিকে দার্শনিক তত্ত্ব বলা হইতেছে। কিন্তু যদি ভয়ঙ্কর মার ও প্রতিশোধ দিতে না পার তবে এ সব দার্শনিক তত্ত্ব অসুরদের কোন কাজে লাগে না। তাহারা ইহা হইতেও ভাল দার্শনিক জ্ঞান সমাজকে শিক্ষা দিবার শক্তি রাখে।

১৯। সেই সব বিদ্বেষবাদী, ক্রূর, সংসারের অশুভকারী ও অধমগণকে আমি (আত্মা বা প্রকৃতি) সর্ব্বদাই অসুরকুলে নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই বিশ্বে কেবলমাত্র হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত ধর্ম্মই বিদ্বেষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শক্তিবাদ ভিন্ন বর্ত্তমান বিশ্বের প্রচলিত সমস্ত মতবাদই বিদ্বেষবাদের ভিত্তিতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইস্লামিয়ারা কাফের বিদ্বেষী, ডেমোক্রেটরা জমীদার ও রাজা বিদ্বেষী, কমুনিষ্টরা ধনী বিদ্বেষী, খৃষ্টান পাদরীরা তো বিদ্বেষবাদের প্রধান ঠিকেদার। আমরা জিজ্ঞাসা করি—কাফেরদের মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সৎলোক রহিয়াছেন তা কি আল্লাহ [redacted] জানেন না? ইমানদারদের গুণ্ডামীতে বর্ব্বরতা ভিন্ন কোন ধর্ম্ম আছে কি? ধনীদের মধ্যে কি সকলেই শোষক ও কালাকারবারী? মজুর কৃষকেরা কি সকলেই নির্গুণ ব্রহ্ম?

এক বিদ্বান খৃষ্টান আমার সঙ্গে আলোচনায় আরম্ভেই হিন্দুরা বিদ্বেষী, তাহারা মুসলমানদের ঘরে দেখিলে ঘরে গোবর দেয় বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন এবং নিষ্পাপ হওয়াই বড় ধর্ম্ম, ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। আমি বলিলাম—হিন্দুরা সকলেই ঘরে গোবর দেয়, ইহা আমি মানি না এবং আপনিও উহা জানেন। যাহাহউক হিন্দুরা কেহ কেহ ঘরেতে গোবর দিলেও কোন সেখের গায়ে গোবর ছিটাইয়া দেয় বলিয়া আমি শুনি নাই। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের একজনকেও আমি গোবর দেওয়ার সমর্থন করিতে শুনি নাই। ৬ জন বিখ্যাত মহর্ষি ৬ খানা দর্শন শাস্ত্রের প্রণেতা। এই ৬ খানা দর্শনের একটা সূত্রেও বিদ্বেষবাদের নাম গন্ধও নাই। স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত আর্য্য সমাজ হিন্দুদেরই সমাজ, বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত বুদ্ধসমাজ হিন্দুদেরই সমাজ। আমি তো ইঁহাদের কোন নির্দ্দেশেই বিদ্বেষের কথা দেখি নাই। আমাদের প্রবর্ত্তিত শক্তিবাদ সমাজও উহা সমর্থন করে নাই। এ সব সমাজবাদীদের সংখ্যাও

নিতান্ত কম নহে। তবুও আপনি ঐরূপ বলিতেছেন কেন, সেটা আপনিই জানেন। আপনি যদি গোবর দেওয়া পছন্দ না করেন তবে এর যে কোন সমাজে প্রবেশ করিতে পারেন। "নিষ্পাপ হওয়া" অবশ্যই বড় কথা। কিন্তু কোন ধর্ম্মগ্রন্থ যদি "পাপ করাকেই" ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ দেয়, তবে সেটাকে আপনি কি নিষ্পাপ গ্রন্থ বা ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিবেন? অথবা পাপ পুস্তক বলিবেন? বাইবেলের আদি পুস্তকে শিশু হত্যা, নারী হত্যা, অন্যের ধর্ম্মস্থান নষ্ট করা ও গুণ্ডামীর আদেশের অভাব নাই। উহাকেইতো কুরানেরও আদি কাণ্ড বলিয়াই মানিতে হইবে। গড্ লিঙ্গ কাটিতে আদেশ দিয়াছেন এবং যে লিঙ্গ কাটিতে রাজী হইবে না তাহাকে হত্যা করিতে বলিয়াছেন। লিঙ্গ কাটাই যদি গডের অভিপ্রেত তবে সৃষ্টিকালে ঐ মাথাটী কাটিয়া সৃষ্টি করিলেই তো পারিতেন? এই নিষ্ঠুর দুষ্কার্য্যের ফলে শত শত শিশু মারা যায়। সমস্ত শিশু ৬ মাস পর্য্যন্ত অসুস্থ থাকে। আপনি এ সবকে নিষ্পাপ অনুষ্ঠান বলিবেন? এ বিশ্বে পিশাচ উপাসনা বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে। পিশাচ উপাসনা ও উপদেবতার উপাসনা হিন্দু শাস্ত্রেও মানা হইয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহুও কেতু নামক গ্রহ দেবতা আছেন। ইহাদের উপাসনাকালে কেহ মারা গেলে সেই প্রেতাত্মা সেই স্তরের উপদেবতা হন। ইহাদের অনেক অলৌকিক শক্তি থাকে। কেতু, রাহুরই এক অংশ এবং মাথা কাটা গ্রহ। ইহাদের নজর ও বুদ্ধি অত্যন্ত মলীন। ইহারা চৌর্য্য তস্কৌর্য্য ও দুর্বুদ্ধি দাতা গ্রহ। এ জন্য রাহু ও কেতুর উপদেবতাগণ ভক্তকে লিঙ্গ কাটিবার আদেশ দেন। এ সব দুষ্ট প্রেতাত্মার আদেশে অনেক হিন্দু বালকের পিতা মাতারা এই কাজে বাধ্য হন, আমরা দেখিয়াছি। পিশাচ স্তরের উপদেবতা মানুষের নিকট লিঙ্গ বলি ভিন্ন আর কি দাবী

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

করিতে পারে? আপনি ভাল করিয়া বাইবেল ও কুরাণ পড়ুন। এবং গীতাও পড়ুন। ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব এবং অপরতত্ত্ব সবই জানিতে পারিবেন। তাহার পর যিশুর কথা আপনি বলিতেছেন। তিনি তো এক গালে চড় মাড়িলে অন্য গাল সামনে দিতে বলিয়াছেন। আপনার স্ত্রীকে কেহ অপমান করিতে আসিলে আপনি কন্যাটিকেও অপমান করিবার জন্য গুণ্ডার সামনে দিবেন, না কি বিরোধ করিবেন? তিনি বলিলেন, "আমি বিরোধ করিব"। তবে তো আপনি এখানেই নিজের ধর্ম্মের আদেশই অমান্য করিলেন! আপনি যাহা পূণ্য বলেন, আপনার ধর্ম্ম উহাকে পাপ বলে। আপনার ধর্ম্ম যাহাকে পূণ্য বলে আপনি উহাকেই পাপ বলেন। আপনার যদি ধর্ম্ম জানিবার স্পৃহা থাকে আপনি বেদ পড়ুন, গীতা পড়ুন, শক্তিবাদ দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ বুঝুন। এবং নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা করুন। ধর্ম্মের নামে ঐসব ধাপ্পাবাজী অনুসরণ করিলে আপনার বিবেক তৃপ্ত হইবে কি? তিনি বলিলেন, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সব কথার আলোচনা করিবার জন্য আমি আপনার আশ্রমে যাইব।" আমি বলিলাম—"আসিবেন"। তাহার পর তিনি আসেন নাই।

২০। হে কৌন্তেয়! সে সব মূর্খগণ জন্ম জন্ম অসুর জন্ম লাভ করে এবং তাহার ফলে আত্মাকে না পাইয়া অধম গতি লাভ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইতিপূর্ব্বে গীতা বলিয়াছেন, যে জীবাত্মা অমর (দ্রঃ দ্বিঃ অঃ)। কাজেই অসুরকে বধ করিলেই অসুরবাদ যায় না। আবার দুর্ব্বলবাদ গ্রহণ করিয়া অসুর বৃদ্ধি করিলেও অসুরবাদ যায় না। মানুষ নিজে না বুঝিলে অসুরবাদ যায় না। অসুরকে মারিয়া ফেলিলেও

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

অসুরবাদ যায় না, কারণ অসুর জন্মান্তরে আরও ভয়ঙ্কর অসুর হইবে। আমাদের মতে সমাজ, সংস্কার, ধর্ম্ম, শিক্ষা এবং রাষ্ট্রকে শক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা দিলে অসুরবাদ কমিয়া যাইবে। অধম গতির ভয়ে অসুর বদলাইয়া যাইবে, ইহার কোনই যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। একদিকে ভয়ঙ্কর মার এবং অন্যদিকে শক্তিবাদীয় সংস্কার ভিন্ন অসুর বাদের মূল উচ্ছেদ অসম্ভব। অধম গতি মানে যে নরক ভোগ, ইহা শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকে আরও স্পষ্ট বলিতেছেন। অসুর নরকের কথা বা সমাজ নিন্দার ভয়ে ভীত হইবে না, কারণ সেও দল ও সমর্থক গড়িতে জানে। যে ভাবে বিশ্বে অসুর ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং যে ভাবে সব দেশের রাষ্ট্র কর্ত্তৃত্ব অসুরদের হাতে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমাদের মনে হয় এখন কিছু দিন শক্তিবাদ ও গীতাবাদের বীজ রক্ষাও কঠিন হইয়া যাইবে। ইহা সত্য ঘটনা যে মানুষের চরম দুর্দ্দিন বা নরক ভোগ এই বিশ্বে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবেই আসিতেছে। একদিকে হুরবাদ, অন্য দিকে ডেমোক্রেসী, আবার অন্যদিকে কম্যুনিজম্ পৃথিবীকে ভয়ঙ্কর নরকে পরিণত করিবে।

২১। কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটীকেই আত্মার শত্রু এবং নরকের দ্বার বলিয়া জানিবে। অতএব এই তিনটীকেই পরিত্যাগ করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কাম, ক্রোধ এবং লোভে আজ পৃথিবীর ব্যক্তি বিশেষ মাত্র কলুষিত নয়। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রই আজ এই আত্মনাশক নীতিতে জড়াইয়া গিয়াছে। ফলও আর বেশী দূরে নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটীকে ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্র নিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামঃকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

ত্যাগ করা সম্ভব কি? যদি রাষ্ট্র ইহা ত্যাগ করিতে না পারে তবে কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহা ত্যাগ করিয়া কিছু করিতে পারিবেন কি? পরম গুরু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অক্ষয় বাণী এই আসুরিক মত্ততায় ধ্বংসমুখী বিশ্বে অমর থাকিবে। সময় মানুষের স্বকৃত দুষ্কৃতির সমুচিত ফল দিবে।

২২। হে কৌন্তেয়। যে সব ব্যক্তি এই তিন প্রকার নরকের দ্বার হইতে বিমুক্ত থাকেন এবং আত্মার অনুকূল আচরণ করেন, তাঁহারা সেই কর্ম্মফলে শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার পথ এবং নরকের পথ শ্রীকৃষ্ণ অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া দিলেন। আমরা কর্ম্মী ও জনতাকে বলি—তোমরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খুটীনাটি সত্য মিথ্যা ও কল্পিত কথার ভিত্তিতে আন্দোলন কম করিয়া প্রতি বিদ্যালয়ে ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান সহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন কর এবং সে সঙ্গে দুর্ব্বলবাদ, অসুর বাদ ও শক্তিবাদ কি, ইহা রাজনীতি বিদ্যায় পড়াইবার জন্য আবেদন কর। রাজা চোর, রাজ কর্ম্মচারী চোর ও প্রজা চোরের জন্য বিশ্বে দিন দিন দুঃখ ও দুর্দ্দশা দেখা দিবে। লক্ষ্য ভোগ (কাম) নয়, লক্ষ্য আত্মা, লক্ষ্য ধন সাম্য নয়, লক্ষ্য স্বচ্ছলতা। পথ, বিদ্বেষ নয়, পথ, আত্মধ্যান ও প্রীতির প্রবর্ত্তণ। লক্ষ্য অসুরবাদকে তোষণ নয়, লক্ষ্য হইবে অসুরের সংস্কার এবং অসুরবাদের উচ্ছেদ। পরবর্ত্তী শ্লোকে কি করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণই বলিতেছেন।

২৩। যে শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া কামাচারী হয়, সে সিদ্ধি

তস্মাচ্ছাস্ত্রাং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

লাভ করিতে পারে না, সে সুখ পায় না, সে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এক দিকে আত্মার পথ এবং আত্মাকে ভিত্তি করিয়া সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের ভিত্তি; অন্য দিকে কামের পথ, এবং কামকে ভিত্তি করিয়া সুরবাদ, ভোগবাদ, ও বিষয়বাদকে সামনে রাখা হইল। তুমি কোন্‌টা চাও? তোমার সমাজ কোনটা চায়? তোমার রাষ্ট্র কোনটা নিবে? যেটী লইবে তোমরা সেইরূপই পাইবে। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী শ্লোকে আরও বলিতেছেন, শোন।

২৪। অতএব তোমার কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়া হইল। তুমি শাস্ত্রের বিধানকে জানো এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তুমি আত্মার পথ ধরিবে তো তুমি, তোমার সমাজ ও তোমার রাষ্ট্র শান্তি ও সফলজীবন পাইবে। তুমি ভোগের পথ লইবে তো তুমি, তোমার রাষ্ট্র এবং তোমার সমাজ অশান্তি দুঃখ ও লাঞ্ছনা লাভ করিবে। ভোগ শাস্ত্র এবং আত্মার শাস্ত্র এখানে খুব স্পষ্ট ভাবেই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। আর ভাষ্যের প্রয়োজন দেখি না।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়ং বৈয়সিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে দৈবাসুর সম্পদ্‌ বিভাগ যোগঃ নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ। ১৬

ইতি শ্রীগীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যার আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

১। অর্জ্জুন বলিলেন—যাহারা শাস্ত্র ও বিধিকে ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করেন তাঁহাদের নিষ্ঠাকে সাত্ত্বিক, রাজস্ বা তামস্ বলা হয়, সে কথা বলুন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অসুর লক্ষণে বলিয়াছেন "যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধি পূর্ব্বকম্" "তাহারা নাম মাত্র যজ্ঞ করে, দম্ভের সহিত ও অবিধি পূর্ব্বক।" ঐ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কাম কারতঃ" অর্থাৎ শাস্ত্র ও বিধিত্যাগ করিয়া কামনার পথে থাকে" ইত্যাদিতে যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে অর্জ্জুনের মনে কিছু সংশয় জাগিয়াছে। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক লোক দেখানো একটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমাজকে ধাপ্পা দেয় বা যাহারা শাস্ত্র ও বিধি ত্যাগ করিয়া কামাচারী হয় তাহাদের কথা তো বলা গেল; কিন্তু ইহা ভিন্নও তো যজ্ঞকারী (উপাসক) আছেন যাঁহারা শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি করেন, কিন্তু শ্রদ্ধা আছে।

কামকারী ও শ্রদ্ধাকারী দুইটা সম্প্রদায়ের কথা অর্জ্জুন খুব স্পষ্ট বুঝিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বহু স্থানে বলিয়াছি আত্মাকে ভালবাসাই শ্রদ্ধা বা ভক্তি নামে খ্যাত এবং বিষয়কে ভালবাসাই 'কাম' নামে খ্যাত। এই কামে বাধা পেলেই ক্রোধ হয়। আত্মাকেই ভালবাসেন,

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং যা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

কিন্তু বিধিহীন ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এমন, লোকও তো আছেন? এখন প্রশ্ন, ইঁহাদের শ্রদ্ধাকে কোন গুণের মধ্যে মানা হইবে।

২। শ্রীভগবান বলিলেন—মনুষ্যদিগের স্বভাবতঃই তিন প্রকারের শ্রদ্ধা রহিয়াছে। এই বিষয়ে শ্রবণ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে ভালবাসাই শ্রদ্ধা নামে খ্যাত, ইহা আমরা বলিয়াছিলাম। এই ভালবাসাকে তিন ভাগ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া যে শ্রদ্ধা উহার তিনটী প্রকার ভেদ আছে।

৩। হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের রূপ, তবে শ্রদ্ধাময় ব্যক্তির শ্রদ্ধা যে দিকে, উহা দ্বারাই শ্রদ্ধার গুণ বিচার করা হইয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্লোকটীর মর্ম্ম এখানে স্পষ্ট হয় নাই। পরের শ্লোকে মর্ম্মটী স্পষ্ট হইবে। তোমার শ্রদ্ধার গতি দেবতার দিকে, বা যক্ষ রক্ষ আদির দিকে অথবা প্রেত পিশাচাদির দিকে? তুমি দেবতাদের মত, অসুর নাশ, ও বিশ্বকল্যাণ ভালবাস কি? নাকি যক্ষ রক্ষদের মত ভোগ পছন্দ কর? অথবা তুমি প্রেত পিশাচের মত অজ্ঞানতা ও ম্লেচ্ছতা ভালবাস? তুমি এইরূপ তিন ভাবে বিচার কর, তোমার শ্রদ্ধা বা ভালবাসার লক্ষ্য কি বুঝিতে পারিবে।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

৪। যাঁহারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন তাঁহারা দেবতার উপাসনা করেন। যাঁহাদের শ্রদ্ধা রাজস্ তাঁহারা রক্ষ ও যক্ষাদির উপাসনা করেন। যাঁহারা তামস্ তাঁহারা ভূত ও প্রেতগণের উপাসনা করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকের মর্ম্ম এখানে স্পষ্টভাবেই বুঝা গেল। শ্রদ্ধা মাত্রই সাত্ত্বিকতার কথা। কিন্তু শ্রদ্ধার লক্ষ্য কোন দিকে আছে, উহা বুঝাই সাত্ত্বিক রাজস ও তামস বিচারের ভিত্তি। দৈবী সম্পদের অনুশীলন করাই দেবতার উপাসনা। যে সব মহাপুরুষ অসুর নাশের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের (ইন্দ্র, বরুণাদির) উপাসনাও দেবতার উপাসনা নামে খ্যাত। অসুর ভাবাপন্নাগণের উপাসনা আছে। এই উপাসনার সঙ্গে বিষ্ণুস্তরের এক অংশ সম্বন্ধ রাখে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা দুর্গাপূজা পুস্তকে করিব। কালী ও দুর্গা পূজায় ভূতপূজার ব্যবস্থা আছে। যথাঃ—"ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ যে বসন্তি অত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তং বলিরেষ প্রসাদিতঃ। পূজিতা গন্ধ পুষ্পাদ্যৈর্বলিভিঃ তর্পিতাঃ তথা। দেশাদ্ অস্মাৎ বিনিসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎ কৃতাম্" ॥ ভূত প্রেত পিশাচ যাঁহারা এই পৃথিবীতে নিবাশ করে, তাহারা আমার প্রদত্ত এই বলি (দান) গ্রহণ কর। গন্ধ পুষ্পবলি তর্পনাদিতে তৃপ্ত হইয়া এই দেশ ত্যাগ কর এবং আমার কৃত পূজা দর্শন কর।"

পৃথিবীর নিকটস্থ ভূতের পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও ইহাদিগকে দূরে থাকিতে প্রার্থণা করা হয়; কারণ ইহারা বেশীর ভাগই আসুরিক ভাবাপন্ন। শক্তি পূজায় অত্যন্ত উচ্চস্তরের ভূতপূজা হয়। তাঁহারা জ্ঞান ও শক্তিবাদের অনুকূল। কুরাণ বক্তা আল্লাহকে আমরা ঈশ্বর লক্ষণ যুক্ত তত্ত্ব স্বীকার করি নাই। ইহা যে কোন আলৌকিক শক্তি, ইহা

মানিতেই হইবে। কুরাণের মতে—(১) ক্রোধী, দ্রঃ সুরা ফতেহা, আ, ৭। সুরা বগরা, আঃ ৯০। (২) বিদ্বেষী। দ্রঃ সুরা বগরা, আঃ ৮৯ (৩) শত্রুতাকারী। দ্রঃ সুরা বগরা, আঃ ৯৭, ৯৮। (৪) ধারের কারবারী। দ্রঃ সুরা বগরা, আঃ ২৪৫। (৫) লুটের সর্দার। দ্রঃ সুরা ৮, আঃ ১৪, ৩৯। সুরা আনফাল, আঃ ৬৯। ১। (৬) গুণ্ডামীর উস্কানী দাতা ও মানুষ বিকলাঙ্গ করিতে উৎসাহদাতা। দ্রঃ সুরা বরায়ত আঃ ১৪॥ সুরা আনফাল, আঃ ১৩।১৪।১৫ (৭) বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী। দেখো বরায়ত আঃ ৮। (৮) অবৈধ প্রেম ও বিবাহের উৎসাহদাতা। দেখো সুরা আহজাব আঃ ৩৭।৩৮। (৯) ভজিলে ওর্ আদেশ মানিলে আল্লাহ্ বিবি দেন। দেখো সুরা দখন, আঃ ৫১—৫৪। সুরা বাগরা আঃ ২৫। (১০) নরহত্যার প্রেরোচক। দেখো বরায়ত, আঃ ৫। (১১) দেবদর্শনের বাধা দানকারী। দেখো সুরা বরায়ত, আঃ ৮, ১৭। সুরা তৌবা, আঃ ২৯ (১২) ঝগড়ার ও ষড়যন্ত্রকারীর রাজা দ্রঃ সুরা ৬৬, আঃ ৯; সুরা এ রাফ, আঃ ৯৮।১৮২। কুরাণের মতে আরও অনেক কীর্ত্তি পাওয়া যায়। এই বিশ্বে মক্কাকে কেন্দ্র করিয়া কম প্রতাপ দেখান নাই। আমরা শক্তিবাদীগণকে প্রত্যেক পূজার সঙ্গে ভুত পূজা কালে ইঁহার পূজা এবং তর্পনের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছি। ইঁহার শত্রুতা করিয়া লাভ নাই। ইঁহার শক্তি আছে এবং পূজা দ্বারা ঐ শক্তি অতিক্রম করা প্রয়োজন। ভুতপূজা কালে ব্যাপক ভাবে ইঁহার পূজা প্রবর্ত্তন করুন। দেখিবেন, ইহার ভক্তগণের দুষ্কৃতি কমিয়া যাইবে। মহারাজ যযাতির দুই পুত্রকে যবন করা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া হিমালয়ের পশ্চিমে নির্ব্বাসন করা হইয়াছিল। তাঁহারা শিবের উপাসনা করেন এবং বর পান। যাহার

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কামরাগ বলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রাম মচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

ফলে ম্লেচ্ছধর্ম্ম প্রবল হইয়া ভারতে আধিপত্য করিবে; এ ভাবে বহু বৎসর অতিক্রম করিবার পর ইহাদের প্রভাব নিস্তেজ হইবে। এখনও প্রায় ৮০ বৎসরকাল ইহাদের প্রভাব ভারতে থাকিবে। শক্তিশালী সমাজ দ্রঃ।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যাহারা ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় উপসনা করেন তাঁহাদের নিষ্ঠা কোন গুণের? ব্রহ্মনাড়ীর প্রধান কার্য্য উপাসনাকে 'তেজ' দান করা। এই তেজই অসুরনাশক মনোবৃত্তি এবং ইহাই দেবত্ব। কাজেই ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ আত্মার উপাসনা তেজ এবং জ্ঞান বর্দ্ধক। এ জন্য ইহা কেবল দেবতার উপসনা নহে, ইহা ত্রিগুণাতীত আত্মার উপাসনা।

৫।৬। যাহারা অহংকার ও দম্ভসংযুক্ত হইয়া কাম, আসক্তি ও জেদের আশ্রিত হইয়া অশাস্ত্রবিহিত ভাবে ঘোর তপস্যা করে, শরীরের মধ্যস্থিত ভূতগ্রামকে শুষ্ক করে, শরীরস্থিত আত্মাকে কষ্ট দেয়, সেই সব জ্ঞানহীনগণকে নিশ্চয় তুমি অসুর বলিয়া জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অসুরগণের তপস্যা, অহংকার, দর্প, কাম ও আসক্তিকে কেন্দ্র করিয়া হয়। অর্থাৎ আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া ইহারা তপস্যা করে না। প্রত্যুত: উহারা শরীরকে কৃশ করিয়া আত্মাকেই কষ্ট দেয়। যেদিকেই বিচার কর, অসুরগণ আত্মনাশক।

এখানে গান্ধির বহু দিন ব্যাপী উপবাসের কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইঁহার সবগুলি উপবাসই যবন দর স্বার্থের অনুকূল ও ভারতের স্বার্থের

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

প্রতিকূলে ফল প্রদান করিয়াছে। গীতা ঐ রূপ তপস্যাকে অসুরকর্ম্ম বলিতেছেন।

৭। আহারও মানবের তিন প্রকারের প্রিয় হইয়া থাকে। যজ্ঞ দান তপস্যার ও ভেদ আছে। সে সব শ্রবন কর॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। ভালবাসার গতি ধরিয়া শ্রদ্ধার গতি নির্ণয় করা হইয়াছে। এখানে কে কিরূপ খাদ্য ভালবাসে, কি ভাবে যজ্ঞ করে, কিরূপ দান করে, কিরূপ তপস্যা করে তাহা বলা হইতেছে। উহা দ্বারাও তাহার ভালবাসার গতি বুঝা যাইবে।

৮। যে আহার আয়ু, স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য, সুখ, প্রীতি বিবর্দ্ধন কারী, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থির ও সুস্বাদু, এরূপ আহার্য্য সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে সাত্ত্বিক আহারের বিচারে মাছ, মাংসের কোন কথা নাই, কোন নিষেধও নাই। ফলে অনেকেরই মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যেও হয় তো সাত্ত্বিক খাদ্য অনেক আছে। এ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে অমেধ্য ভোজন না হইলে উহা সাত্ত্বিক বা রাজস্ মধ্যে পড়িবে।

আমরা বহুদিন আমাদের দেশের নিরামিষ আহারী মানবের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আমিষাহারী মানবের স্বাস্থ্যের তুলনা করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে দেখা যায় নিরামিষ আহার শরীরের জন্য বেশী স্থায়ীত্ব ও পুষ্টি দান করে।

কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গদেশে আমিষাহারের প্রচলন বেশী। কিন্তু বাংলার বিধবাগণ সকলেই নিরামিষাহারী। তাহাদেরও শরীরগঠন ও স্বাস্থ্যের ভিত্তি বিচার করিলে মনে হয় নিরামিষ আহার শরীরে বেশী স্থায়ী পুষ্টি দান করে। আমিষ আহার অনেক বেশী পরিমাণ গ্রহণ করা ভিন্ন শরীরের পুষ্টিই হয় না। আতপ চাউল মাড়সহ প্রস্তুত হইলে এবং আহারের মধ্যে দুধ থাকিলে, আমাদের মনে হয়, ইহা যতটা স্থায়ী পুষ্টি দান করিতে সক্ষম হইবে অন্য কোন আহারই উহার তুল্য হইবে না। পায়েসই (চরু) বোধ হয় গীতাউক্ত সব লক্ষণযুক্ত শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক খাদ্য।

৯। যাহা কটু, অম্ল, লবণাক্ত, অতিউষ্ণবীর্য্য, যাহা তীক্ষ্ণ ও বিদাহি, এ সব আহার রাজস্ প্রকৃতির মানুষের প্রিয় হয়। ইহাদের দ্বারা দুঃখ শোক ও নানা প্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কটু, অম্ল, লবণাক্ত দ্রব্য ইত্যাদি যে সব অবস্থায় রাজস্ হইবে ইহার কোন নিয়ম নাই। আহার্য্য প্রস্তুত প্রণালী জানা থাকিলে এই সব আহার্য্য হইতেও উপাদেয় সাত্ত্বিক ও শরীরধারক খাদ্য প্রস্তুত করা যায়; তবে কোন প্রকার রাজস্ আহারই নিত্য ব্যবহার করা ক্ষতিকারক হইবে। উপযুক্ত পরিমাণে লবণ শরীরের জন্য বিশেষ ভাবেই প্রয়োজনীয়। আহারকে স্নিগ্ধ ও স্থির এবং হৃদ্য করিবার বিজ্ঞান আমার মনে হয় পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দু নারীরা সব চেয়ে ভাল জানেন। বিদ্যালয়ে পাক প্রণালী শিক্ষার ফলে এ সব উচ্চ স্তরের কলাবিদ্যা ভারত হইতে অতি সত্বর বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কটু, অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ম, রুক্ষ ও বিদাহী আহার মোটামুটী শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কোন খাদ্য শরীরে যথাযথভাবে গৃহীত না হইলে উহার ফলে শরীরে

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥

বিকার নিশ্চয়ই দেখা দিবে। কাজেই খাদ্য হইতে বহু প্রকারের দুঃখ শোক আসিয়া থাকে। দুইটী শ্লোক বা দুই পৃষ্ঠা ভাষ্য লিখিয়া শরীরের পক্ষে স্থির খাদ্য, অস্থির খাদ্য এবং বিকারময় খাদ্য বিবেচনা করা অসম্ভব। পাঠক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাবলী দেখুন।

১০। রাত্রের বাসী, গতরস, পূতিগন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, ও অমেধ্য (যজ্ঞে আহুতি নিষিদ্ধ) খাদ্য তামস্ প্রকৃতির লোকের প্রিয় হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ ভিটামিনের বিচারে খাদ্যের বিচার করিয়া থাকেন। ঋষিগণ সাত্ত্বিক রাজস ও তামস বিচারে খাদ্যের বিচার করিয়াছেন। জ্ঞান বর্দ্ধক খাদ্য সাত্ত্বিক স্তরের, কর্ম্ম-শক্তিবর্দ্ধক খাদ্য রাজস স্তরের, আলস্য ও অজ্ঞানবর্দ্ধক খাদ্য তামস খাদ্য নামে খ্যাত। আয়ুর্ব্বেদে শীতবীর্য্য, উষ্ণবীর্য্য, সমবীর্য্য, বিবেচনায়, বায়ু, কফ, পিত্ত আদি ধাতু বিচারে এবং রক্ত কারক, অস্থি কারক, মাংস কারক, রস কারক, মজ্জা কারক, শুক্র কারক, ওজঃ বর্দ্ধক বা ঐ সব ধাতুর হানি কারক ইত্যাদি অনেক ভাবে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়াছে। ভাইটামিনের আধিক্য যুক্ত যে কোন খাদ্যই আবার শরীর গ্রহণকারী কিনা, এ সব জানিতে হইলে আবার শরীরের প্রকৃতি কিরূপ, উহা ও জানা প্রয়োজন; আয়ুর্ব্বেদে ইহার বিস্তারিত আলোচনা আছে।

অনেক স্থানে হিংসা অহিংসার বিচারেও খাদ্য বিবেচিত হয়। আমাদের মতে খাদ্য মাত্রই হিংসা কারক। তরকারী, শস্য, ফল ভক্ষণ সবই হিংসা প্রসূত। দুগ্ধ দোহন রীতিও ভয়ানক হিংসা প্রসূত। কারণ বাচ্চাকে বঞ্চিত ও কাঁদাইয়া উহা পাইতে হয়। ব্রহ্মদেশে

অফলা কাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্য মেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

বৌদ্ধগণের গোমাংস বা অন্য যে কোন মাংসই খাদ্য; কিন্তু গোবধ বা অন্য জীব হত্যা পাপ বলিয়া খ্যাত। এই প্রকার যুক্তিহীন ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কসাই (পাপী) জাতের সৃষ্টি করিতেছে। ইহারা লোককে টাকা দিয়া (লাভ দিয়া) পাপ করায়। এবং পাপীর হাতে পুণ্য (?) ভক্ষণ করেন! ঋষিগণ খাদ্যের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস্ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা খাদ্যকে কি ভাবে প্রস্তুত করিলে বেশী সাত্ত্বিক হইবে উহারও বিচার করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞবিধিতে উহার বিধানকে স্থানও দিয়াছেন। ভেজিটেরিয়ান ও ননভেজিটেরিয়ানের ছকে ফেলিয়া বিচার করিয়া আজকাল যে সব খাদ্য সরকারী যানবাহন কেন্দ্রে প্রস্তুত ও ভক্ষিত হয়, উহাদের প্রস্তুত প্রণালীকে আমরা কোন সাত্ত্বিকতা ও শুদ্ধ নীতি বলিয়া স্বীকার করি না। যথাবিধি বলিদানের পর সেই মাংস সাত্ত্বিক ও শুদ্ধাচারে প্রস্তুত হইয়া দেবতার নিকট ভোগ দিবার পর সেই প্রসাদও সাত্ত্বিক না হইবার কোনই কারণ নাই। তবে যাঁহারা মাংসাহারী নহেন তাঁহারা নিরামিষের মধ্য হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক বিধানে রন্ধন করিয়া যথাবিধি নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবেন। দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা আজ যতই থাকুক না কেন কিছু মানবে সাত্ত্বিকতা ও শুদ্ধাচার থাকাই বাঞ্ছনীয়।

১১। ফলাকাঙ্খা পরিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধে এবং বিধিবিহীত ভাবে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, উহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যজ্ঞ দান ও তপস্যা মানবের আত্মশুদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। ইহাকে ফলাকাঙ্ক্ষা হীন হইয়া অনুষ্ঠান করাই

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

বিধিহীন মসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

শ্রেয়ঃ। সকল কর্ম্ম সব সময় তৎক্ষণাৎ ফল দেয় না। ফলে মনে অশান্তি হয়। তৎক্ষণাৎ ফল না পাওয়া গেলেও যজ্ঞ দান ও তপস্যার ফল ব্যর্থ হয় না। যজ্ঞের ফলে সুখ, দানের ফলে প্রাপ্তি, ও তপস্যার ফলে জ্ঞান হয়। বিস্তারিত ক্রম বিকাশের ৪র্থ ভাগে দ্রষ্টব্য।

১২। হে ভারত শ্রেষ্ঠ! ফলের অভিসন্ধি করিয়া এবং দম্ভপূর্ব্বক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় উহা রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

শক্তিপদ ভাষ্য। তবে কি মানুষ বিপদে ও দুঃখে নিমগ্ন হইয়া উহা হইতে উদ্ধার কামনায় যজ্ঞাদি করিবে না? নিশ্চয়ই আপদ বিপদকালে মানুষ যজ্ঞ, উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু তাহাতে দম্ভ দেখাইবে না। শান্তি স্বস্ত্যয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। অসুরকে প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রধান কার্য্য হইতেছে স্থূলে অস্ত্র ধারণ করা এবং যজ্ঞ, জপ ও অনুষ্ঠানাদি সেই কার্য্যের সহায়ক ভাবে আগে, মধ্যে বা অন্তে সম্পন্ন করিতে হয়।

১৩। যে যজ্ঞ বিধিহীন, অন্নদাহীন, মন্ত্রবিহীন, এবং উপযুক্ত দক্ষিণাবিহীন এবং যাহা শ্রদ্ধাহীন, উহাকে তামস যজ্ঞ বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আজকাল মনের মত সাধনার যুগ চলিয়াছে। শাস্ত্র, গুরুমন্ত্র ও ঋষির তো কথাই লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেকটী বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রে—মন্ত্র, ছন্দো, দেবতা ও ঋষির নাম উল্লেখ থাকে। সেই সব মন্ত্র কি ভাবে প্রয়োগ হয় উহারও উল্লেখ থাকে। বেদ বা তন্ত্রের সংযোগহীন, ছন্দো হীন দেবতাহীন ঋষির নাম

গন্ধহীন—ওঁ অমুকায় নমঃ। আবার তাহার স্ত্রীর নামটী সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া—ওঁ অমুক অমুকাভ্যাং নমঃ।" ইহা ছাড়াও মাথামুণ্ডহীন নামের দীক্ষা চলিয়াছে। আবার অনেক স্থানে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের দেখাও হয় না, কথাও হয় না, গুরুর বেতন ভোগী এক পুরুষ আসিয়া দীক্ষা ও সাধনা দিয়া গেলেন, ইহাও চলিয়াছে। কোন কোন স্থানে "অমুক মা" অথবা "অমুক বাবার" দল চলিয়াছে। তাহারা "ওঁ অমুক মা" অথবা "ওঁ অমুক বাবা" দীক্ষা দেন। আমরা বলি, ও সব ধাপ্পাবাজীর ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া অন্ততঃ পক্ষে গায়ত্রী ব্রহ্ম উপাসনাটী ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ কর। যদি পরে তুরীয় দীক্ষা লইতে হয় তবে লইতে পারিবে। কোন সাধকের নিকট হইতে তান্ত্রিক বীজ মন্ত্রের দীক্ষা লইয়া উহার সন্ধ্যা পূজা ও অনুশীলন কর, শান্তি পাইবে। এ সব ধাপ্পাবাজীদের বেদ তন্ত্র ও যোগের সংযোগহীন ধর্ম্ম তোমার জ্ঞান প্রকাশে মোটেই সাহায্য করিবে না, জানিবে। তামস উপাসনা অজ্ঞান ও মূর্খতা দান করে। যুক্তিবাদ হীন বিশ্বাসবাদ মূর্খতার লক্ষণ। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ আরও অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছেন।

এখানে "শ্রদ্ধার" কথা মনে রাখা প্রয়োজন। শ্রদ্ধা মানেই আত্মাকে ভালবাসা। ব্রহ্মনাড়ী স্মরণ রাখ, তাঁহাকে ভালবাস, এই ব্রহ্মনাড়ীও তোমার গুরু, তোমার দেবতা, তোমার ইষ্ট, মন্ত্র ও আত্মা। তাঁহার সঙ্গে সংযোগ না রাখিয়া কোন যুগের কোন কল্পিত এবং আর্টিষ্টের পরিকল্পিত ব্যক্তিগত ঈশ্বরবাদ তোমার জ্ঞানবিকাশে কি কাজ দিবে? ব্রহ্মনাড়ীই আত্মা, ইহাতে মনকে প্রবেশ করাও তোমাতে জ্ঞান, শান্তি, সুখ, প্রেম, ত্যাগ সবই ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত হইবে। তখনই বুঝিতে পারিবে—ঈশ্বর কি? আসল ধর্ম্ম পথ শিক্ষা না দিয়া যাহারা ঐ সব ধাপ্পাবাজী ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া বেড়ায় ঐ সব রূপধারী দুষ্টদের তুমি বিশ্বাস কর? ওদের কিছু মাত্র জ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে তোমাকে

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

ধাপ্পাবাজীর ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়? ভারতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া গায়ত্রী দীক্ষা ও বৈদিক সন্ধ্যা প্রবর্তিত আছে। ঐ সন্ধ্যা ব্রহ্ম নাড়ীয় ধ্যানসহ বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুষ্ঠান কর। যদি তাহাতে তোমার অসুবিধা হয়, তুমি শক্তিবাদীয় উপাসনা ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ কর। যদি ইহার চেয়েও তুমি বেশী অগ্রসর হইতে চাও তবে তুরীয় দীক্ষায় প্রবেশ করিয়া কালী, তারা আদি মহাবিদ্যার সাধনায় প্রকাশ কর। তুমি শক্তিশালী গুরুর নিকট দীক্ষা ও অভিষেক গ্রহণ কর। তুমি মহাভারত পড়, তুমি দেখিতে পাইবে "শ্রীকৃষ্ণ গায়ত্রী সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছেন।" তুমি তন্ত্র শাস্ত্র পাঠ কর, দেখিতে পাইবে "শ্রীকৃষ্ণ মহাবিদ্যার উপাসনার এক জন কৃতীশিষ্য।" তামস যজ্ঞ তুমি নিশ্চয়ই ত্যাগ করিবে এবং শাস্ত্রানুসরণ করিবে।

১৪। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা, এসব শারীরিক তপস্যা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দ্বিজ মানে যাঁহার বৈদিক ও তান্ত্রিক সংস্কারগুলি হইয়াছে এমন পূজ্য ব্যক্তি। শক্তিশালী সমাজ ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে শক্তিশালী সমাজ ১ম ভাগ দেখুন। অহিংসা মানে বিদ্বেষহীনতা। ভালবাসা ও বিদ্বেষ মানবের হৃদয়স্থিত পাশাপাশি বৃত্তি। ভালবাসার উদ্বেলন আনিবে না, বিদ্বেষও আনিবে না; আবার অসুর-বাদকে প্রশ্রয় দিবে না এবং নিষ্ঠুরের মত অত্যাচারও করিবে না। যদি কাহারও উপর বিদ্বেষ না থাকে তবে জীবহৃদয় মাত্রই স্বভাবতঃ অহিংসাধর্ম্মী। অহিংসাবাদী কংগ্রেসীদের মত অহিংসা লইয়া বেশী ফেনাইবে না' উহার ফলে তুমি "ঠগ ধর্ম্মী" হইয়া যাইবে। অহিংসা আত্মা হইতে আপনিই বিকশিত হয়। এ সম্বন্ধে গীতায় অঃ ১০ শ্লোক

অনুদ্বেগ করং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

৫ ব্রঃ। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া শরীরকে পরিচালিত করিবে। ইহারই নাম শারীর তপ।

১৫। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্য প্রয়োগ এবং বেদ প্রণবাদির অভ্যাসকে বাঙময় তপ বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যদি তোমার মনে বিদ্বেষ না থাকে তবে সত্য কথা অপ্রিয় হয় না। অসুরবাদীগণকে তুমি যতই চেষ্টা করিয়া সত্য, প্রিয় ও হিত কথা বল, কাল সর্পের মত ওদের নিকট উহা বিষই থাকিয়া যাইবে। বেদ ও প্রণবাদির অনুশীলন ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া করিবে।

১৬। মনের প্রসাদ, সৌমতা, মৌন, আত্ম বিনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, এসবকে মানসিক তপ বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানে আনন্দ ও অনুভূতি না থাকিলে এ সব গুণ আসে না। ছেলে মারা গেল, আর বন্ধুদের নিকট মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া হাসি দেখাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানি সাজিলাম। এসব কোন কাজের কথা নহে। সব সময় ব্রহ্মনাড়ীর অনুভূতির ধারা পাইতে চেষ্টা করিবে এবং ভাবে ও ব্যবহারে মিথ্যাচারী হইবে না তবেই এসব বৃত্তি আসিবে।

১৭। ফলাকাঙ্খা পরিশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত

সৎকার মানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮॥

মূঢ় গ্রাহেণাত্মানো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎ সাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯॥

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের তপস্যাই সাত্ত্বিক তপস্যা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীর, বাক্ এবং মনোময় তপস্যার ফল পূর্ব্বের তিন শ্লোকে বলা হইয়াছে। "পরয়া শ্রদ্ধয়া" অর্থাৎ আন্তরিক শ্রদ্ধায় ঐ সব তপস্যা অনুষ্ঠিত হইলে উহা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা মানে আত্মাকে ভালবাসা, ইহা মনে রাখিবে।

১৮। ঐ সব তপস্যা দম্ভের সহিত এবং সৎকার, মান ও পূজার জন্য যদি অনুষ্ঠিত হয় তবে উহা ইহলোকে রাজস্ তপ বলিয়া কথিত হয়। ইহার ফল চঞ্চল এবং অস্থির।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সব স্থানেই দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ একদিকে আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিবাদীয় ধর্ম্মের মীমাংসা করিতেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে অসুর বাদীয় কার্য্যাবলীরও আলোচনা করিতেছেন। ১৬শ অধ্যায়ে দম্ভ, দর্প, অভিমান ক্রোধ ও পারুষ্যকে অসুর সম্পদ বলিয়াছেন। ইহাদের মূল যে অজ্ঞান এবং অহং কেন্দ্রে বিদ্যমান ইহা আমরা বলিয়াছি। শক্তিবাদীয় অনুষ্ঠানগুলি আত্মাকে কেন্দ্র মানিয়া কৃত হয়, অসুর বাদীয় অনুষ্ঠানগুলি দর্প, দম্ভ বা অহংকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, মনে রাখা প্রয়োজন।

১৯। মূর্খতার আগ্রহে নিজেকে পীড়া দান করিয়া এবং অন্যকে উৎসাদনার্থ যে তপস্যা করা হইয়া থাকে উহা তামস তপ নামে খ্যাত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মহাত্মা গান্ধির লম্বা লম্বা উপবাস রূপ তপস্যার ফলে যে বিপরীত ফল ফলিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০॥

ভারতের স্বরাজ যদি অন্যভাবে ১০ বৎসর পরেও আসিত, তাহাতেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু অদূরদর্শিতার সহিত লম্বা লম্বা উপবাস করিয়া যে ফল পরপর আনা হইল উহার ফলে যবনরা প্রবল হইল এবং উহারই ফলে পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুরা ইতিহাসের পাতা হইতে মিটিয়া গেল। এই উৎসাদন সত্যই মর্ম্মস্পর্শী। গীতায় এইরূপ তপস্যা মূঢ়তা পূর্ণ ও তামস।

২০। "দান করা কর্ত্তব্য" বোধে যে দান অনুপকারীকে দেওয়া হয় এবং যে দান দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দেওয়া হয় উহার নাম সাত্ত্বিক দান।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দেশ কাল এবং পাত্র বিবেচনা করা এক সমস্যার কথা। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, দ্বারকা ও মক্কা প্রভৃতি স্থানের পাণ্ডারা দানের মারফৎ বেশ ভাল ব্যবসা জমাইয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করেন। আমাদের মতে শক্তিবাদের অনুকূলে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, কর্ম্মী ও শিক্ষানিকেতন, ও সাধুগণকে দান করিবে। দুর্ব্বল বাদ ও অসুরবাদের অনুকূলে কাহাকেও দান করিবে না। শক্তিবাদকে দান সব সময়ই সুপাত্রে দান জানিবে। যখনই দান করা কর্ত্তব্য মনে হইবে তখনই দানের ধন কোথায় কি ভাবে ব্যয় হইবে উহা বিবেচনা করিবে। শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ সন্ধিকালে স্নান দানাদির সুফল বলা হইয়াছে। সেই সব কালেও দান করিবেতো শক্তিবাদীয় দান করিবে। অসুরবাদীয়কে ও দুর্ব্বলবাদীয়কে দান অত্যন্ত অদান জানিবে। উচ্চ স্তরের যোগীগণকে সুবিধা পাইলেই দান করিবে। ইহার ফলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

আদেশ কালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

তস্মদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম ॥ ২৪ ॥

২১। প্রত্যুপকাকামনায় কিম্বা ফল কামনায়, মনোকষ্ট সহকারে যে দান করা যায়, তাহাকে রাজস দান কহে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। রাজস দানও যদি অসুরবাদীকে দেওয়া হয়, উহাতে প্রত্যুপকারের আশা থাকে না। তাই অসুর রাষ্ট্রকেও দান করিবে না।

২২। আদেশ কালে এবং অন্যান্য বিবেচনা না করিয়া অপাত্রে দান এবং অসৎকারসহ এবং অবজ্ঞাসহ যে দান উহাকে তামস দান জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অসুরবাদী বিকাশকেও দান করিবে না। দুষ্ট সমাজভুক্ত দুষ্টকে দান করিলে পাপ হয় এবং মনেও অশান্তি হয়।

২৩। ওঁ তৎ সৎ, ইঁহারা ব্রহ্মের তিনটী নাম। ইঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞকে পুরাকালে সংজ্ঞাবদ্ধ করা হইতেছে।

২৪। কারণ ব্রহ্মবাদী মহাপুরুষগণ ওঁ শব্দ উচ্চারণ সহ যজ্ঞ দান তপ করিবেন এইরূপ বিধান করা হইয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই তিনটী শব্দের লক্ষ্য লইয়া কোন টীকাকারই খুব স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। ওঁ, তৎ এবং সৎ, ঈশ্বর বাচক বা ব্রহ্ম বাচক বা আত্মবাচক শব্দ। ওঁ জ্ঞান মুলক শব্দ। তৎ উপাসনা মুলক শব্দ।

সৎ কর্ম্মমূলক শব্দ। ব্রহ্মই জ্ঞান, ব্রহ্মই উপাসনা এবং ব্রহ্মই কর্ম্ম (ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও অসুর নাশকর্ম্ম) নামে খ্যাত। কেহ জ্ঞানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে অনুভব করেন তাঁহারা ব্রহ্মকে ওঁ বলেন। কেহ কেহ উপাসনার মধ্য দিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করেন। তাঁহারা ব্রহ্মকে তৎ (তিনি) নামে অভিহিত করেন। তিনি ইঁনি উঁনি ইত্যাদি শব্দ প্রিয়তমের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। উপাসনা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। 'সৎ' কর্ম্মব্রহ্ম। এ বিশ্বে অসুরবাদ এবং দুর্ব্বলবাদ থাকিবে না। ব্রহ্মের এই নিয়ম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত রাখাও ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ। তাঁহারা 'সৎ' বাচক ব্রহ্মকর্ম্মী। সৎ শব্দ শক্তিবাচক। জড়ের শেষ পরিণতিই শক্তি বা গতি। এই গতিই গতিহীন ব্রহ্মতত্ত্ব। ক্রমবিকাশে "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ জড়বাদ এবং কর্ম্মবাদের অনুশীলন কর। এবং অহং কে আশ্রয় না করিয়া আত্মাকে (দৈবী-বৃত্তিকে) আশ্রয় কর, শক্তিবাদ তোমাকে অসুর বলিবে না। গায়ত্রী মন্ত্রে ওঁ এবং তৎ দুইটী শব্দই ব্রহ্ম বাচকরূপে স্থান পাইয়াছে (শক্তিশালী সমাজ ১ম ভাগে গায়ত্রীর অর্থ দেখো। বিশ্বের কর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্মের স্তরে (শক্তিস্তরের কর্ম্মবাদে) দাঁড় করাও এবং ওঁ বাদী ও তৎ বাদীগণের জন্য বিকাশের পথ করিয়া দাও। ইহাও ব্রহ্মজ্ঞান। কর্ম্মমূলক ব্রহ্মই 'সৎ'। গীতা একাধারে 'ওঁ' কারের গীতা, 'তৎ'কার এবং 'সৎ' কারের গীতা। গীতা এবিশ্বের অপূর্ব্ব গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের এক মাত্র গুরু। ব্রহ্মনাড়ীই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল। ব্রহ্মনাড়ীই সমস্ত উপাস্য তত্ত্বের কেন্দ্র এবং ব্রহ্মনাড়ীই সমস্ত 'সৎ' কর্ম্মের প্রেরণাময় পরম পুরুষ। ব্রহ্মনাড়ী জড়বাদীর শরীর কেন্দ্র আবার অধ্যাত্মবাদীর নির্গুণব্রহ্ম। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সকলেই করিতে পারেন। দৈবী সম্পদগুলিও তো মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াই ক্রিয়াশীল হয়। তবে জড়বাদীরা ইহাদের অনুশীলন করিলে ক্ষতি কি আছে? অহং, দম্ভ, মিথ্যা, ছলনা কোন্ মানুষকে

তদিত্যনভিসন্ধ্যায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষ কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

অমানুষ ও ক্লেদযুক্ত করে না, বল? তবে উহাদের অনুশীলন করা কি ভাল কথা? তুমি পরকাল যদি নাই মানো, অসুরবাদ অনুশীলনে তোমার ইহকালে কি লাভ? তুমি বলিতে পার, যতদিন দুর্ব্বল-বাদীরা আছে, ততদিন আমার অনেক লাভ। এ জন্যই শক্তিবাদের মতে অসুরবাদীদের হইতেও দুর্ব্বলবাদীরা অপদার্থ।

২৫। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন মোক্ষাভিলাসিগণ 'তৎ' শব্দ উচ্চরণ সহ নানা প্রকার যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা কি কোন আকাঙ্ক্ষা নয়? আত্মাকে পূর্ণভাবে পাওয়াই মোক্ষ। কাজেই ইহাকে আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না। মনের মত পাওয়ার চেষ্টাই আশা ও কামনা নামে খ্যাত। মন ক্রিয়াহীন হইবে ইহাই আত্মা-প্রাপ্তি। 'মন থাকিবে না', ইহাই আত্মা প্রাপ্তি। ইহাই জীবনের পূর্ণতা। যাহারা জ্ঞানী তাঁহারা প্রত্যেকটী কর্ম্মে ব্রহ্ম অনুভব করেন। ইহাই ওঁ কার জ্ঞান। উপাসক আত্মার খুব কাছাকাছি থাকেন। তাঁহাদের একটু দ্বৈতবুদ্ধি থাকে। তাঁহারা আত্মাকে কিরূপ গভীর ভাবে ভালবাসেন উহার তুলনা করা যায় না। তাঁহারা নিত্য সন্ধ্যা করেন সর্ব্বদা, তাঁহাকে স্মরণ করেন এবং প্রত্যেক নৈমিত্তিক কালে আত্মার বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু মনে কোনই কামনা নাই। এ সব উপাসনার, কার্য্যে তাঁহারা বিপুল আনন্দ পান। "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গ্যো দেবস্য" বলিয়া তাঁহারা আত্মাকে স্মরণ করেন। সদাই স্মরণ করেন, সদা তাঁহাকে কাছাকাছি অনুভব করেন। এমন সুখময় তৃপ্তিময় পবিত্র ও নিষ্পাপ আনন্দের সময় কি কোন কামনা মনে জাগে? উপাসনা

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতদ্ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

নিজেই মানব জীবনের এক গভীর সম্পদ। ভোগ বিলাসিতা তো নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ বস্তু। হাসিমুখে কর্ম্ম, ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য অন্ন এবংউপাসনার আনন্দ থাকিলে তাঁহার আবার চাই কি ? যাঁহারা কার্য্যাবসানে সমস্ত সময়টা ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া মত্ত থাকেন তাঁহারা কি এমনই মত্ত থাকেন ?

২৬। সদ্ভাবে এবং সাধুভাবে এবং প্রশস্ত কর্ম্মে লাগিয়া থাকাই সৎ শব্দ বাচ্য।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রাহ্মণ কর্ম্ম, ক্ষত্রিয় কর্ম্ম, বৈশ্য কর্ম্ম ও কায় কর্ম্ম যথা বিধি সম্পন্ন করিবে, দৈবী সম্পদের অনুশীলন করিবে, অসুরবাদ বিরোধ করিবে, ব্রাহ্মণ জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রচার দ্বারা, ক্ষত্রিয় রক্ত দান দ্বারা, বৈশ্য ধন দান দ্বারা, কায়কর্ম্মী কায়শ্রম দ্বারা অসুর বিরোধ করিবে অর্থাৎ সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য দ্বারা সমাজ সেবা করিবে, দৈবী বৃত্তির অনুশীলন ও আত্মার ধ্যান করিবে এবং সমস্ত শক্তি দ্বারা অসুর বধ করিবে। ইহাই প্রশস্ত কর্ম্ম এবং ইহাই সৎ শব্দ বাচ্য কর্ম্ম। সৎ শব্দের লক্ষ্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ পরে আরও স্পষ্ট বলিতেছেন। আমরাও ২৩ শ্লোকে এ সম্বন্ধে বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছি, উহা দেখুন।

২৭। যজ্ঞে তপস্যায় এবং দানে যে স্থিতি ইহাকে এবং তদর্থে কর্ম্মকে 'সৎ ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করা হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তদর্থে কর্ম্মটী বুঝিলে এ শ্লোকের মর্ম্ম স্পষ্ট হইবে। বিবাহাদিকর্ম্মদ্বারা আত্মার সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও রক্ষা হয় অর্থাৎ এই

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং অপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বে আত্মায় স্থিতি হয় এবং অহং কেন্দ্রিক কর্ম্ম না হইলে উহা "তদর্থীয়ং" কর্ম্ম হয়। অর্থাৎ আত্মার অনুকূল হইয়া সব কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে কিন্তু অহং দম্ভাদি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে না। ইহাই 'সৎ' বাচ্য ব্রহ্ম কর্ম্ম। পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য খুব স্পষ্ট হইবে।

২৮। অশ্রদ্ধা সহকারে যে যজ্ঞ, যে দান ও যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় উহাকে 'অসৎ' কর্ম্ম বলে। তাদৃশ কার্য্যে ইহকাল বা পরকালের কোনই ফল হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে ভালবাসাই শ্রদ্ধা এবং অহং ও দম্ভ মত্তত্তাই অশ্রদ্ধা। আত্মাকে ভিত্তি করিয়া বিশ্বকল্যাণ এবং আত্মকল্যাণ দুই সম্ভব এবং অহং, দম্ভ ও অসুরবাদীয় নীতি বিশ্বের জন্য অকল্যাণকর এবং মোক্ষ সম্বন্ধেও অকল্যাণ কর। কিছু দিন নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ উপাসনা কর এবং আত্মজ্ঞানী পুরুষের সঙ্গ কর, দেখিবে, আত্মাপ্রীতি বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদভগবদ্গীতাসু উপনিষদ্সু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগঃ নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীগীতার সপ্তদশ অধ্যায় ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষিকেশ পৃথক কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

১। অর্জ্জুন বলিলেন—হে মহাবাহো, কেশি নিসূদন! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক ভাবে জানিতে চাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুনের তপস্যাতত্ত্ব ও সন্ন্যাসতত্ত্ব বিষয়ে জটিলতা দেখা দিয়াছে। এই জটিলতা অনেক মানুষেরই আছে। কেশী নামক অসুর ছলনা করিয়া ঘোটকরূপ ধারণ করিতেন। এই অসুরকে শ্রীকৃষ্ণ নিধন করেন, এ জন্য শ্রীকৃষ্ণকে কেশিনিসূদন বলা হয়। এই বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন দ্বারা ইহাই বলা যায়—অর্জ্জুন অসুরনাশ যে ধর্ম্ম উহা বুঝিয়াছেন।

২। শ্রীভগবান বলিলেন—কাম্য ও কার্য সকলের ত্যাগই সন্ন্যাস এবং সমস্ত কার্যফল ত্যাগের নাম ত্যাগ, বিচক্ষণগণ এইরূপ বলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কাম্য কার্য, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইত্যাদি কর্ম্মের অনেক ভেদ আছে। কাজেই শুধু কাম্যকর্ম্মের ত্যাগে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ বুঝায় না। সন্ন্যাস সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে আর একটা কথাও বলা হয় নাই। কাজেই সন্ন্যাস সম্বন্ধে গীতার মতটী যে কি উহা আমরা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কর্ম্মফল ত্যাগ বলিতে কি

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞ দানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

বুঝায়, ইহা বুঝাও এক জটীল বিষয়। এতো আর ফলের ঝুড়িটী নয় তো যে রাস্তার ধারে ফেলিয়া দিলাম। ত্যাগ বলিতে কি বুঝায় তাহাও আমাদের বুঝিতে হইবে। কাম্যকর্ম্ম মানে বৈদিক অশ্বমেধাদি যজ্ঞ। এ সব যজ্ঞের ফলে বিভিন্ন স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। এবং ফল ভোগান্তে আবার জন্ম হয়। "নিত্য কর্ম্ম" মানে-নিত্য সন্ধ্যোপাসনা, নৈমিত্তিক কর্ম্ম মানে-বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে পূজা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান। যেমন কালী পূজা, দুর্গা পূজা, রথযাত্রা ইত্যাদি। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্থে কর্ম্মদ্বারা সমাজ ও শরীর রক্ষা এবং পরিজনকে প্রতিপালনের জন্য উপার্জ্জন ও অন্যান্য দৈনিক কর্ত্তব্য ; শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কর্ম্মকে সহজ কর্ম্ম বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ইহা ছাড়া শরীর মাত্রই অচল হইবে ।এই সহজ কর্ম্ম মানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও কায়কর্মীদের কর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ ঋষিগণের মতকে সামনে রাখিয়া অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। ত্যাগ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে পরে বলিবেন।

৩। কোন কোন ঋষি বলেন, কর্ম্ম দোষবৎ এবং ইহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অন্যান্যগণ বলেন যজ্ঞ দান ও তপঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কোন কোন ঋষির মতে—"কর্ম্ম করিলেই উহার ফল ভোগ করিতে হয়। কাজেই কর্ম্মই বন্ধন বা জন্মান্তরের হেতু, এ জন্য কর্ম্ম দোষবৎ।" কিন্তু কর্ম্ম কি মানুষ এমনিই করে? কর্ম্মের প্রেরণা মনে না থাকিলে কর্ম্ম হয় কি? ভোগের প্রেরণা মনে না থাকিলে ভোগ হয় কি? অসুর নাশের প্রেরণা মনে না থাকিলে অস্ত্র

ধারণ করা চলে কি? তপস্যার প্রেরণা (জ্ঞানের প্রেরণা) মনে না থাকিলে তপস্যা হয় কি? ইতিপূর্ব্বে দৈবী সম্পদ অধ্যায় দেখুন। সেখানে ২৯টী দৈবী বৃত্তি আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করে, দেখান হইয়াছে। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ কেন্দ্রে ইহাদের প্রভাব, উহাও বলা হইয়াছে। যজ্ঞ, দান, তপঃ এই সব দৈবীবৃত্তি আত্মার আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে উহারা মনের মধ্যে জাগ্রত হয়। তাহাতেই মানুষ যজ্ঞ দানাদি করে, অসুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণও করে।

কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী জৈনধর্ম্মীর সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। তাঁহারা আমাকে বলিলেন "আপনার শক্তিবাদ আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমরা উহা অনুসরণ করিতে পারিনা, কারণ আমরা অহিংসা বাদী"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিগত ৬৫ বৎসরের অহিংসাবাদী কংগ্রেস আন্দোলনে এক দল মুসলমানদের মধ্যে যে বর্ব্বরতার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, ইহা আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন কলিকাতা ও নোয়াখালির গুণ্ডামী আপনাদের মনে আছে"? তাঁহারা বলিলেন, হাঁা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সব গুণ্ডামী ও বর্ব্বরতায় আপনাদের মনে কি কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই? তাহারা বলিলেন—হইয়াছে। আমাদের মনে হইত, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বর্ব্বরদের উচ্ছেদ করি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই যে দেশ ভাগ, এই যে এক তরফা রিফিউজী, এই যে সতীর লাঞ্ছনা, এই যে ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে, এই যে কংগ্রেসীদের নৈতিক অধঃ-পতন, ইহার মূলে রহিয়াছে—"অসুরনাশের প্রেরণাকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা"। ইহা আপনি বলেন?" তাহারা বলিলেন—"আমাদের মনে হয়, অহিংসার স্থান আছে, কিন্তু সব স্থলে অহিংসায় কাজ হয় না"। আমি বলিলাম "আত্মায় শুধু দয়া, দান, অহিংসাই নাই, ইহাতে" তেজ অভয়, সত্যও রহিয়াছে"। আমাদের ধর্ম্ম আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরত সত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্রঃ ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এ জন্য গুণ্ডামী বর্ব্বরতা, লুণ্ঠন, নারী নির্য্যাতন প্রভৃতি দুষ্কার্যাগুলি আমরা ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া করিতে পারি না। যাহাদের ধর্ম্মে অজ্ঞান, অহং, দম্ভ, নিষ্ঠুরতা আদি অসুরবৃত্তিকে কেন্দ্রে স্থাপনা করা হইয়াছে ঐসব তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না—আত্মার প্রেরণাকে গ্রহণ করিয়া চলিতে পারে না।

আত্মামূলক "কর্ম্ম প্রেরণা" থাকিবেই। অত্যন্ত উচ্চ স্তরের যোগানুভূতি ও নির্ব্বানক্রিয়াও তপঃ কর্ম্মের অঙ্গ। জীব কিছুতেই কর্ম্মের বাহিরে দাঁড়াইতে পারে না। আবার অহং কেন্দ্রিক আসুরিক প্রেরণাও অহং ও অজ্ঞানমূলক সমাজধর্ম্মীদের মধ্যে নিশ্চয়ই থাকিবে। সেই যে সব ঋষিগণ যজ্ঞ দান ও তপঃমূলক কর্ম্ম অত্যাজ্য বলিয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহাদেরই সমর্থন করিলেন। আমরা বলি—দৈবী বৃত্তির সব প্রেরণাই আত্মা হইতে আসে; এ সব প্রেরণামূলক একটা কর্ম্ম সমর্থনীয় হইলে অন্যটা অসমর্থনীয় হইবার কি কারণ হইতে পারে? আমাদের মতে উহাদের যথাযথ প্রয়োগেই জীবন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এ অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও ত্যাগকে যেরূপ সুন্দর দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং কর্ম্মকেও যেরূপ উচ্চ স্থান দিয়াছেন উহা অতীব মহান্। এই অধ্যায়ের নাম মোক্ষযোগ। ইহাই গীতার শেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সমস্ত কথা, সমস্ত ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মীমাংসা হইবে।

৪। হে ভরত সত্তম পুরুষ ব্যাঘ্র! ঐরূপ ক্ষেত্রে, ত্যাগবিষয়ে যেরূপ (শাস্ত্রে) বলা আছে এবং আমার যাহা নিশ্চয় মত, তাহা শুন—ত্যাগ তিন প্রকারের হয়।

শঙ্করাচার্য ভাষ্য। যখন দুই প্রকারের মত দেখা দিয়েছে তখন

যজ্ঞ দানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥
এতন্যপিতু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

একটা মতকে সমর্থন করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কাজেই নিশ্চয় পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ বা সন্ন্যাস সম্বন্ধে বলিতেছেন।

৫। যজ্ঞ দান ও তপস্যা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ যজ্ঞ দান ও তপস্যা মনীষিগণকে পবিত্র করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কেবল যজ্ঞ, দান ও তপস্যাই নহে, অন্যান্য দৈবী বৃত্তিগুলিও যখন বাস্তবরূপ লইতে চায় তখন উহাদিগকে কার্য্যে দাঁড় করাইলে শরীর ও মনে ঐসব দৈববৃত্তির প্রভাব বৃদ্ধি হয় এবং মনের জড়তা কমিয়া যায়। অসুরবৃত্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা। চুরি করিতে ও মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু করিলে না। ফলে মনের দাগ ধীরে ধীরে কমিয়া যাইবে। কিন্তু দুই চার বার চুরি কর ও মিথ্যা বল; ফলে মন ও শরীরের পবিত্রতা কমিয়া যাইবে এবং দুষ্কৃতি করিতে আর সঙ্কোচ হইবে না। কারণ তখন মন শরীর পাপে পঙ্কীল হইয়া গিয়াছে।

৬। এ সব কর্ম্ম সঙ্গ ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। হে পার্থ! ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমার যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা হইল, বা দান করিবার ইচ্ছা বা প্রেরণা হইল, তাই আমি ঐ সব সম্পন্ন করিলাম। ইহাতে প্রেরণাকে কার্য্যকরী করা ভিন্ন আসক্তি বা কামনার কোন কথা নাই। আত্মাকে জীবনের কেন্দ্রে স্থাপনা করিলে দৈবীবৃত্তিগুলি আপনিই চরিত্রে প্রতিভাত হইবে। উহাদিগকে যতই কার্য্যকরী করা হইবে ততই শরীর ও মন স্বচ্ছ হইবে।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

৭। নিয়ত কর্ম্মের সন্ন্যাস (ত্যাগ) কর্ত্তব্য নহে। উহাদের মোহ পূর্ব্বক ত্যাগ তামস্ বলিয়া কথিত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নিয়ত কর্ম্মের অর্থ নিত্য কর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম। নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা উপাসনাদিকে বলে এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে পূজা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকে বলে। নিত্য বা নৈমিত্তিক উপাসনাকে সকাম কর্ম্ম বলা হয় নাই; কাজেই উহাতে সন্ন্যাসীদের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনা সাধনার স্তর ভেদে কিছু কিছু বদলাইয়া যায়। সন্ন্যাসীদের ও কোন না কোন প্রকারের সন্ধ্যোপাসনা থাকে। যেহেতু আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি। অতএব আমি নিয়ত কর্ম্ম করিব না। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম ত্যাগ অজ্ঞান-প্রসূত। সন্ন্যাসীদের এইরূপ বলা অকর্ত্তব্য। তুমি যখন সন্ন্যাসী, তখন কর্ম্ম করিলেই তোমাতে কর্ম্মের দাগ লাগিবে কেন? নিয়ত কর্ম্ম অর্থে কর্ত্তব্য কর্ম্মও বুঝায়। তুমি একটা কর্ম্মের ভার লইয়াছ। তুমি বুঝিতেছ, ইহা তোমার কর্ত্তব্য কিন্তু যেহেতু তুমি সন্ন্যাসী অতএব তুমি করিবে না, ঠিক করিয়াছ। যদি তুমি সন্ন্যাসী, তবে কর্ত্তব্যের প্রেরণা আসে কেন?

৮। সমস্ত কর্ম্ম দুঃখময় মনে করিয়া এবং কায় ক্লেশের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিলে সেটা রাজস ত্যাগ হয়। ইহাতে কর্ম্ম ত্যাগের ফল পাওয়া যায় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অন্তরে কর্ম্মের বেগ রহিয়াছে, কিন্তু কর্ম্ম করিতে পরিশ্রম লাগে, কাজেই কর্ম্ম ত্যাগ করা হইল। ইহার ফলে, কর্ম্মবেগটা

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

কোথায় যাইবে? আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিলেন এবং বেদবাদ স্থাপনা করিলেন। ইহার মূলে নিশ্চয়ই কর্ম্মের প্রেরণা রহিয়াছে। এই প্রেরণাকে উপেক্ষা করিলে ঐ প্রেরণার বেগ শেষ হইবে কি? মহা-পুরুষদের অনেকের জ্ঞানের পরও কর্ম্মের প্রেরণা থাকে, উহা করিলেই কর্ম্ম শেষ হয়। ঘড়ীর দম তখনই শেষ হয় যখন উহা চলিয়া ধীরে ধীরে খুলিয়া যায়। অজ্ঞানীদের কর্ম্মভোগের শেষ নাই। কর্ম্মের বেগ থাকিতে কর্ম্ম বন্ধ করার অর্থ জন্মান্তরের জন্য ঐ কর্ম্মবেগ জমা করিয়া রাখা। আবার শ্রমের ভয়ে কর্ম্ম না করার মানে অলসতার প্রশ্রয়। একজন ত্যাগী ও নামী সাধু বলিয়াছিলেন—"আমার এখন স্নান ও মল মূত্রাদি এবং শৌচাদিতে যাইতে ভাল লাগে না। এত সব ঝঞ্ঝাট। এ সব কে করে? ইত্যাদি।" আমি হাসিয়া বলিলাম—"স্বামিজী! আমার উল্টা বুদ্ধি। আমি বহুদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি—ঐ সব কাজগুলি আমাকে করিতেই হইবে। এবং ঐ সব ত্যাগের প্রশ্নই মনে আসে না। আমি বিশেষ উৎসাহের সহিত ঐ সব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি। ইহা ভিন্নও আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত করি। কাজ শেষ হইলেই আমার মনে আর কিছুই থাকে না। মনের স্বচ্ছতা উৎসাহ ও আনন্দ কর্ম্ম শেষে আরও বাড়িয়া যায়।"

এখানে দুঃখের সহিত ত্যাগের কথা তো বুঝাইলেন। এখন আমাদের ইহাও বুঝিতে হইবে দুঃখের সহিত কর্ম্ম করার ফল কি? দুঃখের সহিত কর্ম্ম করিলে মনে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—শ্রদ্ধার স্থানে অশ্রদ্ধা, সুখের স্থানে অসুখ, ভালবাসার স্থানে বিদ্বেষ দেখা দেয়।

৯। হে অর্জ্জুন! আসক্তি ও ফলাকাঙ্খা না রাখিয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে "সত্ত্বিক ত্যাগ" বলে।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের মতে কর্ম্ম করাই কর্ম্মত্যাগ। "সঙ্গং ত্যক্ত্বা" মানে মোহহীন ভাবে, "ফলং ত্যাগঃ" মানে প্রতিদানের ইচ্ছা না রাখা। ঠিক দার্শনিক ভাবে "সঙ্গত্যাগ ও ফলত্যাগ" লক্ষণসম্পন্ন কর্ম্ম সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিবার বিজ্ঞান যাঁহারা বুঝেন তাঁহারাই সন্ন্যাসী। এ অবস্থায় আসিতে হইলে অনেক তপস্যার প্রয়োজন হইবে। মনের মধ্যে কে যে মোহে ও কে যে বিষয়ে জড়াইয়া আছে ইহা কে জানে? সঙ্গত্যাগ ও মোহত্যাগ, বুঝা সহজ নহে। ইহা মনের একটা অবস্থা। ইহা সাধনার ফলে আয়ত্ব হয়। অনেকে কর্ম্ম করিয়া মনে মনে "ঈশ্বরার্পণ করিলাম" বলিয়া প্রার্থনার কসরৎ দেখান। বলা প্রয়োজন, উহা অতীব মিথ্যাচারী অনুষ্ঠান। প্রত্যেকটি কর্ম্মের পর, 'ঘড়ীর দম খুলিয়া যাইবার মত মনের উপর হইতে চাপ নামিয়া যাইবে। ইহাই কর্ম্ম-ত্যাগ। সর্ব্ব সময় আত্মজ্ঞান সজাগ থাকিবে এবং কর্ম্মের শেষে সেই মহান আত্মাটিই থাকিবেন। আর কিছু মনে দাগ দিবে না। আত্মা যাঁহাদের অন্তরে সদা জাগ্রত থাকেন প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগ সেই মহাপুরুষকে মাঝে মাঝে একটু আবরণ দেয়। কর্ম্মটী হইয়া যাইবার পর তিনি আবার সুস্থ ও স্বচ্ছ হইয়া যান। কর্ম্মের পূর্ব্বেও আত্মা, কর্ম্মের পরেও আত্মা, মাঝখানে সামান্য কর্ম্মবেগ দেখা দেয়। কর্ম্মটী হইবার পর আবার স্বচ্ছতা ও তৃপ্তি ফুটিয়া উঠে। কর্ম্মবেগ সব সময়েই যে প্রারব্ধগতই হয় তা নয়, অনেক সময় সংস্কারগত কর্ম্মও হইতে পারে। তবে সংস্কার গত কর্ম্ম তিনি না করিলেও পারেন। কারণ ইহার বিশেষ বেগ থাকে না। ইচ্ছা করিলে এখনি ত্যাগ করা যায়।

১০। যিনি অশুভ কর্ম্মকেও দ্বেষ করেন না এবং যিনি শুভকর্ম্মেও

আসক্ত থাকেন না, সেই মেধাবী ছিন্নসংশয় ও সত্ত্বসমাবিষ্ট ব্যক্তিই— "কর্ম্মত্যাগী" বলিয়া খ্যাত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শুভ কর্ম্ম ও অশুভ কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়? যিনি সত্ত্ব সমাবিষ্ট, মেধাবী, ছিন্ন সংশয় মহাত্মা তাঁহার নিকট শুভ আর অশুভ কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়? আমাদের মতে উক্ত লক্ষণ সম্পন্ন মহাত্মার নিকট শুভ বা অশুভ কর্ম্ম নাই। কর্ম্মের বেগ স্বরূপকে আবরণ দিতেছে। কর্ম্মটী হইয়া গেলেই তাঁহার আত্মার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি হয়। তিনি ইহা দেখিয়াই কাজ করেন। আমাদের মনে হয়, জনতার প্রীতি ও অপ্রীতি-কেই শ্রীকৃষ্ণ এখানে শুভ বা অশুভ বলিতে চান। আচার্য্য শঙ্কর নিত্য কর্ম্ম ও উপাসনাদি জন্মের হেতু নয় বলিয়া উহাকে শুভ কর্ম্ম বলেন। এবং সকাম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে জন্মের হেতু বলিয়া ইহাকে অশুভ কর্ম্ম বলেন। আমরা এই মতও সমর্থন করি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কর্ম্মপ্রেরণা সম্বন্ধে এ শ্লোকের লক্ষ্য অন্যরূপ। আচার্য্য শঙ্কর কাম-বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার জন্য পরকায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাম-বিজ্ঞান অনুশীলন করা যে কারণেই হউক তাঁহার প্রয়োজন ছিল, তিনি বুঝিয়া ছিলেন। নিজের শরীর সহ এই কার্য্য করিলে হয় তো তিনি বিবাহ আদি বন্ধনে আটকাইয়া যাইতেন। নিয়মবিরুদ্ধ পথে ইহার অনুশীলন করিলে তাঁহার অপযশও হইতে পারিত। তিনি অনেক কিছু ভাবিয়া পরকায় আশ্রয় করেন। যেরূপ কর্ম্ম বেগে বা ভোগবেগে তিনি ইহা করিয়াছিলেন, সেটা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। আমাদের মতে ইহারই নাম অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরকায়েই করুন আর স্বকায়েই করুণ তিনি ইহাতে আটকান নাই। যদি কামের বেগ তাঁহার আত্মায় (সূক্ষ্ম শরীরে) না থাকিত, তিনি কিছুতেই কাম-বিজ্ঞান জানিতে পারিতেন না। আমাদের মতে আচার্য্য শঙ্করের এইরূপ কর্ম্ম বেগ প্রারব্ধগত প্রভাবে জাগ্রত হইয়াছিল। এবং তিনি উহা অনুশীলন করিয়া উহা

ন হি দেহ ভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্ম ফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

অনিষ্ট মিষ্টমিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগীনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

হইতে স্বতন্ত্র হইবার পথ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বকায় ও পরকায় গ্রহণের মধ্যে তত্ত্বতঃ ও কোন ভেদ নাই। পরকায় প্রবেশ শক্তিমত্তার অনুষ্ঠান বলিয়া লোকে তাঁহার উপর এ ঘটনায় অধিক শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। কর্ম্মের ঠিক ঠিক বেগ বুঝা এবং সেই বেগের বাইরে আসিয়া আবার আত্মার প্রতিষ্ঠা লওয়াই এই শ্লোকের মর্ম্ম কথা। কুশল ও অকুশল লোকদৃষ্টির বিচার মাত্র। সিদ্ধি যোগীদের নিকট কুশল অকুশল দুইই সমান। আত্মাকে স্বচ্ছ রাখা ভিন্ন তাঁহাদের কোনই কর্ত্তব্য নাই। সকাম, নিষ্কাম, সংসার, সন্ন্যাসী সবই তাঁহাদের হাতের মধ্যে। যিনি ত্যাগী, যিনি সত্ত্ব সমাবিষ্ট, যিনি মেধাবী, যিনি ছিন্নসংশয়; তাঁহার কর্ম্মবেগ অতিশয় সামান্য এবং অতিশয় সাময়িক।

১১। দেহধারীর পক্ষে নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে। কাজেই যিনি কর্ম্মফল ত্যাগী তিনিই ত্যাগী নামে অভিহিত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং সাধনা ও অনুশীলন দ্বারা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। আত্মায় কোন প্রকার কর্ম্মেরই দাগ লাগে না। কাজেই আত্মাই ঠিক ঠিক কর্ম্মহীন তত্ত্ব। যতক্ষণ আত্মার সঙ্গে শরীরের (স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের) সম্বন্ধ আছে ততক্ষণ কর্ম্ম আছে! কিন্তু যত কর্ম্মই কর না আত্মায় কিন্তু কর্ম্ম নাই। তিনি কর্ম্মের, অতীত। যিনি ইহা ঠিক ঠিক বুঝেন, তিনিই ঠিক ঠিক ত্যাগী।

১২। অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র, কর্ম্মের এইরূপ তিন প্রকার ফল হয়।

পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥
শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

এই নিয়ম অত্যাগীর জন্য নির্দ্দিষ্ট কিন্তু সন্ন্যাসীদের ইহা বর্ত্তায় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "আত্মা সমস্ত প্রকার ক্রিয়া ও স্পন্দন আদি হইতে স্বতন্ত্র"। যিনি আত্মাকে ঐ ভাবে জানিয়াছেন। তাঁহারই নাম সন্ন্যাসী। নির্জ্জন বনে সাধনা ও তপস্যা করিবার জন্য সন্ন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যতক্ষণ আত্মাকে ঐ ভাবে জানা যায় নাই ততক্ষণ সন্ন্যাসও হয় নাই, জানিতে হইবে। যিনি ঠিক ঠিক সন্ন্যস্ত তাঁহাতে কর্ম্মফল বর্ত্তায় না।

১৩। হে মহাবাহো! তুমি আমার নিকট শোন—সাংখ্য এই কথা বলিয়াছেন যে, সব কর্ম্মের সিদ্ধির মূলে পাঁচটী কারণ থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কর্ম্মবাদের মূলে যে গভীর দার্শনিকতা রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ এবার সে সব কথা বলিবেন। এসব গভীর দার্শনিক জ্ঞান অনুশীলন করিয়া যাঁহারা আত্মাকে স্বতন্ত্র দেখিতে পান তাঁহারাই কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল হইতে মুক্ত। এবং তাঁহারাই ত্যাগী এবং তাঁহারাই সন্ন্যাসী। কিন্তু যাঁহারা এ সব পাঁচটী কারণের সঙ্গে একীভূত তাঁহারা কর্ম্মে বদ্ধ আছেন, বুঝিতে হইবে।

১৪।১৫। (১) অধিষ্ঠান, (২) কর্ত্তা, (৩) করণ, (৪) বিবিধ চেষ্টা, (৫) দৈব; মানুষ শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে সব কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে তৎ সমুদায়ই এই পাঁচটি কারণ দ্বারা সম্পাদিত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মানুষ কার্য্য করে শরীরে, বাক্যে এবং মনে; কিন্তু কর্ম্মের মূলে ৫টী হেতু থাকে। সেই হেতুগুলি বলাযাইতেছে—(১) অধিষ্ঠান—মানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার চিত্তকেন্দ্রে জমা থাকে। এই সঞ্চিত কর্ম্মভাণ্ডারই অধিষ্ঠান। প্রারব্ধ বেগও এই কেন্দ্রেই জমা থাকে। অধিষ্ঠান একটী ভয়ঙ্কর কর্ম্মবেগের কেন্দ্র। যে বালিকা বাল্যকাল হইতে অতীব চরিত্রবতী ও ধার্ম্মিকা সে একদিন গোপনে প্রেমাবদ্ধ হইয়া অন্য লোকের সঙ্গে পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিল। যে মানুষ বাল্যকালে খেলায় মত্ত থাকে, সেই মানুষ যৌবনে প্রেম সঙ্গিনী না পাইলে আর থাকিতে পারে না। এই ভাববেগ, এই সব কর্ম্মবেগ যেখানে এক সময় সুপ্ত ছিল, সেই স্থানটীর নাম অধিষ্ঠান। মানুষ কি এমনই কর্ম্ম করে? অধিষ্ঠান মানুষকে বদ্ধ করে। মস্তিষ্ক চিত্রে ইহা ৩ চিহ্নিত কেন্দ্র। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত জানিতে হইলে তোমাকে ক্রম-বিকাশ পাঠ করিতে হইবে। (২) কর্ত্তা মানে অহং সংযুক্ত আত্মা। অধিষ্ঠান বিষ্ণু কেন্দ্রে বিদ্যমান, অহংটী শিবকেন্দ্রে। ৪নং কেন্দ্র মস্তিষ্ক চিত্রে দেখো। শরীরের মধ্যে এই অহংই কর্ত্তা। ইনিই জন্ম জন্মান্তর ভোগ করেন। সুখ দুঃখ পান। অধিষ্ঠানের সঙ্গে অহং ওতঃপ্রোতঃ জড়িত। অহং জন্মান্তরে যে কর্ম্ম করিয়াছেন এবং উহাদের ফল অধিষ্ঠানে জমা রাখিয়াছেন। অনেক বাহ্য কারণে, অনেক মানস কারণে, অনেক ঘটনার সংস্পর্শে অধিষ্ঠানগত কর্ম্মবেগ জাগ্রত হয় এবং মানুষকে নানা প্রকারের কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে। রাগ, দ্বেষ, ভাল, মন্দ নানা ছন্দে অধিষ্ঠানটী সংযুক্ত আছে। তুমি সব স্থানে প্রেমবদ্ধ হও না, তুমি সব স্থানে দাতা হও না, তুমি সব স্থানে বিদ্বেষী হও না; এ সব হইবার মূলে তোমার কৃত কর্ম্মের ফল আছে। উহারা অধিষ্ঠানে বসিয়া থাকিয়া তোমাকে কর্ম্মে আবদ্ধ করে এবং সুখ দুঃখে জড়াইয়া দেয়। তোমার কি শক্তি আছে যে অধিষ্ঠান কেন্দ্রটী তুমি তোমার আত্মা হইতে

পুছিয়া দিবে ? তোমার কি শক্তি আছে যে অধিষ্ঠান কেন্দ্রটী তোমার মস্তিষ্ক হইতে বাদ দিবে ? কাজেই দেখা যায় যখন অধিষ্ঠান রহিয়াছে তখন কর্ম্মও রহিয়াছে। কিন্তু কর্ম্ম যতই থাকুক অহং কেন্দ্রীয় আত্মা ইহাতে জড়িত থাকিলেও পুরুষোত্তম কেন্দ্রীক আত্মার সঙ্গে এ সব অধিষ্ঠানের কোনই সম্বন্ধ নাই। একবার অহংরূপ অজ্ঞানগ্রন্থি ভেদ হইলে অধিষ্ঠান গত সংস্কারের কোনই শক্তি থাকে না যে সাধককে কর্ম্মে বদ্ধ করে। তখন প্রারব্ধগত সুখ দুঃখ ভোগ হইতে হইতে সাধকের জীবন শেষ হয়। (৩) করণ মানে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যন্ত্রগুলি। যখন অহং এবং অধিষ্ঠানগত আকর্ষণ বা বিদ্বেষ জাগিয়াছেন তখন এরা তো সব দাস ও দাসানুদাস মাত্র। এঁরা সব কর্ত্তার তালেই নাচেন এবং কর্ত্তাকেও তাল দিতে থাকেন। যাহার পরিণতিতে ছুটাছুটী, খেলাখেলী, বাক্য বিতণ্ডা যুদ্ধ সন্ধির সমাবেশ দেখা দেয়। ইহারই নাম (৪) চেষ্টা। এবার (৫) দৈব বুঝিলে এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝা গেল। দৈব মানে সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর ধারী আত্মাগণ। এই সব আত্মাগণের মোট মাট তিনটী স্তর আছে—(ক) দুর্ব্বল স্তরীয় আত্মা, (খ) অসুর স্তরীয় আত্মা, (গ) শক্তি স্তরীয় আত্মা। তুমি দুর্ব্বলবাদী হও তো দুর্ব্বলবাদীয়গণ তোমার কার্য্যের সহায়ক হইয়া তোমাকে দুষ্টের পদানত করিয়া দিবেন। তুমি অসুরবাদী হও তো অসুরবাদীয় আত্মা গণ তোমাকে দুর্ব্বলগণের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা কু বুদ্ধি দিবেন। তুমি শক্তিবাদীয় হও তো অসুর বাদীয়দের সঙ্গে তোমার সংঘর্ষ বাঁচিবার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে গড়িতে থাকিবে এবং উচ্চস্তরের ঋষি মুনিগণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ দিবেন (১১ অঃ, ২১ শ্লোকে দ্রঃ)।

কর্ম্মেরই যে চক্র যাহা অহং, চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে এবং বিভিন্ন স্তরের স্থুল ও সূক্ষ্ম শরীর ধারীগণে সীমাবদ্ধ ভাবে আছে তাহা

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃত বুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥
যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি না নিবধ্যতে ॥ ১৭ ।

তোমাকে জানিতে হইবে। সে সঙ্গে তোমাকে ইহাও জানিতে হইবে যে অহংকারের পর পার স্থিত "অক্ষর পুরুষ এবং পুরুষোত্তম পুরুষ" এই কর্ম্ম চক্রে বদ্ধ নহে। এবং সেই মহান আত্মাই তোমার পরম ধাম, পরম রূপ। তবেই তুমি কর্ম্ম চক্রের বাহিরে আসিলে। কর্ম্ম তোমার থাকিবেই, তা তুমি সন্ন্যাসীই হও বা গৃহীই হও। কর্ম্ম চক্র তোমার আত্মায় অর্থাৎ অহং এর পরপারস্থিত অংশে কখনও বর্ত্তায় না। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম চক্র হইতে আত্মা কি ভাবে স্বতন্ত্র আছেন, সেই অংশের কথা এবার বলিবেন।

১৬। এই কর্ম্ম ব্যাপারে আত্মার কোনই সংযোগ নাই। কিন্তু যাঁহাদের বুদ্ধি মাজ্জিত নহে তাঁহারা আত্মাকে কর্ত্তা দেখে, ইহা তাহাদের অল্প বুদ্ধিরই লক্ষণ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কর্ম্মের চক্র কিভাবে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহং কেন্দ্র পর্য্যন্ত চক্কর খায় এবং আত্মা কি ভাবে এ কর্ম্ম চক্রের বাহিরে থাকেন ইহা বুঝিতে হইলে বেশ ভাল ভাবে সাধনা করা প্রয়োজন।

১৭। যাঁহার অহং ভাব নাই। বুদ্ধি যাঁহার লিপ্ত হয় না। তিনি হত্যা করিলেও তিনি হত্যা করেন না এবং তিনি বদ্ধও হন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জীবাত্মার গণ্ডিবদ্ধ আত্মার জন্ম জন্মান্তর হয় এবং পাপ পুণ্য ও হয়। কিন্তু জীবাত্ম জ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরস্থিত আত্মার পাপ পুণ্য ও নাই জন্ম জন্মান্তর ও নাই। অহং গণ্ডীবদ্ধ জীবাত্মার জন্মান্তর হইলেও তিনি অমর। অহং গণ্ডীহীন আত্মার তো জন্মও নাই বন্ধন ও নাই।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্ম চোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম সংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

১৮। জ্ঞান, জ্ঞেয়, এবং পরিজ্ঞাতা ইহারা ত্রিবিধ কর্ম্ম প্রেরক। করণ, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা ইহারা তিন প্রকারের কর্ম্ম সংগ্রহ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্বে কর্ম্ম চক্রের সীমা এবং ঐ সীমার পরপার স্থিত আত্মার কথা বলা হইয়াছে। এখানে কর্ম্মের প্রেরক কি? এবং কর্ম্মবেগ সংগ্রহ কে করে, সেই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এখানে জ্ঞান মানে লৌকিক সম্বন্ধজ্ঞান। যথা:—ইনি আমার মা, ইনি আমার মিত্র এবং ইনি আমার শত্রু, ভারত আমার দেশ। সংস্কৃত আমার রাষ্ট্রভাষা, বেদ আমার ধর্ম্ম গ্রন্থ ইত্যাদি। জ্ঞেয় অর্থে লৌকিক সম্বন্ধে আমার কি কর্ত্তব্য উহাই "জ্ঞেয়"। জ্ঞাতা অর্থে লৌকিক সম্বন্ধের সম্বন্ধকারী অহং আত্মা। আমি অমুকের পিতা, আমি অমুকের মা, অমুকের শত্রু ইত্যাদি। ইহার তিনটী ব্যাপারই আমার কর্ম্মের প্রেরণা দেয়। অনেক সময় আমি বাধ্য হই ওদের জন্য কর্ম্ম করিতে, আবার অনেক সময় ওরা বা সম্বন্ধগুলি আমাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে। শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে এ সবের কোনই সম্বন্ধ নাই।

এবার কর্ম্ম সংগ্রহ কি, উহা বুঝালেই এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝা যাইবে। (ক) করণ=দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি। এরা সর্বদা কিছু না কিছু করিতে চায় (খ) কর্ম্ম মানে পূর্বকৃত কর্ম্ম। একদিন এক পয়সা দান কর অন্যদিন ও দিতে হইবে। একদিন মামীকে ১০৲ টাকা দাও। তাহার অভাবে তিনি আবার আশা করিবেন ও হাত পাতিবেন। (গ) কর্ত্তা=অহং কেন্দ্রীভূত আত্মা।

এখন দেখা যাইতেছে কর্ম্মপ্রেরণা এবং কর্ম্মসংগ্রহ কোনটাই বিশুদ্ধ আত্মায় নাই। তাহা হইলেও জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ব্যাপারে

জ্ঞানং কর্ম্মচকর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয় মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌ ॥ ২০ ॥

তিন গুণের ভেদে কিরূপ প্রভাব হয় উহা বুঝিলে শুদ্ধ আত্মার সন্ধান করা সহজ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইহার পরেই সেই সম্বন্ধে বলিবেন। এই মোক্ষ যোগ অধ্যায়টিতে সব রকম জটিলতার নিরশন পূর্ব্বক একটা সঠিক পথ করিয়া দিতে শ্রীকৃষ্ণ চেষ্টার ক্রুটী করেন নাই।

১৯। জ্ঞান, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা গুণ বেদে তিন প্রকারের। ইহা সাংখ্য দর্শনে কথিত আছে। সে সব শ্রবণ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে জ্ঞান যে মৌলিক বা বাহ্য সম্বন্ধের জ্ঞান ইহা আমরা বলিয়াছি। সেই জ্ঞান তিন প্রকারের কিরূপ উহার আলোচনা প্রথম বলিতেছেন।

২০। একই অব্যয় আত্মাকে অবিভক্তরূপে সমস্ত বিভক্ত বস্তুতে দর্শন হয়। এইরূপ জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বাহ্য জগৎকে কেকিরূপ দেখেন উহার ভেদ বলিতেছেন। আমরা বার বার বলিতেছি, এখানে জ্ঞান শব্দ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। সমস্ত বাহ্য বস্তুর দর্শনে যখন একই আত্মার স্ফুরণ হয়। উহা সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ। বাহ্য বস্তু দর্শনের অনেকগুলি দার্শনিক স্তর আছে। এইগুলিকে সগুণ ব্রহ্মদর্শন বলে। শূন্যকার বাহ্য দর্শন, প্রেম পূর্ণ বাহ্য দর্শন, সুখময় বাহ্যদর্শন, বাহ্য দর্শনে শান্তির স্ফুরণ, এইরূপ সব দর্শনই আত্মদর্শনের অঙ্গ। আরও উন্নত স্তরে বাহ্য অন্তর ভেদ বুঝা যায় না।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থ বদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

২১। কিন্তু সমস্ত জীবে যে জ্ঞানে (একই আত্মাকে) পৃথক পৃথক দেহে পৃথক পৃথক রূপে দর্শন হয় সেই জ্ঞানের নাম রাজস জ্ঞান।

শক্তিবাদ ভাষ্য। একই আত্মা সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বাত্মারূপে আছেন। ইহাই বাহ্য সাত্ত্বিক জ্ঞান। জীবগণ পৃথক পৃথক, এইরূপ জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের নবীন ভাববাদীরা (বৈষ্ণব ?) সকলের মধ্যে একই আত্মা আছেন এই কথা বলিলে মাটিতে নাক রগড়াইয়া কান্নাকাটি করেন। এইরূপ জ্ঞানকে তাঁহারা কোন স্তরের জ্ঞান বলিতে চান ? তাঁহারা তো গীতাবক্তার একছত্র ভক্ত। গীতা ধ্যানে "অদ্বৈতামৃত বর্ষিণী" থাকায় তাঁহাদের বুকটা কাটিয়া যায় না তো ? এঁদের অনেক কথাই বিচিত্র রকমের। এঁরা বলেন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন সব মানুষই নাকি নারী। কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে এরা মেয়ের জন্য মেয়ে বর বা ছেলের জন্য ছেলে নারী বরণ করেন না। আমাদের মনে হয় ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের মিল রাখিলে ভালই হইত।

২২। যে জ্ঞান একটী সীমাবদ্ধ কার্য্যকে বা বস্তুকেই সমস্ত মানিয়া প্রকাশিত হয়, এবং যাহা যুক্তিহীন এবং যাহার মধ্যে কোন সত্য নাই এইরূপ জ্ঞানকে তামস্ জ্ঞান বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পুরীতে থাকা কালে এক বিদ্বান ভদ্রলোক আমার নিকট প্রায়ই আসিতেন। "তাঁহার মতে রামকৃষ্ণ নামক" কোন মহাপুরুষই ঈশ্বর। এঁর উপর আর কোনই ঈশ্বর নাই।" আমার কথা তাঁহার খুবই ভাল লাগিত ; কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার তামস জ্ঞান

আমার সমর্থন পায় নাই বলিয়া তাঁহার ভাল লাগিত না। আমরা উভয়ে এক সিদ্ধ যোগী মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলাম। সেখানে প্রণাম করিয়াই তাঁহার প্রশ্ন "অমুক মহাপুরুষ আমার মতে ঈশ্বর এতে আপনার মত কি?" মহাপুরুষ প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মহাপুরুষটী কি ব্যাপক?" তিনি বলিলেন—"না।" মহাপুরুষ বলিলেন, "তোমার ভক্তি করিবার ইচ্ছা থাকে তো ভক্তি কর, কিন্তু এইরূপ জ্ঞান তামস বুদ্ধির লক্ষণ।" ঈশ্বর লক্ষণ হীন ব্যাক্তিকে ঈশ্বর মানা মানে তামসিকতা। আচার্য্য শঙ্করের বৌদ্ধবাদ খণ্ডনের পর এইরূপ তামস বুদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষবাদে ভারত ছাইয়া গিয়াছে। কুরানের আল্লাহ ও বাইবেলের গড যে সব জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন সেই গুলিকে মূর্খতার চরম লক্ষণ যুক্ত বলা যায় (শক্তিশালী সমাজ দ্রঃ)।

হিন্দুদের মধ্যে মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া পূজা ও উপাসনার প্রবর্ত্তন থাকিলেও সেই সব পূজাকে অল্পজ্ঞান বা তামস্ বলা যায় না; কারণ উহাদের পিছনে অদ্বৈতবাদীয় দার্শনিক ভিত্তি দেওয়া হইয়াছে। পূজা বিধিতে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, সবই আত্মজ্ঞান অনুশীলনময় ও দার্শনিক ও যোগের অনুষ্ঠান মাত্র। সমাজ সেবার নানা প্রকার আদর্শকে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক প্রকার মূর্ত্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শুধু যোগ, ধ্যান, দার্শনিকতাই ধর্ম্ম নহে। অসুর নাশ (দুর্গা মূর্ত্তি), সহর ও গ্রাম পরিষ্কার করিয়া সমাজ সেবাও (শীতলা মূর্ত্তি) ঈশ্বর উপাসনা। এই সব উপাসনা কালেও যোগ ও দার্শনিক অনুষ্ঠানকেই পূজা বিধিতে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

অল্পজ্ঞান, অযৌক্তিকতা, মূর্খতা, বর্ব্বরতা ও আসুরিকতাকে কেন্দ্র করিয়া এই বিশ্ব চরম তামসিকতায় ধাবমান। আমরা ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তন দ্বারা এই ভারত ও বিশ্বকে তামসিকতার অন্ধকার হইতে দিব্য জ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য শক্তিবাদীয়

উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছি। আমরা সকলকে এই মহান্ অনুষ্ঠানে অগ্রবর্ত্তী হইতে বলি।

কেহ বলেন আমি প্রেম ও অহিংসা দ্বারা বিশ্ব জয় করিব। কিন্তু দেখা যায়, স্ত্রী, কন্যা, পুত্রগণকে নিত্য দুর্ব্যবহারে জর্জ্জরিত করেন। অহিংসাবাদী ভারত রাষ্ট্র তো অহিংসা ভিন্ন অন্য কোনই কথাই জানে না, কিন্তু কথায় কথায় গুলি বর্ষণ করিয়া নরহত্যা করেন। কুরাণের মতে, মুসলমানের সঙ্গে যে মুসলমান ঝগড়া ও শক্রতা করিবে আল্লাহ [illegible] তাহাকে নরকে ফেলিবেন। কিন্তু নিত্য দেখো, কোর্টে মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের মামলা চলিয়াছে। বাদসাহ্ রাজ্যে মুসলমানকে জেল ফাঁসী সবই দিতে হইতেছে। কিন্তু বলিবার সময় বলিবে "কুরাণের শাসন"। কাজেই এসব জ্ঞান তামস জ্ঞানের লক্ষণ। জৈণদের ধারণা, ন্যাকড়া দিয়া জল ছাকিয়া পান করিলে কোন ক্ষুদ্র জীবই আর পেটে প্রবেশ করিয়া মারা যাইবে না। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে দেখা যাইবে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীব ন্যাকড়ার ছিদ্র ভেদ করিয়া পেটে প্রবেশ করিতেছে। টাইফয়েড, কলেরা, নিউমোনিয়া সবই ক্ষুদ্র পোকারই রোগ। ইহাদের মৃত্যু ঘটানোই চিকিৎসা। কিন্তু সব জৈনীরাই চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। মুসলমান ও খৃষ্টানরা জানে যে আল্লাহ বা গড যদি লিঙ্গ কাটাই পছন্দ করিতেন তবে ঐরূপ কাটালিঙ্গ মানবই সৃষ্টি করিতেন। কিন্তু তবুও ঐ সব মূর্খরা মনে করেন "লিঙ্গ-বলি ঈশ্বরাদেশ।" যিশুবাদীদের রাজ্যে "এক গালে চড়ের বদলে অন্য গাল দিবার" নীতি প্রয়োগ করে না। অথচ সমস্ত বিশ্বকে এ সব অল্পজ্ঞানে বিভ্রান্ত করিবার ধর্ম্ম প্রচারের ক্ষান্তি নাই। অহিংসা বাদী ব্রহ্ম দেশে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বর্ষণের কার্য্য নিত্য চলিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে অহিংসা ও বৌদ্ধবাণী দ্বারা তাঁহারা বিশ্বের শান্তি আনিবেন। খুব বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে

নিয়তং সঙ্গরহিত মরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩॥

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিবাদীরাই ঠিক ঠিক জ্ঞানী ও ঠিক ঠিক কর্ম্মী এবং ঠিক ঠিক ধার্ম্মিক। আর সব মতবাদীরাই তামসিকতা ও মূর্খতার মিথ্যাচারে কলঙ্কিত। তুমি বলিবে অহিংসা, চালাইবে গুলি? তুমি অচৌর্য্য বল তো বাঁছুর বাধিয়া দুধ গ্রহণ কর কেন? অহিংসা বলতো বাছুরকে কাঁদাও কেন। অহিংসা তো ধান, চাল, গম, খাও কেন? এদের কি জীবন নাই। সর্ব্বধর্ম্ম বাদীরা বলিবেন, সবধর্ম্ম এক। কিন্তু পাকিস্থানের মিশনের কেন্দ্র গুঠাইয়া তল্পী বাধিতে পশ্চাৎ পদ নহেন। তাঁহারা জানেন—জন্মান্তরবাদ ও জন্মান্তরহীন ধর্ম্ম এক নহে, তবুও বলিবেন "সর্ব্বধর্ম্ম" এক। তাঁহারা জানেন, দার্শনিক ধর্ম্ম ও যুক্তিহীন বিশ্বাসবাদ এক নহে, তবুও বলিবেন সর্ব্বধর্ম্ম এক। কাজেই এ সবকে ঘোর তামসিকতা ভিন্ন আর কি বলা যায়?

২৩। যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম উহা যদি সঙ্গ রহিত, অরাগ, অদ্বেষ এবং ফল প্রাপ্তির ইচ্ছাহীন হইয়া সম্পন্ন করা যায় তবে উহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে "কর্ত্তব্য কর্ম্ম" কি, ইহা না বুঝিলে এই শ্লোকের কোনই অর্থ করা যায় না। "আমার শরীর রক্ষা এবং পরিবার রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রধান দিক।" ইহার জন্য জন্য অসুরবাদ বা অসুরবাদীয় দাসত্ব গ্রহণ করিতে পারি কি না? আমার রাষ্ট্র দুর্ব্বল বাদীয় আইন প্রস্তুত করিয়া অসুরবাদীগণকে শক্তিশালী করিতেছে। আমি সরকারী কার্য্য করি, আমি সেই অকার্য্যকে কর্ত্তব্য মনে করিতে পারি কি না? আমি কর্ম্ম ছাড়িলে অন্নহীন হই, পরিবার অন্নহীন হয়। আবার ঐ অকর্ম্ম করিলে আমার সমাজ ও রাষ্ট্র ডুবিয়া যায় এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? আমাদের মতে, দুর্ব্বল বাদী

বা অসুরবাদী রাষ্ট্র হইলে বা কর্ত্তা হইলে, রাষ্ট্র ও কর্ত্তাকে শক্তিবাদের দিকে টানিবার ব্যবস্থা সঙ্গে রাখিয়া কাজ করা প্রয়োজন। ভীষ্মের মত মহাপুরুষ অসুর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার এইরূপ অস্ত্র ধারণ সমর্থন করি না। অসুর রাষ্ট্র ও অসুর কর্ত্তার সেবা করিবারও ও সীমা থাকা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বিভীষণের নীতি সমর্থনীয়। তিনি অসুরবাদ সমর্থণ করেন নাই বলিয়াই শক্তিবাদী শ্রীরামের দিকে আসেন। শ্রীরাম ও লঙ্কার সিংহাসনে অসুর নাশ করিয়া শক্তিবাদী রাষ্ট্র করা ভিন্ন সেখানে স্বরাজ্য বিস্তার করেন নাই।

এখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও কায়কর্ম্মী, শক্তিবাদের অনুকূলে থাকিয়া কর্ম্ম করিলে নিয়ত (কর্ত্তব্য) কর্ম্মী হইবেন। অসুরবাদের অনুকূলে থাকিয়া কর্ম্ম করিলে ঠিক ঠিক কর্ত্তব্যশীল মানা যাইতে পারে না। শক্তিবাদীতা কে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, উহারই নাম নিয়ত কর্ম্ম। ব্রহ্মণ্যবাদ, পুরুষোত্তমবাদ, বৈশ্যবাদ ও কায়কর্ম্মবাদ আত্মার নীতিতে চলিবে, ইহাই শক্তিবাদ। ইহারা পৌরহিত্যবাদ, অসুরবাদ, শোষণবাদ ও কার্যনাশবাদ গ্রহণ করিলে অসুরবাদ হয়। রাষ্ট্র ও যদি অসুরবাদ প্রশ্রয় দেয় তবে উহা অসুরবাদী রাষ্ট্র হইবে। আমরা রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম ও জনতাকে অসুরবদীয় ত্রুটী দেখাইয়া শক্তিবাদ গ্রহণ করিতে বলিব এবং এই নীতির অনুসরণ করিয়া নিজের উপর ন্যস্ত রাষ্ট্র ও সমাজকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিব। মনে রাগ বা দ্বৈষ যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে শরীর ও মনের উপর প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া মানষিক এবং শারীরিক ব্যাধি দেখা দেয়। সাত্ত্বিক কর্ম্ম সুখকর কর্ম্ম। সাত্ত্বিক কর্ম্ম আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া মনে ও শরীরে কোন চাপ থাকে না, বরং এইরূপ কর্ম্মের ফলে শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়। পরের শ্লোকে দেখুন ।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪॥

২৪। কিন্তু যে সব কর্ম্ম কামনা বা অহংকার যুক্ত হইয়া করা যায় এবং যে কর্ম্ম অত্যন্ত কষ্টের সহিত সম্পন্ন হয়, উহা রাজস কর্ম্ম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে সকাম কর্ম্ম মানে কি? আমি শিক্ষকতা করি, বেতন লই। আমি সৈন্যদলে কর্ম্ম করি, বেতন গ্রহণ করি। এ সব কি সকাম কর্ম্ম নয়? আমি সেবাশ্রমের রোগীর সেবা করি, মরা পোড়াই, এবং পেট ভরিয়া আহার করি ও বস্ত্র গ্রহণ করি, ভাল বিছানায় শয়ন করি, ভাল গৃহে অবস্থান করি। এ সব কর্ম্মকে সকাম না বলিবার তো কোন কারণ দেখি না? কেহ বলিবেন, গৃহস্থরা যাহা করেন সবই সকাম কর্ম্ম, গেরুয়া পরিধান করিয়া মিশনে নাম লিখাইয়া রোগী নারায়ণের সেবা ও মরা নারায়ণের দাহ করিয়া, মাত্র বস্ত্র, গৃহ ও অন্ন গ্রহণ করিলে উহা নিষ্কাম কর্ম্ম হইবে। আমরা বলি, পেট ভরিয়া আহার ও সেবা, এতো শূদ্রেরই কর্ম্ম? শিক্ষকতা (ব্রাহ্মণ কর্ম্ম) যুদ্ধ (ক্ষত্রিয় কর্ম্ম) কে সকাম বলিলাম এবং শূদ্র কর্ম্মকে নিষ্কাম বলিবার মানে কি?

এই সমাজ নারায়ণের স্বরূপ। আত্মারই বিশ্বরূপ এই সমাজ। এই ভাবে সমাজকে না দেখিয়া "অহং কেন্দ্রিক" সমাজ দর্শনই সবপ্রকার ভ্রান্তির মূলকারণ। এ জন্যই বলিতেছেন "সাহঙ্কারেণ" একই আত্মা সকলের মধ্যে বিদ্যমান। ইহা আমি দেখিতে পাই, বা না পাই, ইহা অত্যন্ত সত্য ঘটনা যে আত্মা এক, কিন্তু 'অহং' অনেক। যত ব্যক্তি তত 'অহং'। অহং কে কেন্দ্র করিয়া কাজ করিলে উহা রাজস তামস বা আসুরিক হয়। এই ভাবে প্রত্যেকটি মানব যদি অহং কৈন্দ্রিক হইয়া কর্ম্ম করেন, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক বৈশ্য

এবং প্রত্যেক শূদ্র যদি অহং কেন্দ্রীয় কর্ম্মী হন তবে সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যায়। অহং কৈন্দ্রিক কর্ম্ম হইলেই পৌরাহিত্যবাদ আসে, অহং কৈন্দ্রিক হইলেই ক্ষত্রিয় উৎপীড়ক ও গুণ্ডা হয়। কোন প্রকার শক্তি পাইয়া কেহ বা কাফেরের নামে সতী ও সজ্জন দলন করিতেও পারেন। অহং "কৈন্দ্রীক" বৈশ্য কালা বাজারী ও ভেজাল ব্যাপারী হয়, দুগ্ধে জল দাতা হয়। ঐরূপ প্রত্যেকটী কায়কর্ম্মেও ফাঁকী দেখা দেয়। সকলেই সমাজব্রহ্মের সেবা নিজ নিজ শক্তি ও বৃত্তি অনুসারে করিবে এবং যোগ্য পারিশ্রমিক লইয়া শরীর ও পরিজন রক্ষা করিবে। এইরূপ কার্য্যই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। কর্ম্ম অহং কেন্দ্রীক হইলেই সেইগুলি রাজস তামস বা আসুরিক হয়। নিজেরা কোন প্রকারেই অসুরবাদী হইবে না এবং অসুরবাদ দলনে সমস্ত স্তরের কর্ম্মীরা এক হইবেন। এই বিজ্ঞানে সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম পরিচালিত হইবে। ইহাই সাত্ত্বিক স্তরের কর্ম্ম। "অহং কৈন্দ্রীক" হইয়া সমাজের উপর বিদ্বেষ অত্যাচার গুণ্ডামী, চৌর্য্যবৃত্তি চালাইলে ইহা রাজস ও আসুরিক হয়। সত্ত্বের ফল সুখ, রজের ফল দুঃখ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়কর্ম্মী যদি সকলেই "অহং কৈন্দ্রীক" হইয়া স্বার্থ ও ঠগ্ বৃত্তি গ্রহণ করে তবে সমাজের সুখ কোথায়? সকলেই আত্মাকৈন্দ্রিক হইবে। এই সমাজ আত্মারই বিশ্বরূপ। কাজে সকলেই আত্মাসেবা বা সমাজ সেবায় সত্য ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি বিদ্বেষবাদী ও ছুঁতমার্গী হন, তবে বৈশ্য কেন ভেজাল দিবে না? আমাদের মতে, মানুষ মাত্রেই গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা করিবে এবং নিজ নিজ বৃত্তি ও কর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিবে। অনেকের ধারণা, ভাববাদী মহাপুরুষরা সমাজকে উদার ধর্ম্ম দিয়াছেন। আমাদের মতে ভাববাদী মহাত্মাগণ এমন ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন যাহাতে পৌরোহিত্যবাদ অক্ষত থাকে। তাঁহারা খোল করতাল পিটাইয়া 'হরিনাম' দিলেন। ইহা ভাল কথা। আমরা

সমর্থন করি। কিন্তু সে সঙ্গে গায়ত্রী উপাসনাটা সকলের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে, আমরা তাঁহাদের বেশী সমর্থনই করিতাম। তাহারা বৌদ্ধবাদের মত আরও একটা ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ প্লাবনকে আটকাইবার জন্য, ভাববাদ, দাসবাদ, নপুংসকবাদ আনিবার পথ করেন। এ সব মহাপুরুষগণকে আমরা প্রচ্ছন্ন পৌরহিত্যবাদী এবং যুক্তিহীন সর্ব্বধর্ম্মবাদীগণকে আমরা প্রচ্ছন্ন যবনবাদী বলি।

"অহং কেন্দ্রীক" কর্ম্ম হইলেই সেটা সকাম হইবে। সত্যনিষ্ঠ গোয়ালা দুধ বিক্রয় করিবে এবং সমাজ রক্ষা করিবে বিনিময়ে অর্থ লইবে ইহা নিশ্চয়ই নিষ্কাম কর্ম্ম। কিন্তু যদি দুধে জল মিলায় এবং সমাজের সুবিধা না দেখিয়া পয়সার দিকে ধাবিত হয় তবে সেটা সকাম কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই নিষ্কাম কর্ম্মী হইতে পারেন আবার পৌরহিত্যবাদ, অসুরবাদ শোষণবাদ ও কর্ম্ম বিপর্য্যয়বাদী হইয়া সকামীও হইতে পারেন। রাজস্ কর্ম্মের লক্ষণে "বহুলায়াসং" কথাটীর মীমাংসা হইলে এই শ্লোকের শেষ মীমাংসা হয়। যাহার যতটা শক্তি সে ততটা কার্য্য করিবে। বেশী করিলে শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া যাইবে ও দুঃখ আসিবে। দুই দিন চার দিন অবশ্যই অত্যধীক পরিশ্রম করা চলে। কিন্তু এইরূপ কষ্টসাধ্য কার্য্য নিত্য চলিতে পারে না। যাহারা দীর্ঘকাল শরীর মনকে বিশ্রাম না দিয়া ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের অনেককেই দীর্ঘ ব্যাধিতে ভোগীতে দেখা গিয়াছে। রাজস্ কর্ম্মের কথা আলোচিত হইল। এবার শ্রীকৃষ্ণ তামস কর্ম্মের কথা বলিবেন। পাঠকদের মনে রাখা প্রয়োজন এই অধ্যায়টী "সন্ন্যাস কি ?" এই প্রশ্নের উপর আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখাইতেছেন "কর্ম্মই সন্ন্যাস।" সেই সব কর্ম্মগুলিকে কে কি ভাবে সম্পন্ন করেন এখন তাহারই আলোচনা চলিয়াছে।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসা মনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

২৫। ভাবী ফল, ক্ষয়, হিংসা ও নিজের সামর্থ বিবেচনা না করিয়া অজ্ঞান বশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ হয় উহাকে তামস কর্ম্ম বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অসুরদলন শক্তিবাদের প্রধান কথা হইলেও অসময়ে ও নিজের শক্তিহীন পরিস্থিতিতে কর্ম্মে নামা যায়না।

এক মহিলা কোন সময় তাঁহার উপর শত্রুর অত্যাচারের কথা বলিতেছিলেন। আমি বলিলাম—আপনার বিরোধ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিলেন—আমি ঘরে বসিয়া কান্দি। ইহার বেশী শক্তি নাই। আমি বলিলাম আপনার শক্তি না থাকে তো আপনি ঘরে বসিয়া শাপ দিতে থাকুন। তিনি বলিলেন—তা শুনিলেও রক্ষা নাই, তাহারা আরও অত্যাচার করিবে। আমি বলিলাম—আপনি মনে মনে শাপাশাপি করুন; কিন্তু আপনি কান্দিতে পারেন না। আপনার মনে আসুরিক অত্যাচারের প্রতিশোধ স্পৃহা থাকা চাই। যেদিন ঠিক সুযোগ পাইবেন, সেই দিন নিশ্চয়ই প্রতিশোধ লইবেন। এর মধ্যে যদি শত্রুর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, ক্ষমা চায়, তবে ক্ষমাও করিতে পারেন। আবার মানুষ যদি আসুরিকতার প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ না করে, তবে তাহার আত্মা কলঙ্কিত হয়। অসুরের বিরুদ্ধে অহিংসা বা ক্ষমার চিন্তা করা, মানে এ জন্মে আত্মহত্যা, ইহার ফলে, জন্মান্তরেও মানুষ দাস কুলে জন্মলয়।

শক্তিবাদ, অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদ, ইহারা তিনটী সমাজবাদ। দুর্ব্বলবাদেকে প্রশ্রয় দিলে অসুরবাদ উঠিবেই। আবার অসুরবাদ উঠিলে শক্তিবাদও জন্ম লইবে। একটা বহুদূর প্রসারি অসুরবাদকে একটা ভ্রূণস্থ শক্তিবাদ দলন করিতে পারে না। তোমাকে সব সময়

মুক্ত সঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে। শক্তিবাদ সমাজ অসুরবাদ সমাজকে দলন করিবেই। তুমি নিজের শক্তি না বুঝিয়াও যুদ্ধে নামিও না। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের যুদ্ধে একবার পালায়নও করিয়াছিলেন। আবার সুযোগ মত জরাসন্ধ বধের ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

২৬। যিনি আসক্তি শূন্য, আত্মাবাদী, ধৈর্য্যশীল ও উৎসাহী, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার, এমন কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া গুণত্রয়ের ভিত্তিতে তিন প্রকার কর্ম্ম বিচার হইয়াছে। এবার কর্ত্তাকে কেন্দ্র করিয়া গুণত্রয়ের ভিত্তিতে তিন প্রকারের কর্ত্তা বিচার হইতেছে।

অনহংবাদী (আত্মাবাদী) এবং অহংবাদী কর্ম্মীর ভেদ প্রথম বুঝিতে হইবে। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া চরিত্র গঠিত হইলে ২৯টী দৈবী সম্পদ চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অহংকে কেন্দ্র করিয়া চরিত্র গঠিত হইলে দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা আদি অনেক অসুর ভাবে মানব মত্ত হয়। সে সব কথা ১৬ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

শক্তিবাদী (আত্মাবাদী), অসুরবাদী বা দুর্ব্বলবাদী, সকলেই আত্মা আছেন এবং সকলেই অহংও আছে। 'অহং'টী না থাকিলে কর্ম্ম করাই চলে না। আত্মাবাদীর অহংটীকেই "অনহং বাদীর" অহং নাম দেওয়া হইয়াছে। আবার অহং কৈন্দ্রিক অসুর বা দুর্ব্বল বাদীকে অনাত্মাবাদীও বলা যায়। কারণ আত্মা তাহাদের সঙ্গে থাকিলেও তাঁহারা আত্মাকে চান না; ভোগ আসুরিকতা, অযৌক্তিকতা ও অজ্ঞানতাই তাঁহাদের জীবনের নীতি। দুর্ব্বলবাদীরা সব ব্যাপারেই

ক্রন্দনবাদী। তাঁহারা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, সবটাকেই ক্রন্দনবাদে পরিণত করিয়াছেন। ইঁহাদের নীতি অনুসরণ করিবার ফলে সমাজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আজ ক্রন্দনের রোল দেখা দিয়াছে। শক্তিবাদ প্রচারের অভাবে ভারতের কোণে কোণ ক্রন্দনবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আত্মাকে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে আমরা দুই প্রকারের দেখাইয়া এই "অনহং এর" মর্ম্ম-ভেদ করিব।

সগুণ আত্মাই গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তি। ইহাদের কেন্দ্র মস্তিষ্কের কোথায় এবং কোন কোন কেন্দ্র হইতে কোন কোন্ দৈবী সম্পদ বিকশিত হয় সেই সব ১৬শ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সগুণ আত্মার শেষ স্তর শক্তি স্তরে। শক্তি স্তরের প্রধান দৈবী সম্পদই তেজ বা অসুর দলন। এই 'তেজ' যাহারা প্রথম হইতেই গ্রহণ করে না তাহাদের বিকাশ গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু অথবা শিবে আটকাইয়া যায়। গণেশে ৫ কলা, সূর্য্যে ৬ কলা, বিষ্ণুতে ৭ কলা, অসুরে ৭॥০ কলা, শিবে ৮ কলার বিকাশ হয়। গণেশ অবতারে ৯, ১০ কলা, সূর্য্য অবতারে ১১, ১২, কলা, বিষ্ণু অবতারে ১৩, ১৪ কলা, পূর্ণ বিকাশে ১৫ ও ১৬ কলার বিকাশ হয়। পূর্ণ বিকাশিত স্তরে না আসিলে নির্গুণ আত্মার স্বরূপ জানা যায় না। এই আত্মা স্পন্দন হীন। বিস্তারিত ক্রম বিকাশের ৩য়, ৪র্থ খণ্ডে দেখুন।

ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচ তত্ত্বের সমাবেশে মানবের শরীর ও মন গঠিত। তত্ত্বের প্রাধান্যেই মনোবিকাশের স্তর ভেদ হয়। ক্ষিতি = শিবস্তর, অব = গণেশস্তর, তেজ = শক্তিস্তর, মরুৎ = সূর্য্যস্তর, ব্যোম = বিষ্ণুস্তর। শক্তিশালী সমাজ গ্রন্থে তত্ত্বদীক্ষা অংশে এ সম্বন্ধে বিস্তারিক বলা হইয়াছে। যতক্ষণ মানুষের মন তেজ তত্ত্বাধিক্য হয় না অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার মন অসুর দমনের নীতিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় না ততক্ষণ তাহাকে "শক্তি দীক্ষার" উপযুক্ত মনে করা হয় না।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭॥

গীতার বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়ে ২৫, ২৬, ২৭ শ্লোক দেখুন। ইঁহাকে আপনি ভয়ঙ্কর ক্রোধের রূপই বলুন বা তেজস্ পূর্ণ রূপই বলুন, ইহা যে শ্রীকৃষ্ণের বা আত্মারই রূপ ইহাতে সন্দেহ আপনার আছে কি? যাহার আত্মা অসুর দলনে ঐরূপ ভয়ঙ্কর, তিনিই শক্তিবাদী এবং তিনিই পূর্ণ স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। এইরূপ শক্তি উপাসনার প্রথম স্তর গায়ত্রী উপাসনা এবং শেষ স্তর কালীতারা যদি মহা শক্তির উপাসনা। এই তেজের উপাসনার মধ্যেই পূর্ণত্ব এবং নির্গুণত্বের পথ বিদ্যমান। "অনহং" বাদীর সগুণ ও নির্গুণ স্তর বুঝা গেল। এবার আসক্তিশূন্য বলিতে কি বুঝায় উহা দেখা প্রয়োজন।

আসক্তিশূন্য। এই বিশ্ব আত্মারই স্থূল রূপ। সমাজ হইতেছে নারায়ণের মূর্ত্তি। এখানে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিবে, তাহাতে আবার আশক্তি কোথায়? কিন্তু মানুষ যখন সমাজজীবন বুঝে না, সমাজকে এবং নিজেকে স্বতন্ত্র দেখে, তখন সে বাধ্য হইয়াই আসক্ত হয়। নিজের জীবন, সমাজ জীবন, অধ্যাত্ম জীবন যাঁহার একই শক্তিবাদীয় নীতিতে নিয়মিত, তাঁহার আসক্তি কোথায়? তিনিই তো গীতার সন্ন্যাসী। যিনি নিজের জীবনকে দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার অনাসক্তি কোথা হইতে আসিবে?

ধৈর্য্য, উৎসাহ এবং সিদ্ধে ও অসিদ্ধে নির্ব্বিকার বলিতে কি বুঝায়? কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানকে তুমি শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত কর এবং কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞান অনুভব করিয়া চল। জীবনের প্রতিষ্ঠা ও নীতি স্থির হইলে উৎসাহ যাইবে কেন? ধৈর্য্যও নষ্ট হইবে কেন? শক্তিস্তরে আত্মা অনন্ত কর্ম্মময় ও অনন্ত উৎসাহময়।

২৭। বিষয়াসক্ত, কর্ম্মফলকামী, পরস্বাভিলাষী, নিষ্ঠুর, শুচিহীন, এবং হর্ষ ও শোকান্বিত কর্ত্তাকে রাজস কর্ত্তা বলা হয়।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মজ্ঞান ও সমাজজ্ঞান না থাকিলে মানুষ অজ্ঞানাচ্ছন্ন অহং কেন্দ্রিক হইয়া পড়েন। ফলে এই সব মানসিক দৌর্ব্বল্য দেখা দেয়। আমরা প্রত্যেক মানুষকে ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যানসহ উপাসনা করিতে বলি এবং শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী অলোচনা করিতে বলি। নিত্য, শক্তিবাদীয় ভাষ্য সহ গীতা পাঠ করিতে বলি।

শুচিহীনতা, পরস্বাভিলাষ ও হিংসাকে কেন্দ্র করিয়া কি ভাবে সমাজ গঠন হয় এ সম্বন্ধে কুরাণবাদ, ডেমোক্রেশী ও কম্যুনিজম শ্রেষ্ঠ পথ দ্রষ্টা।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন অহংকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম মাত্রই লোভ-যুক্ত হয়। লোভের তৃপ্তিতে সুখ এবং লোভের অতৃপ্তিতে দুঃখ ; কাজেই এইরূপ কর্ম্ম হর্ষশোকান্বিত কর্ত্তা। শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমি আমার শরীরযাত্রা ও সমাজরক্ষার কাজ করিয়া চলিয়াছি। শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ বুঝাইতেছি। এতে আর আমার হর্ষশোকের কথা থাকে না। তবে কর্ম্ম জীবনে বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া সকলকেই অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু আত্মার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে শোক দুঃখ থাকে না।

২৮। আত্মার ধ্যানে অভ্যাসহীন, বহির্ম্মুখী (প্রাকৃত) গর্ব্বিত শঠ, নৈষ্কৃতিক (পরের বৃত্তি নষ্টকারী), অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী (যথা সময় কাজ করে না) কর্ত্তাকে তামস কর্ত্তা বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নিত্য আত্মার (ব্রহ্মনাড়ীর) ধ্যান না করাই অযুক্ত। প্রাকৃত মানে পশু পক্ষীর মত স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া কাম ও ক্রোধ মত্ততা। শুনিয়াছি, লণ্ডনে নাকি নরনারীরা উন্মুক্ত পার্কে যৌনলীলা করেন। অনেক লোককে দেখা যায়, মনের

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

মত সুবিধার একটু অভাবেই রাগিয়া যায়। শঠ মানে অপুষ্টবিষ্ণু লক্ষণ সম্পন্ন মানব। অসুররাও শঠতায় নিপুন হয়। দেখা যায় আত্মাকে বাদ দিয়া শুধু 'অহং কে' কেন্দ্র করিয়া চলিলেই রজঃ ও তমঃ এর প্রভাব বেশী হয়। নিত্য আত্মার ধ্যান করিবে এবং চেষ্টা করিয়া এ সব তামস প্রকৃতি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিবে। কর্ত্তার ত্রিগুণ ভেদ বিচার শেষ হইল। এবার বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধ বিচারের আরম্ভ হইবে। এখানে বলা প্রয়োজন, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ইত্যাদির একটীকে ধরিয়া চরিত্রে সাত্ত্বিকতা প্রতিফলিত করিতে পারিলে অন্যগুলি সহজ লভ্য হইবে।

২৯। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও বৃত্তির যে গুণানুসারেতে তিন প্রকারের ভেদ হয় তাহা পৃথক ভাবে এবং সমগ্র ভাবে বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বুদ্ধি, ধৃত্তি, কর্ত্তা ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়। সাধারণ ভাবে ইহাদের রূপ বুঝাই যায় না। গুণ ভেদে ইহাদের ভেদ বিচার করিয়া দিলে ইহাদের কার্য্যকারীতা বুঝিতে কঠিন হইবে না। তাই এক একটীকে তিন ভাগ করিয়া বুঝানো হইতেছে। শুধু গণেশ স্তরের লক্ষণ বা শুধু সূর্য্য বা শুধু বিষ্ণু স্তরের লক্ষণ বলিয়া কাহাকেও ভাল বুঝানো যায় না; কিন্তু সব স্তরের লক্ষণগুলি বলিলে স্বভাবগুলির ভেদ স্পষ্ট হয়।

৩০। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য,

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্য মেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধি সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

ভয় এবং অভয় বন্ধন এবং মোক্ষ জানা যায় উহার নাম সাত্ত্বিক বুদ্ধি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কি করিলে আমি কর্ম্মে জড়াইয়া যাই এবং কি করিলে আমার নিবৃত্তি আসে। ইহা বুঝিতে হইলে তপস্যা চাই।

কর্ম্ম তোমাকে করিতেই হইবে। উহার ফলে তোমার সংসার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইতেছে, কি আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া নিবৃত্তি হইতেছে, ইহা বুঝতে হইলে অতীব সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন। ভোগ মোহ ও অহংকারকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের বন্ধন হয়। ভোগ মোহ ও অহংকে ফাকী দিয়া কর্ম্মে বিচরণ করিতে জানিলে মোক্ষ হয়। সংসারে জড়াইয়া যাওয়া এবং সংসার হইতে আলগা থাকা যে জিনিষটা কি? উহা সেই বুদ্ধিই জানে যে বুদ্ধি ভোগের দিকে না থাকিয়া আত্মার দিকে থাকে। কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া নিবৃত্তিই সন্ন্যাস, কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া প্রবৃতি এবং বন্ধনই সংসার।

৩১। হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য অযথাবৎ প্রতীয় মান হয় উহার নাম রাজস্ বুদ্ধি

শক্তিবাদ ভাষ্য। মানুষের মন আত্মা হইতে যত দূর থাকে তাহার বুদ্ধি ও বিচার ততই অসুস্থ থাকে। এ জন্য সব সময়ই ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান সহ উপাসনা এবং রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদাদি গ্রন্থাবলীর পাঠের অভ্যাস রাখা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও কায়কর্ম্মী এই ভাবে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া চলিলে বুদ্ধির ভ্রান্তি কমিয়া যাইবে। যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা মন হইতে

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

বর্ণ সংস্কার পুছিয়া দিবেন এবং সমস্ত মানবের মধ্যে গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা, বংশ গত বৃত্তি, ও শক্তিবাদ স্থাপনার ব্যবস্থা করিবেন! মনে রাখা প্রয়োজন গীতা শক্তিবাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

৩২। হে পার্থ। অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় দরুন যে বুদ্ধি অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম মনে করায়, যাহা সমস্ত বিষয়ই উল্টা বুঝায় এমন বুদ্ধিকে তামস বুদ্ধি বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ভোগ, মোহ, ও অহং দ্বারা যে ব্যক্তি বিমূঢ় নহে, তাঁহার বুদ্ধি তামসাচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। খুব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বুদ্ধি সীমাবদ্ধ হইলে উহা তামস বুদ্ধি হয়। ক্ষুদ্র ধর্ম্ম, ক্ষুদ্র মতবাদ, ক্ষুদ্র সমাজবাদ, দুর্ব্বল ও অসুর স্তরের মোহ, মানুষের বুদ্ধিকে তামসাচ্ছন্ন করায়। দ্রঃ ২২ শ্লোঃ। সব সময় শক্তিবাদ অনুশীলন করিবে এবং দুর্ব্বল ও অসুরবাদকে তিরস্কার করিবে। বুদ্ধির ভেদ বলা হইলে। এবার শ্রীকৃষ্ণ 'ধৃতির' ভেদ বলিতেছেন। বুদ্ধি হইতেছে মস্তিষ্ক কেন্দ্রে ৭ নং কেন্দ্র (গণেশকেন্দ্র)। ধৃতি হইতেছে মস্তিষ্ক কেন্দ্রে ৩ নং কেন্দ্র (বিষ্ণুকেন্দ্র)। আত্মা সংযুক্ত বুদ্ধি সাত্ত্বিক। যে বুদ্ধি মনো জগৎ ও বিষয় জগতের মধ্যে বিচরণ করে উহা রাজস। যে বুদ্ধি ভোগও বিষয়াচ্ছন্ন উহা তামস।

৩৩। যে অব্যাভিচারিণী ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়াগুলিকে যোগলব্ধ জ্ঞানদ্বারা নিয়মিত করা হয়, সেই ধৃতিকে সাত্ত্বিক ধৃতি বলে।

যয়া তু ধর্ম্ম কামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ যা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। কথায় বলে "উঠলো বাই তো কটক যাই।" মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়াতে কোনও প্রকার চেষ্টা জাগ্রত হইলে তৎক্ষণাৎ উহা করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করাই বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ। বলিবার ইচ্ছা হইল, এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলে। কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ চলিলে। একটু যাইয়া মতির পরিবর্ত্তন হইল অমনিই অন্যদিকে চলিলে। কোন কর্ম্মই এভাবে করিতে নাই। কোন কর্ম্মের চেষ্টা মনে জাগিলে সেটা করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য সে সমন্ধে ধারণা ধ্যান ও সমাধি (যোগসূত্রে ইহাকে সংযমপ্রয়োগ বলে) প্রয়োগ করিবে। তাহাতেই বুঝা যাইবে, ইহা করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য। এইরূপ সংযম প্রয়োগের পর দেখা যায়, মন প্রাণও ইন্দ্রিয়াদির বহির্ম্মুখ গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যদি করণীয় কিছু থাকে উহার পথও স্পষ্ট হইয়া যায়। সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই বিজ্ঞানে যোগীদের করিবার নিয়ম। জীবনের সামনে কোন কঠিনতা আসিলে এই ভাবেই উহা অতিক্রম করিবার পথ করিতে হয়। এই ভাবে কর্ম্মের অভ্যাস গড়িয়া উঠিলে, কোন্ কাজের কি ফল বা কোন কর্ম্মের গতি কোন দিকে, সবই বুঝা যায়। এইরূপ বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ধৃতিই সাত্ত্বিক ধৃতি।

৩৪। হে পার্থ! যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের কথা এবং উহাদের ফলের আকাঙ্ক্ষার কথা ধারণায় থাকে উহাদের নাম রাজসী ধৃতি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহাদের মনে রাজস ধৃতি স্থান করিয়া বসে তাহাদের সাত্ত্বিক ধৃতি অসম্ভব। "বুধোদয় যোগে, চন্দ্র গ্রহণে, গঙ্গা

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

স্নানে যে ফল হয়, উহাতে সহস্র বৎসর স্বর্গে থাকা যাইবে"। কাজেই চন্দ্রগ্রহণে সময় আসিলে, আর গঙ্গার নিকটবর্ত্তী তীর্থ ও যানবহনে ভীড়ের চাপে আর কাহারও চলিবার উপায় থাকে না। ইহাতে পাণ্ডা, ঘাটপাণ্ডা, রেল গাড়ীর লাভ ও যাত্রীদের অশেষ দুর্গতি ভিন্ন প্রত্যক্ষ-পুণ্য যে কি লাভ হয়, ইহা কেহই জানিতে পারে না। কিন্তু যে যোগের ফলে মনের তৃপ্তি প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, সেই পথে এ সব মানুষ কখনও যাইবে না। বিজ্ঞাপনে দেখা গেল, নবগ্রহ কবচ ধারণে চাকুরী ও পদোন্নতি নিশ্চিত"। কাজেই জ্যোতিষীর ১।/৫ আনা গ্রাহকের ভীড়ে তাঁহার স্নানাহারেরও সময় থাকে না। আবার দেখা গেল, "ধনদা মন্ত্র জপ করিলে কোটী-পতি হওয়া যাইবে।" অমনি দেখো, ধনদা মন্ত্র সাধকের ভীড় লাগিয়া গিয়াছে। যাঁহারা ধৃতিকে সাত্ত্বিকতার দিকে প্রতিষ্ঠ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ উপাসনা করা কর্ত্তব্য; এবং ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ প্রবৃত্তিকে কিভাবে সাত্ত্বিকতার অনুকূলে গড়া যায়, সেই দিকে চিন্তা করা প্রয়োজন। রাজস ধৃতি মানুষকে সাধারণতঃ দুঃখের দিকেই টানে।

৩৫। হে পার্থ! যে ধৃতি দ্বারা দুর্ম্মেধা ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ, মদান্ধতা হইতে মুক্তি পায় না, তাহার নাম তামস ধৃতি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মানুষে শোক, ভয়, দুঃখ অল্পাধিক সকলেরই আসিয়া থাকে। কিন্তু এ সবের গভীর স্মৃতি ও প্রভাব যদি তাহার মনে লাগিয়া থাকে, তবে তাহার জীবনে সুখ কোথায়?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিষ্ণু কেন্দ্রে (স্মৃতিকেন্দ্র) এ সব ধারণাগুলি জমা হয়। যাহারা উন্নত স্তরের সাধক তাঁহাদের সাত্ত্বিক

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাৎ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

ধৃতিগুলি ক্রমেই পুষ্ট হইতে থাকে। যাহারা সংসারাসক্ত অথচ ধার্ম্মিক তাহাদের স্মৃতিতে রাজস স্তরের ধৃতিগুলি প্রভাবশালী হয়। এসব লোকের সাত্ত্বিকতার সুখ বা জ্ঞানের কথা ভালই লাগে না। যাহাদের মন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন তাহাদের একবার শোকাদি হইলে, সেই শোকাদির নরককে ইহারা সমস্ত জীবন বহন করিয়া বেড়ায়। কেহ বা চক্ষু হারায় বা মাথা খারাপ করে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এ সবকে দুর্ম্মেধা (দুঃখপূর্ণ মেধা) বলিয়াছেন।

ধৃতিকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলে, এই অধ্যায়ের অন্যান্য অনেক শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিতে খুব কঠিন হইবে না। ধৃতি স্মৃতিরই একটা স্তর, কিন্তু স্মৃতির সব অংশ সব সময় জাগ্রত থাকে না। জীবনের নীতি ও অভিজ্ঞতায় ধৃতির সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদ হয়। যাঁহার জীবনের নীতি শক্তিবাদ এবং জীবনের লক্ষ্য আত্মবিকাশ, তাঁহার ধৃতি ক্রমেই সাত্ত্বিকতার দিকে অগ্রসর হয়। স্মৃতির অংশস্থিত একটা জাগ্রত নীতিই ধৃতির রূপ।

৩৬। হে ভারতর্ষভ! এবার সুখের তিন প্রকারের ভেদ শ্রবণ কর। ইহার অভ্যাস করিতে পারিলে দুঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সুখ দুঃখ পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়। মানুষ সুখই চায় দুঃখ চায়, না। কিন্তু আত্মার আশ্রয় ভিন্ন মানুষের স্থায়ী সুখ হয় না। সেই ভাবে সুখ বাছিয়া লইতে পারিলে, সুখই দুঃখের অতীত স্তরে লইয়া যাইবে। পাঠক মনে রাখিবেন, শ্রীকৃষ্ণ এখানে সন্ন্যাস সম্বন্ধেই বলিতেছেন। কর্ম্মের মধ্য দিয়া সন্ন্যাস কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

হয়, উহা দেখাইয়া দেওয়াই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। ভারতীয় চিন্তাধারায় সন্ন্যাসবাদটা এক বিচিত্র বস্তু। সুখের খোঁজে, মানুষ কি ভাবে সন্ন্যাসনিষ্ঠ হইবেন এবার উহাই স্পষ্ট করিবেন।

৩৭। অগ্রে যাহা বিষের মত, পরিণামে অমৃতসম, আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জাত, সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার সংযোগসুখই স্থায়ী সুখ। ভারতীয় সমাজ-বিধানে এই সুখের সন্ধান করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ সহজেই সন্ন্যাস ও যোগপন্থী হন না। ইহার মূলে অনেক জন্মের সংস্কার থাকা চাই। সন্ন্যাস মার্গ অনেকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রকৃতযোগমার্গ এবং শক্তিশালী গুরু অনেকেই পান না। যাঁহারা আত্মার পথে সুখের সন্ধান করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য "যোগদর্শন" ভাল গ্রন্থ। আমাদের আনন্দমঠের ধারায় ৪ প্রকারের যোগক্রিয়া আছে—মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগ। সাধনায় প্রবেশ করিলেই সুখের সন্ধান বেশ পাওয়া যায়, তবে বিষয় ভোগপ্রবৃত্তিও যে মাঝে মাঝে প্রবল হয় না, ইহাও বলা যায় না। সেই সব অতিক্রম করিতে, মাঝে মাঝে কিছু দিন অশান্তিও ভোগ করিতে হয়। অনেকে যোগাভ্যাস ও সংসারজীবন একত্র বাছিয়া লন। ইহা মধ্যম পথ হইলেও ভাল। কারণ বিষয়ের পরিণাম ; অর্থাৎ কাম, প্রেম, ভালবাসার কি ভয়ঙ্কর পরিণাম, উহা বুঝিতে সুবিধা হয়। উত্তম পথ হইতেছে—আত্মার পথ অবলম্বন করা। সাধনার আরম্ভেই সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। সেইটিকে দৃঢ় হইয়া ধরিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বহির্মুখী বিক্ষেপ অতিক্রম করা যায়। প্রথম গ্রন্থি ব্রহ্মগ্রন্থী। ইহার রূপ, ভোগের আশা ও ভোগের কল্পনা। দ্বিতীয় বিষ্ণুগ্রন্থি

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিনামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮॥

বা মোহ। ভালবাসা ও স্নেহ কোন নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে আবদ্ধ হইলে, এন্তরের গ্রন্থি স্পষ্ট বুঝা যায়। যোগসূত্রে পঞ্চক্লেশ সম্বন্ধে দেখুন। শেষ গ্রন্থি রুদ্র গ্রন্থি—ইহা অহং গ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ না হইলে পূর্ব্বোক্ত দুইটী গ্রন্থি ভেদ হইয়াও লাভ নাই। কারণ শুধু এই গ্রন্থিটীই আবার সব গ্রন্থি গড়িতে পারে।

আমরা প্রত্যেককে প্রথমেই ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা করিতে বলি। ক্রমে শূন্য বোধ, প্রেম বোধ, সুখ বোধ, শান্তি বোধ ও পূর্ণবোধের স্তরে অগ্রসর হইতে হইলে অনেক সাধনা ও দীক্ষা অতিক্রম করিতে হয়। সাধনার সব স্তরেই বেশ সুখের সন্ধান পওয়া যায়। যাহারা নারী সংস্পর্শ (নারী হইলে নরের) হইতে দূরে থাকেন, তাহাদের কোনই কষ্ট হইবার কথা নাই। যাহারা সংসার হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জন সাধনা করেন তাহাদের পক্ষে খুবই সুবিধা। কিন্তু যাহারা কাজকর্ম্ম করিয়া যোগভ্যাস করিতে চাহেন, তাহাদের মাঝে মাঝে নির্জ্জন ও একান্ত সাধনার প্রয়োজন। শান্তিবোধের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে নির্জ্জন সাধনা করিতেই হইবে। যাঁহাদের গ্রন্থিভেদ হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহাদের নির্জ্জন স্থানের এবং সুখ শান্তিবোধর অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না।

৩৮। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে যে সুখ, অগ্রে অমৃত তুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ, সেই সুখকে রাজস্ সুখ জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সন্ন্যাসীরা যে সুখ পরিত্যাগ করেন, এখানে সেই রাজস সুখের কথা বলা হইতেছে। কিন্তু যাহারা সাত্ত্বিক সুখ লাভ করেন নাই, তাহাদের পক্ষে রাজস সুখ পরিত্যাগ করা সহজ নহে। তিন প্রকারের যে কোন একটাকে অবলম্বন ভিন্ন জীবন চলে না।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

৩৯। যে সুখ অগ্রে এবং পরিণামে আত্মার মোহকর (অজ্ঞানতায়) এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য এবং অনবধানতা (ভ্রান্তি) হইতে জাত, তাহাকে তামস সুখ বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দেখা যায় নিদ্রা, আলস্য ও ভ্রান্তিতেও সুখ আছে। শরীরের ও মনের জন্য যতটা নিদ্রার প্রয়োজন, উহার পরিমাণ আছে। সেই পরিমাণের বাহিরেও নিদ্রায় যাহারা সুখ পায়, আলস্যেও তাহাদের সুখ আছে। আত্মার মোহকর নিদ্রা ও আলস্য ভিন্নও শ্রীকৃষ্ণ প্রমাদের কথা বলিতেছেন। ভ্রান্তির যে কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রভাব মানবজীবনে রহিয়াছে, ইহার পরিমাপ করা কঠিন। এ জগতে গুণ্ডামী করিয়া পরকালে বিবি পাইব, এ জগতে সকলকে মাথামুণ্ডহীন যিশুবাদের পকেটে ভরিয়া ইহকালটীকে ঝর ঝরে করিব, তাহার পরকালটীকে উজ্জ্বল করিব; যুক্তিতর্ক দার্শনিকতার কথা সব ভ্রান্তি, কেবল কান্নাকাটীই আসল ধর্ম্ম, এইরূপ মতবাদীর অভাব এ বিশ্বে কি কম আছে? আমরা সকলের জন্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার নির্দ্দেশ দিয়াছি। আমরা সকলকে এই উপাসনা করিতে বলি এবং শক্তিবাদ ও ক্রমবিকাশবাদ বুঝিতে বলি। ফলে, নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ কমিয়া জীবন সুন্দর ও সতেজ হইবে, ফলে, জীবন বিকশিত হইয়া পরকালটীও সুখেরই হইবে।

৪০। পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই যাহা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি এই তিনগুণ হইতে মুক্ত আছে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। যে সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি, তাহাতেও রজস্তমের প্রভাব কিছু না কিছু থাকে। যে রজোগুণ প্রধান ব্যক্তি তাহার মধ্যেও কিছু না কিছু সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রভাব বিদ্যমান। এরূপ তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিতেও সত্ত্ব ও রজের প্রভাব থাকে। কাজেই যুক্তিবাদ মূলক উচ্চ ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবাদকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টার ক্রটী করিবে না। ফলে, ইহা সমাজে দাঁড়াইয়া যাইবে।

৪১। হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্ম সমূহ স্বভাবজাত গুণানুসারে বিভক্ত হইয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গীতার মতে ৭ জন ঋষি ও ৪ জন মনু, মানব বংশের প্রবর্ত্তক। ইঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র। সব মানবই ইঁহাদের বংশধর। এজন্য সব মানবেরই গোত্র আছে। সমাজ বিপ্লবের বন্যায় যে সব মানব গোত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাদিগকে কাশ্যপ গোত্র বলা হয়। আদি মানবের সন্তানগণ কালক্রমে নিজ নিজ স্বভাবজ গুণে চারি প্রকারের কর্ম্মজীবন বাছিয়া লয়। সমাজ জীবনের কর্ম্মকে গুণানুসারে ৪ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ (সাত্ত্বিক), ক্ষত্রিয় (সত্ত্ব রাজস) বৈশ্য (রজঃ তামস) শূদ্র (তামস)। পরবর্ত্তী কালে স্ব স্ব স্তরের কর্ম্মীগণ নিজেদের মধ্যে পত্র পাত্রী সন্ধান করিয়া বিবাহ আদি করিতেন। এই ভাবেই চার প্রকার বর্ণব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। স্ববর্ণ বিবাহ শ্রেষ্ঠ, অনুলোম বিবাহ মধ্যম, এবং বিলোম বিবাহ নিকৃষ্ট মানা হইত। বিলোম বিবাহ জাত গণকেই অন্ত্যজ বলা হয়। আমরা বংশ পরম্পরা গত বৃত্তিকে সমাজ জীবনের শ্রেষ্ঠতম পরিকল্পনা বলিয়া নির্দ্দেশ করি। কারণ, ইহাতে বেকার সমস্যা দেখা দেয় না। ভারতে মুসলমান

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

আক্রমণের পর হইতেই কর্ম্ম ও বৃত্তি সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইংরেজ এই সমস্যাকে খুব জটিল করিয়া দিয়াছে। ইসলাম, খৃষ্টবাদ এবং খৃষ্টবাদের ছোবড়া কম্যুনিজম ও ডেমোক্রেসী বিশ্ব বিশৃঙ্খলতার মূলে অবস্থিত। আমরা মুসলমাণ ও খৃষ্টানগণের মধ্যে বৈদিক সংস্কার, চারি জাতি-সংস্কার ও গোত্র প্রবর্ত্তন করিবার পক্ষপাতি। ইহাদের চিন্তাধারা ভোগমুখী ও জড়বাদী হইবার দরুণ অধ্যাত্মবাদীয় (আত্মাবাদীয়) সমাজ গড়া কঠিন হইতেছে। বৃত্তিকে বংশগত ভাবে পরিচালিত না করিতে পারিলে বেকার ও কর্ম্ম বণ্টন সমস্যা দিন দিন জটিল হইতে থাকিবে।

৪২। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের স্বভাব জাত কর্ম্ম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে ব্রাহ্মণের বৃত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা নাই। তবে ইঁহাদের শরীরযাত্রা কি ভাবে চলিবে? আমাদের মতে, এক শ্রেণীর মানুষ এই সব উচ্চ গুণের অনুশীলন করিবেন এবং সমাজের সমস্ত অঙ্গে ইহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন। ইহাতেই তাঁহাদের শরীরযাত্রা চলিবে। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণগণ এই সব উচ্চ গুণের প্রতিষ্ঠা সমাজের সমস্ত অঙ্গে না ছড়াইবার নীতি গ্রহণ করেন। আমরা ঐ নীতিকেই পৌরহিত্যবাদ বলিয়াছি। ইহারই প্রতিক্রিয়াতে বৌদ্ধবাদ দেখা দেয়। বৌদ্ধবাদের পতনের পর যাহাতে আবার ঐরূপ বিপ্লব সমাজে না দেখা দেয়, এই জন্য সমাজে দাসোঽহম্ "দার্শনিকতা ও কান্নাকাটীর ভক্তিবাদ স্থাপিত হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, শক্তির উপাসক দেবতারা কি ভক্ত নহেন? অর্জ্জুন ও হনুমানের

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

ভক্তি কি ভক্তি নয়? আমরা পূর্ব্বে বহু স্থানে বলিয়াছি, আত্মাকে ভালবাসাই ভক্তি। বিষয়কে ভালবাসাই কাম। আত্মাদ্বেষী অসুরকে প্রশ্রয় দেওয়া বা স্ত্রী, কন্যা, ধন গুণ্ডার হাতে সঁপিয়া দিয়া কুকুর বিড়ালের মত নিজের জীবন বাঁচাইয়া পলায়ন নিশ্চয়ই ভক্তির লক্ষণ নহে! দেখা যায়, ব্রাহ্মণ মাত্রেই ঐ সব গুণ ও লক্ষণ সম্পন্ন নহেন, আবার ইহাও দেখা যায় যে অন্যান্য বর্ণেও ঐ সব গুণ অনুশীলনকারী আছে। বংশগত ভাবে এই সব উচ্চ গুণানুশীলন আমরা সমর্থন করি, আবার সমস্ত সমাজঅঙ্গে যাহাতে ইহার অনুশীলন বৃদ্ধি হয় এ জন্য প্রচারও আমরা চাই। ইহারই ফলে, চারি বর্ণ ব্যবস্থা রক্ষিত হইতে পারে ; অন্যথায় নহে।

ব্রাহ্মণদের জন্য কর্ম্মব্যবস্থা এখানে না থাকিলেও অন্যান্য শাস্ত্রে আছে। ভারতের বর্ত্তমাণ ইতিহাস খুঁজিলে দেখা যাইবে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে এখনও বিপুল পরিমাণে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষাবিভাগে কর্ম্ম-নিযুক্ত ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ অনেক ব্যক্তিকে আমরা জানি। তাঁহারা সাধারণ প্রাতরুত্থান শৌচ স্নান ও সন্ধ্যাদি করেন না। অনেকে আটটায় শয্যা ত্যাগ করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ কর্ম্ম করেন এবং অব্রাহ্মণ হইলে ও ব্রাহ্মণ কর্ম্ম করেন, তাঁহারা নিজেরা প্রাতঃরুত্থান ও ব্রাহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা করিবেন ও ছাত্রী ছাত্রী-গণকে করাইবেন, আমরা এইরূপ আশা করিতে পারি কি?

৪৩। পরাক্রম, তেজ (অসুর দমন), ধৈর্য্য, কার্য্য কুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, ও শাসনক্ষমতা এ সব ক্ষত্রিয়ের স্বভাব জাত কর্ম্ম।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পুলিস, সেনা ও শাসক কার্য্যের সমস্ত বিভাগ ক্ষাত্র

কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥-৪৪ ॥

কর্ম্মের স্তরে অবস্থিত। আমরা এ সব বিভাগের সমস্ত মানবকে গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা করিতে ও শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ বুঝিতে বলি। সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক দলগুলির কর্ত্তব্য, ভারতীয় চিন্তা ধারায় শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদের মর্ম্ম বুঝা এবং গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তন দ্বারা ভারতীয় জাতিকে শক্তিবাদী জাতিতে পরিণত করা এবং বিশ্ব হইতে অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদ মূলক সমাজগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রবল প্রচার করা। শুধু অস্ত্রসহ যুদ্ধই যুদ্ধ নহে; যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়া শক্তিবাদ প্রবর্ত্তন সর্ব্বোত্তম যুদ্ধ। বংশগত ক্ষত্রিয়গণই কেবল শৌর্য্য বৃত্তির অনুশীলন করিবেন, অন্যে নহে; এইরূপ কথা শাস্ত্র স্বীকার করেনা। দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, অশ্বথমা, ভৃগু, পরশুরাম প্রভৃতিগণ ক্ষাত্র বংশীয় ছিলেন না। ভারতীয় সমাজের প্রতিঅঙ্গে প্রত্যঙ্গে শক্তিবাদীয় স্বভাবের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ প্রস্ফুটীত হওয়া প্রয়োজন। এই সব শক্তির আলোচনা না থাকিলে মানুষকে মানুষই বলা যায় না।

৪৪। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, স্বাভাবজ বৈশ্য-কর্ম্ম। সেবামূলক কর্ম্ম শূদ্রদিগের স্বভাবজাত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্বযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই কৃষি ও পশুপালনের কার্য্য করিতেন। কৃষি সকল স্তরের মানুষের সাধারণ জীবিকা ছিল। এখন প্রত্যেক স্তরের মানুষ যাহাতে এই কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারে, এই ব্যাবস্থা বাঞ্ছনীয়। ইংরেজ এদেশে আসিবার পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানব সব স্তর হইতেই গড়া হইতেছে। ইহার ফল সমাজ জীবনের পক্ষে মোটেই সুখকর হইবে না। কৃষি ও পশুরক্ষা বাদ দিয়া সাজ গোছ ও চাকচিক্যময় পরিস্থিতির মধ্যে মানুষকে গড়িয়া

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্ম নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫ ॥

তোলার যে সরকারী নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ। বৃহৎ চাষী, মধ্যম চাষী ও মজুর চাষীশ্রেণী কি ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে এবং বৃহৎ পশুপালক, মধ্যম পশুপালক ও মজুর পশুপালক কি ভাবে সমাজে প্রচুর গড়া যায়, রাষ্ট্রের সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সহজ জীবিকা এবং সে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়লক্ষণের মনোবৃত্তিতে বহু মানবকে কি ভাবে গড়া যায়, এ জন্য রাষ্ট্রের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সরকারী চাকুরীয়ার সঙ্গে সঙ্গ আবাসের ব্যবস্থা থাকায়, সন্তান গণের জন্য মধ্যবিত্ত হওয়া ভিন্ন পথ থাকে না। পূর্ব্ব-যুগের মত বংশ পরপরাগত বৃত্তির প্রবর্ত্তন করা এবং কৃষি ও পশু-পালনের পরিবেশে মানুষকে গড়িয়া তোলা খুবই প্রয়োজন।

৪৫। নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন। নিজ নিজ কর্ম্ম নিষ্ঠাবান ব্যক্তি কি ভাবে সিদ্ধি লাভ করেন, উহা শ্রবণ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে কর্ম্মে নিরত থাকিয়া সংসিদ্ধি লাভের কথা আছে। ব্রাহ্মণ শুধুই জ্ঞানুশীলন করিবেন এবং অন্যান্য বর্ণে উহার প্রচার করিবেন না, এইরূপ অর্থ হয় না। অনেক মূর্খের ধারনা শূদ্র জন্মান্তরে বৈশ্য হইবেন, বৈশ্য জন্মান্তরে ক্ষত্রিয় হইবেন এবং ক্ষত্রিয় জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ হইবার পর যোগ, তপস্যা ও জ্ঞানর্জ্জন করিয়া অত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। এই ধারণা ভুল।

সমাজ নারায়ণেরই স্থূলরূপ। সহজ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা ও সমাজরক্ষা করিবে এবং সেই সঙ্গে উপাসনাও যোগানুশীলন করিবে, ইহারই ফল সংসিদ্ধি। ভ্রান্ত প্রচারের ফলে, নিম্ন স্তরের কর্ম্মীদের ধারণা হয় যে নিম্ন স্তরের বৃত্তিধারীদের জ্ঞান বা মুক্তি নাই। এ জন্য

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

অনেকে নিজের বৃত্তিত্যাগ করিয়া অন্যের বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং সাধনায় মন দেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এইরূপ করিবার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ খুব লম্বা আলোচনা পরেই করিতেছেন।

৪৬। যাঁহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি, যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে, নিজ নিজ কর্ম্মসহ মানব তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নিজ নিজ কর্ম্ম সহ তাঁহার অর্চ্চনা করিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অর্জ্জুনকেও তিনি বলিয়াছেন "সর্ব্বদা আমাকে (আত্মাকে) স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর।" ইহার ফলে শরীর পতন হইলেও তোমার মন ও আত্মা একস্থানে থাকিবেন; আবার কর্ম্মত্যাগ হইয়া গেলেও আত্মার সঙ্গে তোমার ভেদ থাকিবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও কায়কর্ম্মীর শরীরপতনে কর্ম্ম ও শরীর হারায়, কিন্তু আত্মাকে কেহই হারায় না! জীবের উৎপত্তি কোথা হইতে কি ভাবে হয়, ইহা না জানিতে পারিলে এবং জীবের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানবৃত্তি কি ভাবে আত্মা হইতে আসিয়া থাকে এবং কর্ম্মের মধ্য দিয়া আত্মা দ্বারাই সেই সবের তৃপ্তি সাধিত হয়, ইহা বুঝিতে হইলে রীতিমত সাধনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, সাধনাহীন কর্ম্ম মানুষকে সিদ্ধি দিবে, তাঁহাদের এইরূপ ধারণা যুক্তিহীন।

তোমার কাম প্রবৃত্তি হইলে, তুমি উহার তৃপ্তির জন্য বিবাহাদি করিলে। যদি সূক্ষ্ম বিচার কর দেখিতে পাইবে, সৃষ্টির এই প্রবৃত্তির মূলে সগুণ আত্মাই বিদ্যমান এবং সগুণ আত্মাই স্ত্রীরূপে তোমার নিকট আসিয়াছেন। তোমার ক্ষুধা হইল, তুমি উহার তৃপ্তির জন্য খাদ্য

সংগ্রহ করিলে। যদি সূক্ষ্ম বিচার কর, তবে দেখিতে পাইবে, এই ক্ষুধা প্রবৃত্তির মূলে সগুণ আত্মাই বিদ্যমান এবং খাদ্যরূপে তুমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছ, সেইগুলিও আত্মার অংশ জীবদেহ। তুমি অন্ন প্রস্তুত কর, দেখিতে পাইবেন উহা দ্বারা বহু জীবাত্মা তৃপ্তি লাভ করিতেছে। তুমি পথ প্রস্তুত করিতেছ, দেখিতে পাইবে, এই পথে লক্ষ লক্ষ শরীর ধারী আত্মা বিচরণ করিতেছেন। তোমার বিদ্যাদান, তোমার চিকিৎসা, তোমার সেবা, তোমার যুদ্ধ, তোমার বাণিজ্য, সবের মূলেই রহিয়াছে আত্মার তৃপ্তি এবং আত্মার সেবা। তুমি জ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা দেখো, তুমি তৃপ্তি লাভ কর। তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে কেন? তোমার এইরূপ আত্মদর্শনই তো সন্ন্যাস। এই জন্যই "ব্রাহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্‌" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তোমার কর্ম্ম আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে সেই কর্ম্ম আসুরিক হয় না। অহং কৈন্দ্রিক কর্ম্মই অসুর কর্ম্ম। উহা-দ্বারা বহু জীবের আত্মাবিকাশের পথরুদ্ধ হয় এবং অহং কৈন্দ্রীক কর্ম্মী-গণ নিজেদেরও বিকাশপথ রুদ্ধ করেন। এই জন্য অসুরবাদ ধ্বংশ, করিয়া দেওয়া কর্ম্মের এক মহান দিক। অসুর ধ্বংশ কার্য্যে তুমি সেবা দেও, তুমি ধন ও খাদ্য দাও, তুমি অস্ত্র ধারন কর ও রক্ত দাও, তুমি জ্ঞান দাও, নির্দ্দেশ দাও! আবার সমাজ নারায়ণ সেবার জন্য তুমি শ্রম দাও, তুমি ধন ও খাদ্য দাও, তুমি বীর্য্য ও রক্ত দাও, তুমি জ্ঞান ও শিক্ষা দাও। এই ভাবেই সমাজ চলিবে এবং এই ভাবেই তোমার নারায়ণ সেবা হইবে। তুমি ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা কর, নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নারায়ণের পূজায় তৎপর হও এবং যোগানুষ্ঠান দ্বারা ও উপনিষদ আলোচনা দ্বারা, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও।

অনেকের ধারণা, উপাসনা ও যোগানুশীলনের প্রয়োজন নাই, তুমি কেবল কর্ম্ম কর, ইহাতেই সিদ্ধি। আবার অনেকের ধারণা ধর্ম্ম কর্ম্ম

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ৪৭ ॥

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

যোগ তপ কেবল ব্রাহ্মণের জন্য, অন্যান্যগণ কেবল দক্ষিণা দান ও কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধ হইবেন। উপাসনা ও যোগানুশীলনকে বাদ দিলে যদি সিদ্ধি লাভ হইত তবে আজ মানবের জীবনযাত্রা কুকুর বিড়ালের সম পর্য্যায় আসিয়া দাঁড়াইত না।

৪৭। স্বধর্ম্ম দোষ বিশিষ্ট হইলেও, সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে কেহই পাপভাগী হয় না

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে বংশগত বৃত্তিগ্রহণকে শ্রেষ্ঠ মানা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ এই নীতিকে বেশ ভাল ভাবেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখনও যাহারা বংশগত বৃত্তি ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের জীবন যাত্রা অন্যান্যদের তুলনায় ভালই আছে। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবনের নীতি স্থির না করিয়া অহংকে কেন্দ্র করিয়া যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে সবই সমাজনাশক, অসুরকর্ম্মে পরিণত হইবে। কাজেই ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ উপাসনার ব্যাপক প্রচলন করা কর্ত্তব্য।

৪৮। হে কৌন্তেয়! সহজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না। অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞে পশু বলি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে হত্যা, বৈশ্যের কৃষিকার্য্যে জীবহত্যা ও পালিত পশুর হত্যার্থে বিক্রয় এবং দুধের জন্য বৎসের পীড়ন; ব্যাধের মৎস্যহত্যা ও জীবহত্যাকে দোষিত কর্ম্ম বলা যায় না। জীব হত্যা বিচার করিলে রান্না, আহার, জল পান, কোন

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ।। ৪৯ ।।

কার্য্যই চলে না। আবার কর্ম্ম করলেই সেই কর্ম্মের ফলও ভোগ করিতে হয়। কাজেই কর্ম্ম মাত্রই বন্ধনের কারণ। হিংসার বিচারেও কর্ম্ম মাত্রই দোষযুক্ত এবং ত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে অন্যরূপ মত পোষণ করেন।

৪৯। যে মনুষ্য সর্ব্ব কর্ম্মে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই সন্ন্যাসদ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যতই কর্ম্ম কর, আত্মার কর্ম্ম থাকে না। আবার যতই চেষ্টা কর, কিছুতেই তুমি কর্ম্মহীন হইতে পার না। এই উভয় প্রকার পরিস্থিতিতে তোমার কর্ত্তব্য কি? শ্রীকৃষ্ণের মত :—তুমি কর্ম্ম কর এবং আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য যোগানুশীলনে প্রবৃত্ত হও। তুমি আত্মার স্বরূপকে জান, ইহাই অসক্ত বুদ্ধি ও নিষ্কাম সিদ্ধি, এবং ইহাই সন্ন্যাস। কর্ম্ম ত্যাগ সন্ন্যাস নহে, আত্মাকে জানাই সন্ন্যাস। ইহাই গীতার সন্ন্যাস এবং ইহাই শক্তিবাদীয় সন্ন্যাস।

বর্ত্তমানে যে সব সন্ন্যাসবিধান সমাজ প্রচলিত আছে, সেইগুলি কি সন্ন্যাস নহে? সেইরূপ জীবনের কি কোন মূল্য নাই? কর্ম্মহীন হইয়া কে কিরূপ সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন, আমরা তাহা জানি না। আমাদের মতে সংসারের সমস্ত সংযোগ ছিন্ন করিয়া মাঝে মাঝে নির্জ্জন সাধনা ও যোগজীবন যাপন করা, আত্মজ্ঞান-ইচ্ছুক প্রত্যেক মানবেরই কর্ত্তব্য। যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর সংসার জীবন গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন সাধনা ও যোগভ্যাস করেন, তাঁহাদিগকে আমরা কর্ম্মহীন বলিয়া স্বীকার করি না। তাঁহারা সাধক

দশায়ও কর্ম্মহীন নহেন এবং সিদ্ধ দশায়ও কর্ম্মহীন নহেন। যাঁহারা সিদ্ধদশায় শিক্ষা দীক্ষা দেন না, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ দ্বারা বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ করেন। আমরা কর্ম্মহীন বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করি না। কোন মহাপুরুষ যদি দুর্ব্বলবাদে জড়িত হইয়া অসুরদের তোষণ করেন, আমরা তাঁহাকে অসুরবাদীই বলিব। তিনি আত্মাকে নিশ্চয়ই জীবনের কেন্দ্র করেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই অহং কৈন্দ্রিক ও ভীরু।

অনেকে পেন্সন লইয়া বানপ্রস্থী হন। আমরা ঐরূপ বানপ্রস্থী অনেক লোক দেখিয়াছি। ইঁহাদের রাগ অত্যন্ত বেশী। ইঁহারা অনেকে অকারণ কর্ম্মহীন নৈরাশ্য জীবন যাপন করেন। ভোগেচ্ছা, মোহ ও অহংএর গ্রন্থী ভেদ না করিলে কিছুতেই নির্জ্জনজীবনে আনন্দ পাওয়া যায় না। আমরা বানপ্রস্থী বিলাসী পেন্সন ভোগীগণকে বালক ও বালিকা-গণের মধ্যে উপাসনা প্রবর্ত্তন ও শক্তিবাদ দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ প্রচার করিতে বলি।

সন্ন্যাসীর নিয়মেও কঠোর ত্যাগজীবন যাপনের অভ্যাস দৃঢ় করিবার জন্য মাঝে মাঝে সংসারের বাহিরে থাকিয়া জপ, তপ ও পুরশ্চরণাদি অভ্যাস করা প্রয়োজন। চৈত্র ও আশ্বিনে দেবীপক্ষ সন্ন্যাস। চৈত্র মাসে শিবের সন্ন্যাস, বর্ষাকালে চাতুর্ম্মাস্য সন্ন্যাস ও পৌষ সংক্রান্তি হইতে মাঘ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র সন্ন্যাসের বিধি আছে। এ সব সময় দার্শনিক শাস্ত্রাদির আলোচনা সহ সংযম ও সন্ন্যাস জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। চির জীবন সংসারের বদ্ধকীট হইয়া জীবন শেষ করা অপেক্ষা মাঝে মাঝে নৈমিত্তিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জীবনকে সতেজ রাখা প্রয়োজন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির কথা বলিতেছেন, ইহা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের কথা। এই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি শুধু ব্রাহ্মণ বা শুধু ক্ষত্রিয়ের জন্য নহে। ইহা সমস্ত মানবের জন্য বিহিত হইয়াছে। সন্ন্যাস জীবন

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

এবং আত্মজ্ঞান সমাজের সুখের সর্ব্ব প্রধান ভিত্তি। মাঝে মাঝে কর্ম্ম এবং মাঝে মাঝে নৈমিত্তিক সন্ন্যাস নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে।

৫০। হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান, যাহা সিদ্ধির চরম, লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবন কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মজ্ঞানই জীবনে চরম লাভ। সমস্তটা জীবনই ঐ ছাঁচে গড়িতে হইবে এবং ঐ ছাঁচে পরিচালিত করিতে হইবে, তবেই জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য্য। এই ভাবেই ভারতের সমাজজীবনের ভিত্তি দেওয়া হইয়াছিল। গার্হস্থ্য জীবনের পরই বানপ্রস্থ ও পরে সন্ন্যাস। কাজেই শিক্ষার জীবন হইতেই জীবনের গতিকে সন্ন্যাসের দিকে গড়িবার বিধান আমাদের সমাজবাদের ভিত্তি। সেই ভিত্তি কখনও শক্তিশালী হইতে পারে না যদি সমস্ত জীবনের কর্ম্মের মধ্য দিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির নীতি প্রস্ফুটিত না হয়। শিক্ষার কালে একরূপ, সংসার কালে আরও একরূপ, আবার সন্ন্যাস কালে অন্যরূপ জীবন চলে না। একটা ফল ক্রমে পুষ্ট হইয়া যথা সময়েই পরিপক্ক হয়। কর্ম্মযোগের সঙ্গে কিরূপ জ্ঞান-যোগ অবলম্বন করা হইবে, ক্রমে সেই সব বলা হইতেছে।

৫১। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইবে। শব্দাদি বিষয়সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, আসক্তি ও বিরক্তিকে পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মাকে সংযমে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ একটী যোগের ক্রিয়া বলিতেছেন। ইহার নাম বুদ্ধিযোগ। শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত থাকাই বিশুদ্ধ বুদ্ধিযোগের

বিবিক্ত সেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায় মানসঃ।
ধ্যানযোগ পরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

প্রধান কথা। উহা আয়ত্ত হইলে রাগদ্বেষ ত্যাগ, বিষয় ত্যাগ এবং সংযম-নিষ্ঠা সবই সহজ। যাঁহারা শূন্যবোধ বুঝেন না, তাহাদিগকে এই সব কথা বুঝানো মানে ভস্মে ঘৃতাহুতি।

৫২। নির্জ্জন সেবী, স্বল্পাহারী, কায় বাক্যমনে সংযমী হইবে; সর্ব্বদা ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া, পূর্ণ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব্ব শ্লোকে নির্জ্জনে ও সংযমে থাকিয়া ধ্যান অভ্যাস করিতে বলিলেন। ধ্যান কি? শূন্যবোধ আসিবার পর মনে আরাম হয়। ঐ শান্ত, স্নিগ্ধ, সুখময় ও অলৌকিক আরামে মজিয়া থাকার নাম ধ্যান। এই সব লক্ষণ শিবের স্তরের যোগীদের দেখা দেয়। ইহার পরই শক্তিস্তর।

৫৩। অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ (বাহ্য ভোগ্য পদার্থ) ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ও শান্ত হইতে পারিলে ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত হইয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অহংকার আদি অসুরবৃত্তির কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। পরিগ্রহ অসুর বৃত্তি নহে, কিন্তু উহা ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপন্থী। অনেক মহাপুরুষের প্রারব্ধ বশে পরিগ্রহ আসিতে পারে। কিন্তু সাধকদের জানিয়া রাখাই ভাল যে ভোগ্য পদার্থ গ্রহণের প্রতিক্রিয়া (অশান্তি) শক্তিশালী মহাপুরুষকেও ভোগ করিতে হয়। কাজেই প্রারব্ধ অতিক্রম করিতে সাধক পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিবেন। প্রারব্ধকে অতিক্রম করা ও ভোগ করা দুইই পীড়নদায়ক। তবুও সাধকের সব সময় কর্ত্তব্য হইবে, প্রারব্ধ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

৫৪। ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা মহাপুরুষ শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সমস্ত জীবে সমান হন এবং আত্মার (আমার) পরা ভক্তি প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সর্ব্বভূতে সমান হওয়া কি দুর্ব্বলবাদী, অসুর বাদী ও শক্তিবাদীকে সমান দেখা? ইহা কি সর্ব্বধর্ম্মবাদ? ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ নিশ্চয়ই সকলের নিকট সমভাবে শক্তিবাদীয় নীতি ধরিয়া উপদেশ দিবেন, কিন্তু সাধ্যমত সহজে কোন দলাদলীতে যাইবেন না। আত্মাকে ভালবাসাই ভক্তি এবং বিষয়কে ভালবাসার নাম কাম। বৈধী, রাগাত্মিকা ও পরা, ভক্তির এই তিন প্রকার ভেদ আছে। আত্মাকে লাভ জন্য যম, নিয়ম, জপ, পূজাদির অনুষ্ঠানের নাম বৈধী ভক্তি। বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে দাস্য, সৌখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধ যুক্ত ভালবাসার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তিতে 'অহং' থাকে। 'অহং' এর আবরণহীন আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) ই পরাভক্তি। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে কান্নাকাটি জাতীয় ভাবপ্রবণতাই ভক্তি।

৫৫। ভক্তিদ্বারা, আমি বহুরূপে কোথায় কি ভাবে আছি, ইহা ঠিক ঠিক জানা যায়, এইরূপ জানার পর সাধক আমাতে প্রবেশ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। একই আত্মা সমস্ত জীবে থাকিলেও সকলের বিকাশ এক স্তরে নাই। যিনি আত্মাকে ভালবাসেন, তিনি সেই সব তত্ত্ব ঠিক ঠিক জানিতে পারেন। তিনি উদ্ভিজ্জ জগতে এক কলার

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎ পরঃ।
বুদ্ধি যোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

জ্ঞানে বিকাশিত। স্বেদজে ২ কলা, অণ্ডজে ৩, জরায়ুজে ৪। শিব (নিম্ন ৪।০), গণেশ ৫, সূর্য্য ৬, বিষ্ণু ৭, শিব (উন্নত) ৮। গণেশ লক্ষণ যুক্ত অবতার ৯, ১০; সূর্য্য লক্ষণযুক্ত অবতার ১১, ১২; বিষ্ণু লক্ষণ-যুক্ত অবতার ১৩, ১৪; পূর্ণাবতার ১৫, ১৬। অষ্টম কলার গ্রন্থিভেদ হইলেই অহং গ্রন্থি শেষ হয়। এবং আত্মার সঙ্গে অহংস্থিত অজ্ঞান দূর হয়। ইহাই "আত্মাতে প্রবেশ" নামে খ্যাত।

৫৬। আত্মাকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া যিনি সমস্ত কর্ম্মে আছেন, তিনি আত্মারই অনুগ্রহে শাশ্বত ও অব্যয়পদ লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার প্রসাদ কি? আত্মা কি কোন ব্যক্তি বিশেষ? উঃ, আত্মা ব্যাপক চেতনা। জড়ের প্রতিটি অনুর মধ্যে সেই চেতনাই বিদ্যমান। আত্মাকে যাঁহারা ভালবাসেন, জড়তার ব্যূহ ভেদ হইয়া চেতনা তাঁহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হন (ক্রমবিকাশ ৩য়, ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৫৭। জ্ঞানদ্বারা (মনদ্বারা) সমস্ত কর্ম্ম আত্মাতে সংন্যস্ত করিয়া আত্মপর হও। এবং বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় করিয়া চিত্তকে আত্মায় স্থির রাখ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে দুইটি রাজযোগের ক্রিয়ার উপর জোর দিলেন। ১ম সমস্ত কর্ম্ম 'অহং' কেন্দ্র করিয়া দেখিও না। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া দেখ। অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রধানতা না দিয়া তোমার সমাজগত জীবনকে প্রধানতা দাও। বিশ্বরূপে

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎ প্রাসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

আত্মা, সমাজরূপে আত্মা, কর্ত্তব্যরূপে আত্মা, কর্ম্মরূপে আত্মা, কি ভাবে আছেন, ইহা সাধনার পথে জানা যায়। কর্ম্মকে আত্মকেন্দ্রিক করিয়া না দেখিলে কর্ম্মে প্রসারতা কমিয়া গিয়া, কর্ম্ম মোহ ও অহংকে কেন্দ্র করে। ফলে কর্ম্মের মধ্যে আনন্দ কমিয়া যায় এবং কর্ম্ম বন্ধন ও অশান্তির কারণ হয়। অন্য ক্রিয়াটিকে 'বুদ্ধিযোগ' বলা হইয়াছে। শূন্যবোধই বুদ্ধিযোগের মর্ম্ম কথা। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াটী কিন্তু শূন্যবোধ নহে, উহা পূর্ণ বোধের অঙ্গ। আমরা পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াটীকে "কর্ম্মাত্ম যোগ" নাম দিলাম। কর্ম্মাত্মযোগের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে—প্রত্যেক জীবের মধ্য দিয়া কর্ম্মাত্মার প্রভাব প্রবাহিত আছে। এই প্রবাহকে অতিক্রম করিয়া কর্ম্মহীন থাকা যায় না। কর্ম্মাত্ম ধারার তিনটী মূল আছে। (১) আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া গণেশ সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তর ও তাঁহাদের আশ্রয়ভূত দৈবী সম্পদকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম প্রবাহ। (২) অহংকে কেন্দ্র করিয়া আসুরিক ধারায় প্রবাহিত কর্ম্ম প্রবাহ। (৩) অহংকে কেন্দ্র করিয়া অসুরতোষক কর্ম্মপ্রবাহ। (২) ও (৩) কে যুক্তিহীন, দার্শনিকতাহীন, মূর্খতাপূর্ণ ও আত্মনাশক কর্ম্মপ্রবাহ, বলা যায়। প্রত্যেকটী মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই এই তিনটীর যে কোন একটী কর্ম্মপ্রবাহে মজিতে পরে। ১মটী আত্মবিকাশের অনুকূল হয় ২য় ও ৩য়টী আত্মধ্বংশের ভিত্তিস্বরূপ।

৫৮। যদি আমাতে (আত্মাতে) ভালবাসা রাখ, তবে আমার (আত্মার) অনুগ্রহে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে। যদি তুমি অহংকার বশতঃ আমার কথা না শোন, তবে তুমি বিনাস প্রাপ্ত হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন দুর্ব্বলবাদ অনুসরণ করিবার পথ ধরিয়া

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সমস্ত জীবন দুর্ব্বলবাদ অনুসরণ করিয়া ছিলেন। ইহার ফলে, আজ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের সূত্রপাত। আজ যদি অর্জ্জুন যুদ্ধ না করেন, কাল তিনি অন্যকাব সংগঠন হারাইবেন। এবং দুর্য্যোধন তাহাদিগকে আবার অপমান ও লাঞ্ছনায় ফেলিবেন। যুদ্ধ না করিলেই অসুর তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন না। দৈববাদী ও অসুরবাদীতে কিছুতেই মিত্রতা সম্ভব নয়। এইরূপ ভ্রান্ত মিত্রতার পিছনে ধাবিত হইবার দরুণই ভারতভাগ ও ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দুর্ব্বলবাদের ফল অসুরের দাসত্ব ও অসুরের নিকট অপমান ও লাঞ্ছনা। অর্জ্জুন স্বভাবতঃ দৈবীসম্পদবাদী। কিন্তু মোহ বশতঃ অর্জ্জুন 'অহং' এর গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া যাইতেছেন। এই জন্যই অর্জ্জুনের এই ভ্রান্তি। অহংকে আশ্রয় করিলে দৈবী সম্পদ থাকে না। 'অহং' মানবকে হয় অসুর সম্পদ দিবে, অথবা অসুরের দাসত্ব দুর্ব্বল-বাদ দিবে।

৫৯। যদি অহংকারকে আশ্রয় করিয়া "যুদ্ধ করিবেন না" নিশ্চয় করিয়া থাক, তবে এই ব্যবসায় (সংকল্প, জেদ) মিথ্যা। প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ভারতের গান্ধি বাদীনেতারাও নিশ্চয় করিয়া করিয়া ছিলেন যে লীগী গুণ্ডামীকে নিজেরা তা রুদ্ধ করিবেনই না; অন্যকেও রুদ্ধ করিতে দিবেন না। ফলে ভারত ভাগও ভারতের সর্ব্বনাশ। ভারত ভাগের পরও দুর্ব্বলবাদীয় পথ অবলম্বন করায় ভারতের ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের পথ করা হইয়াছে।

অসুর তোমার সর্ব্বনাশ করিবেই। তাহাকে যতটা শক্তি ছাড়িয়া

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ ॥ ৬০ ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

দিবে, সে উহাদ্বারা আরও শক্তিমান হইবার পথ করিবে। সে যতটুকু সুযোগ পাইবে, ততটুকুর মধ্যে যতটা সম্ভব তোমার অপমান নির্য্যাতন ও তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। কাজেই, তুমি অসুরের নিকট কতদূর দুর্ব্বল নীতি গ্রহণ করিবার শক্তি রাখ? তোমার দৈবীবৃত্তি জাগিবেই। ইহার কারণ, তুমি অত্যন্ত উচ্চকুলে ও উচ্চভাবে এবং উচ্চসংস্কারে প্রতিপালিত। লাথ-খোর চাকর বা দুর্ব্বলবাদী বেনের ঘরে তোমার জন্ম নয়। তোমাতে দুর্ব্বলবৃত্তি সাময়িক। তোমাতে শৌর্য্যবৃত্তি জাগিবেই। কাজেই, প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিবেন।

৬০। হে কৌন্তেয়! মোহ বশতঃ, যাহা তুমি এখন করিতে চাহিতেছ না, স্বভাবজাত নিজের কর্ম্মের দ্বারা তুমি নিবদ্ধ আছ, কাজেই, অবশ হইয়াও তুমি তাহাই করিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। "এ আমার ভাই, এ যতই গুণ্ডামী করুক, ইহা আমি সহ্য করিব"। এইরূপ মনোভাব, অহং আশ্রিত অসুর ভাবের দাস রূপে, নিজের অহংকে আবদ্ধ করে। যাঁহার মধ্যে দৈবী বৃত্তির স্বাভাবিক ক্রিয়াস্থল রহিয়াছে, তাহার চরিত্রে এই তামসিকতা কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আশ্রিত স্বাভাবিক দৈব বৃত্তি, অহং আশ্রিত অসুর বৃত্তি এবং অসুরের দাসসুলভ অহং আশ্রিত দুর্ব্বল বৃত্তি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা রাখেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ খুব দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধের কথা বলিতেছেন। এবং বার বার ঐ "অহং" টার কথা উল্লেখ করিতেছেন।

৬১। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাংশান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্। ৬২ ॥

সে সব জীবগণ মায়া দ্বারা, যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত ভ্রমণ করিতেছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইতি পূর্ব্বে অনেক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দৈবী প্রকৃতি ও অসুর প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন। কেহ দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করেন, কেহ, বা অসুর প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করেন। যাহারা দুর্ব্বলবাদী তাহারা অর্জ্জুনের মতই অহিংস সাজিয়া দৈবী প্রকৃতির নকল দেখায়। কিন্তু, তাহারা অসুরেরই দাস; এ বোধও তাহাদের থাকে না। যে জীবদেহে ঈশ্বর রহিয়াছেন সেই জীবই অসুর হয় এবং সেই জীবই সুর হয়। দুইটী প্রকৃতির মিল হওয়া অসম্ভব। কাজেই যুদ্ধ এই বিশ্বে অবশ্যম্ভাবী।

৬২। হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে, তুমি তাঁহার (আত্মার) শরণাগত হও, আত্মার অনুগ্রহে তুমি শ্রেষ্ঠ শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন তো দৈবী সম্পদবাদী, তবে অবার শরণাগতি কিসের? অর্জ্জুন দৈবী সম্পদ বাদী হইলেও, তাঁহাতে অহং ও মমত্বের কলঙ্ক দেখা দিয়াছে তিনি অসুরকে সমাজের সর্ব্বনাশ কারী অসুব রূপে না দেখিয়া আত্মীয়রূপে দেখিতেছেন। তিনি দুবৃত্তদের জয় এবং নিজের দাসত্ব ও সমাজের সর্ব্বনাশ চাহিতেছেন। ফলতঃ এইরূপ দুর্ব্বল নীতিতে জড়িত হইবার দরুণই ভারত ভাগ ও ভারতের সর্ব্বনাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন অহং এর গণ্ডী এবং মোহের বাঁধন ছিন্ন কর এবং আত্মার আশ্রয় সর্ব্বভাবে গ্রহণ করে। ফলে, দৈবী বৃত্তি তোমাতে স্বাধীন ভাবে ক্রিয়াশীল হইবে। অহং ও মোহের গণ্ডী অতিক্রম করিলে, তুমি শাশ্বত আত্মা হইবে এবং পরম শান্তি লাভ করিবে।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরংময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

দৈবী বাদীর বিরুদ্ধে অসুরবাদীরা যুগ যুগান্তর যুদ্ধ করেন, তাহাতে আত্মার শাশ্বত রূপ ম্লান হয় কি? উঃ—না। দৈবী ও অসুর ভাবের যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিলে, আত্মার শাশ্বত রূপ ম্লান হয় কি? উঃ—না। কিন্তু, দৈবী ও অসুর বাদের দ্বন্দ্বে ভয় পাইয়া অসুরের দাসত্ব বরণ করিলে আত্মাকে না গ্রহণ করিয়া অসুরের দাসত্ব গ্রহণ করা হইবে এবং ফলে আত্মাকে চিরদিনের তরে ম্লান করা হইবে। সমাজকে দৈবী বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেই হইবে। সেই সমাজ একদিন শক্তিশালী হইয়া অসুরবাদ ধ্বংশ করিয়া দিবে। তুমি দৈবী বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিত থাক বা মৃত্যু বরণ কর, ইহাতেই তোমার আত্মবিকাশ ও আত্মার অমরত্বের প্রতিষ্ঠা। আত্মা মরেন না, মারেন না; কিন্তু আত্মা অহং এবং মোদের গণ্ডী বদ্ধ থাকিলে, আত্মা আত্মাই থাকেন না। অর্জ্জুন বার বার মোহের মলীনতা দেখা দিতেছে। এই মোহ এবং অহং এর গণ্ডী অতিক্রম করিবার জন্য, ঈশ্বরের শরণাগত হইতে বলিতেছেন: ফলতঃ, ব্রহ্ম নাড়ীই শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বর। যাঁহারা ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান না করিয়া অটিষ্টের কল্পনাকে ধ্যান করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের ধ্যানের নামে আর্টিষ্টের কল্পনাকেই ধ্যান করেন। যতটা পার মন শূন্য করিয়া দিবে এবং ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যানে তন্ময় হইবে, ইহাই শরণাগতি।

৬৩। এইরূপে, গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞান আমাদ্বারা (আত্মাদ্বারা) তোমার নিকট উক্ত হইল। ইহা সম্পূর্ণ আলোচনা করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া দৈবীবৃত্তির আধারে যে জ্ঞান ধারা প্রবাহিত হয়। এবং অজ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ অহং কে

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪॥

মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫॥

আশ্রয় করিয়া কিরূপ অসুর বৃত্তি ও অজ্ঞান ধারা প্রবাহিত হয় এবং অহংকে আশ্রয়, করিয়া অসুরের দাসত্ব গ্রহণের পথে কি ভাবে অজ্ঞান ধারা প্রবাহিত হয়; এই সব কথাই অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন দুর্ব্বলবাদ গ্রহণ করিয়া অহিংসা ও সত্যনিষ্ঠ হওয়া যায়; তাহাদিগকে ধাপ্পাবাজ জানিবে। দুর্ব্বলবাদীদের অসুর তোষণই অহিংসা এবং অসুরবাদীরা যাহা যাহা বলায়, উহা বলাই উহাদের সত্য। দুর্ব্বলবাদীরা অসুরের উপাসক, ইঁহারা আত্মার উপাসক নহেন। যাহা হউক, এখানে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন উহা গুহ্য ও গুহ্যতর কথা, গুহ্যতম কথা পরে বলিতেছেন।

৬৪। সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম, আমার (আত্মার) যাহা উৎকৃষ্ঠ বাক্য, উহ পুনরায় শ্রবন কর। তুমি আমার (আত্মার) অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য, তোমার মঙ্গল কর কথা বলিতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যে কথা বিচার সম্মত, যাহা যুক্তি সম্মত, যাহা আত্মার কল্যাণ কর এবং বিশ্বের কল্যাণকর, যাহা আমার, ইষ্ট মিত্র ও গুরু এবং আমার বিবেক দ্বারা সমর্থিত, যাহা বেদ সমর্থিত ও জ্ঞানী সমর্থিত, যেরূপ জ্ঞানে সকলের ও আমার ইহ ও পরকালীন মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত, উহাই গুহ্যতম জ্ঞান। অসুর জ্ঞানে আমার ও আমার মত—২, ৫ জন অসুরের সাময়িক লৌকিক তৃপ্তি ও লৌকিক সুখ হইলেও, ইহা ব্যাপক ভাবে কল্যাণ কর নহে।

৬৫। তুমি আমাতে (আত্মাতে) মন দাও, আমাকে (আত্মাকে)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

ভালবাস, আমাকে (আত্মাকে) পূজা কর, আমাতে (আত্মাতে) মাথা নত কর। তোমার নিকট আমি (আত্মা) সত্য করিয়া বলিতেছি যে তুমি আমাকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইবে, কারণ তুমি আমার (আত্মার) প্রিয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মা, গুরু, ঈশ্বর, শক্তি ও ব্রহ্ম একার্থ বাচক। গুরু যদি শক্তিবাদী না হন, তবে একটু অসুবিধা আছে (ক্রম বিকাশ দ্রঃ); কিন্তু শিষ্য যদি শক্তিবাদী হন, তবে গুরুকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন। গীতার দেশে যে সব গুরুরা দুর্ব্বলবাদীয় (অসুরের দাস) বা অসুরবাদী হন, তাঁহাদিগকে গীতার দুর্ব্বলবাদীয় টীকা নিশ্চয়ই লিখিতে হইতেছে। এই শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে ভালবাসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণটি বলিলেন।

৬৬। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আমার (আত্মার) স্মরণাগত হও, আমি (আত্মা) তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সমস্ত বিষয়ে আত্মার আশ্রয় লইতে বলিলেন। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য বিচার কর। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া উপাসনা কর। আত্মাকে ভালবাস আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠ হও। পৃথিবীর সম্বন্ধযুক্ত মোহের বিচারে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম বিচারে আর প্রয়োজন নাই। যাঁহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, কুটুম্ব, জাতি, বর্ণ, আদি সমস্ত বাধার বাহিরে দাঁড়ান, তাঁহারাই না সন্ন্যাসী? অর্জ্জুন প্রথম অধ্যায়ে আত্মীয় হত্যায় পাপের কথা তুলিয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবার উহার উত্তরে বলিতেছেন, আত্মাকে

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোভুবি ॥ ৬৯ ॥

আপন কর, এবং আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্ব প্রকারে জীবনের নীতিকে গড়িয়া লও। ইহাই সন্ন্যাস, ইহাই আত্মজ্ঞান।

৬৭। তপস্যাহীন, ভক্তিহীন, শ্রবনে অনিচ্ছুক ও যাহারা আমার বিদ্বেষ করে তাহাদের নিকট গীতার এই তত্ত্ব প্রকাশ করিবে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা আত্মাকে মানে না ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ উপাসনাদি করে না তাহারা যে সব সময় উল্টাবুদ্ধি সম্পন্ন হইতে হইতে সন্দেহ কি। তাই দেখা যায় অনেক পণ্ডিত (?) শ্রীকৃষ্ণকে হিংসাবাদী ও ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের উস্কানিদাতা বলিতেও ছাড়েন নাই। এসমস্ত উল্টাবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের কাছে গীতা তত্ত্ব বলা ও ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

৬৮। যিনি এই পরম গুহ্যকথা আমার (আত্মার) ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন, তিনি আমাকে (আত্মাকে) পরা ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত হইবেন। ইহা নিঃসন্দেহ জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পরাভক্তির কথা ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জীব আত্মাকেই ভালবাসিবেন; বিষয়কে নহে। এই ভালবাসার পথে, জীব যখন অহং এর অজ্ঞান গ্রন্থিভেদ করেন, তখন তিনি ঠিক ঠিক আত্মাকে প্রাপ্ত হন। ইহাই পরাভক্তি।

৬৯। মনুষ্যগণের মধ্যে, গীতার ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা, আমার

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদ মাবয়োঃ।
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥

(আত্মার) অধিক প্রিয়কর্ম্মকারী কেহ নাই। পৃথিবীতে তাঁহার অপেক্ষা আমার (আত্মার) প্রিয়তর কেহ হইতে পারেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গীতা, অর্জ্জুনের দুর্ব্বলবাদিতা ভাঙ্গিয়া অসুরবাদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছিল। গীতার এই মূল নীতিকে মানিয়া লইয়া গীতার ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, দার্শনিকতা, যাঁহার যেমন ইচ্ছা ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কোনই মতভেদ হইবে না। কিন্তু, গীতাকে যাহারা দুর্বলবাদীয় বা অসুরবাদীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা আত্মার (শ্রীকৃষ্ণের) শত্রু না কি মিত্র হইবেন? সে কথার উত্তর আমরা অন্যান্য মতবাদীয় গীতা ব্যাখ্যাকারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করি।

৭০। আর, যিনি আমাদের (আত্মা ও আত্মার অনুগতের) উভয়ের এই ধর্ম্মবিষয়ক সংবাদ অধ্যয়ন করিবেন, তাহাকর্ত্তৃক আমি (আত্মা) জ্ঞান যজ্ঞে পূজিত হইব। ইহাই আমার মত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রবাদ, সমাজবাদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, ব্যবহার নীতি, যাঁহারা বুঝিতে পারেন ও বুঝাইতে পারেন তাঁহারা যে চরম জ্ঞানে আত্মাকে পূজা, করিতেছেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

৭১। যিনি শ্রদ্ধার সহিত এবং বিদ্বেষহীন হইয়া কেবলমাত্র ইহা শ্রবণ করেন, তিনিও পুণ্যকর্ম্মকারীগণের মত, শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হন।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শ্রদ্ধাবানের কথা আসিয়াছে. আত্মাকে ভালবাসাই শ্রদ্ধা। আত্মাকে অমান্য করিয়া 'অহং' ও অজ্ঞান মত্ততাই বিদ্বেষ। আত্মাকে ভালবাসিলে এবং অহংএর অজ্ঞান গ্রন্থিভেদ হইলে এবং গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করিলেই সব অধ্যাত্মজ্ঞান স্পষ্ট হইয়া যাইবে। ঐ অহং এবং মোহকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত প্রকারের অসুর বৃত্তির তাণ্ডব নৃত্য। ঐ অহং এবং ঐ মোহকে কেন্দ্র করিয়া মানবের সমস্ত প্রকার অজ্ঞানতার আস্ফালন। সাধক, তুমি শকিক্তবাদ বুঝ, তোমার কর্ম্ম গীতার কর্ম্ম হইবে, তোমার জ্ঞান গীতার জ্ঞান হইবে ; তোমার যোগ গীতার যোগ হইবে, তোনার জীবন গীতার জীবন হইবে।

৭২। হে পার্থ! তোমাকর্ত্তৃক একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রুত হইয়াছে তো? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞান সংমোহ প্রণষ্ট হইয়াছে তো?

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরাও পাঠককে জিজ্ঞাসা করি—আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া এই যে মহান জ্ঞান, কর্ম্ম, সমাজ, ধর্ম্ম ও যোগবিধির মর্ম্ম ; তোমরা উহা বুঝিয়াছ তো? অজ্ঞান অহং ও মোহকে কেন্দ্র কয়িয়া অসুরবৃত্তি বা অসুরবাদীর দাসত্বের চেষ্টা যে গীতার মত নহে, ইহা তোমাদের নিকট আজ স্পষ্ট হইয়াছে তো?

এই শ্লোকটীই শ্রীকৃষ্ণের শেষ আদেশ ও শেষ কথা। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আর একটী শ্লোকও বলেন নাই।

৭৩। অর্জ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত তোমার প্রসাদে আমার মোহ

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিদমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

নষ্ট হইয়াছে। আমার স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি সন্দেহাতীত হইয়া আত্মাতে স্থিত হইয়াছি। আমি তোমার কথামত কার্য্য করিব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অর্জ্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে অচ্যুত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নীতি আত্মার নীতি হইতে একটুও চ্যুত হয় নাই, ইহা অর্জ্জুন বুঝিলেন। অর্জ্জুন ইহাও বুঝিলেন যে তিনি অসুর বাদীদের অনেক অত্যাচারের পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোহের বিভ্রান্তিতে নিজের কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেইসব স্মৃতি আবার জাগিয়াছে। তিনি নিজেই বলিতেছেন যে তিনি আত্মাতে স্থিত হইয়াছেন। গীতার মধ্যে ইহাই অর্জ্জুনের শেষ উক্তি। এবার সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের (গীতার প্রথম শ্লোকের) উত্তরে কি বলিতেছেন, আমরা তাহা দেখিব।

৭৪। সঞ্জয় বলিলেন এইরূপে আমি বাসুদেবের এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের অদ্ভুত ও লোমহর্ষকর সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অনেকের ধারণা যে এত বড় লম্বা কথা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে হয় নাই। আমরা উহার তীব্র প্রতিবাদ করি। গীতার ৭০০ শ্লোক পাঠ করিতে ১॥০ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। পড়া হইতেও বলায় আরও সময় কম লাগে। অর্জ্জুনের প্রশ্ন ছিল লৌকিক সম্বন্ধযুক্ত "মোহকে" কেন্দ্র করিয়া; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া উহার দার্শনিক উত্তর দিয়াছেন। দার্শনিক উত্তরের ইহাই নিয়ম যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহং এবং আত্মা সমস্ত কেন্দ্র হইতে উহার জন্য যত প্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে, উহার প্রত্যেকটীর উত্তর

ব্যাস প্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিদমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়ো পূণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

দিতে হয়। এ জন্য গীতাকে আর সংক্ষেপ করা সম্ভব নহে। যাঁহাদের সাধনার জ্ঞান নাই যাঁহারা দর্শনপাঠ ও যোগাভ্যাস করেন নাই তাঁহাদের মতের কোন মূল্য গীতা বিষয়ে আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। আদার ব্যাপারীরা জাহাজের খবর লইলে উহাকে হাস্যকর ঘটনা ভিন্ন কি বলা যায়? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন এবং সঞ্জয় ইহা বলিতে দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন। ইহাতে একটুও সন্দেহ নাই।

৭৫। আমি ব্যাসদেবের অনুগ্রহে এইরূপ পরমগুহ্য যোগবিদ্যা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ বলিতে শুনিয়াছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যিনি সাক্ষাৎ শুনিয়াছেন সেই সঞ্জয় দৃঢ়তার সহিত উহা স্বীকার করিতেছেন। আর একদল "অহং' সর্বস্ব অসুরবাদী বা অসুরের দাস দুর্বলবাদীরা বলিতেছেন গীতার উপন্যাস কাল্পনিক। আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিব? মূর্খের দল কি করিয়া এইরূপ মিথ্যা কথা ভারতের বুকে বলিতে সাহস পায়! ইহা সত্যই বিস্ময়কর ঘটনা। মহর্ষি ব্যাস সঞ্জয়কে মহাভারতের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য দিব্য চক্ষু দান করিয়াছিলেন।

৭৬। হে রাজন্! কেশব এবং এই অর্জ্জুনের অদ্ভুত সংবাদ আমি যতই স্মরণ করিতেছি, আমি ততই মুহুর্ম্মুহুঃ পুলকিত হইতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরাও সঞ্জয়ের মত এই অতি আশ্চর্য্য গীতা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পুলকিত হইতেছি।

এই গীতার সঙ্গে আমি কি ভাবে প্রথম পরিচিত হই আজ সেই

বিস্ময়কর ঘটনার কথা প্রকাশ করিতেছি।

তখন আমার বয়স ৯ বৎসর। আমি তখন ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ি। আমি আমার পিতামহীর নিকট থাকিতাম। ৬ মাস বয়স হইতেই তিনি আমাকে পালন পোষণ করিতেন। ৯ বৎসর বয়সে আমি এমন একটী ঘটনা ঘটাই যাহার ফলে পিতামহীর ধারনা হয়, "আমিই হয় তো ঠাকুর দাদা"। এই ঘটনা আমি ও পিতামহী ভিন্ন কেহই জানেন না। সেই দিনই আমার জীবনের গতি বদলাইয়া গেল। আমি মাকে বলিলাম—আমি আর বাড়ীতে থাকিব না, ঠাকুরমার সঙ্গেও থাকিব না। আমি বাহিরের বাড়ী (যে বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়) থাকিব। সব ব্যবস্থা করিয়া দাও। মা কোন কথাই আর জিজ্ঞাসা করিলেন না। সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, আমাকে একখানা গীতা দিতে হইবে। মার ট্রাঙ্কে একখানি গীতা ও একখানা চণ্ডী ছিল। মা চাবি দিলেন, এবং বলিলেন, "যাও খুলিয়া লও গিয়ে"। আমি গীতখানা লইয়া আসিলাম। আমি মার ট্রাঙ্কে গীতা ও চণ্ডী দেখিয়াছি। চণ্ডী পাঠ বাড়ীতে প্রায়ই হইত এবং দুর্গা পূজার সময় নিত্য পাঠ হইত। কাজেই চণ্ডী আমার প্রিয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ, ইহা আমি জানিতাম। গীতার কথা আমি কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, তবে মার ট্রাঙ্কে দেখিয়াছি। আমি গীতাখানা সঙ্গে করিয়া বাহিরের বাড়ীতে আসিলাম। ঠাকুরমা খুব ব্যথা পাইলেন তিনি ঘটনাটাকে ভীষণ অপমান করও মনে করিলেন। ৯ বৎসরের ছেলে একা একটা বাড়ীতে থাকিবে, ইহাও তাঁহার মনকে অশান্তি দিতে লাগিল। তিনি মাকে বলিলেন "৯ বৎসরের ছেলেকে বাইরের বাড়ীতে পাঠাও, ইহার মানে কি ?"

মা'র ধারনা ছিল তাঁহার এই ছেলে যোগী ও সন্ন্যাসী হইবে। মা অনেককে আমার সামনেও এই কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন

"আমার এ ছেলে সন্ন্যাসী হইবে, তবে আমি দেখিব না, তোমরা সকলে দেখিবে, আমি ততদিন এ পৃথিবীতে থাকিব না।" মা'র একথা সত্য হইয়াছিল।

ঠাকুরমা ভয়ঙ্কর ব্যথা পাইলেন। তিনি আমাকে নিকটে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। আমাকে একা পাইলে কাছে যাইতে বলিতেন। সময় সময় তিনি এত ব্যথা পাইতেন যে বুক চাপড়াইতেন এবং শাপা শাপী করিতেন। আমি তখন বালক। ঠাকুরমার মহান স্নেহের মর্ম্ম আমি কি জানি? আমি একদিন মাত্র বলিয়াছিলাম—"তোমার শাপে আমার কিছু হইবে না"। আমি আর বাড়ীতে ফিরিয়া যাই নাই। শেষ পর্যন্ত বাহিরের বাড়ীতেই ছিলাম এবং সেখান হইতে গৃহত্যাগ করি।

গীতার এই ভাষ্য লেখার সময় আমার ঠাকুরমার (জন্মান্তরে) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে সেই আঘাত ও অপমানের যতটা সম্ভব প্রতিশোধ দেন। জীবনে তাঁহার সঙ্গে আবার হয় তো আর সাক্ষাৎ হইবে না। আর যদিও হয়, তখন আর আমার মনের টান তাঁহার উপর সেইরূপ থাকিবে না। তাঁহারও টান হয় তো এখনকার মতন থাকিবে না। এই ঘটনা আমাকে বাল্যকালের বহু কথাই স্মরণ করাইয়াছে। আমার মা'র কথা, আমার গীতার কথা, আমার ঠাকুরমার কথা এবং বাল্য জীবনের বহু বিস্মৃত ঘটনা, একটি মেয়েকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভাসিত হয়। আমি তাঁহাকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য খুবই উৎসুক ছিলাম। কিন্তু আমার সেই ইচ্ছা সফল হয় নাই। অমি যে কারণে এবং যে সূত্রে বাল্যকালে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ছিলাম; তিনিও কিরূপ একটা ঘটনার আবর্ত্তে আমার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইলেন। আমার বিচ্ছেদের সহায়ক আমার মা ছিলেন, এখানেও হয় তো মেয়েটীর মা'ই বিচ্ছেদের সহায়ক হইয়া থাকিবেন। ঘটনাটী সত্যই রহস্যময়। আমার জীবনে এইরূপ রহস্যময় ঘটনার অভাব নাই।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভূতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থঃ ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীঃ বিজয়ো ভূতি র্ধ্রুবা নীতি-র্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮ ॥

গীতা সঙ্গে লইয়া আমি বাহিরে আসিলাম। কিন্তু আমি গীতার একটী লাইনও বুঝিতাম না। তবু গীতা আমার হৃদয়ের মণি ছিল। গীতা আমার স্নেহময়ী মা, গীতা আমার সন্ন্যাস, গীতা আমার গৃহ বিচ্ছেদ, গীতা আমার পরম ধর্ম্ম। গীতাকে যেরূপ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, বিশ্বও গীতাকে সেই দৃষ্টিতে দেখুক। গীতা লেখার আমার ইহাই লক্ষ্য।

৭৭। হে রাজন্। শ্রীহরির সেই অতি অদ্ভুত রূপের কথা আমি যতই স্মরণ করিতেছি, আমার ততই বিস্ময় ও পুলক হইতেছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সেই রূপটীর ইহাই মর্ম্মকথা যে "আত্মা অসুররূপ সহ্য করেন না। এবং করালরূপে অসুর নিধন করেন এবং দুর্ব্বলবাদে আচ্ছন্ন শক্তিবাদীকে আত্মার নীতিতে নিজের কর্ত্তব্যে উৎসাহিত করেন"। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় এই রূপের কথা স্মরণ করাইয়া ভাল ভাবেই বুঝাইয়া দিলেন—"তোমার মনের মধ্যে যে গোপন আশা ছিল, যে অর্জ্জুন পক্ষ যুধিষ্ঠিরবাদীয় দুর্ব্বল ধর্ম্মের ভাব প্রবণতায় বা কুরু বংশের ক্ষয়ের সম্ভাবনায় রণত্যাগ করিয়া দুর্য্যধনকে জয়ী করিবেন, সে আশা আর নাই"।

৭৮। যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্দ্ধর পার্থ বিদ্যমান সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও ধ্রুব নীতি বিদ্যমান। ইহাই আমার মত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে। দুইটী প্রধান কারনে তিনি যোগেশ্বর। ১—অহংকে কেন্দ্র করিয়া আত্মার

জীবভাব এবং অহংকে অতিক্রম আত্মার আশ্রয়ে সৃষ্টি চক্র বা অক্ষরভাব। এবং অক্ষর ভাবকে অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তম; শ্রীকৃষ্ণের জীবনটী এই তিনের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই তিনি যোগেশ্বর। ২—অহংকে কেন্দ্র করিয়া জীবত্বের সীমায় অসুর ভাব এবং দুর্ব্বলভাব থাকা স্বাভাবিক শ্রীকৃষ্ণের জীবনে জীবত্বের প্রচুর উপাদান থাকলেও অসুরভাব এবং দুর্ব্বলভাব একটুও ছিল না। এই জন্য তিনি মহাযোগেশ্বর। সঞ্জয় এবার গীতার প্রথম শ্লোকের শেষ উত্তর দিলেন। যথা:— "যুদ্ধ হইবে এবং পাণ্ডবগণ জয়ী হইবেন।" "ধ্রুবানীতি" বলায় ইহাই বুঝা যায় যে, যে বিজ্ঞানে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, অর্জ্জুন সেই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ দুর্য্যোধন পক্ষ অন্যায় ভাবে যুদ্ধে নামিয়াছেন। অসুরপক্ষীয়দের যুদ্ধের নীতি সর্ব্বদাই অন্যায়কে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতাসু উপনিষদ্‌সু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে মোক্ষ যোগঃ নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি আনন্দ মঠের কলিযুগীয় ১৪১ পর্য্যায় স্থিত মঠাধীশ স্বামী শ্রীসচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য ১৪২ পর্য্যায়ে আনন্দ মঠাধীশ শ্রীস্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য সহিত গীতা ভাষ্য সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্যম্

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শৌনক উবাচ

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।

পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।

শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।

ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।

তস্মাৎ কিঞ্চিদ্ বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।

পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫

১। শৌনক বলিলেন—হে সুত, পুরাকালে, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক নারায়ণ ক্ষেত্রে গীতা মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছিল, আপনি তাহা যথাযথ বর্ণনা করুন॥ ২। সুত কহিলেন, আপনি উত্তমকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা অতীব গুহ্য কথা। সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে সক্ষম? ৩। শ্রীকৃষ্ণ ইহা সম্যকরূপে জানেন। কুন্তিসুত অর্জ্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যজ্ঞবল্ক্য এবং মিথিলাধিপ জনক কথঞ্চিত অবগত আছেন॥ ৪। অন্যান্য সকলে অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া তাহার সামান্য অংশ কীর্ত্তন করেন। আমিও ব্যাসদেবের মুখ হইতে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, উহাই এখানে কিঞ্চিৎ বলিতেছি॥ ৫। সমগ্র উপনিষদ গাভী স্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস্য এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধ স্বরূপ। সুধিগণ ইঁহার পান কর্ত্তা॥

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছন্তি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮

যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়॥ ৯

গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥ ১০

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশো চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মণি॥ ১১

৬। যিনি লোকত্রয়ের উপকারার্থ প্রথমে অর্জ্জুনের সারথী হইয়া পরে এই গীতামৃত প্রদান করিয়াছেন, সেই আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম॥ ৭। যে মানব ঘোর সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকার আশ্রয় লইলে সুখে পার হইতে পারিবেন॥ ৮। যে সর্ব্বদা শ্রবণ ও অভ্যাসদ্বারা গীতাজ্ঞান লাভ করে নাই সেই মূঢ় যদি মোক্ষ বাঞ্ছা করে, তবে উহা বালকের নিকটও হাস্যাস্পদ হয়॥ ৯। যাঁহারা দিবারাত্রি গীতা শাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ণ করেন, তাঁহাদিগকে মানব বলা যায় না, তাঁহারা দেবতাস্বরূপ॥ ১০। যে গীতা-জ্ঞানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সগুণ অথবা নির্গুণ এবং উত্তম ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥

১১। এইরূপ অষ্টাদশ সোপানে যেরূপ ভক্তি ও মুক্তি বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে, উহাকে আশ্রয় করিলে প্রেমভক্তি পূর্ণ কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি

সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২

গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩

তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬

গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭

লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২। সাধুগণের নিকট গীতা পবিত্রজলে স্নানের তুল্য সংসারমলনাশক; কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের নিকট উহা হস্তী স্নানের তুল্য নিষ্ফল হয় ॥ ১৩। যে ব্যক্তি গীতা শাস্ত্র অধ্যায়ন করে নাই। এই সংসারে সে মোঘ (ব্যর্থ) কর্ম্মে লিপ্ত হয় ॥ ১৪। অতএব যে গীতা শাস্ত্র জানে না, তাহার তুল্য অধম আর কেহ নাই। তাহার বিজ্ঞান, কুল, শীল ও মানুষদেহকে ধিক ॥ ১৫। যে গীতার অর্থ জানে না তাহার মতন অধম আর কেহ নাই। তাহার শরীর কল্যাণ, শীল, ঐশ্বর্য্য ও গৃহাশ্রমকে ধিক।

১৬। যে গীতাশাস্ত্র জানে না, তাহার তুল্য অধম কেহই নাই। তাহার অদৃষ্ট, প্রতিষ্ঠা, মান ও মহত্ত্বে ধিক ॥ ১৭। গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই নিষ্ফল। তাহার শিক্ষাদাতাকে ধিক্, তাহার

গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্ ॥
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্। ১৮
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০
শালগ্রামশীলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধিতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

ব্রত নিষ্ঠা তপস্যা ও যশে ধিক্। যে গীতার্থ পাঠ করে নাই, তাহার মত অধম আর কেহ নাই ॥ ১৮। যে জ্ঞান গীতা সম্মত নহে তাহা অসুর-জ্ঞান, উহা নিষ্ফল। উহা ধর্ম্ম রহিত এবং উহা বেদ-বেদান্ত বহির্ভূত ॥ ১৯। অতএব গীতা ধর্ম্মময়ী এবং সমস্তজ্ঞান প্রদায়িনী; গীতা সমস্ত শাস্ত্রের সারভূত ও বিশুদ্ধ, তাহার তুল্য আর কিছুই নাই ॥ ২০। যে ব্যক্তি একাদশী ও বিষ্ণুর পর্ব্বদিনে গীতাপাঠ করেন, তিনি স্বপ্নে, জাগরণে, গমনে বা অবস্থানে কোন অবস্থাতেই শত্রু কর্তৃক পীড়িত হন না ॥ ২১। শালগ্রাম শীলার নিকট, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থ-স্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ২২। দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞ তীর্থ-দর্শন বা ব্রতাদিদ্বারা সেরূপ প্রসন্ন হন না। ২৩। যিনি ভক্তিভাবে গীতাপাঠ করেন, তিনি বেদ পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের পাঠ

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসুচ।
যজ্ঞেচ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ॥ ২৪

গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ॥ ২৫

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পরম্॥ ২৬

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ॥ ২৭

যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে॥ ২৯

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ॥ ৩০

ফল প্রাপ্ত হন। ২৪। যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শীলাময় দেবমূর্ত্তির সম্মুখে, সাধুগণের সভাতে, যজ্ঞস্থলে বা বিষ্ণুভক্তের নিকটে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়। ২৫। যিনি প্রতিদিন গীতাপাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি দক্ষিণা সহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করেন, জানিতে হইবে। ২৬। যিনি গীতার্থ শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন অথবা অপরকে শ্রবন করান- তিনি পরম পদ লাভ করেন। ২৭। ২৮। যিনি যথাবিধি ভক্তিভাবে পরিশুদ্ধ গীতা পুস্তক সাদরে দান করেন, তাঁহার ভার্য্যা প্রিয় হয় এবং তিনি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া দয়িতাগণের প্রিয় হইয়া পরম সুখ ভোগ করেন, ইহাতে সংশয় নাই॥ ২৯। ৩০। যে গৃহে গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় আভিচারোৎভূত বা ভয়ানক অভিশাপ জনিত কোন দুঃখ উপস্থিত হয় না। সেখানে ত্রিতাপজনিত পীড়া, কোন রকমের ব্যাধি, শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক ঘটে না।

বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩
অনাচারোদ্ভবংপাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতা পাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬

৩১। গীতার্চ্চনা বা পাঠ করিলে বিস্ফোটকাদি হয় না। বরং উহার ফলে শ্রীকৃষ্ণ চরণে দাস্যভক্তি ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ হয়। ৩২। গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের অধীন থাকিলেও সর্ব্বজীবের সহিত সৌখ্যভাব লাভ করেন। তিনি সুখী ও মুক্ত হন, কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। ৩৩। মহা পাপ বা অতিপাপ করিলেও পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় সেই পাপ গীতাধ্যায়ীকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩৪। ৩৫। অনাচার, অবাচ্য কথা, অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অস্পৃশ্য স্পর্শন জনিত পাপ সকল এবং জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত অথবা ইন্দ্রিয় জনিত যে কোন দোষই হউক না কেন, তাহা গীতা পাঠ মাত্রই বিনষ্ট হয়। ৩৬। সকলের অন্ন ভোজন এবং সর্ব্বত্র পরিগ্রহ করিলেও

রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮

দর্শনীয়ঃ ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবান্ অপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তির্থানি প্রয়োগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২

গীতা পাঠিকে তজ্জনিত পাপ স্পর্শ করে না। ৩৭। অন্যায় পূর্ব্বক রত্নপূর্ণা মহী প্রতিগ্রহ করিলেও একবার মাত্র গীতা পাঠ দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল হইয়া যায়। ৩৮। ৩৯ যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা গীতায় অনুরক্ত থাকে তিনি সাগ্নিক, জাপক, ক্রিয়াম্বিত ও পণ্ডিত। তিনি দর্শন যোগ্য, ধনবান, যোগী ও জ্ঞানবান। তিনি যাজ্ঞিক, যাজক ও সর্ব্ববেদার্থদর্শী ॥ ৪০। ৪১। যে স্থানে গীতা পুস্তক থাকে এবং সেখানে নিত্য গীতা পাঠ হয়, তথায় ভূতলে প্রয়াগাদি সমুদয় তীর্থ বিদ্যমান থাকে। তাঁহার জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পর সমস্ত দেবতা ঋষিগণ এবং যোগীগণ তাঁহার রক্ষক হন ॥ ৪২। যাঁহার সঙ্গে গীতা থাকে, বালগোপাল কৃষ্ণ, নারদ এবং ধ্রুব পার্ষদগণ সহ তাঁহার সহায়ক হন ॥ ৪৩। যে স্থানে গীতা শাস্ত্রের অধ্যয়ন, বিচার ও অধ্যাপন হয়, তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ আনন্দে বিরাজ করেন ॥

যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ ॥ ৪৩

শ্রীকৃষ্ণো ভগবানুবাচ

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহং।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাহবা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭
গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯

৪৪—৪৬। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিলেন—হে অর্জ্জুন! গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার উত্তম সম্পদ, গীতা আমার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং গীতা আমার অব্যয় জ্ঞান। গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরমপদ, গীতা আমার পরম গুহ্য এবং গীতা আমার পরম গুরু। গীতার আশ্রয়ে আমি অবস্থান করি, গীতা আমার পরম গৃহ। গীতা জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমি ত্রিলোক পালন করিয়া থাকি ॥ ৪৭। গীতা আমার শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা ইহাতে সন্দেহ নাই; ইহা অর্দ্ধ মাত্রারূপা ও অনির্ব্বচনীয় পদ-স্বরূপিনী ॥ ৪৮। হে পাণ্ডব, আমি গীতার গুহ্য নাম সমূহ-কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐসকল নাম কীর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৯। ৫০। গঙ্গা, গীতা,

অৰ্দ্ধমাত্রা চিতা নন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধপাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২

ত্রিভাগং পাঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পাঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪

একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫

সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তি-গেহিনী, অৰ্দ্ধমাত্রা, চিদা, নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তি নাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বের অর্থপূর্ণ জ্ঞানের গুচ্ছপুষ্প ॥ ৫১। যে ব্যক্তি নিত্য স্থির চিত্তে এসব নাম জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্যজ্ঞানে সিদ্ধি এবং পরকালে পরমপদ লাভ করেন ॥ ৫২। সম্পূর্ণ গীতা-পাঠে অসমর্থ হইলে অৰ্দ্ধেক পাঠ করিবে, ফলে নিঃসন্দেহ গো দানের পুণ্য লাভ হইবে ॥ ৫৩। এক তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযোগের এবং এক ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গা স্নানের ফল লাভ হয় ॥ ৫৪। যিনি নিত্য দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং সেস্থানে কল্পকাল বাস করেন ॥ ৫৫। যিনি ভক্তি-ভাবে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন

অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭

গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাঃ প্রয়াতি যঃ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমান্ ॥ ৬১

তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় চিরকাল বাস করেন ॥ ৫৬। যিনি এক অধ্যায়ের অর্দ্ধ অংশ নিত্য পাঠ করেন তিনি সূর্য্য লোক প্রাপ্ত হন এবং সেখানে শত মন্বন্তর বাস করেন ॥ ৫৭। যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চারি, দুই, এক বা অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, যিনি অযুত বৎসর চন্দ্রলোকে বাস করেন ॥ ৫৮। যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের, বা এক চরণের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ লাভ করেন ॥ ৫৯। মহাপাপী ব্যক্তিও মৃত্যুকালে গীতার্থ পাঠ বা শ্রবন করিলে মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৬০। গীতা পুস্তকসহ প্রাণত্যাগ করিলে বৈকণ্ঠ ধামে যাইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ করেন ॥ ৬১। গীতার এক অধ্যায় সহযোগে মৃত্যু হইলে মনুষ্য জন্ম লাভ হয় এবং পুনর্ব্বার গীতাভ্যাস করিয়া উত্তম মুক্তি প্রাপ্ত

গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্ যৎ কর্ম্মচ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্মচ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২

পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৩

গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৪

গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৫

পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্॥ ৬৬

শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৭

হয়॥ ৬২। "গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মৃত্যু হইলে সদ্‌গতি লাভ হয়। এবং যে কোন কর্ম্মে গীতা পাঠ করিলে সেই সব কর্ম্ম নির্দ্দোষ হয় এবং পূর্ণ ফল প্রদান করে॥ ৬৩। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধকালে গীতা পাঠ করিলে পিতৃগণ নরকস্থ থাকিলেও সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করেন॥ ৬৪। গীতাপাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হইয়া পিতৃলোকে গমন করেন এবং পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন॥ ৬৫। ধেনু-পুচ্ছ (চামর) সহিত গীতা দান করিলে দাতা সেই দিনই সম্যকরূপে কৃতার্থ হন॥ ৬৬। সুবর্ণ সহ বিপ্রকে গীতা দান করিলে তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

৬৭। একশত খানা গীতা দান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৮

সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৬৯

দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণ্যে ভারত!
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭০

জনঃ সংসার দুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধা ভক্তি সুখী ভবেৎ ॥ ৭১

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২

গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩

এবং তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৬৮। গীতা দানের প্রভাবে দাতা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া সপ্তকল্পকাল বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে বাস করেন ॥ ৬৯। গীতার্থ সম্যকরূপে শ্রবণ করিয়া যিনি গীতাদান করেন, ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করেন ॥ ৭০। হে ভারত! চার বর্ণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিনী গীতা পাঠ বা শ্রবণ করে না, সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত হইতে পরিত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে ॥ ৭১। সংসারের দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি গীতার মত জ্ঞান লাভ করিয়া এবং গীতামৃত পান করিয়া ভক্তি লাভ করেন এবং সুখী হন ॥ জনকাদি রাজাগণ গীতার আশ্রয়ে নিষ্পাপ হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭৩। গীতার নিকট উচ্চ নীচ ভেদ নাই, ব্রহ্মস্বরূপিনী

যোঽহভিমানেন গর্ব্বেন গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪

অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬

চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮

গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯

বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০

গীতা সম ভাবে সকলকে জ্ঞানদান করেন ॥ ৭৪। অহংকার বা গর্ব্ব বশতঃ যে ব্যক্তি গীতানিন্দা করে, সে ব্যক্তি প্রলয় কাল পর্য্যন্ত নরক বাস করে ॥ ৭৫। যে মূর্খ অহঙ্কার বশতঃ গীতার্থ অমান্য করে সে কল্পক্ষয় পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে ॥ ৭৬। যে ব্যক্তি সমীপে থাকিয়াও গীতা-কথা শ্রবণ করে না, সে অনেক বার শুকর যোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৭। যে ব্যক্তি গীতা পুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহার কিছুই সফল হয় না। তাহার গীতা পাঠও বিফল ॥ ৭৮। যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থ লাভে যত্নশীল হয়, উন্মত্তের বৃথা শ্রমের মত তাহার কোনও ফল লাভ হয় না ॥

৭৯। গীতা শ্রবণ করিয়া সুবর্ণ, ভোজ্য এবং পট্টবস্ত্র পরমাত্মার প্রীতির জন্য নিবেদন করিবে ॥ ৮০। গীতার ব্যাখ্যাতাকে অনেক দ্রব্য ও বস্ত্রাদি এবং উপকরণদ্বারা ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক পূজা করিবে,

স্থত-উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠন্তে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩

শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৪

তাহাতে ভগবান শ্রীহরির প্রীতি জন্মিবে ॥

৮১। স্থত কহিলেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণের এই পুরাতন গীতা মাহাত্ম্য গীতা পাঠান্তে পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফলভোগী হন ॥ ৮২। যিনি গীতা পাঠের পর গীতা মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার গীতা পাঠের কোন ফল হয় না, তাঁহার পরিশ্রম বৃথা ॥ ৮৩। যিনি মাহাত্ম্যসহ গীতা পাঠ করেন এবং যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই পরম গতি লাভ করেন ॥ ৮৪। অর্থ সহিত গীতা শ্রবণ করিয়া যিনি মাহাত্ম্য শ্রবন করেন জগতে তাঁহার পুণ্যফল সর্ব্বসুখাবহ হইয়া থাকে ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্যম্ ॥

ইতি ১৪২ সংখ্যার আনন্দমঠাধীশ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত গীতা মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা সমাপ্ত। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

সমাপ্ত

ক্তিবাদ ও শক্তিশালী সমাজ প্রবর্ত্তক

স্বামী—সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত গ্রন্থাবলী।

১। ক্রমবিকাশের পথে (বাংলা ও হিন্দী) ১ম ভাগ। এই ভাগে ।বিকাশের প্রাথমিক তিনটী স্তর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে মূল্য ॥০।

২। ক্রমবিকাশের পথে ২য় ভাগ। মূল্য ॥০ আনা। এইভাগে না বিকাশের বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি ও দার্শনিক আলোচনা

৩। ক্রমবিকাশের পথে। ৩য় ভাগ। মূল্য ১৲। এইভাগে সুষের মনোবিকাশের পূর্ণস্তর সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে

৪। শক্তিবাদ। (বাংলা ও হিন্দী) মূল্য ১৲। পৃথিবীর সমস্ত ।কার রাজনৈতিক মতবাদের আলোচনা করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে । শক্তিবাদিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবাদ।

৫। শক্তিশালী সমাজ। ১ম ভাগ ১৲। এই ভাগে মোট ৫টী ধ্যায় আছে। (১) সমাজ বিজ্ঞানের সূত্র। (২) শক্তিশালী জ বুঝিবার জন্য মনোবিকাশের মোট ১৪টী স্তর সম্বন্ধে সূত্র। ত প্রকার সমাজ পৃথিবীতে আছে, উহাদের আলোচনা। (৩) সমাজ রচালনায় সমাজের বিভিন্ন প্রকারের কর্ম্মবিভাগ বুঝিবার মত াবলী। (৪) বর্ণাশ্রম সমাজের কথা। (৫) অসুরবাদ।

৬। শক্তিশালী সমাজ। ২য় ভাগ। মূল্য ১।০। এই ভাগে ট ৪টী অধ্যায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। (৬) বেদ ও শক্তিশালী জ। এই অধ্যায় বেদের সমাজবাদ কিরূপ ছিল এবং আজও দেশে এই সমাজের কঙ্কাল কিভাবে বিদ্যমান তাহা বুঝিতে পারেন। তযুগের সমাজ ও বৈদিক সমাজের ভেদ জানা যাইবে। (৭) ক্তিশালী সমাজ, পৌরহিত্যবাদীয় সমাজ, আমাদের সমাজ জীবনের নের লক্ষণ, স্মার্ত্তবাদ সমাজ ও বেদবাদ সমাজে ইহার ঝিতে পারিবেন। (৮) শক্তিশালী সমাজে ইহার

উৎপত্তি ও শেষ পরিণতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। (৯) শক্তিশালী সমাজে বৌদ্ধবাদ। কিভাবে ইহার উৎপত্তি ও কি জন্য ইহার পতন জানিতে পারিবেন। প্রাচীন শাস্ত্রে বৌদ্ধবাদ ও বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বৌদ্ধবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। (১০) হিন্দু সমাজে ধর্ম্মসংস্কার ও উহাতে বৈজ্ঞানিক বিকাশক্রম। জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে সব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সংস্কার হিন্দুসমাজে বিদ্যমান সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই অধ্যায়ে হইয়াছে।

৭। ধর্ম্মশিক্ষা ১৷৷০। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কথাই জানিতে পারিবেন। কর্ম্ম-ধর্ম্ম উপাসনা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইহাতে আছে। নানা প্রকার উপাসনা ও বহু প্রকারের মূর্ত্তি-বিজ্ঞানে কিভাবে একই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় এ সব দেখানো হইয়াছে। (হিন্দী যন্ত্রস্থ)।

৮। শক্তিবাদীয় উপাসনা মূল্য ।০ আনা। ইহাতে দুর্গামূর্ত্তি কালী-মূর্ত্তি প্রভৃতির রহস্য বলা হইয়াছে।

৯। ক্রমবিকাশের পথে। ৪র্থ ভাগ ২৲। এই খণ্ডে মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত নাড়ীমণ্ডলীর আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে মস্তিষ্কস্থিত বহু নাড়ীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বহু মানসিক রোগের কথা আলোচনা ও প্রতিকার বলা হইয়াছে। কাম, উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচর্য্য, ভোগে ব্রহ্মচর্য্য আদি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

১০। গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য। মূল্য ৬৲ টাকা। গীতা যে শক্তিবাদ মূলক গ্রন্থ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

১১। দুর্গাপূজা রহস্য (যন্ত্রস্থ)। ১২। সরস্বতীপূজা রহস্য (যন্ত্রস্থ)। ১৩। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যারহস্য মূল্য ।০ আনা। ১৪। হিন্দুসমাজ উপাসনা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উপাসনার রেকর্ড বাহির হইয়াছে। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির ১৪১৫ নং রেকর্ড দেখুন।

প্রাপ্তিস্থান—শক্তিবাদ মঠ, পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগনা।